স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল

আকাবিরে দেওবন্দের উপর

আরোপিত আপত্তির

জবাব সিরিজ-৫

স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল
দারুল উলূম দেওবন্দের তরজমানী নয়

লেখক
মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৪১ হি.
জানুয়ারী ২০২০ ঈ.

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪১ হি.
জানুয়ারী ২০২০ ঈ.

প্রকাশক
মাকতাবাতুস সিদ্দীক
পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

বই পেতে
০১৭৮০-৫৮৯৯২৮

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, মোল্লার বই.কম, আমাদের বই.কম
পথিকশপ.কম, সিজদা.কম

মূল্য
৪২০ (চারশো বিশ) টাকা

সূচিপত্র

জরুরি টীকাসমূহ

জরুরি টীকা ১৩২ : আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী। তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন, কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও আমি ভুল ত্রুটি করি তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মী হিসেবে ———————————— **২২২**

জরুরি টীকা ১৩৩ : আপনারা নয় বছর আগে যখন এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা খুবই ধৈর্যের সাথে শুনে বুঝে তিনি তার পক্ষ অবলম্বন করেন ———————————— **২২২**

জরুরি টীকা ১৩৪ : নয় বছর ধরে তিনি এর পেছনে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন, খাটনি করেছেন, আপনাদের সাথে বৈঠক করেছেন সবই আপনারা এখানে শুনেছেন আমি এই ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না ———————————— **২২২**

জরুরি টীকা ১৩৫ : তারপর তিনি নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রণালয়কে এটা পরিপূর্ণ আইন তৈরি করে সংসদে নিয়ে আসতে-**২২৩**

জরুরি টীকা ১৩৬ : তিনি বলেছেন এসব কিছুই বুঝি না আমাদের এই আলেমরা কওমী আলেমরা তারা যেটা করে দিবেন ওটাই আইন হিসাব করে নিয়ে আসবেন — **২২৩**

জরুরি টীকা ১৩৭ : যার মূল অবদান হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তারই নির্দেশে আমরা কাজ করেছি–**২২৪**

জরুরি টীকা ১৩৮ : শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সময়ের কালের মধ্যে আমরা এত অল্প সময়ে যে পরির্বতন নিয়ে এসেছি, সারা বিশ্ব আজকে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাস করে কী করে এটা সম্ভব হলো? কী যাদুতে সম্ভব হলো?-**২২৪**

জরুরি টীকা ১৩৯ : এই যাদু হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ন্যায়সংগত জনদরদি, দেশের দরদি, মানব দরদি একজন আল্লার ভক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অতি ভক্ত এবং আ ও একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে তিনি এই কাজগুলো করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন —— **২২৫**

জরুরি টীকা ১৬৩ : আপনার এই অসামান্য অবদান আপনার শাসনামলেও লাখো লাখো কওমী ওলামা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দ্বারা ধন্য হয়েছে। আপনার এই অসামান্য অবদান ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে · ——————————— ২৪৬

জরুরি টীকা ১৬৪ : আপনার কাছে দেশের ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র জনতা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনের প্রত্যাশা মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অবমাননা বন্ধ, নবীজির মহান বৈশিষ্ট্য খতমে নবুয়তের আকীদা-বিশ্বাস পরবর্তী অপতৎপরতা রোধ ... —— ২৪৬

জরুরি টীকা ১৬৫ : দ্বীনের দাওয়াত ও তবলিগের মহান কাজ ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে সঠিক পন্থায় পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন ... ——————————— ২৪৭

জরুরি টীকা ১৬৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওলমায়ে কেরামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহর করার প্রতিও আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি ... —— ২৪৭

জরুরি টীকা ১৬৭ : পরিশেষে ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, জাতীয় সংসদের সকল সদস্য এবং ... সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ ও দোয়া জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ——————— ২৪৭

জরুরি টীকা ১৬৮ : এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে ক্রেস্ট প্রদানের পর্ব ... ——————————— ২৪৮

জরুরি টীকা ১৬৯ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলহাইয়াতুল উলইয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ! ———— ২৪৮

জরুরি টীকা ১৭০ : আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম সম্মাননা শোকরানা স্মারক আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ! ———— ২৪৮

জরুরি টীকা ১৭১ : আমাদের সকলের আকাঙ্খিত বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্য। প্রধান অতিথির বক্তব্য ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ——————————— **২৪৯**

শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। **২৫০**

জরুরি টীকা ১৭২ : শোকরিয়া মাহফিলের শ্রদ্ধেয় আল্লামা সভাপতি আল্লামা শফি হুজুর এবং ওলামা একরামগণ এবং হাজরান মাহফিল। সবাইকে আস্লামুয়া লাইকুম ইয়া রহমাতুল্লাহে ওবারাকাতুহু ... ——————— **২৫০**

জরুরি টীকা ১৭৩ : যারা দ্বীন ইসলামের খেদমত করছেন তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারা এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয় —— ——————————————————— **২৫০**

জরুরি টীকা ১৭৪ : আমাকে যখন আ আল্লামা সফি সাহেব বললেন ...সংবর্ধনার আয়োজন করবেন। আমি বললাম না সংবর্ধনা আমার জন্য না এটা হবে আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায় করা ... ———————— **২৫১**

জরুরি টীকা ১৭৫ : কারণ এইটুকু যে করতে পেরেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেজন্য আমরা শোকরিয়া আদায় করতে চাই ... ————————————— **২৫১**

জরুরি টীকা ১৭৬ : এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম মানুষকে শান্তির পথ দেখায়। আর সেই দ্বীন শিক্ষা যারা দেন, তারা কেন অবহলিত থাকবে? কাজেই তাদেরকে কখনো অবহলিত থাকতে দেয়া যায় না ... ——————————————————— **২৫১**

জরুরি টীকা ১৭৭ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন ————————— **২৫২**

জরুরি টীকা ১৭৮ : আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দুই লক্ষ মা বোনের প্রতি ... —— ——————————————————— **২৫৩**

জরুরি টীকা ১৯৯ : আমরা যেসমস্ত কাজ করেছি সেগুলি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে স্বীকৃতি দেন এবং আমরা যেন মানুষের সেবা করে যেতে পারি ——— **২৬৩**

জরুরি টীকা ২০০ : ইমাম মুয়াজ্জিনরা ... ভাতা নিতে পারেন, অর্থ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাও আমি কিন্তু করে দিয়েছি-**২৬৫**

জরুরি টীকা ২০১ : প্রায় আশি হাজার আলেম-ওলামার কর্ম সংস্থান এর জন্য হয়েছে। কারণ আশি হাজার আলেম-ওলামারা এর মাধ্যমে বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকেন —— **২৬৫**

জরুরি টীকা ২০২ : সমগ্র বাংলাদেশে পাচঁশ ষাটটা মডেল মসজিদ এবং ইসলামি কালচারাল সেন্টার, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রচার প্রচারণা ... সৌদি আরবের বাদশাহ ... সহযোগিতা করবেন ———————— **২৬৬**

জরুরি টীকা ২০৩ : আমি যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হই তখনই সেই প্রজেক্ট নিয়ে ছিলাম, কাজও শুরু করে ছিলাম এবং সৌদি আরবের বাদশাহ ... আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন ———————————— **২৬৬**

জরুরি টীকা ২০৪ : অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২০০১ এ যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা একাজটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ... আমি আবার যখন ... সরকারে আসি তখন এই মসজিদের কাজ আমি ... সম্পূর্ণ করে দিয়েছি ——————— **২৬৬**

জরুরি টীকা ২০৫ : আমি একটি আরবী ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করে দিয়েছি এবং ... জায়গাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টাও আমরা তৈরি করে দিচ্ছি ———————————————————— **২৬৭**

জরুরি টীকা ২০৬ : এভাবে দ্বীনের শিক্ষা আরো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। ... আমরা সব সময় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করে চলি ———————— **২৬৮**

জরুরি টীকা ২০৭ : ইসলাম ধর্মের মূল কথা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ———————— **২৬৯**

বলতে হবে! শুনতে হবে!!

এক.

একটি কথা বিভিন্ন শব্দে বার বারই ঘুরে ঘুরে আমাদের সামনে আসছে। কথাটির যুতসই কোন জবাব আমরা দিতে পারি না। আবার তা মেনেও নিতে পারি না। কথাটি হচ্ছে, 'জুমহুর', 'ইজমা', 'সকল ওলামায়ে কেরাম', 'বড় বড় ওলামায়ে কেরাম', 'সচেতন ওলামায়ে কেরাম', 'মুফাক্কির ওলামায়ে কেরাম', 'মাঠে ময়দানের ওলামায়ে কেরাম', 'উম্মতের জন্য জীবন কুরবানকারী ওলামায়ে কেরাম'।

অর্থাৎ তাঁরা একটি বিষয়ে একমত। একটি বিষয় তাঁরা করে যাচ্ছেন। একটি বিষয়ের তাঁরা বিরোধিতা করছেন না। একটি বিষয়ে তাঁরা মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে একটি বিষয় ঘটেছে এবং ঘটে চলছে, কিন্তু তাঁরা নীরব থেকেছেন, নীরব থাকছেন।

দুই.

অনুসৃত অঙ্গনগুলোতে কোন একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি তাৎক্ষণিকভাবে তার বিচার না হয়, এমনিভাবে অনুসৃত ব্যক্তিদের কোন পদস্খলন হয়ে যাওয়ার পর যদি সে পদস্খলনকে চিহ্নিত না করা হয় এবং প্রজন্মকে সে বিষয়ে সতর্ক না করা হয়, তাহলে সে অপরাধ ও পদস্খলন পরবর্তীদের জন্য দলীল হয়ে যায়, অপরাধের সমর্থক হয়ে যায়,

অপরাধ ইবাদতের আসন দখল করে বসে, হারাম ফরজে রূপান্তরিত হয়, কুফর ঈমানের প্রতীক হয়ে যায়, প্রত্যাখ্যাত কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, ধিকৃত নন্দিত হয়ে যায়, মুনকারের নাকীর বেয়াদবি-উগ্রতা-শুযূয-খুরূজ-ফিতনায় রূপান্তরিত হয় এবং মুনকারের আলিঙ্গন খুলুকে হাসান ও উসওয়ায়ে হাসানা-শারাফাত-ইতাআত ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়।

দলীলের উদ্ধৃতি, ভুলের বিশ্লেষণ, ভুলের কারণ চিহ্নিত করা, পদস্খলনের পর্যালোচনা, অপরাধের পরিমাপ, অপরাধের হেতু নির্ণয় করা, এ ধরনের অপরাধ থেকে কাউকে বিরত থাকতে বলা, এমন সব বিষয়ে অনুসরণ থেকে বিরত রাখা, পদস্খলনগুলোকে বাজারজাত করতে বাধা দেয়া ইত্যাদি গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার আলামত হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তিন.

আমাদের বর্তমান এ সময়টি রিসালাতের যামানা থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর দূরে অবস্থিত। আমাদের এ ভূখণ্ডটি রেসালাতের ভূখণ্ড থেকে প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমাদের এ ভূখণ্ডটি ইসলামী শাসন ও প্রশাসন থেকে শতভাগ বঞ্চিত একটি ভূখণ্ড। বিগত চৌদ্দশত/সাড়ে চৌদ্দশত বছরের উল্লেখযোগ্য কোন অংশেও আমরা ইসলামী অনুশাসনের অধীনে চলেছি, শরয়ী আইন ও বিধান মেনে চলেছি এমন ইতিহাস আমাদের কাছে সংরক্ষিত নেই।

ওহির ভাষায় ও রিসালাতের ভাষায় আমরা প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনের চর্চা করতে পারিনি। তিনটি ভাষার সুদীর্ঘ তিনটি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আমরা দ্বীনের ভাষার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করেছি, আর ততক্ষণে আমাদের আয়ু নিভু নিভু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বাংলা ভাষা শিখতে গিয়ে আমরা তার সভ্যতা সংস্কৃতিসহ আত্মস্থ করেছি, উর্দূ ভাষা শিখতে গিয়ে সে ভাষার রূপ লাবণ্যের পেছনে মেধা ব্যয় করেছি, ফারসী ভাষা শিখতে গিয়ে সে ভাষার আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছি। এরপর যখন ওহি ও রিসালাতের ভাষার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে তখন ওহি ও রিসালাতের আবেদন ও দায়িত্ব ও কর্তব্যকে স্থান দেয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ খালি জায়গা আমরা অবশিষ্ট রাখিনি।

এমনই আমাদের ইতিহাস এবং প্রায় এমনই আমাদের বর্তমানও।

চার.

প্রতিটি বর্তমানই ভবিষ্যতের অতীত। প্রতিটি ছোট বর্তমানই ভবিষ্যতের বড় অতীত। প্রতিটি কাঁচা বর্তমানই ভবিষ্যতের পাকা অতীত। যে বিষয়গুলোকে আমরা বর্তমানের সাময়িক অবস্থা বলে বিদায় দিচ্ছি, এড়িয়ে যাচ্ছি, গুরুত্বহীন মনে করছি তার প্রত্যেকটিই ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তমূলক অতীত, সর্বসম্মত অতীত এবং উসওয়া ও আদর্শমূলক অতীত।

অতীত দূরে হওয়ার কারণে আদর্শের বিজ্ঞাপন ফলকটাই চোখে পড়ে, তার অভ্যন্তরের ও পশ্চাতের দুর্বলতাগুলো চোখে পড়ে না। তাছাড়া দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ইতিহাসের একটি বৃহৎ অংশ এমন ছিল যখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারত, জারাহ-তাদীল করতে পারত, করার অনুমতি ছিল, করা জরুরি ছিল, ওয়াজিব ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন এক সময়ে এসে উপনীত হয়েছি, যখন পরবর্তীদের জন্য এ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জারাহ তাদীল করতে পারবে না; পূর্ববর্তীরাই পরবর্তীদের জারাহ তাদীল করবে।

অবশ্য তা কীভাবে সম্ভব এবং কীভাবে করা হবে তা আমরা জানি না এবং আমাদেরকে তা বলাও হয়নি। আমরা কোনভাবেই বুঝতে পারিনি যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. (মৃ : ১৫০ হি.) কীভাবে ইমাম তাহাবী রহ. (মৃ : ৩২১হি.) এর ভুল ধরবেন।

পাঁচ.

যাইহোক, এতসব হালাতের কারণে আমার মনে হয়েছে, আমাদের বর্তমানের ছবি আমরাই এঁকে দিয়ে যাই। আমি বলতে চাই–

একটি কাফেলা যার ক্ষেত্রে ভূমিকার শুরুতে উল্লিখিত প্রতিটি বিশেষণই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। দ্বিমত থাকার কথাও না। সে কাফেলা এমন একটি কাজ সম্পাদন করেছে যার অনেক কিছু এবং অনেক অনেক কিছুই আমাদের বুঝে আসেনি। এমতাবস্থায় তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির উপর আমাদের একমত হতে হবে; হয়তো আমার অভিযোগগুলো বাস্তব নয়, নয়তো এ অভিযোগগুলো শরীয়তের মানদণ্ডে কোন সমস্যা নয়, কোন অন্যায় নয়, অথবা এ

কাফেলা নিষ্পাপ নয়, ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এমন একটি কাফেলাও এমন ভুল করতে পারে।

আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'স্বীকৃতি উপলক্ষে শোকরানা মাহফিল'।

আমি অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখানে তুলে ধরব এবং সে চিত্রের যে অংশগুলো আমার বুঝে আসেনি ধারাবাহিক টীকার মাধ্যমে সে অংশগুলো তুলে ধরব। সঙ্গে সঙ্গে কেন তা বুঝে আসেনি তাও ব্যাখ্যা করব। এ ক্ষেত্রে প্রজন্ম কী করবে সে সম্পর্কেও কিছু বলার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে, শোকরানা মাহফিলকে দারুল উলূম দেওবন্দ, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ, সালাফে সালেহীন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তরজুমান ও মুখপাত্রদের মাহফিল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আরেকটি কথা হচ্ছে, স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল এমন কোন গোপন বিষয় নয় যে, আমরা বই লেখার পর মানুষ তা জানতে পারবে। এমন কোন বিষয়ও নয় যে, শোকরানা মাহফিল করেছে ওলামায়ে কেরাম নিজেরা নিজেরা। বিষয়গুলো একান্তই নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। বইয়ের মাধ্যমে ঘরের বাইরের মানুষ এটা নতুন করে জানতে পারবে। এ ধারণাগুলো সঠিক নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিলের বার্তা যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বই কখনো তার কাছে ধারেও পৌঁছতে পারবে না।

বলা যায়, এ মাহফিলের মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন ব্যক্তি, ভূখণ্ড ও গোষ্ঠীবিশেষকে অতিক্রম করে সরাসরি শরীয়ত ও শরীয়তের অবয়বকে আঘাত করেছে। তাই শুধু একজন দেওবন্দী হিসাবেই নয়; বরং একজন মুসলমান হিসাবেও এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার থাকা চাই।

বক্তাদের বক্তব্যগুলোকে তাঁদের হুবহু উচ্চারণে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পরিবর্তন করা হয়নি।

ছয়.

শোকরানা মাহফিলের প্রথম দিকের একটি অংশের রেকর্ড আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। এমনিভাবে মাঝে দুয়েকটি জায়গায় কয়েকটি

কথা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আশা ছিল শুরুর অংশটা পাব এবং মাঝের অস্পষ্ট অংশগুলোও উদ্ধার করতে পারব। সে হিসাবে টীকা নম্বরগুলো সাজিয়ে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অংশগুলো সংগ্রহ করতে পারিনি। এ দিকে কাজটি শেষ করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সবদিক চিন্তা করে যতটুকু পেয়েছি ততটুকুর উপরই কাজ শেষ করে ফেললাম। বাকি শুরুতে দশ/বারটি টীকার নম্বর হাতে রেখে কাজ শুরু করেছি। যাতে প্রথম অংশটি পেলে পরবর্তী টীকাগুলোর নম্বর পরিবর্তন করতে না হয়।

আল্লাহ তাআলা কাজটিকে ইখলাস ও ইতকানের সাথে সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন। মনের দুর্বলতাগুলো দূর করে দিন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। ইখলাস ও ইতকানের যতটুকু দুর্বলতা রয়েছে তা দূর করে দিন এবং ক্ষমা করে দিন। আমীন।

–যুবায়ের

শোকরানা মাহফিলের বয়ানসমূহের ভিডিও লিংক–

https://www.youtube.com/watch?v=A_XtS_iIpGI

https://www.youtube.com/watch?v=AQnC5mLnp7k

শোকরানা মাহফিলের পূর্ণ বিবরণ

(বক্তাদের বক্তব্য যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়েছে)

প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদিন

................................আর এক সাথে পাঁচশত ষাটটা মসজিদ নির্মাণ করার নজিরও ইসলামের ইতিহাসে নাই। (১১) আমি অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা আমি শুধু এখানে বলতে চাই, ৫ই মে ২০১৩ সালের ৫ই মে সম্পর্কে অনেক মিথ্যাচার করা হয়েছে এবং বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। (১২) ঐ দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল সুস্পষ্ট। আলেম-ওলামা এবং কোমলমতী শিক্ষার্থীদের যেন কোন রকম ক্ষতি না হয়। (১৩) আমাদের আইন শৃংখলা বাহিনী সে নির্দেশনা মাথায় রেখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এবং পেশাধারী দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। (১৪) কেউ আজ পর্যন্ত হতাহতের সঠিক তালিকা দিতে পারেনি। দু'একজনের নাম বলা হয়েছিল, আমরা ইনকোয়ারি করে দেখেছি উনি বেঁচে আছেন, মাদরাসায় শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। সব অপপ্রচার-ই ভুল এবং মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। (১৫) তাই আমি বলবো এসব মিথ্যাচারে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। আমি মনে করি, যারা এসব মিথ্যাচার ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। (১৬) এ ছাড়া যেসব মামলা হয়েছে সেসব ব্যাপারে নির্দোষ আলেম-ওলামারা যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হয় সেই ব্যাপারেও কঠোর নির্দেশ দেওয়া আছে। (১৭) আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখুন। ইনশাআল্লাহ! বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা থাকতে কোন আলেম-

ওলামার সামান্যতম ক্ষতিও হবে না। (১৮) (সবাই মিলে) ঠি--ক। উনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, উনি থাকতে কোরআন এবং সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন উনি বাংলাদেশের মাটিতে হতে দেবেন না। (১৯) (সবাই মিলে) ঠি--ক। শুধু কওমী নয়, শুধু কওমী শিক্ষা নয় ধর্মের যেকোন ব্যাপারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। (২০) এটি স্বীকৃত যে, তিনি একজন বিশ্ব নেতার রোলমডেল। (২১) কিন্তু এটির সাথে আমরা বলি, উনি একজন ধর্মপ্রাণ সত্যিকারের মুসলিম মহিলার রোলমডেল। (২২) আমরা ওনাকে কখনো নামায মিস করতে দেখি নাই। (২৩) আর উনি প্রতিদিন ভোরে উঠে নামায পড়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে দিনের কাজ শুরু করেন।

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (৭৮)

(সবাই মিলে) ঠি--ক। এই কোরআন তেলাওয়াত ওনার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে। (২৪) আমি এখানে কওমী মাদরাসা সম্পর্কে দু'-একটা তথ্য দিতে চাই। আমাদের কওমী আলেমগণ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। (২৫) (সবাই মিলে) ঠি--ক। সেজন্যে ধর্মের ভিত্তিতে তদানিন্তন ভারতবর্ষের বিভক্তি আমাদের কওমী আলেমগণ, দেওবন্দের আলেমগণ সমর্থন করেন নাই। (২৬) হাটহাজারী মাদরাসার পঞ্চাশ গজের মধ্যে হাটহাজারীর সব চাইতে বড় মন্দির সীতা কালি মন্দিরের অবস্থান। (অল্প কয়েক জন মিলে) ঠি--ক। অদ্যবদি মাদরাসার কার্যক্রমও চলে আসছে। মন্দিরের পূজা অর্চনার কার্যক্রম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। (২৭) ২০১২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে রামুর ঘটনার সময় আমরা চট্রগ্রামে দেখেছি বৌদ্ধদের মন্দিরের ওখানে পাহারা দিচ্ছে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীরা। (২৮) (সবাই মিলে) ঠি--ক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে?(২৯) কওমী মাদরাসা কোনো ধরনের জঙ্গিবাদ এবং জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। (সবাই মিলে) ঠি--ক। সকল প্রকার জঙ্গি, উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরোধী। (৩০) আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাদের সম্মানিত কওমী আলেমদের সামনে দুইটা প্রশ্ন রাখতে চাই। আপনারা জনৈক মৌলানা কর্তৃক একজন নবীর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করায় তার বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। কিন্তু যারা আমাদের প্রিয় নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভুল আকীদা পোষণ করেন, তারা যে মাছুম ছিল উনারা স্বীকার করেন না, তাদের ক্ষেত্রে এবং তাদের দোসরদের ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন? (৩১) (সবাই মিলে) ঠি--ক ঠি--ক। যারা কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি বাতিল করে দিয়েছিল, যারা কওমী মাদরাসার কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে এবং তাদের সহযোগী দোসরদের ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন?(৩২) (সবাই মিলে) ঠি--ক ঠি--ক। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইরশাদ হচ্ছে- هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ -هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ আমি এই স্বীকৃতি প্রদানের সাথে যারা যারা সম্পৃক্ত ছিলেন- আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয় এবং সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, জাতীয় সংসদের সম্মানিত সংসদ... সম্মানিত স্পীকার মহোদয় এবং সম্মানিত সংসদ-কর্মীবৃন্দ, মাননীয় সংসদ নেতা, আমার সাথে কাজ করেছিলেন জনাব শেখ আবদুল্লাহ সাহেব, উনিসহ একসাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (৩৩) শেষে আপনাদের কাছে একটা আর্জি রেখে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইরশাদ হচ্ছে- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ তোমরা একত্রিতভাবে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধরে রেখো, বিভক্ত হয়ো না। হে ওলামায়ে দেওবন্দ! বিভক্ত হবেন না। আপনারা একত্রিত থাকুন। ঐক্যবদ্ধ থাকুন। (৩৪) (সবাই মিলে) ঠি--ক ঠি--ক, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার! আমি আপনাদের সবার... আমি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সবাই সুস্থ থাকুন। সহি-সালামতে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যান। সেই... কামনা করে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন। مع السلامة و شكرا। (৩৫)

(পরিচালক, মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেব) জাযাকাল্লাহ! আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদিন সাহেব তার উদ্বোধনী বক্তব্য দ্বারা আমাদেরকে অত্যন্তভাবে চমৎকৃত করেছেন। (৩৬) এ পর্যায় স্বাগত বক্তব্য পেশ করবেন আলহাইআতুল

উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের মাননীয় মহাসচিব আল্লামা আবদুল কুদ্দুস। আল্লামা আবদুল কুদ্দুস সাহেব দামাতবারাকাতুহুম।

মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব

الحمد لوليه، والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ(৩৭)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.(৩৮)

মুয়াজ্জাম মুহতারাম হযরত সভাপতি সাহেব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ এবং হযরত ওলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রবৃন্দ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই সনদের স্বীকৃতি বাংলাদেশের ১০ সালে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শেখ আবদুল্লাহ প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন। (৩৯) ২০১০ সালে। প্রস্তাব শেষ করার পরে, ওলামায়ে কেরামকে এক করার জন্য আমাদের বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্টমন্ত্রী জনাব কামাল হোসেন সাহেব, উনি ডাকছিলেন এ কাওরান বাজারে। (৪০) কাওরান বাজারে ডাকার পরে অইটার মধ্যে কিছুটা অসুবিধা হয়। এরপরে হাটাজারির হুজুর ওলামায়ে কেরামকে ডাকেন ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত পুরোপুরি হয় নাই। এরপরে হুজুরে চিঠি লেখছেন প্রধানমন্ত্রীর নিকট। চিঠি লেখার পরে আমরা নয়জন একসাথে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করছি। প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, আপনারা সবাই একত্রিত হয়ে আসেন। হুজুর বললেন যে, আমরা একত্রিত হতে পারতেছি না। (৪১) তখন প্রধানমন্ত্রীর শেখ জয়নুল আবেদিন সাহেব যিনি বক্তব্য রাখলেন উনাকে এবং শায়খ আবদুল্লাহকে দায়িত্ব দিছেন যে, সব ওলামায়ে কেরামকে আপনারা একত্রিত করে হাটাজারি মাদরাসায় এটার বৈঠক করেন। উনারা হাটাজারি গেছেন। হাটাজারি এটার বৈঠক হইছে, বৈঠক হওয়ার পরে কমিটি গঠন করা হইছে। (৪২) কমিটি গঠন করার পরে এটার

স্বীকৃতি– এ স্বীকৃতির মানে সূচনা– এবং এটার জন্য শিক্ষামন্ত্রী, রুহুল আমীন সাব, মাওলানা ফরিদ মাসঊদ সাব, আমি এবং নুরুল আমিন সাব, মাওলানা আনিস সাব, মাওলানা আনাস সাব, মাওলানা মাহফুজুর রহমান সাব এই আমরা ছয়, সাতজনের উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রনালয় এটা প্রথম প্রজ্ঞাপন জারি করেন। (৪৩) এই প্রজ্ঞাপনের পরে প্রধানমন্ত্রী তার পরে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম পাঁচশ জনের বেশী গণভবনে ডেকে এই এই স্বীকৃতি আদায় করার জন্য প্রজ্ঞাপনের ঘোষণা দেন। (৪৪) প্রজ্ঞাপনের ঘোষণা দেওয়ার পরে এটা কীভাবে আইনে পরিণত হয়; আবার হাটাজারির হুজুর চিডি লেখছেন। ওই চিডি লেখেন যখন তখন তিনি হাসপাতালে, চিটাগাং হাসপাতালে ছিলেন। ওই হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি চিডি লেখছেন। ওই চিডি নিয়ে আমরা আবার প্রধানমন্ত্রীর নিকট আসি। প্রধানমন্ত্রীর নিকট আসার পরে উনি সংসদ ভবনে আমাদেরকে এক ঘণ্টার উপরে সময় দিয়েছেন। (৪৫) এক ঘণ্টার উপরে সময় দেওয়ার পরে এটা সিদ্ধান্ত হয় যে, এটা আইনতভাবে আইনগতভাবে পরিণত করার জন্য যা করণীয় এগুলো করতে হবে। তখন সচিবালয় এটা পেশ করেন প্রধানমন্ত্রীরা পাঠান। সচিবালয়ে পাঠানোর পরে মনজুরী কমিশনে পাঠান। মনজুরী কমিশনে হাইয়াতুল উলইয়ার ১২ জন সদস্য একসাথে হইয়া মনজুরী কমিশনের সদস্যদের সাথে মিল্লা এটার আইন প্রণয়ন করেন। আইন প্রণয়ন করার পরে এটা বাংলাদেশ সচিবালয়ে পাঠান। পাঠানোর পরে এটা নিশ্চুপ হইয়া পইরা আছে। তখন যখন নাকি হাইয়াত ..... বাংলাদেশের জোড় হয় মোহম্মাদপুরে যে, ২৮ তারিখে জোড় হইছিল। জোর হওয়ার পরে মাগরিবের নামাযের পরে হাটাজারির হুজুর, মাওলানা আশরাফ আলী সাব, আমি, মাওলানা আনাস সাব এরকমভাবে আমরা কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎ করার পরে প্রধানমন্ত্রী সাব বললেন যে, এটার কি সমেস্যা হইছে, কেন এখনো পর্যন্ত এটার স্বীকৃতি আইনগতভাবে বাস্তবায়ন হয় না কেন?(৪৬) এটার মধ্যে যে সমস্ত অসুবিধা আছে এগুলাকে তাড়াতাড়ি দূর করতে হবে, যদি দূর না করেন আমি এগুলার খোঁজখবর টেলিফোনে আমি নিজেই নিবো। প্রধানমন্ত্রী নিজেই দায়িত্ব নিয়া, এ-ই বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি তখন এই দেড় সপ্তাহ-দুই সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রীসভার মধ্যে গেছে। (এ সময়

প্রধানমন্ত্রীর ভাবটা ছিল দেখার মত)। মন্ত্রীসভার মধ্যে যাওয়ার পরে মন্ত্রীসভায় পাশ হইছে। মন্ত্রীসভায় পাশ হওয়ার পরে সংসদে উটছে। জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং প্রধানমন্ত্রীও স্বতঃস্ফূর্তভাবে– উনি বলছেন আমি লিল্লাহিয়াতের সাথে একমাত্র আল্লাহ পাককে রাজি খুশি করার জন্য এই বাংলাদেশের এই কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি প্রদান করলাম। (৪৭) (দুই থেকে তিন জন আল্লাহু আকবার) আমি এটার জন্য কোন জাযা চাই না। (৪৮) এ শোকরিয়া আদায় করার জন্য আমরা এখানে আজকে সমবদ্ধ হইছি। (প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ সেই হাসি)। আমরা যে স্বীকৃতি নিছি, স্বীকৃতি নেওয়াটা আমরা সরকারের থেকে কখনো টাকা-পয়সা নিবো না। শুধু মানের শিক্ষা– মানের শিক্ষাদানের জন্য কওমী মাদরাসা যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা, আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা, আল্লাহ পাকের হাদীসের শিক্ষা। (৪৯) এবং ওলামায়ে এঁ... আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'ছুম, আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'ছুম এটার আকীদা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এটার আকীদা। (৫০) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এখন অনেকে দাবি করতেছে। প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এখন কওমী মাদরাসা ওয়ালারা, আর কেউ না। আর অন্য আছে, তবলিগের জামাত আছে। আর অন্য কেহ এটার মধ্যে নাই। এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্বীকৃতি এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'ছুম, সাহাবায়ে কেরাম মি'য়ারে হক এবং চার মাযহাব এবং হানাফী মাযহাব সবগুলো এই স্বীকৃতির মধ্যে এঁ দলীলের মধ্যে আইসা গেছে। সবগুলো সংসদে পাশ করা হইছে। এই মাদরাসা শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী। তারা মি'য়ারে হককে মানবে। তারা সবকিছু মানবে। এটার স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে। (৫১) আমি মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং সদস্যগণ এবং এ সামরিক সচিব এবং শায়খ আবদুল্লাহ এবং সংসদের সচিব এবং সদস্যবৃন্দ এবং মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। (৫২) তার সাথে এই কওমী মাদরাসার আসল খেয়াল হলো হেফাজতে আতফাল, হেফাজতে আমওয়াল। যে সমস্ত ছেলেরা এখানে আসে তাদেরকে আল্লাহওয়ালা বানানো। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করানো। আল্লাহকে রাজি খুশি করা। এই শিক্ষা দেওয়া

আমাদের নীতি। (৫৩) এই কওমী মাদরাসার মধ্যে কোন ধরনের সংশয়, কোন ধরনের অসুবিধা, কোন ধরনের সাংবিধানিক অসুবিধা এবং জঙ্গিবাদ ইত্যাদি এগুলা কওমী মাদরাসার মধ্যে নাই। দু'-একটা যদি থাকে এটা না থাকার মতো। কওমী মাদরাসার মধ্যে এগুলো নাই। (৫৪) আমরা এই কওমী মাদরাসার মধ্যে সং........... সুষ্ঠভাবে যাতে পরিচালনা করতে পারি এবং আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারি। আল্লাহ পাককে রাজি-খুশি করতে পারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলতে পারি। আল্লাহ পাক যাতে আমাদেরকে এই তওফিক দান করেন। (৫৫) তার সাথে সাথে ছয় বোর্ড একসাথে হইছে। সারা বাংলাদেশের যত দাওরা হাদীস মাদরাসা সবগুলো একসাথে হইছে। এই ছয় বোর্ড এটার মধ্যে একমত হইছে তবলিগের জামাত নিয়া। এই তবলিগের জামাতের ব্যাপারে আমি প্রধানমন্ত্রী কাছে অনুরোধ করবো। এই ব্যাপারে সুষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়া। ওলামায়ে হক যে রকমভাবে... দেওবন্দের ফসল তবলিগের জামাত। মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি। ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির ছেলে মাওলানা আবদুল আযিয.... মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি। ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি পরে এনামুল হাসান রহমতুল্লাহ আলাইহি। উনারা তিনজন যতদিন ছিলেন সারা দুনিয়াতে তবলিগ চলছে কোন রকম অসুবিধা হয় নাই, কোন রকম কোন কথাবার্তা হয় নাই। ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি এনামুল হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহির এন্তেকালের পরে মাওলানা যুবায়ের সাব যতদিন ছিলেন তাও চলছে। এরপরের থেকে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দেখা দিছে। এই অসুবিধার মধ্যে সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম সব একমত, সব একমত যে, তবলিগের জামাতকে যাতে, তবলিগের জামাতকে যাতে হক রাস্তায় পরিচালনা করাটার সুযোগ দান করেন। (৫৬) ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!

(পরিচালক) আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের উদোগে আয়োজিত শোকরানা মাহফিলের এই পর্যায় বক্তব্য পেশ করবেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশর সহ সভাপতি মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব।

নুরুল ইসলাম সাহেব

আস্‌সালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ! নাহমাদুহু অনুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারিম। আম্মা বাদ! আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে আজকে শোকরানা মাহফিল। এই শোকরানা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উসতাযে মুহতারাম শায়খে মুহতারাম আল্লামা শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফি সাব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং উপস্থিত মন্ত্রী মহোদয়গণ, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আমাদের কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীবৃন্দ, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা। সময় খুব সংক্ষেপ, আমি বেশী আলোচনা করবো না। আলহামদুলিল্লাহ! কওমী মাদরাসায় শিক্ষক-ছাত্র সমাজে সম্মানিত থাকলেও যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, আছেন, থাকবেন। (৫৭) কিন্তু সরকারীভাবে আমাদের কওমী মাদরাসার শিক্ষার মান যা শুনছেন বিস্তারিত আমি ওগুলি বলবো না। এটা আমাদের শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফি সাবের অন্তরের তামান্না, আরজু, আকাঙ্ক্ষা এবং বলেছেন আমি কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চাই। আল্লাহ তাআলা সেটা কবুল করছেন। তার আছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারসহ সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, প্রজ্ঞাপন জারি, করে, মন্ত্রী সভায় পাশ করে, আইনি রূপদান করার জন্য সংসদে বিল পাশ করেছেন। এজন্য কওমী মাদরাসা এবং কওমী মাদরাসার শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। একটা কথা বলে আমি শেষ করছি। আল্লামা আহমদ শফি সাব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রেখে আমরা কয়েকজনকে কানে কানে এই কথা বলছেন। এই প্রধানমন্ত্রী আসলে দ্বীনের ব্যাপারে, ইসলামের ব্যাপারে, আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেক উদার। (৫৮) ওনার থেকে দ্বীনি ব্যাপারে দুনিয়াবী নয় দ্বীনের ব্যাপারে শুধু স্বীকৃতি আদায় নয় আরো অনেক কিছু আদায় করা যাবে– তার অন্তর এরকম পরিচ্ছন্ন। (৫৯) (সবাই মিলে) ঠি--ক। এজন্য হযরতে একের পর এক বলছেন আপনারা জানেন, অনেক ওলামায়ে কেরাম বর্তমানে তাদের নামে মিথ্যা মামলা হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম দুর্ভোগে দুর্ভোগে

পোহাইতেছেন। সেটাও হুজুর আলোচনা করছেন। আপনারা জানেন এই বাংলাদেশে সাহাবায়ে কেরাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোরআন, হাদীস, আল্লাহর ব্যাপারে জঘন্য কটূক্তি করে। মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেয় নাস্তিক, মুরতাদ, কাদিয়ানিরা। এজন্য এদের ব্যাপারেও সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ধাপে ধাপে আমরা আশা করবো। আমরা এটা পাইয়া উৎসাহিত হয়েছি। (৬০) এই ব্যাপারে আরো কিছু প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য সহযোগিতা করবেন। অ আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন!

(পরিচালক) এ পর্যায়ে বক্তব্য পেশ করবেন, মাওলানা আবদুল বাসীর সাহেব। মহাসচিব, আজাদ দ্বীনী ইদারা বাংলাদেশ, সদস্য আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।

মাওলানা আবদুল বাসীর সাহেব

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাসতফা। আজকের শোকরানা সভায় সম্মানিত সভাপতি, আজকের শোকরানা সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ওলামা হযরত! আমরা বিগত ১০/১২/১০ ডিসেম্বর ১৬ইং আল্লামা আহমাদ শফি সাবের নেতৃত্বে হাটাজারি মাদরাসায় প্রথম বৈঠক করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হই। এবং ১১ই এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশে গণভবনে আমরা সমবেত হয়েছিলাম। (৬১) সেদিনও আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওবার পর ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। সেটা শেখ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের অবদান। (৬২) (সবাই মিলে) ঠি--ক। যার কারণে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হইছে। (৬৩) এজন্য বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার কন্যা হিসেবে কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান ঘোষণা করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দ্বারাই সম্ভব। (৬৪) আজকে বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরামের আশা, দীর্ঘ দিনের আশা সেদিনের সংসদে মাননীয় স্পীকার এবং সংসদ সদস্যবৃন্দ এটা

আইনে পাশ করে দাওরায়ে হাদীসের মান ঘোষণা করেছেন। এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আলহাইয়াতুল উলইয়ার ছয় বোর্ডে গঠিত, ছয় বোর্ড সমন্বয়ে গঠিত আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমার একটু আগে বয়ান-বর্ণনা পেশ করলেন বয়ান পেশ করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব। তিনির সাথেও আমরা বারবার এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি দীর্ঘ সময় আমাদেরকে দিয়েছেন। উনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন, যারা সাহাবায়ে কেরামকে মা'ছুম মানে না, সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মা'ছুম মানে না তাদের সাথে, বহু দীর্ঘদিন থেকে কওমী মাদরাসা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, লিখা-লিখি শুরু হয়েছিল। (সবাই মিলে) ঠি--ক। বর্তমান সরকার ব্রিগেডিয়ার জয়নুল আবেদিন সাব যে বক্তব্য পেশ করেছেন সেই বক্তব্যর সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করি। (৬৫) ধন্যবাদ জানাই তিনির বক্তব্যের জন্য। আরো ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা বারবার জনাব আসাদুজ্জমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন জামান সাহেবের সাথেও আমরা অনেক সময় আলোচনা করেছি, সময় দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দকে এবং এ ব্যাপারে সরকারের উপরস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র, শিক্ষক, তাদের অভিভাবকগণ, আশ্চর্য অবস্থায় আপনার সেই ঘোষণার জন্য শুকারানা সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার সুন্দর বক্তব্য শুনার অপেক্ষায় আমরা আছি। (৬৬) আল্লাহ তাআলা আপনার দীর্ঘায়ু ...জাযায়ে খায়ের দান করুণ(৬৭) আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আল্লামা আহমাদ শফি সাবের দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

(পরিচালক) নানা কারণে আমাদের সময় একটু বেশী ব্যয় হয়ে গেছে। পরবর্তীতে যাদেরকে বক্তব্যের জন্য দেওয়া হবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য সকলে চেষ্টা করুন।

শোকরানা মাহফিলের এ পর্যায় বক্তব্য পেশ করবেন মাওলানা আরশাদ রহমানী সাহেব, সভাপতি তানজিমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশ, সদস্য আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।

আরশাদ রহমানী সাহেব

নাহমাদুহু অনুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারিম আম্মা বাদ। হাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের শোকরানা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি উপস্থিত মন্ত্রী মহোদয়, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম মাশায়িখে ইজাম আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ! আমরা সকলেরই জানা– মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান আইন রূপে সংসদে পাশ হয়েছে। আমরা মনে করি এটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার কারণে সম্ভব হয়েছে। (৬৮) (সবাই মিলে) ঠি--ক। তাই তানজিমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশ এই বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মুবারকবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সাথে সাথে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে আমাদের সকলের মুরব্বী শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুমের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রয়াসে। তাই আমরা হযরতের শোকরিয়া আদায় করি। সাথে সাথে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্টের সবাইকে যথাযথ জাযা দান করুন। এবং দোয়া করি দ্বীনী, মাদারেসগুলোর গুরুত্ব, তার নীতির আদর্শ আমাদের মত ছোটদেরকে বুঝার এবং তার উপর অটুট থাকার তওফীক দান করুন।

(পরিচালক) এপর্যায়ে বক্তব্য পেশ করবেন আঞ্জুমানে ইত্তিহাদুল মাদারেস বাংলাদেশের সম্মানিত সভাপতি আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদভী। তিনি অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন হযরত মাওলানা আবু তাহের নদভী।

হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদভী এর পক্ষে হযরত মাওলানা আবু তাহের নদভী

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারিম আম্মা বাদ। মুহতারাম সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা! হাইয়াতের হযরতে ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সুধী ও আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! সোহরাওয়ার্দীর এই ঐতিহাসিক ময়দানে আজকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতির শোকরিয়া জানাতে আমরা একত্রিত হয়েছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি উজ্জ্বল মাইল ফলক। (৬৯) এই দিনে কওমী সনদ আইনের বিল জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। কওমী মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদীস তথা তাকমীল সনদকে ইসলামিক স্টাডি ও আরবী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেওয়ার মাধ্যমে পনের লাখ কওমী ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবি পূরণ হলো। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা থেকে দেশ ও জাতি উপকৃত হওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। (৭০) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ফলে তাদের খেদমতের পরিধি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বহু জনপদে বিস্তৃত হবে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের নতুন নতুন ক্ষেত্র আশা করি তৈরি হবে। (৭১) আনন্দের বিষয় হলো– কওমী মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতিগুলোর তথা উসুলে হাশতগানার আলোকে উসূলে হাশতগানা তার প্রেক্ষিতে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ!(৭২) ভেতরে বাহিরে বিভিন্ন মহলে বিরোধিতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ও এর প্রচার প্রসারে-এর প্রচার প্রসারের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন। (৭৩) ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সকলকে। আস্‌সালামু আলাইকুম! নিবেদক আল্লামা মুহাম্মাদ সুলতান যাওক নদভী, সভাপতি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে ইত্তিহাদুল মাদারিসের পক্ষে আবু তাহের নদভী, সহকারী পরিচালক, আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম। আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

(পরিচালক) শোকরানা মাহফিলের এপর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন আল্লামা মুফতী রুহুল আমীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া, সভাপতি, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গওহারডাঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ। (সবাই মিলে– নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার) বক্তব্য পেশ করবেন আল্লামা মুফতী রুহুল আমীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, সভাপতি, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গওহারডাঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ। অন্যতম সদস্য, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।

রুহুল আমীন সাহেব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম! আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা খাতামিন্নাবিয়্যিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন ওয়াআলা আলিহি ওআসহাবিহি আজমাইন ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন। আজকের এই শোকরানা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, বুজুর্গ সেরেতাজ আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা আহমাদ শফি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রীপরিষদ, মন্ত্রীবর্গ, উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম স্টেজে যারা আছেন এবং যারা দীর্ঘদিন যাবত তাদের সেই লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত দেখে আজকে দূর দূরান্ত থেকে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, দূর দূরান্ত থেকে সেই সকল শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক, ধর্মপ্রাণ মুসলমান যারা তাশরীফ এনেছেন, সকলকে আস্সলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!(৭৪) আমরা লাল সবুজের পতাকা পেয়েছিলাম(৭৫) যার অবদানে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান, তিনি শুধু আমাদেরকে লাল সবুজের পতাকাই দেন নাই ইসলামের যেই সকল অবদান তিনি রেখেছেন। ওয়াইসি গঠন যখন হয়েছে সকল অপশক্তি বা পরাশক্তি ততকালীন তাদের রক্ত-চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সদস্যপদ অর্জন করেছেন। (৭৬) এবং আমরা জানি যে, তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন করেছেন। (৭৭) তার পূর্বে এই টঙ্গী ময়দানের জায়গাটা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। (৭৮) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। কাকরাইল

মসজিদ ইচ্ছা মত ওনার সিনাটা এত বড় ছিল, তিনি বলেছেন যা লাগে, তোমরা নাও। অতটুকু সীমা করে যখন নিয়েছিলেন, তারপরে যতটুকু দিয়েছেন সব উনি দিয়ে দিয়েছেন। (৭৯) তারপরে ধারাবাহিকতার সঙ্গে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী –তার কলিজার টুকরো– তিনি এখন আবার টঙ্গীর যে বাকি কাজ আছে সেটার সেই কাজ সম্পূর্ণ করবেন এবং আশা করি তিনি সেটাকে রেজিস্ট্রি করে দিবেন। (৮০) এবং পরবর্তীতে আমাদের নেত্রী কাকরাইলের আরো দেড় বিঘা বা এক বিঘা জায়গা তিনি দিয়ে দিয়েছেন, বর্ধিত যে জায়গাটা তিনি দিয়েছেন। (৮১) এবং অন্যান্য যত সবকিছু আছে ইসলামের কাজ, সেগুলো যা কিছু আছে সেটাতো আছেই তার পাশাপাশি কওমী ঘরানার যারা ছিল তাদের যে সকল দাবী ছিল ফতওয়াসহ, এদেশে চৌদ্দশত বছর যাবত যেই ফতওয়া দিয়ে আসছিলেন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, মুফতীয়ানে কেরাম এই সরকারের আমলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তারই অবদান যে তারা বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরাম কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশে ফতওয়া প্রদান করতে পারবে। (৮২) এক লক্ষ শিক্ষার্থীর জননীর ভূমিকা আপনি পালন করেছেন। (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। আজকে আমি এই মহাকওমীসমুদ্রে আমি ঘোষণা করতে চাই, 'আপনি কওমী জননী' আজ থেকে আপনাকে এই উপাধি দিলাম। আপনি কওমী জননী। (৮৩) বাংলাদেশের শত্রু এই জামাত-মওদূদীবাদওয়ালারা এই দেশে হতে দিত না। আমরা আপনার কাছে দাবি রাখবো আমি বিশেষ করে যে আপনার দ্বিতীয় আপনার পরবর্তী জেনারেশন আমার ভাই সজিব আঙ্কেল(৮৪) সজিব ওয়াজেদ জয়কেও ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে যেয়েন। (৮৫) আজকে তার অবদান যে সে ডিজিটাল বাংলাদেশ যেভাবে করেছে যে আমরা কওমী মাদরাসার সামান্য সনদের সবকিছু ঘরে বসে এসএমএস এর মাধ্যমে পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ!(৮৬) এবং ভাইয়েরা যারা আছেন আরো যারা এ জন্য অবদান রেখেছেন আমাদের সেই সামরিক সচিবসহ, ভাই হেলাল, ভাই জুয়েল– এরাও এর ব্যাপারে যথেষ্ট খেদমত করেছেন। এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদের ভাই আবদুল্লাহ সাহেব তিনিও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এই অবদানের শোকরিয়া আমরা তাহে দিল এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানাই। এবং বাকি আমাদের কিছু দাবি দাওয়া এখনো রয়ে গেছে

ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যে এই সরকারের ধারাবাহিকতা থাকলে আমাদের সেই সকল দাবি দোয়া আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা পরিপূর্ণ করবেন। আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করে। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!

(পরিচালক) শোকরানা মাহফিলের এই পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন, আল্লামা ফরিদউদ্দিন মাসঊদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া(৮৭) সভাপতি জাতীয় দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ। অন্যতম সদস্য আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।

ফরিদউদ্দিন মাসঊদ সাহেব

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম! আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন! আস্‌সলাতু ওয়াস্‌সলামু আলা সায়্যিদিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন, আম্মা বাদ। মুহতারাম সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, মিডিয়ার কর্মীবৃন্দ, মুহতারাম ওলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তওহীদি জনতা ও দেশবাসী। আজকে কওমী মাদরাসাসমূহের জন্য নয়, আমি বলবো সমস্ত বাংলাদেশের জন্যেই একটা বিরাট এক সুন্দর দিন, ঐতিহাসিক দিন। কারণ আজকে আমরা একদিকে যেমন আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহ তাআলার তাওফীক ছাড়া কিছুই হয় না কিছুই হতো না। সেই আল্লাহ তাআলাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাওফীক দিয়েছেন। কওমী মাদরাসার খেদমত করার জন্যে, ওলামায়ে কেরামের খেদমত করার জন্যে, এই জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও শোকরিয়া আদায় করি। এই উদ্দেশ্যেই শোকরিয়া মাহফিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চই আপনার মনে আছে –আপনার যে প্রখর স্মরণশক্তি– (৮৮) যেদিন এই দেশে একদল লোক জ্বালাও পোড়াও চালাচ্ছিল, বাস জ্বালাচ্ছিল এবং এক গর্ভবতী আমার বোনকে আগুনে পোড়াচ্ছিল, ঘটনা চক্রে আমি তখন আপনার সামনেই ছিলাম। তখন আমি আপনাকে একটু বিমর্ষ দেখে বলেছিলাম যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! ভয় পাবেন না। আল্লাহ তাআলা

আপনার সাথেই আছেন। (৮৯) (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। তখন আপনি আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাইলেন আর বললেন, মাওলানা আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না। (৯০) (অল্প কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। এই যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, (৯১) বলেছিলেন, অনেক মৃত্যু আমি দেখেছি আমার চোখের সামনে, আমার পরিবার পরিজন আমার নিজের সামনে। আমি আল্লাহ যে আমাকে বাঁচায়ে রাখছেন, নিশ্চই আল্লাহ আমার দ্বারা একটা বড় কাজ নিবেন। এজন্যে আল্লাহ আমাকে বাঁচায় রাখছেন। এই কথা সেইদিন আপনি বলেছিলেন। (৯২) এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথা আমার মনে পড়ে গেলো। যখন এই দেশে একদল তথাকথিত বিপ্লবীরা, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল, আর এইদিনে এই ঘেরাও সেই ঘেরাও চলতেছিল, তখন আমাদের মাদরাসার কিছু জায়গার জন্যে হযরত মাওলানা তজম্মল আলি সাহেব, হযরত মাওলানা কাজি মুতাসিম বিল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করা হয়েছিল বঙ্গভবনে। কথাবার্তা হইলো উনি জায়গা বরাদ্দ করলেন এবং যখন আমরা চলে আসতেছিলাম, চলে আসা হচ্ছিল। বঙ্গভবনের শেষ এটাই, গাড়ি বারান্দায় এসে হযরত মাওলানা তজম্মল আলি সাহেবকে বিদায় দেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু তখন বলছিলেন, হুজুর! দোয়া করবেন আল্লায় যেন আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দেয়। অন্য কোন দোয়া চান নাই। অন্য কিছু করেন নাই। আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রতি যদি একজনের এ না থাকে তাহলে ঐ কঠিন অবস্থায় ঈমানের দোয়া চাওয়া। আল্লাহ তাআলা বঙ্গবন্ধুকে বুঝে ফেলেছিলেন কেন জানি না, যে আর হয়ত দুনিয়াতে বেশী দিন নাই। (৯৩) তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসলামের অনেক কাজ নিয়েছেন দেশের অনেক কাজ নিয়েছেন। (৯৪) যে যুদ্ধ অপরাধের বিচার সংগঠিত হয়েছে, (৯৫) এই দেশকে আপনি মহাআকাশে নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে। (৯৬) এবং আপনি এদেশের এত উন্নায়নের ইয়েতে নিয়ে গেছেন যে, আমাদের এককালের শত্রুদেশ পাকিস্তানের জনগণও দাবি জানায় যে আমাদেরকে বাংলাদেশে মতন অন্তত উন্নত করে দাও, মডেল হিসাবে । (৯৭) এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কাজ আপনি করেছেন এই কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি। এই উপলক্ষে আমি আপনার কাছে দুইটা আরজ করতে চাই,

এক আরজ করতে চাই, আমার ভাই আপনাকে জননী বলেছেন। সেই মায়ের দরদ দিয়ে(৯৮) এই দেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক ইমামরা আছেন যারা, মুয়াজ্জিনরা আছেন যারা এখনো সাতশ আটশত টাকা বেতন মাত্র পায়। আর তারা আমি বলবো যে, আমাদের বহু দেশে, মিশরে, এমন কি বিদেশে, এমনকি পশ্চিম বাংলায়ও ইমামদেরকে ভাতা এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা হিসাব করে দেখছি, ইমামদেরকে পাঁচ হাজার টাকা আর মুয়াজ্জিনদেরকে যদি তিন হাজার টাকা দেয়া দেওয়া হয় তাইলে পাঁচ/সাতশর বেশী কোটির বেশী টাকা লাগবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ আপনার দিল আল্লাহ বড় দিয়েছেন। (৯৯) রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার সময় আপনি একথা বলেছিলেন যে, যেখানে নাকি আঠারো কোটি মানুষ ইয়ে করতে পারে, খাইতে পারে সেখানে আট লাখ মানুষ কি খাইতে পারবে না?(১০০) (সবাই মিলে) ঠি--ক। আপনার সেই দিকে ইমামে মুয়াজ্জিন কওমী মাদরাসার এদেরকে করেছেন, ইমাম মুয়াজ্জিনরাও অধিকাংশ কওমী মাদরাসার। এই ইমামদের একটা ভাতার ব্যবস্থা করে আপনি আমাদেরকে কৃতার্থ করবেন আরো দোয়া হবে। (১০১) আরেকটা আরজ করতে চাই, বাংলাদেশের কোন আলেমকে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয় নাই। আমাদের সারতাজ হযরত আহমাদ শফি সাব উনি যে কওমীর এই খেদমত করেছেন সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে একত্রিত করে ইসলামের লোকদেরকে একত্রিত করে যে সেবা করেছেন আমি মনে করি উনি স্বাধীনতা পদক পাইতে পারেন। (১০২) (সবাই মিলে) ঠি--ক। সুতরাং এই বিবেচনায় এইদিকে বিবেচনা করে এই বছরের স্বাধীনতা পদকের ব্যাপারে এটি বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা রাখি। (১০৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে অনেকেরই অবদান আছে এই ব্যাপারে অনেকেরই অবদান আছে আপনি ইনশাআল্লাহ আমাদের সবার নাম একেক ..... সময়ের অভাবে আমি বলতে পারছি না আমাকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে তাই আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি, আপনার সুস্বাইস্থ্য কামনা করে এবং এই কথা বলে শেষ করছি যে, আপনি এমন ব্যক্তি যাদেরকে আমরা দেখেছি– যা ওয়াদা করে সেই ওয়াদা রক্ষা করেন। (১০৪) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি, সামনেও আপনি আসলে, আপনি যে আসবেন

ইনশাআল্লাহ! যে ওয়াদা করবেন সেই ওয়াদা রক্ষা ইনশাআল্লাহ হবেই হবে। (১০৫) আপনার উপর আমরা আস্থা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কবুল করুন, আমাদেরকে কবুল করুন, এখলাস দান করুন, দ্বীনের উপর চলার তওফীক দান করুন, বাতেল শক্তিকে আপনার নেতৃত্বে চুরমার করার তওফীক দান করুন। (১০৬) আমীন! ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন!

(পরিচালক) শোকরানা মাহফিলের এই পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন মাওলানা আজহার আলী আনোয়ার শাহ দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া, সহ সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। অন্যতম সদস্য, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।

মাওলানা আজহার আলী আনোয়ার শাহ সাহেব

আস্সলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আম্মা বাদ। ফাআউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম! إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا সদাকাল্লাহুল আজিম! আজকের এই শোকরানা মাহফিলে আলেমকূল শিরোমণি আল্লামা আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুম। তার সভাপতিত্বে এই দেশের জনগণের খাদিম, সেবক শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী –যিনি জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন– তিনি আজকে আমাদের প্রধান অতিথি। এখানে আমি আর চর্বিত চর্বণ করতে চাই না। আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, আমরা শেখ হাসিনার অতীত জীবন এবং বর্তমান জীবনে যা দেখেছি, এতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন কোন বাঁধা তাকে ফেরাতে পারে না। (১০৭) (সবাই মিলে) ঠি--ক। আর এর উজ্জ্বল এবং জ্বলন্ত টাটকা প্রমাণ হলো কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি। যেটা কোন নিয়মে পড়ে না, কোন আইনে পড়ে না– এটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আইন পরিবর্তন করা, সবকিছু করা এটা তখনি হয় একজন মানুষের, যখন উইল পাওয়ার এমন হয় যে এর সামনে কোন কিছু টিকতে পারে না। (১০৮) (সবাই মিলে) ঠি--ক। কিন্তু এখানে একটি কথা আমি আজকে কাছে পেয়ে বলার লোভটা সংবরণ

করতে পারছি না। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম তাদের পরিধিতে এবং তাদের কর্মস্থলে যারা কাজ করবেন, এখন এই কাজের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির খুব একটা প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বীনিয়াত বা ইসলাম পাঠ দানের জন্য এখন হিন্দু শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। এই হিন্দু শিক্ষকদেরকে বাদ দিয়ে এই কওমী মাদরাসার থেকে উত্তীর্ণ, হাইয়াতুল উলইয়ার সনদ নিয়ে যারা আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে থাকবে, রাসূলের প্রেম যাদের অন্তরে থাকবে তাদেরকে যদি এই জায়গাগুলোতে ফিট করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় এই দেশটা শুধু-শুধু, শুধু-শুধু শিক্ষিত না এদেশটা সভ্য হবে। ইনশাআল্লাহ!(১০৯) (সবাই মিলে) ঠি--ক। দ্বিতীয় কথা, আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে ব্যাপারটা এটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব, আমার মহাসচিব সাহেব করেছেন। এই দাওয়াত ও তাবলীগ আজকে আটানব্বই বছর যাবত চলছে সুন্দর মত। এখন একজন ব্যক্তির কারণে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশৃংখলা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। (সবাই মিলে) ঠি--ক। আর এই অবস্থাটাকে বাংলাদেশের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একদিকে, সমস্ত, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলে থাকি, লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরাম একদিকে আর একজন একদিকে। (সবাই মিলে) ঠি--ক। এই লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরাম যারা কোরআন, হাদীস শিখেছেন, এই একজনের যে বক্তব্য এবং তাকে শুধরানোর জন্য বিশ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষকগণ তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, তার যারা আপনজন ছিলেন তারা ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি এক কথায় আছেন, যেটা আমরা বাংলায় বলি– যাই বলুন, তালগাছ আমার। এই অবস্থা হয়েছে এখন। কাজেই এই ব্যাপারে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করে(১১০) আমার এই ইচ্ছা থাকলেও এই সংক্ষিপ্ত আমার মনের বেদনা প্রকাশ করে এখানে শেষ করছি। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন!

(সবাই মিলে) নারায়ে তাকবীর!

(পরিচালক) এই পর্যায়ে বক্তব্য পেশ করবেন, কওমী সনদের মান বাস্তবায়নে যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জনাব শেখ আবদুল্লাহ। জনাব শেখ আবদুল্লাহ।

শেখ আবদুল্লাহ

নাহমাদুহু অনুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ। ফা আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আজকের শোকরানা মজলিসের পরম শ্রদ্ধেয়, দেশের অন্যতম প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হযরত মাওলানা আহমাদ শফি সাহেব হুজুর! মঞ্চে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধাভাজন নেত্রী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর(১১১) অত্যন্ত যোগ্যতম উত্তরসূরি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী! (১১২) মঞ্চে উপবিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ! সামনে উপস্থিত হযরতে ওলামায়ে কেরাম, কওমী মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রবৃন্দ! আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ! মিটিংয়ের জনসমাগম যত বড়, বক্তার বক্তৃতার ইচ্ছা দেওয়া ঠিক তত বড়ই থাকার কথা। ঠিকতো বললেন, আমার জন্যে ঠিক না। কারণ আজকের এই সভায় যার বক্তব্য শুনার জন্য আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি, সময়ের অভাবে তিনি যদি আমাদেরকে সেই কথাগুলো শুনাইতে না পারেন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। (১১৩) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। তাই আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। রেওয়াজ অনুযায়ী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যে আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আপনারা অনেকেই লক্ষ করেছেন যখন আমার নাম ঘোষাণা হওয়ার পর এখানে আসছিলাম, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে সময়ের কথা স্মরণ করায় দিলেন। আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অতি সংক্ষেপেই একটা দুইটা কথা বলে শেষ করবো। لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ। আমি বাড়ি থেকে মনে করছি কোরআনের এই আয়াতটা দিয়ে দু'এক কথা বলার চেষ্টা করবো। (প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক দীর্ঘ হাসি) এইখানে আসার পরই যে হুজুরই ভালো বক্তব্য রাখতে চান এই আয়াতটা কেউ ভুলে যান নাই। (১১৪) তাই আমি মনে করলাম যে, একবারের জায়গায় দুইবার এককথা কইলে ভালো শুনা যায় না। তা আমি এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন আয়াত বলতে পারি কিনা। আমার লেখাপড়া এবং জ্ঞান অতি সীমিত। আজকের দিনের সাথে সম্পৃক্ত এর চাইতে কোন ভালো আয়াত আমি খুঁজে পাই নাই। (১১৫) শোকরানা

মাহফিল, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে শোকরানা সর্ম্পকে যে কথাটি বলেছেন, আমি তোমাদেরকে যদি কোন নেয়ামত দান করি তোমরা যদি সেই নেয়ামতের শোকর আদায় কর, আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব। সঠিক না বেঠিক? (অল্প কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। আর যদি তোমরা এই নেয়ামতের শোকর না কর, তাহলে তোমরা হারায়তেও পারো, তাছাড়া এরমধ্যে তোমাদের অনেক আযাবও হতে পারে। (১১৬) আমরা সেই জন্য সেই দিকে যাইতে চাই না। অনেকেই বলছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এখানে করেছেন। (১১৭) আমি কিন্তু এই জায়গায় একটু দ্বিমত পোষণ করতে চাই। (১১৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত, অনন্য শ্রেষ্ঠ নেত্রী। (১১৯) যেমন করে আপনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে সারা বিশ্বের যে আস্থা অর্জন করেছেন, সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা এখন নির্যাতিত হচ্ছে, এই নির্যাতন বন্ধের জন্যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এবং মুসলমানদের আমি মনে করি অনেক বড় একটা দায়িত্ব আছে, এই দায়িত্ব আপনারা নিতে রাজি আছেন কিনা?(১২০) (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। এই দায়িত্ব আপনারা পালন করতে হলে একজন নেতা দরকার আছে কিনা? আমি মনে করি, আজকের সেই নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যত...যোগ্যতা বর্তমান বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নেত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আছে। (১২১) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। আমি তাই দাবি করি, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আজকে রোহিঙ্গাদের প্রতি আপনি যে মায়া মমতা দেখিয়ে মাদার অফ হিউম্যানিটি অর্জন করেছেন। বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এখনো মুসলমানদের উপরে নির্বিচারে অত্যাচার চলছে আপনি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে, তাদেরকে সাহায্য-সহানুভূতি করে, সারা বিশ্বের সমগ্র মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব আপনি পালন করবেন। (১২২) (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। আমি সাথে সাথে আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করে দেবো। আজকে বাংলাদেশে আপনারা আমাদের এক শ্রদ্ধাভাজন হুজুর, নতুন ইয়া মানে ইয়া ভাবে, কি বলছিল যেন? মা.. জননী, তিনি আ্য আ্য ক 'কওমী জননী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, উপাধি দিয়েছেন। আচ্ছা তাহলে আত্মীয়তার দিক থেকে আপনারা কী

হন?। একটু কথা কইতে হবে, যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা জননী হন, আপনারা সন্তান। সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন দায়িত্ব আছে, পিতার যেমন দায়িত্ব আছে, মায়ের প্রয়োজনে সন্তানদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা? (সবাই মিলে) জে...। (১২৩) এই দায়িত্ব সর্ম্পকে আপনারা কি সজাগ আছেন? (সামান্য কয়েকজন মিলে) জে..। (১২৪) সেই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছেন? (অল্পকয়েক জন মিলে) জে..। (১২৫) আমি আর একটা প্রশ্ন করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। এই দেশে মদীনার সনদের ইসলাম চলবে না, মওদুদীর কথা মত ইসলাম চলবে, কোনটা? (একদম সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। (১২৬) আপনারা কি মওদুদীর সনদ চান? আজকে যারা আপনাদেরকে এতদিন পর্যন্ত লাঞ্চিত-বঞ্চিত করেছে তারা কারা? এই মওদুদীর শিষ্যরা। (১২৭) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। সেই বহু বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে জাতির জনকের কন্যা, বঙ্গবন্ধুর কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই স্বীকৃতি দিতে গিয়ে অনেক বাঁধা বিপত্তি উনি পার করেছেন। অনেক রকম বাঁধা বিপত্তি ছিল। (সবাই মিলে টাটা)। আপনারা যেভাবে এই স্বীকৃতি চেয়েছেন, কোন সরকারী কর্মকর্তা আইনানুগভাবে এই স্বীকৃতি দিতে পারে না। অনেকবার তারা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন বাঁধার কথা উত্থাপন করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমি ওয়াদা করেছি এই দেশের কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দিবো। (শেখ হাসিনার তিন ভাজ পড়া কপাল)। আইন কানুন পরে। যেভাবে দেওয়া যায় সেই আইন তৈরি করে নিয়ে আস। (১২৮) (সবাই মিলে) ঠি--ক। একবার কথা ছিল শুধু মন্ত্রীসভার স্বীকৃতি হলেই হয়ে যায়, যে মিটিংয়ে কথা হয় আল্লামা শফি সাবের নেতৃত্বে, আমিও উপস্থিত থাকার সুযোগ ছিল। মন্ত্রীসভায় নেওয়া হলো সেখানে স্বীকৃত জমা দিয়ে দিলেন, দেখা গেলো আইনী জটিলতা আছে। সংসদের মাধ্যমে আইন পাশ না করলে সেটা পরিপূর্ণ হয় না। আবার নেত্রীর কাছে গেলেন, নেত্রী বললেন, আমি বলেছি সনদের স্বীকৃতি অবশ্যই হবে। এবং এই সংসদেই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের সেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অনেক কিছু উপেক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাননীয় স্পীকার আজকেই আপনি এই সংসদে বিলটি উত্থাপন করেন। আমি থাকবো এবং বিল পাশ করার পর যাবো। এভাবে কিন্তু এটা আসছে। (১২৯) এবং এইটাকে যদি এরপরে যদি আপনাদের দায়-দায়িত্ব থাকে, এটা আমি

আপনাদের বিবেক বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম এবং আপনারা সেই মতে কাজ করবেন। (১৩০) এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করতে চাই। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন!

(পরিচালক) শোকরানা মাহফিলের এ পর্যায় বিশেষ অতিথির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন, কওমী সনদের মান প্রদানের অন্যতম রূপকার, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ কওমী সনদের ফসল আমরা আমাদের ঘরে তুলতে পেরেছি। (১৩১) গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

এই শোকরানা মহফিলের মাননীয় সভাপতি আল্লামা মৌলানা আহমদ শফি হুজুর সাহেব! আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, এই রাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা! এখানে উপস্থিত ওলমায়ে কেরাম, আমাদের কওমী মাদরাসার সারা দেশ থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং যারা সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত হয়েছেন! এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! সময় খুবই কম। আমি দু'চারটা কথা খুব সংক্ষেপে বলবো। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী। তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন, কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও আমি ভুল ত্রুটি করি। তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মী হিসেবে। (১৩২) এবং সেই হিসাবে আমি জানি, আপনারা নয় বছর আগে যখন এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা খুবই ধৈর্যের সাথে শুনে বুঝে তিনি তার পক্ষ অবলম্বন করেন। (১৩৩) নয় বছর ধরে তিনি এর পেছনে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন, খাটনি করেছেন। আপনাদের সাথে বৈঠক করেছেন, সবই আপনারা এখানে শুনেছেন আমি এই ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। (১৩৪) এই ধারাবাহিকতায় একটা পর্যায় এসে গত বছর আপনার ২০১৭ সালের এগারই এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবনে প্রায় তিনশত

আপনাদের আলেমের সামনে তিনি ঘোষণা করেন যে, এই দাবি তিনি সম্পূর্ণ করে দিবেন। তারপর তিনি নির্দেশ দেন, শিক্ষামন্ত্রণালয়কে এটা পরিপূর্ণ আইন তৈরি করে সংসদে নিয়ে আসতে। (১৩৫) এবং তারই নির্দেশনায় তিনি সঠিক সব কথা বলে দিয়েছেন, কথাটার ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। আইন করতে যে জটিলতা, যে পদ্ধতি, যে প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘ সূত্রতা আছে। অনেক নিয়ম-নীতি আছে, আইন মন্ত্রনালয়ের মিটিং আছে নানা কিছু। তিনি বলেছেন, এসব কিছুই বুঝি না। আমাদের এই আলেমরা, কওমী আলেমরা তারা যেটা করে দিবেন ওটাই আইন হিসাব করে নিয়ে আসবেন। (১৩৬) এবং সেই হিসাবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেরই আগস্ট এই বছরের এই বিল মন্ত্রীসভায় পাশ করেন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে। পরবর্তীকালে আমার আমি যেহেতু এ দায়িত্বের কর্মী সেই হিসাবে দশই সেপ্টেম্বর, এই গত মাসের আগের মাসে যে ই আ ২০১৮ সালে এটা সংসদে উত্থাপিত হয় এবং স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমরা সংসদে এই আইন উপস্থাপন করি এবং সংসদে উনিশে সেপ্টেম্বর সেটা চূড়ান্ত পাশ হয়। সেই আইনের মূল কপিটা, যেটা আমি ওখানে পড়েছিলাম, সেই আইনটা আমি সাথে নিয়ে এসেছি। এটাই অর্জিনাল কপি। এটা হয়তো আমাদের কোন লাইব্রেরীতে থাকবে, কিন্তু আপনারা চাইলে আমি দিয়ে দিবো কাহারা চাইলে। এইটাতে যেই আইনটা পাশ হয়েছে আমি শুধু সেটাই পড়ব। আমি আর কথা বাড়াবো না। সেই আইনের মধ্যে মূল কথাটা, মূল বিষয়টা হচ্ছে, আপনারা যাই লিখে দিয়ে ছিলেন তাই আলহাইয়াতুল লিলজামিয়াতুল কওমিয়া বাংলাদেশের অধীন কওমী মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদীস, তকমিল এর সনদকে মাস্টার ডিগ্রি ইসলামী স্টাডিস ও আরবী এর সমমান প্রদান আইন ২০১৮ এই সংসদে গ্রহণ করা হলো। এটাই মূল আইনের কথা, যেখানে আমাদের দাওরায়ে হাদীস এটি দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি শিক্ষা ক্ষেত্রে, এটা মার্স্টাসের সমান ডিগ্রি হিসাবে এই আইনের দ্বারা স্বীকৃত হলেন, যার মূল অবদান হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার, তারই নির্দেশে আমরা কাজ করেছি। (১৩৭) আদেশ দিছে আমি.... আর সময় নেই, সমস্ত কথা বলছি না এবং আপনারাও সহযোগিতা করেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনাদের আশা-ইচ্ছা সবকিছু তিনি গ্রহণ করে ধারণ করে আমারদেরকে সেভাবে

ডিরেক্ট দিয়েছেন। এবং তারই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে নাইলে সম্ভব হতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি শুধু বলবো এই কথাটা যে, তিনি এই দেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। তিনি সেই দায়িত্ব নিয়েছেন জনগণের রায় নিয়ে এবং লক্ষ নির্ধারণ করেছেন যে, আমাদের গরীব-দরিদ্র মানুষকে দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি লাভ করে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলবেন। তিনি সকল মানুষের জন্য স্বাইস্থ্য সেবা নিশ্চিত করবেন, তিনি শিক্ষা নিশ্চিত করবেন, তিনি বিদ্যুৎ নিশ্চিত করেছেন, তিনি এই দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছেন এবং এই দেশে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ সবকিছুর যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন সবই আপনারা জানেন। যার ফলে আজকে আমরা চরম দারিদ্র্য-ভিক্ষুকের দেশে নাই, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সময়ের কালের মধ্যে আমরা এত অল্প সময়ে যে পরির্বতন নিয়ে এসেছি, সারা বিশ্ব আজকে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাস করে কী করে এটা সম্ভব হলো? কী যাদুতে সম্ভব হলো?(১৩৮) এই যাদু হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ন্যায়সংগত জনদরদি, দেশের দরদি, মানব দরদি একজন আল্লাহর ভক্ত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অতি ভক্ত এবং আ ও একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে তিনি এই কাজগুলো করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। (১৩৯) যার ফলে আজকে আমরা এই জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। আমি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সমগ্র শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকেও আমাদের পরিবারের অংশ হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করবো যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী যে সকল নির্দেশ দিবেন, আমরা শিক্ষামন্ত্রনালয় অতিদ্রুততার সাথে সে সকল কাজ সমাপ্ত করে দেব এবং আপনারাও সহযোগিত করবেন। আপনারাও এগিয়ে আসবেন এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিবারের অংশ হিসাবে আবারো আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে যারা সহযোগিতা করেছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের আলেমদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবাই আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই লক্ষ্যগুলো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই লক্ষ্যগুলোতে যেন আমরা সফল হতে পারি। সবাই ভালো থাকেন নিরাপদে থাকেন। সবাইকে ধন্যবাদ,

খোদা হাফিজ। আস্সালামু আলাইকুম! এই কথা বলে আমি শেষ করছি আস্সালামু আলাইকুম!

(পরিচালক) মাশাআল্লাহ! ধন্যবাদ! এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করবেন। ওলামায়ে কেরামের অত্যন্ত আপনজন, ধর্মীয় বিষয়ে যিনি ভূমিকা রাখতে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। (১৪০) জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! আজকে আপনারা একত্রিত হয়েছেন। বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে আপনারা আসছেন। উদ্দেশ্যটা হলো আপনারা শোকরানা জানাবেন। কাকে? আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। যিনি আপনাদের এই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, দীর্ঘদিন আপনারা যেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন– আপনাদের সনদের স্বীকৃতি। সেটার পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্য বাংলাদেশের এমন কোন জাগা নাই যেখান থেকে আপনারা না আসছেন। (১৪১) এই শোকরানা ইসে... আজকে এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি শুধু আমাদের বাংলাদেশের নেতা নন (শেখ হাসিনার গালে হাত) সারা বাংলাদেশের সারা বিশ্বের নন্দিত নেতা। তিনি বাংলাদেশটাকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, সবাই মিলে আমরা সেই জায়গাটাকে ধরে রাখতে পারলে আমরা উন্নত বাংলাদেশ অবশ্যই পাবো। (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এখানে উপস্থিত আছেন, প্রধান অতিথি হিসাবে এখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের আলেম কূলের সবচেয়ে বড় যিনি আমরা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করি বাংলাদেশের মাওলানা শাহ্ --------- আমাদের আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা মাসঊদ এবং আমার আমার আরেক শ্রদ্ধেয় আলেম শাইখুল হাদীস আল্লামা আশরাফ সাহেব এবং আরো কয়েকজন আমার কাছে আসলেন, আশরাফ সাব অত্যান্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তিনি বললেন যে, আপনি তো অনেক কিছুই করেন আমাদের সবাইকে নিয়ে একটু বসেন। আমরা একটু দেখি, আমরা সবাই একত্রিত

হয়ে আবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারি কিনা। আমি শুধু এটটুক কাজ করেছিলাম, আপনাদেরকে সবাইকে নিয়ে বসছিলাম। এবং এইটুকই আমি মনে করি যে, আমি আপনাদের সঙ্গে শরীক হতে পেরে আমি মনে করি আমিও কৃতজ্ঞ, আমিও ধন্য হয়েছি। আপনাদের এই আজকে ফাইনালে সনদটা পাওয়ার জন্য। (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। আমরা জানি, কেউ বলেন চৌদ্দ, কেউ বলেন পনের, আমি বলবো সারা বাংলাদেশে আপনাদের উপস্থিতি সারা বাংলাদেশে আপনাদের উপস্থিতি। এবং আপনারা বিভিন্ন মসজিদে আপনারা ইমামতি করেন, আপনারা খতীব হিসাবে আছেন। আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছি, সেই সমস্ত জায়গায়ও আমি দেখেছি আপনারা ইমামতি করছেন। (১৪২) (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। এই যে আপনাদের এই যে দ্বীনের শিক্ষা, এই যে আলোকিত নিয়ে আপনারা আলোকিত করছেন, এটাকে আরো সুন্দর আরো যুগোপযোগী করবেন। (১৪৩) আপনারা আপনারা যারা এ বিভিন্ন বোর্ডের প্রধানরা রয়েছেন, সে আমি এ এ আমি সেটাই মনে করি, আমি আর কথা বাড়াবো না কারণ আপনারা যার কথা শুনার জন্য অধীর আগ্রহের সঙ্গে সারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন, আমি তাকে তার কথা শুনার জন্য আমি এখানেই শেষ করছি। আপনাদের শুভ কামনা করে শুভেচ্ছা রইলো। ধন্যবাদ সবাইকে!

(পরিচালক) শোকরিয়া! এ পর্যায়ে বক্তব্য পেশ করবেন। আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি দামাত বারকাতুহুমের পরবর্তী মুরব্বী, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সিনিয়র সহ সভাপতি, আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম। আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম।

আল্লামা আশরাফ আলী সাহেব

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ। ওয়া আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

لئن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر الناس لم يشكر الله

আজকের এই শোকরিয়া মাহফিলে শোকরানা মাহফিলের মুহতারাম সভাপতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান অতিথি। সময় কম। এক নম্বরে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই নেয়ামত হাসিল করার তওফীক দান করছেন। দুই নম্বরে, যাঁর মাইধ্যমে আমরা এই নেয়ামত পাইলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জনদরদী এবং মাননীয় নেত্রী, শেখ হাসিনার মাইধ্যমে আমরা যে এমন নজিরবিহীন একটা নেয়ামত পাইছি। (১৪৪) পাকিস্তান আমলে হয় নাই, ইংরেজ ইংরেজ আমলে হয় নাই, পাকিস্তান আমলে হয় নাই, বাংলাদেশ আমলেও হয় নাই, এরুম একটা নজীরবিহীন নেয়ামত তিনি উপহার দিয়েছেন। (১৪৫) (সবাই মিলে) ঠি--ক। কি ভাই ঠিক না বেঠিক? (সবাই মিলে ঠিক)। এই জাতিকে, বাংলাদেশকে একটা নজীরবিহীন নেয়ামত উপহার দিয়েছেন। এজন্য আমরা উনার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চান সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। তিনি চান জঙ্গিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ (সবাই মিলে) ঠি--ক। (১৪৬) পনের হাজার কওমী মাদরাসা চরিত্রবান সুনাগরিক সৃষ্টি করে, জঙ্গি বানায় না, সন্ত্রাস বানায় না। (১৪৭) কি ভাই ঠিক না বেঠি–ক? (সবাই মিলে ঠি–ক)। কাজেই অবশ্যই এই কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে এমএর মান দিয়ে উনি একটা সর্বোত্তম কাজ করেছেন। এজন্য .. সময় কম এজন্য আমি বলছি, আমরা উনার আন্তরিকভাবে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আরো বহু দিন যাবত ওনাকে দীর্ঘায়ু দান করে আল্লাহ পাক যেন বাংলাদেশের খেদমত করার তওফীক দান করেন। বলেন, আমীন!(১৪৮) ভাইয়েরা আমার! এই বাংলাদেশের সবচেয়ে একটা সমস্যা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি করে কারা? চরিত্রহীন যারা। (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। কি ভাই ঠিক না বেঠি–ক? (সবাই মিলে ঠি–ক)। দুর্নীতি করে কারা? চরিত্রহীন যারা। পনের হাজার কওমী মাদরাসা চরিত্রবান সুনাগরিক জাতিকে উপহার দিচ্ছে। তারা দুর্নীতি করে না, তারা সন্ত্রাসী হয় না, তারা জঙ্গি হয় না। কাজেই আমরা আসলেই এই সনদের স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। উনি যথাযথ মুল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে জাতির খেদমত বেশি বেশি করার তওফীক দান করুন!(১৪৯) ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন!

(পরিচালক) এ পর্যায়ে আজকের এই শোকরানা মাহফিলের সভাপতির বক্তব্য। সভাপতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুম, চেয়ারম্যান আলহাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ। সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। তার পক্ষ থেকে সভাপতির লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, আলআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সহকারী মহাসচিব হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল আমীন। হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল আমীন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি এর পক্ষে
মাওলানা নুরুল আমীন

আমি হযরতের পক্ষ থেকে আস্সলামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

الحمد لوليه والصلاة لنبيه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى : **هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ**. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر الناس لم يشكر الله.

অদ্যকার শোকরানা মাহফিলে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সদস্যবর্গ, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা এবং ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী, দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম, স্নেহাস্পদ ছাত্র সমাজ, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা! আলহাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের সর্বাধিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আজকের এই মহতি শোকরানা মাহফিলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক কষ্ট করে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হয়েছেন। এজন্য আমি আপনাদের শোকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাদের এ ত্যাগকে কবুল ও উত্তম বিনিময় দান

করেন। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে পা রেখেছি। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, বার্ধক্য জনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে বিশেষভাবে শোকরগুজারী করছি। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের খেদমত করে যাওয়াই হচ্ছে আমার একমাত্র তামান্না। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কওমী সনদের স্বীকৃতির ঐতিহাসিক দাবিটি দীর্ঘদিনের। অতীতে এই দাবি আদায়ের লক্ষে দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম বহু আন্দোলন করেছেন। ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে বার বার, কিন্তু এই ন্যায্য দাবিটি পূরণ হয়নি। (১৫০) সম্মানিত উপস্থিতি! সম্প্রতি বেফাকসহ অন্যান্য বোর্ডসমূহের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের যৌথ উদ্যোগে ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বীকৃতির দাবিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে আমরা সফলতার দার প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৭ ইংরেজি দেশের শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাওরায়ে হাদীসের সনদকে মাস্টার্সের সমমান প্রদানের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। (১৫১) এবং ১৩ এপ্রিল ২০১৭ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয় দাওরায়ে হাদীস তকমীলের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি ইসলামিক স্টাডিস ও আরাবিয়ার সমমান দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উক্ত প্রজ্ঞাপনের আলোকে কওমী মাদরাসার গৌরবময় ঐতিহ্য সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্বকিয়তা আকাবিরে দেওবন্দের চিন্তা-চেতনা ও দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিকে শতভাগ অক্ষুণ্ন রেখে(১৫২) প্রণীত আইনের খসড়া ১৩ আগস্ট ২০১৮ ঈসাব্দ নীতিগতভাবে মন্ত্রীসভা অনুমোদন দেয়।

মুহতারাম হাজিরীন! আপনারা নিশ্চয়ই একথা জানেন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ভারত উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম ও মুসলমানদের উপর যে বিপর্যয় নেমে আসে তা থেকে উত্তরণের জন্য ১৮৬৬ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেওবন্দ মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সারা দুনিয়ায় সর্বমহলে সমাদৃত ও পরিচিত নাম। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. ঐতিহ্যবাহী এই দ্বীনি বিদ্যাপিঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনাকাল থেকে অদ্যবদি এই প্রতিষ্ঠান

দ্বীন ও ইসলামের বহুমূখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে এই উপমহাদেশ মুক্ত হওয়ার পেছনে দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান অবিস্মরণীয়।

প্রিয় সুধি! দেশ-জাতি ও ধর্মের কল্যাণে কওমী ওলামায়ে কেরামদের ঐতিহাসিক অবদান, তাদের মনের ভাষা, আবেগ, চিন্তাচেতনা অনুধাবন ও তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শত আপত্তি ও বাধা উপেক্ষা করে বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ইং জাতীয় সংসদে কওমী সনদের বিল পাশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সহিত যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন। নিঃসন্দেহে তা কওমী ওলামায়ে কেরামের প্রতি তার দরদপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। (১৫৩) এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক শোকরিয়া করছি। এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি। কেননা মানুষের শোকরিয়া আদায় করা একটি নৈতিক ও দ্বীনী কর্তব্য।

মুহতারাম হাজিরীন! কওমী মাদরাসা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সূচনালগ্ন থেকে সরকারি প্রভাবমুক্ত থেকে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়ে দল মত নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। বৃটিশ আমল থেকে অত্যন্ত বৈরি পরিবেশ ও হাজারো ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে আলেম সমাজ কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা বিকশিত করে আসছে। কওমী মাদরাসা মূলত জনগণেরই প্রতিষ্ঠান। জনগণ আতঙ্কিত কিংবা জনগণ জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন কাজ সঙ্গতভাবে কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ করে না, করতে পারে না। (১৫৪) জনগণের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি সাধনই তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রিয় উপস্থিতি! আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমার কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই। (১৫৫) রাজনৈতিক কোন প্ল্যাট ফরম ও দলের সাথে আমার এবং হেফাজতে ইসলামের নীতিগত কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। (১৫৬) (নিরবে সবাই মিলে) ঠি--ক। মনে রাখবেন, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষাই হেফাজতে ইসলামের মূল লক্ষ্য। হেফাজতে ইসলামের নীতি ও আদর্শের উপর আমরা অটল ও অবিচল আছি। তাই আমি আমার কর্ম কৌশল ও সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। (১৫৭) এবং আমার বক্তব্য বিবৃতিকে কেন্দ্র করে অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচার করারও অবকাশ নেই। (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক।

প্রিয় ভাইয়েরা! তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে নানা ফিতনাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিবেদ বাড়ছে। আমাকে ও হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডা ও মিথ্যাচার চালাচ্ছে। কোন ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্যক্তি বিশেষের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। (১৫৮)

সম্মানিত হাজিরীন! মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকটকালে ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র সমাজ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সিসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এবং ঐক্যবদ্ধ থাকা সময়ের দাবি। আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা সনদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তোমাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল হয়েছে। (১৫৯) তোমাদের দ্বীনী খেদমতের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। (১৬০) নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহসিকতার সাথে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। (১৬১) আজকের শোকরানা মাহফিলে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকষর্ণ করে বলছি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে আপনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। (১৬২) আপনার এই অসামান্য অবদান আপনার শাসনামলেও লাখো লাখো কওমী ওলামা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দ্বারা ধন্য হয়েছে। আপনার এই অসামান্য অবদান ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। (১৬৩) সেই সাথে আপনার কাছে দেশের ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র জনতা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনের প্রত্যাশা মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অবমাননা বন্ধ, নবীজির মহান বৈশিষ্ট্য খতমে নবুয়তের আকীদা-বিশ্বাস পরবর্তী অপতৎপরতা রোধ। (১৬৪) দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগের মহান কাজ ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে সঠিক পন্থায় পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। (১৬৫) (অল্প কয়েকজন মিলে) ঠিক ঠিক। এই দাবিগুলির সাথে সবাই একমত

তো? (সবাই মিলে হাত তুলে) জি--। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওলমায়ে কেরামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহর করার প্রতিও আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি। (১৬৬) (সবাই মিলে) ঠি--ক। পরিশেষে আজকের মাহফিলে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, জাতীয় সংসদের সকল সদস্য এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ ও দোয়া জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। (১৬৭)

—আহমাদ শফি।

আল্লামা আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুম, চেয়ারম্যান আলহাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ। সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। মহাপরিচালক, দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ক্রেস্ট প্রদান

(পরিচালক) এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে ক্রেস্ট প্রদানের পর্ব। (১৬৮) নিয়ে আসলে। আমাদের দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান জাতীয় সংসদে বিল আকারে পাশ করায় ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ওলামায়ে কেরামের প্রধান মুরুব্বী আলহাইয়াতুল উলইয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি শোকরানা স্মারক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। (সবাই মিলে)। এ পর্যায়ে সেই জাতীয় সংসদে পাশকৃত কওমী সনদের বিল ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলহাইয়াতুল উলইয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। (সবাই মিলে)। আলহামদু লিল্লাহ!(১৬৯) সনদের মান বাস্তবায়নে অনন্য ভূমিকা রাখায় দেশের সকল ওলামায়ে কেরামের সারতাজ আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুমের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন, কো-চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম। আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম সম্মাননা শোকরানা স্মারক আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। আলহামদু

লিল্লাহ!(১৭০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে শোকরানা স্মারক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংসদে কওমী সনদের বিল এর কপি আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দেওয়া এবং কো-চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কো-চেয়ারম্যানের হাতে আল্লামা আহমাদ শফির হাতে শোকরানা স্মারক সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়ার মাধ্যমে স্মারক এবং শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ হলো।

এ পর্যায়ে আজকের আমাদের সকলের আকাঙ্খিত বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্য। প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (১৭১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম! আজকের এই কওমী মাদরাসায় সনদের স্বীকৃতি প্রদান শোকরিয়া মাহফিলের শ্রদ্ধেয় আল্লামা সভাপতি আল্লামা শফি হুজুর এবং ওলামা একরামগণ এবং হাজরান মাহফিল! সবাইকে আস্সামুয়া লাইকুম ইয়া রহমাতুল্লাহে ওবারাকাতুহু!(১৭২) আমি আপনাদের সবাইকে আজকের এই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, বিশাল শোকরানা মাহফিল আয়োজন করেছেন, সেজন্য শোকরিয়া আদায় করছি। যারা দ্বীন ইসলামের খেদমত করছেন তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারা এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। (১৭৩) আমাকে যখন আল্লামা শফি সাহেব বললেন যে, এই বিল আমরা পার্লামেন্টে পাশ করেছি। তিনি সংবর্ধনার আয়োজন করবেন। আমি বললাম, না, সংবর্ধনা আমার জন্য না। এটা হবে আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায় করা। (১৭৪) কারণ এইটুকু যে করতে পেরেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেজন্য আমরা শোকরিয়া আদায় করতে চাই। (১৭৫) কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম মানুষকে শান্তির পথ দেখায়। আর সেই দ্বীন শিক্ষা যারা দেন, তারা কেন অবহলিত থাকবে? (সবাই মিলে) ঠি--ক। কাজেই তাদেরকে কখনো অবহলিত থাকতে দেয়া যায় না। (১৭৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। (১৭৭) আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শ্রদ্ধা

জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দুই লক্ষ মা বোনের প্রতি। (১৭৮) লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। (১৭৯) এই স্বাধীনতার পর জাতির পিতা এই বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা সমগ্র বাংলাদেশে ভালোভাবে প্রচার হয় এবং প্রসারিত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। (১৮০) তিনি এই দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। টঙ্গীতে যে বিশ্ব এসতেমা হয়, সে জায়গা এবং বাংলাদেশে যাতে বিশ্ব এসতেমা অনুষ্ঠিত হতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে সেটা আদায় করে তিনি এনেছিলেন। (১৮১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক সম্মোলন ওআইসি। ওআইসির যে সদস্যপদ সেটাও আমরা পেয়েছিলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে প্রথম আমরা এই ইসলামিক সম্মেলনের সদস্যপদ পাই। (১৮২) কাজে এইভাবেই তিনি এদেশের ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার এবং আমাদের হাজীরা যাতে নিরাপদে, অল্প খরচে যেতে পারেন তার জন্য তিনি একটা জাহাজ ক্রয় করে সেই জাহাজে করে হাজীদের পাঠিয়ে ছিলেন হজ পালনের জন্য। (১৮৩) এভাবেই তিনি সব সময় ইসলামের জন্য কাজ করে গেছেন। তারই কন্যা হিসেবে এদেশের স্বাধীনতা অর্থবহ করা এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা এবং প্রত্যেকটা মানুষ যেন ক্ষুধায় অন্ন পায়, থাকার বাসস্থান পায়, রোগের চিকিৎসা পায়, শিক্ষা পায়, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা করা সেটা আমি আমার দায়িত্ব, কর্তব্য বলে মনে করি। (১৮৪) আর সেই দায়িত্ববোধ থেকেই আমি দেশের জন্য কাজ করি। আমার বাবার কাছে সব সময় এটাই শিখেছি, আমার পিতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, মানুষের সেবা কর আর সাধারণভাবে জীবন যাপন কর। আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি। (১৮৫) আমরা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাই। (১৮৬) আজকে কওমী শিক্ষা এই কওমী মাদরাসা পাক ভারত উপমহাদেশ। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করবার একমাত্র প্রথম উপায়টাই ছিল এই কওমী মাদরাসা। (সবাই মিলে ভয়ংকর রকমের) ঠি--ক। এই কওমী মাদরাসার মধ্য দিয়েই কওমী মাদরাসার মাধ্যমেই কিন্তু মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। (অল্পকয়েক জন মিলে) ঠি--ক। এবং এই কওমী মাদরাসা কারা সৃষ্টি করেছিলেন? যারা ঐ বৃটিশ

বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। (সবাই জোরে) ঠি-ক। কাজেই তাদের সবসময় আমরা সম্মান করি। আমি আবার ফিরে যাই, আপনারা জানেন যে, ১৯৭৫সালে ১৫ই আগষ্ট আমি ও আমার ছোট বোন যখন বিদেশে ছিলাম। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আমার মা, আমার তিন ভাই, ছোট ভাইটা মাত্র দশ বছরের, এবং আমার ছোট ভাই কামাল এবং ছোট ভাই জামালের নববিবাহিত বধূরা সুলতানা, রোজি, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসেরসহ পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মাত্র পনের দিন আগে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম। আমি জানি না কেন সবার দৃষ্টি থেকে বাহিরে যাওয়ার সময় খুব মন খারাপ ছিল। যাবার আগে অনেক কেঁদেছিলাম কেন বলত পারবো না। (১৮৭) শেষ যখন ফোনে কথা বলি মায়ের সাথে আর বাবার সাথে তখন মা অসম্ভব কেঁদেছিলেন। আর মাত্র পনের দিনের মধ্যে একদিন শুনলাম আমাদের কেউ নাই। আমরা সব হারিয়ে এতীম হয়ে গেছি, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছি। এমনকি আমরা দেশে আসতে পারিনি। যারা ক্ষমতা দখল করেছিল তারা আমাদেরকে দেশে আসতে দেয়নি। ছয়টা বছর বিদেশে আমাদেরকে থাকতে হয়েছিল। রিফিওজির মত। আর আমার বাবাতো সৎ পথে জীবন-যাপন করতেন। (১৮৮) তিনি তো আর দেশে-বিদেশে পয়সা পাঠান নাই যে, আমরা সেখানে আরাম-আয়েশে থাকবো বা পড়াশুনা করবো। আমাদেরকে কষ্ট করে থাকতে হয়েছিল। এরপরে আমরা দেশে ফিরে আসি। কিন্তু আমি অবাক হই যে, বাংলাদেশের পঁচাত্তরে শুধু জাতির পিতাকে হত্যাই করে নাই, সতাত্তর সালে অর্থাৎ জাতির পিতাকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়েছিল, তারা সাতাত্তর সালে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতিটা বন্ধ করে দিয়েছিল, বাতিল করে দিয়েছিল। (১৮৯) (অল্প কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। কাজেই আজকে আমি এটুকু বলতে পারি, জানি না আল্লার কী ইচ্ছা! আমি সব সময় আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যখন বাংলাদেশে ফিরে এসেছি, আমি জানি তখন খুনিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি বিচার চাইতে পারি না। আমার বিচার চাওয়ার অধিকারও ছিল না। কারণ আইন করে বন্ধ করা হয়েছিল। তারপর আমি বাংলাদেশের জনগণ এবং উপরে আল্লার উপর ভরসা করে এবং আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ যখন আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করে তখন আমি এ দেশের মাটিতে

ফিরে আসি। আমি তখন জানতাম না, আমি কোথায় থাকবো, আমার থাকার জায়গা নেই। আমি কী খাবো, আমি কিচ্ছু জানি না। আমি শুধু আল্লার উপর ভরসা করেই আমি চলে এসেছিলাম। আমি ভেবেছি আল্লাহ তো একটা পথ করে দেবেনই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কোন মতে কষ্ট করে থেকেছি। আর দেশের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমার বাবা এদেশ স্বাধীন করেছেন। এবং সব সময় একটা কথাই বলতাম, যে কথা আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছি, আমার ...... যেটা বলতেন যে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবে না এবং তিনিও করতেন না, আমিও তা করি না। শুধু আল্লার কাছে ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করি না, আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে ভয়ও করি না। (সবাই মিলে) ঠি--ক। আমি মনে করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীবন দিয়েছেন। আর আমি যে, আমি যে বেঁচে আছি এবং বারবার বেঁচে যাচ্ছি কখনো গ্রেনেড হামলা, কখনো গুলি, কখনো বোমা, নানাভাবে আমাকে যে বারবার হত্যার চেষ্টা, আর আমি যে বেঁচে যাই, মনে হয় এটা আল্লারই কোন ইশারা। আল্লাহ নিশ্চই আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাবেন, যে কারণে তিনি আমাকে বারবার রক্ষা করছেন। তিনি যতদিন জীবন দিয়েছেন ততদিন আছি। যখন আমার সময় হয়ে যাবে তিনি নিয়ে যাবেন। শুধু আল্লার কাছে এইটুকু চাই যেন মানসম্মানের সাথে যেন যেতে পারি এবং মানুষের সেবা করে যেতে পারি, মানুষের কল্যাণ করে যেতে পারি। (১৯০) আজকে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি এটা শুধু স্বীকৃতি না আমি যেটা মনে করি যে, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা, লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে এই মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। শুধু তাই না, সব থেকে বড় কাজ আপনারা করছেন, যখন যারা এতীম হয়ে যাচ্ছে বা যারা একেবারে হত দরিদ্র, যাদের কোথাও যাবার জায়গা নাই, আপনারা তাদেরকে আশ্রয় দেন, তাদেরকে খাদ্য দেন (সবাই মিলে) ঠি--ক। তাদেরকে শিক্ষা দেন, অন্তত তারা তো একটা আশ্রয় পায়। (১৯১) এতীমের এতীমকে আশ্রয় দিচ্ছেন এর থেকে আর বড় কাজ আর কী হতে পারে?(১৯২) (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। কাজেই সেখানে আপনাদের স্বীকৃতি দেবো না, এটা তো কখনো হতে পারে না। (১৯৩) (মাত্র একজন) ঠিক। তাই আমি যখনই সরকারে এসেছি, আমরা চেষ্টা করেছি এবং আমরা যে শিক্ষা নীতিমালা ঘোষণা করেছি, সে নীতিমালায় আমরা কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষাকে

স্বীকৃতি দিয়েছি। (১৯৪) কারণ আমি মনে করি যে, একটা শিক্ষা তখনি পূর্ণাঙ্গ হয় যখন ধর্মীয় শিক্ষাও সেই সাথে গ্রহণ করা যায়, তখনি একটা শিক্ষা পূর্ণ হতে পারে। (১৯৫) (সবাই মিলে) ঠি--ক। লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে, অথচ তাদের সেই ডিগ্রির যদি স্বীকৃতি না থাকে তবে তারা কি কোথায় যাবে, কী করবে, কী করে তারা চলবে?(১৯৬) তা আজকে আমি আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন, আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না। কিন্তু যখন আপনারা চেয়েছেন এবং আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া এই যে স্বীকৃতিটার জন্য যখন বলা হলো যে, দাওরায়ে হাদীস মাস্টার্স ডিগ্রির যেন সমমর্যাদা পায়, আমরা কিন্তু সেটা করে দিলাম পার্লামেন্টে আইন পাশ করে। (১৯৭) কারণ আইন পাশ না করলে এটা আর বাধ্য বাধকতা থাকতো না। আজকে আমরা করে দিলাম হয়তো কালকে আর কেউ ক্ষমতায় আসলে সেটা আবারও সাতাত্তর সালের মত বন্ধ করে দিতে পারে। (সবাই মিলে) ঠি--ক। সেটা যাতে বন্ধ করতে না পারে তার জন্যই আমরা এটা করেছি। (১৯৮) কাজেই আমি মনে করি, এই আল হাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া এর যে সভাপতি জনাব আল্লামা শফি সাহেব এবং আপনারা যারা ওলামা একরামগণ এখানে আছেন এর দায়িত্বে, আপনারা সকলে এমনভাবে কাজ করবেন যেন এই মাদরাসা থেকে যারা শিক্ষা নেয় তারা যেমন মাস্টার ডিগ্রি স্বীকৃতি পেলেন এবং তারা দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে পারেন। এইদেশকে যেন আমরা আরো উন্নত করতে পারি, বাংলাদেশে একটা মানুষও যেন গরীব না থাকে, একটা মানুষও যেন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট না পায়, রোগে কষ্ট না পায় তার জন্য আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি সেগুলি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে স্বীকৃতি দেন এবং আমরা যেন মানুষের সেবা করে যেতে পারি। (১৯৯) আমরা চাই ইতোমধ্যে আপনারা জানেন যে, আমরা ইমাম মুয়জ্জিনদের কল্যাণ ট্রাস্ট করে দিয়েছি। এই কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ইমাম মুয়াজ্জিনরা যেকোনো সময়ে যেকোনো কাজে তারা এখান থেকে ভাতা নিতে পারেন, অর্থ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাও আমি কিন্তু করে দিয়েছি। (২০০) কাজেই এই কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমেই আজকে যে আমরা ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তাছাড়া মসজিদে আমরা শিশুশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা এই গণশিক্ষার ব্যবস্থাটাও কিন্তু আমরা এই মসজিদে আমরা উপআনুষ্ঠানিক

শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যেটা আমি প্রথমবার সরকারে আসি তখনই এই মসজিদভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করেছি। শিশুশিক্ষা, গণশিক্ষা আর ধর্মীয়শিক্ষার সাথে সাথে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এই মসজিদভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি এবং যারা শিক্ষা দেন তাদেরকে ভাতার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় আশি হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান এর জন্য হয়েছে। কারণ আশি হাজার আলেম-ওলামারা এর মাধ্যমে বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকেন। (২০১) আর আমরা আরেকটি জিনিস করতে চাচ্ছি, আপনারা জানেন যে, সমগ্র বাংলাদেশে পাঁচশ ষাটটা মডেল মসজিদ এবং ইসলামী কালচারাল সেন্টার অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রচার প্রচারণা এবং ইসলামিক সংস্কৃতি যাতে আমাদের দেশের মানুষ শিক্ষা পেতে পারে এবং ইমামদের জন্য সেখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে, যারা হজে যাবেন, হজে যারা যাবেন সেই হজের জন্য কী কী করণীয়, সে শিক্ষা সেখানে দেওয়া হবে। বিদেশি অতিথিরা থাকতে পারবে। সেই ভাবেই আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমি কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে, আমরা আমাদের যখন মক্কা-মদীনা দুই মসজিদের যিনি... সৌদি আরবের বাদশাহ তার দাওয়াতে আমি সৌদি আরব গিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এবং তিনিই আমাদের এই মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করবেন, সেই কথা তিনি বলেছেন এবং তিনি একটি টিমও বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। এই মসজিদ নির্মাণে তিনি আমাদের পাশে থাকবেন এবং সহযোগিতা করবেন। (২০২) আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে শোকরিয়া আদায় করি যে, সৌদি আরবের সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। আমরা কিন্তু প্রজেক্ট পাশ করে দিয়েছি নিজেদের অর্থায়নে। কিন্তু সৌদি আরব যখন দেবে, বাদশাহ এটা বলেছেন, কাজেই আমরা আলহামদু লিল্লাহ এবং আমরা এটা স্বীকার করেছি আমরা এটা নেবো। আজকে বাইতুল মুকাররমে মিনার... এবং সেখানে অনেক মুসল্লিরা যেন বসতে পারেন, আমাদের মা-বোনেরা যাতে নামায পড়তে পারেন, সেই বাইতুল মুকাররমের যে উন্নয়নটা আমি যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হই তখনই সেই প্রজেক্ট নিয়ে ছিলাম। কাজও শুরু করে ছিলাম এবং সৌদি আরবের বাদশাহ তখন যিনি ছিলেন তিনি আমাদেরকে এভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে ছিলেন। (২০৩) অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২০01 এ যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা এ কাজটা বন্ধ করে

দিয়েছিল। কাজেই একদিক দিয়ে আমাদের ভালোই হয়েছিল। এটা আল্লারই ইচ্ছা যে, আমি আবার যখন দ্বিতীয়বার সরকারে আসি তখন এই মসজিদের কাজ আমি সম্পূর্ণ করতে পারি এবং সেটা আমরা সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। (২০৪) আমরা চাই যে, আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে এবং এজন্য আমি একটি আরবী ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করে দিয়েছি এবং তার জায়গাও আমরা নিয়েছি। জায়গাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টাও আমরা তৈরি করে দিচ্ছি। (২০৫) এভাবে দ্বীনের শিক্ষা আরো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা এইটুকু চাই আপনাদের কাছে দোয়া চাই দোয়া করবেন। কারণ আমরা সব সময় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের পথ অনুসরণ করে চলি। (২০৬) কারণ তিনি আমদের শিখিয়েছেন, বাংলাদেশ না সমগ্র মুসলিম জাতি ইসলাম ধর্মের মূল কথা শা-ন্তি। ইসলাম ধর্মের মূল কথা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রাদায়িক চেতনা। (২০৭) আমরা যদি বিশ্বাস করি এই দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়ে না। তাহলে যা কিছু সৃষ্টি ভালো-মন্দ যা কিছু আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই করে দিয়েছেন। কাজেই সেখানে আমাদের সেই বিশ্বাস সেই আস্থা সব সময় তার উপর থাকবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা নিয়েই আমরা পথ চলবো। (২০৮) আমরা কারো প্রতি বিদ্বেষ না, কারো প্রতি ঘৃণা না, কারো প্রতি কোন খারাপ চিন্তা না। আমরা সব সময় মনে করি মানুষের কল্যাণ, মানুষের উন্নতি, মানুষের মঙ্গল এবং মানুষ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। (২০৯) আজকে বিশ্বব্যাপী আপনারা দেখেছেন মুসলমানদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি আর সেখানে লাভবান হচ্ছে কারা? যারা অস্ত্র তৈরি করে, অস্ত্র বিক্রি করে তারা লাভবান হয়। রক্ত যায় কাদের? আমাদের মুসলমানদের। (২১০) এই কথাটা আমি ওআইসি সেক্রেটারির কাছেও তুলে ধরেছি। ওআইসি একটা আমরা সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ বিরোধী একটা সম্মেলন করেছিলাম। জাতির সঙ্গে তখনও এই কথাটা বলেছি যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক হয়ে শান্তির পথে আমাদের যেতে হবে। কারো মাঝে যদি কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্ধ থাকে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটা আমরা সমাধান করবো। এবং আমি

সৌদির বাদশাহ তাকেও এই কথাটাই বলেছি যে, আমরা যে ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সেটাই আমরা প্রমাণ করতে চাই। (২১১) তাই বাংলাদেশের মাটিতে কোন জঙ্গিবাদের স্থান হবে না, সন্ত্রাসের স্থান হবে না, মাদকের স্থান হবে না, দুর্নীতির স্থান হবে না। বাংলাদেশ হবে একটা শান্তিপূর্ণ দেশ, উন্নত দেশ, সমৃদ্ধশালী দেশ। (২১২) আমরা সে কারণে সা সামান্য কয়েকটা লোক, আমাদের ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে ইসলাম ধর্মের বদনাম দেয়। (২১৩) আমি যখনি কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাই, কেউ যদি বলে মানে ইসলামিস্ট মানে টেররিস্ট, আমি সাথে সাথে আপত্তি জানাই যে, এটা বলতে পারবেন না। কারণ সবাই এই টেররিজমের বিশ্বাস করে না বা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না... এবং যারা টেররিস্ট, যারা সন্ত্রাসী তাদের কোন ধর্ম নাই, তাদের কোন দেশ নাই, তাদের কোন সমাজ নাই। তারা হচ্ছে সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদী। (সবাই মিলে) ঠি--ক। (২১৪) যারা সত্যিকারেই ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করে তারা কখনো সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী হতে পারে না। (সামান্য কয়েকজন মিলে) ঠি--ক। (২১৫) কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। কাজেই আমরা এই দেশকে গড়ে তুলতে চাই। যেন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ। কাজেই আমি আপনাদের আবারো আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এইটুকু বলতে যে, আমরা জানি সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়। কাজেই এই অপপ্রচারকে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এবং এই অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে আমরা সাইবার ক্রাইম আইন তৈরি করেছি। কেউ যদি এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার করে সাথে সাথে সেই আইন দ্বারা তাদের বিচার করা হবে, গ্রেফতার করা হবে। এবং আমাদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কেউ কোন কথা বললে আইন দ্বারাই তার বিচার হবে। (২১৬) (সবাই মিলে) ঠি--ক। আমরা সেইভাবে আমরা সেইভাবেই এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন রকম যেন অপপ্রচার করতে না পারে সেটা বন্ধ করার জন্য আমরা সাইবার ক্রাইম আইন তৈরি করে দিয়েছি। আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিব না। (২১৭) আইনের দ্বারাই তাদের বিচার করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেব যাতে কখনো তারা এধরনের অপপ্রচার চালাতে না পারে। দেশের শান্তি বিঘ্নিত হোক তা আমরা চাই না। (২১৮) দেশে শান্তি থাকলে উন্নতি হবে

উন্নতি থাকলে সবাই লাভবান হবে। তো আপনারা দেখেছেন, আমাদের উন্নতি ঐ তৃণমূলে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত, আজকে কোনো মানুষ এবং আমরা চাই, বাংলাদেশের কোনো মানুষ ভিক্ষা করবে না। প্রত্যেক মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করবো। যে যার কামাই করার কোন তওফীক নাই বা যিনি অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী অথবা বয়োবৃদ্ধ তাদেরকে আমরা ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তাদের বিনা পয়সায় খাদ্য আমরা সরবরাহ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে অনেক সহায়। আজকে আমরা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছি। আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা সবদিক থেকে আজকে এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যাবে। (২১৯) আমি আবারো একটু বলবো, আমি পিতা, মাতা, ভাই সব হারিয়েছি আমি নিঃস্ব রিক্ত, আমি এতীম। আমাদের জন্য আমরা দুটি বোন আছি। আমদের জন্য একটু দোয়া করবেন। আমাদের ছেলে, মেয়ে, নাতিপুতির জন্য দোয়া করবেন। তারা যেন সুন্দরভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারে। (২২০) আর দোয়া করবেন বাংলাদেশের জনগণের জন্য। আমি যখনি নামায পড়ি দোয়া করি। আমি আমার ছেলে, মেয়ের, নাতিপুতিদের জন্য যেমন দোয়া করি, ঠিক সেই সাথে আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের জন্য দোয়া করি, দোয়া করি আমার বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য। আল্লাহর কাছে আমি এইটুকুই চাই যে আল্লাহ আমাকে যে শক্তি দিয়েছেন আমি যেন বাংলাদেশে মানুষের জনগণের খেদমত করে যেতে চাই। আর এই বাংলাদেশকে যেন বা একটা সুন্দর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে তারা যেন কোন কষ্ট না পায়, তাদের যেন আল্লাহ সব সময় হেফাজত করেন। আল্লাহ সব সময় তাদের সহায় হোন সেই দোয়াটাই আমি সব সময় করি। কাজেই আপনারা কষ্ট করে এসেছেন আবারো আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সকলকে ওলামা একরামগণ এবং মাদরাসায় যারা শিক্ষার্থী সবাইকে। (২২১) আজকে এই সনদের জন্য তারা চাকরি পাবে, দেশে-বিদেশে কাজ করতে পারবে, দেশে-বিদেশে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। সেই সুযোগটা আমরা এই কওমী মাদরাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য করে দিতে পেরেছি। তাদের জীবনটা সুন্দর হবে এবং সুন্দরভাবে তারা বাঁচতে পারবেন। (২২২) আসুন আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলকে যেন তিনি দোয়া করেন যেন

সবাই সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আজকে এই শোকরানা মজলিসের আয়োজন করেছেন এবং কষ্ট করে আপনারা এখানে এসেছেন তার সাথে আমাদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে শুরু করে যারা এ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং সেই সাথে আপনাদের দোয়া চাই সামনে নির্বাচন আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি ইচ্ছা করেন নিশ্চয়ই আবার তিনি বাংলাদেশের জনগণের খেদমত করবার সুযোগ আমাকে দেবেন। আর যদি আল্লাহ না চান দেবেন না আমার কোন আফসোস থাকবে না। কারণ আমি এসব কিছু আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ জয়োজীবী হোক!(২২৩)

(পরিচালক) ধন্যবাদ! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করার জন্য। (২২৪) আমরা একেবারেই শেষ প্রান্তে উপনীত। আমরা এই মুবারক মুহূর্তে স্মরণ করছি কওমী মাদরাসার সনদের মান বাস্তবায়নে যারা দীর্ঘ ভূমিকা রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আজকে আমাদের মাঝে নেই। সেই আল্লামা নুরুদ্দীন গাওহারপুরী, আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা আতাউর রহমান খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মুফতী ফজলুল হক আমীনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সর্বশেষ হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ আমাদের যেসকল আকাবিরীনগণ, বুযুর্গানেদীনগণ এই স্বপ্ন দেখতেন। আজকে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। কিন্তু আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই। আমরা এই মুবারক মুহূর্তে তাদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি। (২২৫) এপর্যায়ে আখেরী মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আজকের এই শোকরানা মুবারক মাহফিলের সমাপ্তি হবে। আমরা আরো স্মরণ করছি এই স্বীকৃতির মান বাস্তবায়নে যারা বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মধ্যে আরেকজন আছেন ব্যারিস্টার এনামুল কবীর ইমন সাহেবসহ আরো যে যেখানে থেকে যেখান থেকে এই স্বীকৃতি এবং সনদের মান বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছেন আমরা তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে আমরা স্মরণ করছি। আমরা এখনি আমাদের আখেরী বিষয় আমাদের আজকের মাননীয় সভাপতি আমাদের সকলের

সারতাজ, সকল ওলামায়ে কেরামের মুরব্বী, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সভাপতি, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুমের আখেরী মুনাজাত এখনি শুরু হবে এবং মুনাজাতের মধ্য দিয়েই আজকের এই শোকরানা মাহফিলের সমাপ্তি হবে। আমি হযরতকে মুনাজাত পরিচালনার জন্য বিনিত অনুরোধ করছি।

মুনাজাত

اللّٰهُمَّ صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللّٰهُمَّ صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا رب العالمين، اللّٰهُمَّ بلغنا وبلغ جميع من أوصانا بالدعاء وجميع من له حق علينا على .... في الدنيا والآخرة، أنت أعلم بهم وبمقاصدهم وب..... يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أنت حي كريم تستحي أن ترد يد العبد صفرا إذا رفع الأكف إليك، إذا رفع الأكف إليك، ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللّٰهُمَّ صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.

সমাপ্ত

জরুরি টীকাসমূহ

মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদিন, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব

জরুরি টীকা ১১ : পাঁচশত ষাটটা মসজিদ নির্মাণ

প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব গর্বের সঙ্গে এ দেশের মুসলমানদের কর্ণধারগণকে পাঁচশত ষাটটি মসজিদ নির্মাণের সুসংবাদ দিচ্ছেন। এ সামরিক সচিব যে প্রধানমন্ত্রীর সচিব, সে প্রধানমন্ত্রী এ বছরই গর্বের সঙ্গে বলেছেন, বাংলাদেশে এ বছর ত্রিশ হাজার (৩০, ০০০) পূজামণ্ডপে একযোগে পূজা উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলতে চেয়েছিলেন, এটা বাংলাদেশের একটি অনন্য অর্জন।

উল্লেখ্য, এ দেশে যে সম্প্রদায় পূজা উদ্‌যাপনের সঙ্গে জড়িত তাদের সংখ্যা মসজিদের সঙ্গে জড়িত সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডটি সাবেক পাকিস্তানের একটি অংশ, যে পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের জন্য এবং মসজিদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

কর্ণধারগণ যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করতেন, পূজামণ্ডপ তৈরি নিয়ে যাদের এত গর্ব, এত আনন্দ তারা কেন মসজিদ তৈরি করছে! আবার সেকথাগুলো কর্ণধারগণকে কেন শোনাতে হচ্ছে!

জরুরি টীকা ১২ : ৫ই মে সম্পর্কে অনেক মিথ্যাচার করা হয়েছে

সামরিক সচিবের এ অভিযোগ উপস্থিত কর্ণধারগণেরই বিরুদ্ধে। সামরিক সচিব যে কথাগুলোকে মিথ্যাচার বলে বিশেষিত করেছেন সে

কথাগুলো এ মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরাই বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছেন, বিভিন্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন।

আজকের এ মজলিসের এমনই এক গুণ যে, বক্তা শ্রোতাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে গালিগালাজ করে চলেছে আর ধৈর্যের পাহাড়-কর্ণধারগণ হাসিমুখে মুহুর্মুহু ঠি--ক ঠি--ক ধ্বনিতে তা বরণ করে নিচ্ছেন।

আজকের মজলিসের এমনই এক গুণ যে, বক্তার শুধু উপস্থিতি তার অতীতের সকল অপরাধকে নেক আমলে পরিণত করে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সাইয়েআতগুলো হাসানাতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। কর্ণধারগণের হাসি হাসি মুখ প্রমাণ করছে, তাদের মনের সকল ভার নেমে গেছে। দিল প্রশান্তিতে ভরে গেছে।

কর্ণধারগণ যদি একটু ভাবতেন যে, এ পিশাচগুলো ৫ই মে'র রাতে এমন পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানোর পর কীভাবে এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছে! এটা পিশাচগুলোর যোগ্যতা? না কি শ্রোতাদের যোগ্যতা– তা স্পষ্ট নয়। তবে এমন শ্রোতা পাওয়াও এ ধরণের পিশাচ বক্তাদের ভাগ্যের ব্যাপার।

জরুরি টীকা ১৩ : প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল সুস্পষ্ট। আলেম-ওলামা এবং কোমলমতী শিক্ষার্থীদের যেন কোন রকম ক্ষতি না হয়

এ মজলিসে উপস্থিত কর্ণধারগণ কারা? এঁরা কি সেদিন ৫ই মে'র রাতে শাপলা চত্বরে ছিলেন? থেকে থাকলে তাঁরা এ মিথ্যা কথাগুলো কীভাবে হজম করছেন? না কি এ কর্ণধারগণ সেদিন গ্যালারিতে বসে নাটকের দৃশ্যগুলো উপভোগ করছিলেন। যে নাটকের মঞ্চে ওলামা-তালাবার রক্ত ফ্রি ছিল। যে নাটকের মঞ্চে পুলিশের বুটের লাথি, লাঠির বাড়ি ও বুলেটের জন্য ওলামা-তালাবার শরীরগুলো উন্মুক্ত ছিল। যে নাটকের মঞ্চে ঈমান-ইসলাম-ইলম-আলেম-ওলামাকে ব্যঙ্গ করে পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের গালাগালির মাত্রা ছিল অবর্ণনীয়।

এসবই কি সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতেই ছিল!

আমাদের আলেম-ওলামা ও কোমলমতী শিক্ষার্থীরা যে সে দিন আহত-নিহত, ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল তা কার

সুস্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে ছিল? বাড়ি ফেরার পথে যে তাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দলীয় মাস্তানরা মারধর করেছিল তা কার সুস্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে ছিল?

আমাদের কর্ণধারগণের 'মাননীয়' সাহেবা যে আমাদের রক্তাক্ত ওলামায়ে কেরাম ও কোমলমতী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সামান্য ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এরা রঙ্গের পানি গায়ে ছিটিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে– তার এ ব্যঙ্গাত্মক তিরস্কার কি তার সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলীরই একটি ছিল?

একজন ইসলামবিদ্বেষী, ক্ষমতালোভী, মুরতাদ ক্ষমতাসীনের কাছে বা তার সচিবের কাছে এসব প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। আসলে আমাদের এ প্রশ্নগুলো তাদের কাছে নয়। আমরা আমাদের কর্ণধারগণের বিবেকের কাছেই মূলত প্রশ্নগুলো করছি। যারা প্রকাশ্যে জোড়া চটির আঘাত খেয়ে খেয়েও খুব হাসছেন, খুব আমোদ বোধ করছেন এবং ঠি--ক ঠি--ক ধ্বনিতে পরিবেশকে মুখরিত করে তুলছেন। এত গভীর একটি ক্ষত এত দ্রুত শুকিয়ে যেতে পারে তা এর আগে, এ দৃশ্য দেখার আগে কল্পনাও করা যেত না।

কর্ণধারদের প্রতি একটি কঠিন প্রশ্ন, যাদের হুকুমে লক্ষ লক্ষ ওলামা-তালাবা একদল পিচাশের হাতে নিহত-আহত, ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে তারা যদি পিশাচদেরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে কি ক্ষমা হয়ে যাবে?

অথবা তারা যদি পিশাচদের হাতে হাত মিলিয়ে ফেলে, –ভয়ে হোক বা লোভে হোক– পিশাচদের গলায় গলা মিলেয়ে ফেলে, পিশাচদেরকে সম্মানিত করে, তাহলে কি হুকুমদাতা কর্ণধারগণ ক্ষমা পেয়ে যাবেন?

আরো গোড়ার সহজ প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিনের শাপলা সত্য? না কি আজকের সংবর্ধনা সত্য? দু'টি বিপরীত বিষয়ের দু'টিই সত্য হওয়া সম্ভব নয়। আলেম-ওলামা ও কোমলমতী শিক্ষার্থীদের সে গভীর ও কঠিন ক্ষতগুলোতে এত সমারোহ করে, আয়োজন করে লবণ ছিটিয়ে দেয়ার এমন কী প্রয়োজন ছিল? তারাতো আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি। কর্ণধারদের কোন ক্ষতি করেনি।

ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে যখন কর্ণধারগণের কানে এ গরম শিশা ঢালা হচ্ছে, তখন তারা সচেতন অবস্থায় আছেন বললেও সমস্যা,

অচেতন অবস্থায় আছেন বললেও সমস্যা। পায়ে শিকল পরিয়ে শোনানো হচ্ছে বললেও সমস্যা, গলায় মালা পরিয়ে শোনানো হচ্ছে বললেও সমস্যা।

এ এক কঠিন ফাঁদ। যে ফাঁদে পাগুলো আসলেই আটকে গেছে। এর উপলব্ধিতে সময় যত কম ব্যয় হবে ততই মঙ্গল। আর প্রজন্মের জন্য আমার নিবেদন হচ্ছে, যারা ফাঁদে পড়েছে তারা বিষয়টিকে কখনো উপলব্ধি করতে পারুক আর নাই পারুক; প্রজন্ম কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এমন একটি ভয়ংকর অঘটন তাদের অতীতে ঘটেছে। কুরআনে কারীমের فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ এর আহ্বান যেন প্রজন্ম কখনো ভুলে না যায়।

জরুরি টীকা ১৪ : আইন-শৃংখলা বাহিনী ... অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে... পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন

হেফাজত যে বেয়াদবি(?) করেছে সে বেয়াদবির শাস্তি হিসাবে দু'চার লাখ আলেম-ওলামা ও কোমলমতী শিক্ষার্থীদেরকে বুটের নিচে পিশে ফেলার দরকার ছিল। কিন্তু আইন-শৃংখলা বাহিনী তা করেনি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদেরকে প্রাণ নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দিয়েছে। আর জীবনে যেন এ ধরনের বেয়াদবি না করে সে জন্য উপযুক্ত শায়েস্তা করে দিয়েছে।

অবশ্য আমরা খবর পেয়েছি, আলেম-ওলামা ও কোমলমতী শিক্ষার্থীদেরকে কষ্ট না দেয়ার জন্য সে দিন তিন স্তর বিশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। শাপলা চত্বর থেকে শুরু করে হাইকোর্ট-মৎসভবন-শাহবাগ-ফার্মগেট রোডসহ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত পজিশনে রাখা হয়েছিল।

হেফাজত কর্মীরা তাদের কষ্টের দৃশ্যগুলো দেখে আরো বেশি কষ্ট পায় কি না সে জন্য গভীর রাতে বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। হেফাজত কর্মীদের কষ্টের দৃশ্য দেখে দেশের মানুষ কষ্ট পায় কি না সে কারণে বেসরকারী সংবাদকর্মীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, টিভি চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এ কাজগুলো করতে আইন-শৃংখলা বহিনীর সামন্যতম ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। সবশেষে আলেম-ওলামা ও কোমলমতী শিক্ষার্থীদের রক্তগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও আইন-শৃংখলা বাহিনী অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। ভোরের আলো ফোটার আগে আগেই রাতের রক্তাক্ত লাল রাজপথ আগের মতই পিচঢালা কালো রাজপথে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী কর্ণধারগণ সে ধৈর্যশীলদের মুখে সেই ৫ই মে'র উপাখ্যান শুনে চলেছেন। আমার মনে হয়েছে আমাদের কর্ণধারগণের এ ধৈর্যের সামনে পৃথিবীর সকল ধৈর্য হার মেনেছে। অথবা তাঁদের এ অসহায়ত্বের সামনে পৃথিবীর সকল অসহায়ত্ব হার মেনেছে।

জরুরি টীকা ১৫ : সব অপপ্রচার ভুল ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে

ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার বলে সত্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে আবার মিথ্যাকেও সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর রাতের অন্ধকারে পৈশাচিক আক্রমণ করতঃ তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা এমন দাপটওয়ালা ক্ষমতাসীনের জন্য কোন বিষয়ই নয়। এছাড়া মিথ্যা বলে প্রমাণিত করার জন্য সব ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে। জালেমকে মাজলুম এবং মাজলুমকে জালেম হিসাবে প্রমাণ ও প্রচার করার সকল আয়োজন আগে থেকেই ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে– কর্ণধারদের ধৈর্যের পাহাড়ের উপর। তারা তাদের নিজেদের চোখে দেখা, নিজেদের শরীরের উপর বয়ে যাওয়া অত্যাচারগুলোর কথা বলেও আজ প্রকাশ্যে মিথ্যুক হিসাবে বিশেষিত হচ্ছেন। এ নিয়ে তাঁদের কোন পেরেশানী নেই। যাদের গায়ে আজো বুলেটের ক্ষত লেগে আছে তারা যদি প্রশ্ন করে– আপনারা হয়ত বড় কোন প্রাপ্তির আশায় গভীর ক্ষতগুলোকে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমরা তা ভুলব কীভাবে?

এরপর প্রশ্ন আসবে, আপনারা যে আশায় সব ভুলে গেছেন, সে আশা কি দুনিয়াবী কোন স্বার্থ, না আখেরাতের স্বার্থ? যদি আখেরাতের স্বার্থ হয়ে থাকে তাহলে এমন স্বার্থের জন্য এমন কুরবানী দেয়া শরীয়তে জায়েয আছে কি না? এ প্রশ্নগুলো আখের থেকেই যাবে।

জরুরি টীকা ১৬ : যারা এসব মিথ্যাচার ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত

সকল আইন তৈরির ক্ষমতা যেহেতু মানুষের হাতে, তাই তারা যখন যে আইন তৈরি করতে চাইবেন, তখন সে আইন তৈরি করতে পারবেন– এটাই স্বাভাবিক।

ইসলামের পক্ষে কথা বললে তারা শায়েস্তা করার জন্য আইন তৈরি করতে পারে। ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গেলে তারা যে অত্যাচারের মুখোমুখী হয়েছে তা প্রচার করলে শায়েস্তা করার আইনও তারা তৈরি করতে পারে। শরীয়াহ বাস্তবায়ন করার দাবি করলে তাদেরকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হবে সে আইনও তারা তৈরি করতে পারে। আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে বেয়াদবি করলে তাদেরকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে আইনও তারা তৈরি করতে পারে।

আর এ পারার জন্যই মানবরচিত আইনের জন্ম। আল্লাহর আইন ও শরীয়তের আইন বাস্তবায়িত থাকলে তো নতুন করে আইন তৈরি করার প্রয়োজন হত না। কুরআনের আইন অনুযায়ী খুব স্বাভাবিকভাবে প্রথম তীর গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বুকে বিঁধে যেত, আর দ্বিতীয়-তৃতীয় তীর পর্যায়ক্রমে সামরিক সচিবসহ অন্যদের বুকে বিঁধত।

মানবরচিত আইনের হর্তাকর্তারা এ কথাগুলো জানে বলেই তারা আইনের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। ইসলাম ও শরয়ীতের হাতে আইনকে তুলে দেয়নি। কাফের-মুরতাদ শ্রেণী এমনই করার কথা। এর মাঝে অবাক হওয়ার মত নতুন কোন মাত্রা নেই।

অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে দ্বীন ও শরীয়তের কর্ণধারদের অবস্থা ও অবস্থান। দ্বীনের পক্ষে যারা কথা বলবে, দ্বীনের স্বার্থে যারা কথা বলবে তাদেরকে মিথ্যাবাদি প্রমাণ করার জন্য আইন তৈরি হবে বলে ধমকি দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আইন তৈরি করবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে, আর দ্বীনের ধারক-বাহকরাই তা ঠি--ক ঠি--ক রবে গিলে চলেছেন, গায়ে মেখে চলেছেন, পরিতৃপ্তির হাসি দুই ঠোঁটে লাগিয়েই রেখেছেন। এসব চিত্র আমরা নিজের চোখে না দেখলে আসলেই বিশ্বাস করা বড় কঠিন ছিল। কেউ বলে আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারত না।

জরুরি টীকা ১৭ : নির্দোষ আলেম-ওলামারা যেন হয়রানির শিকার না হয়

এ নির্দোষ আলেমরা কারা? ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও তার ধর্মের অনুসারীরা ছাড়া বাকি সবাই তো দোষী। আর ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও তার ধর্মের লোকদের তো এ বিষয়ক কোন হয়রানী নেই। তাহলে নির্দোষ আলেমদের তালিকায় কারা আসবে? কেউ শাপলা চত্বরে উপস্থিত ছিল, কেউ তাদেরকে সমর্থন করেছে। আর সবাই সরকারের অপকর্মের সমালোচনা করেছে এবং এ বর্বরতার প্রচার করেছে– যা সরকারের ভাষায় মিথ্যা ও অপপ্রচার। এমতাবস্থায় নির্দোষ কে?

নির্দোষ হওয়ার শুধুমাত্র একটি সূত্র এখানে বাকি আছে। আর তা হচ্ছে, খাঁটি তাওবা। শাপলার কর্ণধারগণ তিনটি শর্ত পূরণের মাধ্যমে খাঁটি তাওবা করতে হবে। তাহলে তারা 'কামান লা যাম্বা লাহু' মাকামে পৌঁছতে পারবে। ১. শাপলাচত্বর কেন্দ্রিক তাদের সকল আন্দোলন ভুল ছিল এবং সেসকল কর্মকাণ্ডের জন্য তারা লজ্জিত। ২. তারা এর সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। ৩. ভবিষ্যতে কখনো এমন কাজে নিজেদেরকে জড়াবে না বলে তারা মুচলেকা দিয়ে দিয়েছে। এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তারা নির্দোষ হিসাবে প্রমাণিত হবে। তাদের কোন হয়রানী হবে না। তাদের কোন ভয় নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, শাপলাকেন্দ্রিক আন্দোলন ও সকল কর্মকাণ্ড ভুল হয়ে থাকলে আন্দোলনের তের দফাকেও ভুল বলে স্বীকার করতে হবে। তের দফাকে ভুল বলা হলে তার বিপরীতটা কী? তা কি কর্ণধারগণ ভেবে দেখেছেন? দফাগুলোকে আরেক 'দফা' দেখে নিয়েই কর্ণধারগণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তাদের অতীত ভুল ছিল, না কি বর্তমান ভুল হচ্ছে। বিষয়গুলো কিন্তু সরাসরি ঈমান-কুফরের। সাময়িক সমস্যার চাইতে স্থায়ী সমস্যার বিষয়গুলো মাথায় রাখলেই কর্ণধারগণ বুদ্ধিমানের কাজ করবেন।

জরুরি টীকা ১৮ : বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা থাকতে কোন আলেম-ওলামার সামান্যতম ক্ষতিও হবে না

বঙ্গবন্ধু+কন্যা– দু'টি যামানারই সাক্ষী এখনো লোকালয়ে বিচরণ করছে। বিষয়টি কি এরকম যে, আলেম-ওলামার উপর বঙ্গবন্ধু এবং

তার কন্যার যত ক্ষোভ ও আক্রোশ ছিল– তা তারা তিলে তিলে উসুল করে নিয়েছে এবং প্রতিশোধের যত সাধ ছিল, সব কড়া গণ্ডায় আদায় করে নিতে পেরেছে। অতএব বঙ্গবন্ধুকন্যা থাকতে আলেম-ওলামার উপর আর সামান্যতম কোন ক্ষতি হওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

বঙ্গবন্ধু দেশের মালিকানা লাভ করার পর ওলামায়ে কেরাম কী পরিমাণ সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন-যাপন করেছেন সে চিত্র শুনলে তো এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর রাজত্বকালের প্রায় প্রতিদিনই তো শোনা যেত, কোন না কোন আলেমের হাত-পা বাঁধা লাশ কোন ডোবায়, বা খালের বাঁকে, বা নদীর স্রোতে ভাসছে। বঙ্গবন্ধুর নতুন দেশে তিনি আলেম-ওলামা ছাড়া আর কাকে শত্রু মনে করতেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রথম বার ক্ষমতায় আসার পর শায়খুল হাদীস আজিজুল হক রহ., মুফতী ফজলুল হক আমীনী রহ.সহ দেশের হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের অবস্থা কেমন হয়েছিল?! আমরা তখন কেমন ছিলাম? আজকের মজলিসে উপস্থিত কর্ণধারগণের এ বিষয়ে মতামত কী?

আমরা তো সে সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার ভয়ে কুরবানীর ছুরি আর মাদরাসা বোর্ডিংয়ের দা-বটিগুলোও ডোবার মধ্যে ফেলে দিয়ে অস্ত্রমামলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা তো সে সময় মুজিবকোট গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মেটানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের আজকের এ মজলিসে উপস্থিত মহান ব্যক্তিবর্গ তো সে সময় বঙ্গবন্ধুকন্যার ছবি দেখলেও আঁতকে উঠতেন।

আমার মনে পড়ে, আজকের এ মজলিসে উপস্থিত কর্ণধারগণের কেউ কেউ কথাটা এভাবেও বলেছিলেন যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। বঙ্গবন্ধুকন্যা এভাবে আচরণ করলে মানুষ বুঝতে পারবে তার বাবা কেমন আচরণ করেছিল। কেউ বলেছেন, শেখ হাসিনা যদি এভাবে জুলুম-অত্যাচার না করে তাহলে মানুষ বঙ্গবন্ধুর অত্যাচারের কথা ভুলে যাবে। এধরনের হাজারো কথা আমরা তখন শুনেছি।

এরপর বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এলেন তখন আলেম-ওলামায়ে কেরামের মান ইজ্জত, রক্ত ও জীবন নিয়ে কীভাবে তামাশা করা হয়েছে, আলেম-ওলামাকে কীভাবে ঠেঙ্গানো হয়েছে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হচ্ছে শাপলা চত্বরের অর্ধকোটি মানুষ, আর পরোক্ষ সাক্ষী হচ্ছে দেশের

পনের/ষোল কোটি মানুষ। শাপলা চত্বরের ক্ষত জায়গায় কতকাল পর্যন্ত লবণ ছিটানো হয়েছে, খোদ বঙ্গবন্ধুকন্যা আজকের মজলিসের প্রধান কর্ণধারকে কতভাবে বিদ্রুপ করেছে, কত ধরনের ব্যঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেছে– তার সাক্ষী তো আজকের এ মজলিসের সবাই।

এতগুলো বাস্তবতা সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনো নির্লজ্জ-পিশাচ তো কোনো নির্লজ্জ পিশাচের পক্ষে এমন বন্দনা গাইতেই পারে। এ দেশের সবচাইতে লম্পট ও বদমাশগুলোকে সব সময় ফুলের মত চরিত্রবান বলে মাইকিং করতে শোনা যায়। মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই পিশাচের পৈশাচিকতায় নতুন করে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

কিন্তু আমাদের কর্ণধারগণ...! তারা যে আজকের এ মিথ্যাচারের সরব সাক্ষী হয়ে গেলেন। তারা তো দু'টি বাস্তবতার সাক্ষী। একটি সত্যের ইতিহাসের, আরেকটি আগাগোড়া মিথ্যা মজলিসের। ন্যায় বিচারের আদালতে তারা কোন পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন? তাদের জীবনের এ দু'টি পর্বের কোন পর্বটিকে আসল পর্ব বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থাপন করবেন।

বিষয়গুলো নিয়ে না ভেবে আর উপায় নেই। কর্ণধারগণ যে বিষয়গুলোকে অমীমাংসিত রেখে যাবেন, প্রজন্ম সে বিষয়গুলোকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে বুঝে নেবেই।

জরুরি টীকা ১৯ : উনি থাকতে কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন উনি বাংলাদেশের মাটিতে হতে দেবেন না

ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ক্ষমতাসীনরা সব জায়গায় এ কথাটি বলা জরুরি মনে করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ধর্মের মৌলিক নীতিমালাগুলোর একটি হচ্ছে এ ঘোষণা যে, তারা ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করবেন না। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর জন্য তাঁর সামরিক সচিব এ ক্ষেত্রে বাড়তি একটি মাত্রা যোগ করেছেন। আর তা হচ্ছে, তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন করবেন না, শুধু এতটুকুই নয়; বরং তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে কোন আইন হতে দেবেন না। অর্থাৎ তাঁর মন্ত্রী-এমপিরা করে ফেলতে চাইলেও তিনি তা করতে দেবেন না।

কারণ তিনি ইতোমধ্যে ভয়ংকর রকমের ধার্মিক হয়ে উঠেছেন। এক দিকে পাঁচ শত ষাটটি মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অপর দিকে ত্রিশ হাজার পূজামণ্ডপ উদ্বোধন করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

এটি আগাগোড়া বিকারগ্রস্তের একটি প্রলাপ, যা শুধুমাত্র বিকারগ্রস্তদের সামনেই বলা শোভা পায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কর্ণধারগণের সামনেও তারা তাদের এ প্রলাপটি বকে যাওয়ার হিম্মত করেছে, আর আমাদের কর্ণধারগণ 'ঠি--ক ঠি--ক' রবে তা বরণ করে নিয়েছেন বা বরণ করে নেয়ার অভিনয় করেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষের ধর্মচর্চা

এ পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ও এ ধর্মের ধার্মিকরা কীভাবে ধর্মচর্চা করে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়ে যাক। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মে ধর্মচর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত হবে না। আমরা সংক্ষেপে সামান্য টাচ দিয়ে যাব।

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারীদের ধর্মচর্চার নমুনা হচ্ছে, তারা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন হতে দেবে না, আবার গীতা, মহাভারত, ভাগবত, বাইবেল, ত্রিপিটক-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আইনও হতে দেবে না।

তারা তাওহীদের বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আইনও হতে দেবে না, আবার শিরকের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আইনও হতে দেবে না। আল্লাহর তাওহীদকে আঘাত করে এমন কোন আইন তারা হতে দেবে না, আবার আল্লাহর অংশিদার তেত্রিশ কোটি দেবতার কোন এক দেবতাকে আঘাত করে– এমন কোন আইনও তারা হতে দেবে না। ইতোমধ্যে আরো সংযোজন হয়েছে, ত্রিশ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম শহিদ(?) এবং তাদের উভচর জনক-জননীকে আঘাত করে এমন কোন আইনও হতে দেয়া হবে না।

যিশুকে আল্লাহর বান্দা বলে অপমান করার মত কোন আইন হতে দেয়া হবে না, আবার তাকে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি দেয়ার মত আইনও করতে দেয়া হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের ধর্মচর্চার এমনই বাহার এবং এমনই গুণ।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথাটি বারবারই এসেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আসলে স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণের বাইরের একটি মতবাদ, যারা স্রষ্টাকে স্বীকার করে না। স্রষ্টার অস্তিত্বের আলোচনা তাদের কাছে একেবারেই একটি গৌণ বিষয়। তাদের জীবনের কোন অঙ্গনেই স্রষ্টার কোন প্রভাবকে তারা স্বীকার করে না।

ধর্মের যতটুকু বুলি তারা আওড়ায় তা ক্ষমতার জন্য আওড়াতে তারা বাধ্য। ধর্মের অনুসারীকে যতটুকু রুটির টুকরা না দিলে তাকে পিছছাড়া করা যাবে না, ততটুকু দিয়ে দিয়ে তারা ধর্মের অনুসারীকে হাতের মুঠোয় রাখার চেষ্টা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের কৌশল বদলাতে থাকে। ধর্মের গালে কখন চড় দিতে হবে, আবার কখন ধর্মের মাথায় হাত বুলাতে হবে– এসব বিষয় তারা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আর বলব না। আমরা এখন আমাদের কর্ণধারগণকে নিয়ে কিছু কথা বলব।

কর্ণধারগণ যদি একটু খেয়াল করতেন

একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবের কথাটি শুনে 'ঠি--ক ঠি--ক' বলে রব তোলার আগে যদি কর্ণধারগণ একটু চিন্তা করে নিতেন যে, কার কোন কথার উপর ঠিক বলে উঠছেন? এর পরিণাম কী? তাহলে কত ভালো হত! যদি একটু চিন্তা করতেন–

এক. সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেয়া এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে দেয়া কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন কি না?

দুই. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা একজন মানুষের জীবনের ৯৯.৯৯% অঙ্গনকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া কুরআন-সুন্নাহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন কি না?

তিন. একটি দেশের সংবিধান ও আইন-আদালতের শতভাগের শতভাগকে চারটি শতভাগ-কুফরী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচনা করা ও বাস্তবায়ন করা কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

চার. কোন কাফেরকে মুসলমানদের বিচারক বানানো কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

পাঁচ. কোন কাফেরকে মুসলমানদের আইন প্রণেতা বানানো, আইন বিলুপ্ত করার অধিকার দেয়া এবং অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার দেয়া কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

ছয়. প্রত্যেক ধর্মের লোকদেরকে রাজনৈতিকভাবে তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেয়া কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

সাত. রাষ্ট্রীয়ভাবে সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন, সব ধর্মের পূজা-পার্বনে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও ভালোবাসামূলক আচরণ প্রদর্শন কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

আট. সকল ধর্মের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ বরাদ্দ দেয়া, গর্বের সঙ্গে তা প্রকাশ করা, তাদের পূজা-পার্বনে শরীক হতে পেরে পুলকিত হওয়া, তাদের শিরক-কুফরে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দ লাভ করা কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

নয়. ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া ভূখণ্ড নিয়ে লড়াই, ভাষা নিয়ে লড়াই করে মারা গেলে তাদেরকে শহীদ বলা, তাদের স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে শহীদ বলা, অমুসলিমের জন্য পরকালের কল্যাণের দোয়া করা কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না?

দশ. বৃটিশ আইন, ফ্রান্সের আইন, আমেরিকান আইন সব সময় কুরআন-সুন্নাহের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল কি না?

এ বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমাদের কর্ণধারগণ একটু ভেবে দেখতেন, এরপর 'ঠি--ক ঠি--ক' রব তোলার মাত্রা নির্ধারণ করতেন তাহলে কতইনা ভালো হত! যদি তাঁদের সামনে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী সাহেবা ও তার সচিবকে একটু জিজ্ঞেস করতেন, এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আপনাদের মনোভাব কী? যদি কর্ণধারগণের একে অপরকে একটু জিজ্ঞাসা করে নিতেন যে, এ বিষয়গুলো আসলে কেমন? যদি তাঁরা নিজেদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতার থলি হাতড়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করতেন, তাহলে তো এত ভয়ংকর লজ্জাজনক চিত্র তৈরি হত না।

একটি আইনসমগ্রের মূলকথা হচ্ছে, এর মাঝে ইসলামধর্ম প্রবেশ করতে পারবে না, এর প্রতিটি আইন তাগুতের আইন হবে। সে আইন

সমগ্রের মালিকপক্ষ ইসলামের কর্ণধারগণকে শোনাচ্ছেন– তারা কুরআন-সুন্নাহের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন হতে দেবেন না।

যিনি বা যাঁরা এ মোটা কথাটুকু বুঝতে পারবেন না, তাঁকে আইন বিভাগের কুরআন-সুন্নাহবিরোধী একলক্ষ আইন দেখিয়ে কী লাভ হবে! রাত-দিনের পার্থক্য যাকে কলমের কালি আর সাদা পাতা দিয়ে বোঝাতে হয় তাকে নিয়ে সময় নষ্ট করা কতটুকু বৈধ!

জরুরি টীকা ২০ : শুধু কওমী শিক্ষা নয়, ধর্মের যে কোন ব্যাপারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক

শুধু কওমী শিক্ষা হবে কেন? আর শুধু ইসলাম ধর্মই বা হবে কেন? তিনি তো এর চাইতে আরো মহান(?)। কওমী শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগের রিহার্সাল তো মাত্র শুরু হলো। এর আগে সরকারী মাদরাসার শিক্ষা, তার আগে সাধারণ শিক্ষা এবং তারও আগে ধর্মদ্রোহী শিক্ষার পেছনে তো তিনি তার সারা জীবন ব্যয় করেছেন।

কওমী শিক্ষার প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিকতার কারণেই এক সময় তার শাসনামলে তার দলীয় ক্যাডাররা বিভিন্ন কওমী মাদরাসার অফিসে ও গেইটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কওমী শিক্ষার প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিকতার কারণেই এ দেশের প্রতিটি কওমী মাদরাসার সভাপতি সেক্রেটারির পদ দু'টি তার দলীয় ক্যাডারদের জন্য বরাদ্দ আছে। কারণ কওমী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তো দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। এমতাবস্থায় দলীয় ক্যাডারদের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়াত না করা হলে তারা এক সময় গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আওয়ামী প্রশিক্ষণ না থাকলে কুরআন-সুন্নাহের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝাও বড় কঠিন। কওমী শিক্ষকরা যেন কুরআন-সুন্নাহের কোন ভুল ব্যাখ্যা না দিতে পারে সে জন্য নজরদারী করার মত এ দেশে আর কে আছে!

কওমী শিক্ষার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিকতার কারণেই মাদরাসাগুলোর দলীয় সভাপতি-সেক্রেটারীরা মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের দিয়ে দলীয় প্রোগ্রামগুলোর খিচুড়ির প্যাকেট তৈরি করানোর জন্য দলীয় অফিসের

পেছনের কামরায় নিয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে আটকে রাখে! আবার প্রোগ্রাম শেষে বেঁচে যাওয়া খিচুড়িগুলোও মাদরাসায় পাঠিয়ে দেয়!

আর শুধু ইসলাম ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক হবেন কেন? তিনি তো সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক। তিনি সকল ধর্মের অভিভাবক। তিনি এক ধর্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ আসনে অবস্থান করছেন। ধর্মের নাম শোনা মাত্র তিনি গলে যান। গীর্জা হোক, মন্দির হোক, মসজিদ হোক বা ক্যাং হোক কোনটাতেই তার কোন কার্পণ্য কেউ কোন দিন দেখেনি।

সামরিক সচিব সাহেব তথ্যগুলো দেয়ার আগে থেকে আমরা বিষয়গুলো জানি। ধর্মের যেকোন বিষয়ের প্রতি তিনি আন্তরিক হওয়ার কারণেই ইহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে শিরককারী নাপাক হিন্দুদেরকেও তিনি ঘৃণা করেন না। মাগযূব আলাইহিম ও যাললীনকে তিনি ঘৃণা করেন না। এমনকি নাস্তিকতার অনুসারীদেরকে তিনি ঘৃণা করতে প্রস্তুত নন। তার মতে অধর্মও একটা ধর্ম। এর মাঝেও ধর্মের গন্ধ পাওয়া যায়।

ধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগের কারণেই তিনি মোদি দাদার সঙ্গে দুর্গাকে প্রণাম করেছেন, খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেছেন, সর্বোচ্চ সংবর্ধনা দিয়েছেন, বিশ্বশান্তির জন্য তার কাছে দোয়া চেয়েছেন, বিশ্বশান্তির জন্য তার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন। এমনিভাবে ধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আন্তরিকতার কারণেই তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মের গুরুদেরকে পবিত্র নিষ্পাপ মনে করেন এবং পরকালের বিজয়ী মহাপুরুষ মনে করেন।

ধর্মের প্রতি এমন অনুরাগের কারণেই বাংলাদেশের প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলের প্রধান অতিথি থাকেন তার দলের স্থানীয় ক্যাডাররা। ওয়ায়েয সাহেব, মুফাসসিরে কুরআন সাহেব, পীর সাহেব, মুবাল্লিগ সাহেব, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সাহেব, মুফতী সাহেব, মুহাদ্দিস সাহেব, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহেব তার আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহের কোন ভুল ব্যাখ্যা করেন কি না– সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ধর্মের প্রতি তার আন্তরিকতার কারণেই দেখা যায়, তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের প্রধান অতিথি মুফাসসিরে কুরআন সাহেব না হয়ে

তার দলের এমপি সাহেব হয়ে থাকেন। ইসলাহী মজলিসের প্রধান অতিথি মুসলিহ সাহেব না হয়ে তার দলের চেয়ারম্যান সাহেব হয়ে থাকেন।

ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার কারণেই তিনি প্রত্যেক ধর্মের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তাদের পবিত্র দিবসগুলোতে বাণী দিয়ে চলেছেন। প্রত্যেক ধর্মের জন্য আশীর্বাদ, শুভ কামনা, একাত্মতা প্রকাশ, বরকতের কিছু অংশ লুফে নেয়া, উন্নয়নের জন্য বড় বড় বরাদ্দ, কুফর-শিরক সর্বোচ্চ মাত্রায় যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সাধ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছেন।

আর এভাবেই তিনি ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ করে চলেছেন, এ আন্তরিকতার কারণে কত জনের কত গঞ্জনা শুনে চলেছেন। কত মূল্য দিয়ে চলেছেন।

সকল ধর্মের একজন অভিভাবক তার অভিভাবকত্বের দায়িত্বের খাতিরে এসবই তাকে করতে হয়। সকল ধর্মের অভিভাবক শুধু ইসলাম ধর্মের প্রতি আন্তরিক হলে চলে না। কারণ এতে হয়তো তার ইসলাম টিকবে, কিন্তু তার দেশ, জাতি, ভাষা, ভূখণ্ড এগুলো কিছুই টিকবে না। কিন্তু!

কিন্তু আমাদের কর্ণধারগণ! আমাদের কর্ণধারগণ ইসলামের যে কিতাবগুলো পড়েছেন, ঈমানের যে সংজ্ঞাগুলো পড়েছেন এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে শর্তগুলো পড়েছেন, সেগুলোর আলোকে তাদের এ ধার্মিক প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত কী? ধর্মের প্রতি এভাবে আন্তরিকতা থাকলে সে ধার্মিক মুসলমান না কি কাফের?

যে ধার্মিক সত্য অসত্য সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সে ধার্মিক মুসলমান না কি কাফের?

যে ধার্মিক হিন্দুদের মূর্তিকে প্রণাম করে সে ধার্মিক মুসলমান না কি কাফের?

যে ধার্মিক কুফর-শিরক উদ্‌যাপনের আয়োজন করে দিতে পেরে অত্যন্ত আপ্লুত, সে ধার্মিক মুসলমান না কি কাফের?

যে ধার্মিক কুফর-শিরকের দিবসগুলোতে কাফের-মুশরিকদেরকে আশীর্বাদ করে, তাদের পূজা-আর্চনার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে,

তাদের কুফর-শিরকের আয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা দেয়– সে ধার্মিক মুসলমান না কি কাফের?

কর্ণধারগণ 'ঠিক ঠিক' বলার আগে যদি বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবতেন তাহলে হতভাগা অনুসারীদের অনেক ফায়দা হত। কপালপোড়া অনুসারীদের দ্বারে দ্বারে এভাবে ঠোকর খেতে হত না।

জরুরি টীকা ২১ : তিনি একজন বিশ্বনেতার রোলমডেল

এ বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে বিশ্বনেতা হওয়ার জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন তার সবই এ প্রধানমন্ত্রীর মাঝে বিদ্যমান আছে। সচিব সাহেব তার প্রধানমন্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত বিশেষণ যোগ করেছেন 'রোলমডেল'। এ বিষয়টিতেও আমি এখন একমত। এ বিষয়ে আমার আগে দ্বিমত থাকলেও এখন আর দ্বিমত নেই। দু'টি বিষয় আমি একটু ব্যাখ্যা করছি–

তিনি বিশ্বনেতা। কারণ, **এক.** বর্তমানে বিশ্বনেতা হওয়ার জন্য একজন নেতাকে নির্দিষ্ট একটি ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক হতে হয়। এ প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে এ যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন। **দুই.** বিশ্বনেতা হওয়ার জন্য ইসলামের পক্ষে সশস্ত্র অবস্থানের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে এবং বিশ্বের ইসলামবিরোধী শক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে হবে। এ প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে এ যোগ্যতাও অর্জন করে ফেলেছেন। **তিন.** বিশ্বনেতা হওয়ার জন্য একাধারে নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদি ও অভিনয়ে পারদর্শী হওয়া জরুরি। এ প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে এ প্রতিটি বিষয়ে শতভাগ মার্ক পেয়ে পাশ করেছেন। তাই তিনি একজন বিশ্বনেতা।

তিনি রোলমডেল। কারণ, অপরাপর দেশের বিশ্বনেতারা ধর্মের সঙ্গে বিদ্রোহ করে ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা এভাবে সমাদৃত হয়নি যেভাবে এ প্রধানমন্ত্রী ধর্মের সঙ্গে বিদ্রোহ করেও ধর্মের কর্ণধারদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে কোন ধর্মদ্রোহীকে এভাবে সংবর্ধনা জানায়নি এবং এভাবে সমাদর করেনি। এরই মাধ্যমে এ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অপরাপর নেতাদের মনে সাহসের সঞ্চার করে দিলেন যে, ধর্মের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে

ধর্মের কর্ণধারদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আশঙ্কাবোধ করার কোন কারণ নেই। একটু কৌশলে চললেই হবে।

জরুরি টীকা ২২ : উনি একজন ধর্মপ্রাণ সত্যিকার মুসলিম মহিলার রোলমডেল

এ বিষয়ে কর্ণধারগণের কাছে আমার প্রশ্ন, তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও মেয়েদেরকে এ আদর্শের উপর তুলে আনতে কতটা আগ্রহী? এখানে তিনটি গুণই আছে ধর্মপ্রাণ+সত্যিকার+মুসলিম মহিলা।

কেউ বলতে পারেন, শেখ হাসিনার কথা তার সচিব বলেছে। এর জন্য ওলামায়ে কেরামের উপর আপত্তি উত্থাপনের কী যুক্তি থাকতে পারে?

আমার নিবেদন হচ্ছে– ১. এ মজলিসে ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকেই শেখ হাসিনাকে এ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। ২. যাকে আমরা মুরতাদ ও কাফের মনে করি এবং তার মুরতাদ ও কাফের হওয়ার পক্ষে এতগুলো দলীল উল্লেখ করেছি তাকে ফাসেক বলার মত কোন কারণও আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না? ৩. এসব কথার পর মজলিস থেকে ঠিক ঠিক রব উঠছে, হাত নেড়ে নেড়ে বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানানো হচ্ছে। সে সমর্থনকারী যে আপনি নন তার কী প্রমাণ আপনার কাছে রয়েছে? আপনি তো সর্বত্র এ কথাই প্রচার করেছেন যে, আপনি এ মজলিসের অন্যতম একজন।

সারা দেশের সর্বোচ্চ ওলামায়ে কেরামের স্বাক্ষরের মাধ্যমে এমন একজন মহিলা ধর্মপ্রাণ সত্যিকার মুসলিম মহিলার রোলমডেল হিসাবে স্বীকৃতি পেল– এ ছবি, এ দৃশ্য, এ চিত্র ইতিহাস থেকে আপনারা কীভাবে মুছে ফেলবেন?

আর আপনারা যদি এতটাই অসহায় হয়ে থাকেন, তাহলে সে অসহায়ত্বের অনুভূতি আল্লাহ আপনাদেরকে দান করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা সদরিয়া শেরওয়ানী পেঁচানো কৃত্রিম বীরত্ব প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন। ভেতর বাহিরটাকে সমতায় আনার চেষ্টা করুন।

জরুরি টীকা ২৩ : আমরা উনাকে কখনো নামায মিস করতে দেখিনি

এটা আপনার দুর্বলতা। আপনার দুর্বলতার কথা আমাদেরকে বলার দরকার কী? আপনি আপনার ম্যাডামের জীবনের কোন অংশকে তার সারা জীবন মনে করেন। আপনার ম্যাডামের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা হাত দিতে চাই না। সেটা আমাদের বিষয় নয়। আমরা তাকে নিয়ে যে কারণে পেরেশান, সে জন্য তার ঘরের ভেতরে ঢোকার কোন প্রয়োজন নেই। তার প্রকাশ্য ও ঘোষিত জীবনের ভিত্তিতেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, তিনি মুসলমান নন। বাকি তার নামাযের বিষয়ে যে আপনি একটি খাঁটি মিথ্যা কথা বলেছেন– এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের কর্ণধারগণ এ মিথ্যাগুলোকে মিথ্যা বলে জেনেও 'ঠিক ঠিক' বলে এবং হাত নেড়ে নেড়ে গিলে চলেছেন। আর না গিলেই তারা কী করবেন? এ ফাঁদে পা রাখার পর তো আর কিছু করার থাকে না।

জরুরি টীকা ২৪ : উনি প্রতিদিন ভোরে উঠে নামায পড়ে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে দিনের কাজ শুরু করেন

এটিও একটি খাঁটি মিথ্যা কথা। কিন্তু সচিব সাহেবের এ খবর সত্য হলেও তাতে তাদের জন্য ভালো কোন খবর নেই। যে ব্যক্তি এ শপথ করে রেখেছে যে, আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস তথা পুরা শরীয়তকে সংবিধান প্রণয়ন, আইন তৈরি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে দেবে না, সে ব্যক্তি এক খতম কুরআন পড়ে যদি সংসদে হাজির হয় তাতে তার কী লাভ হবে? তার সচিবের কী লাভ হবে? আর সে খবর আমরা শুনে আমাদেরই কী লাভ হবে! এ কীর্তন শোনানোর জন্যই কি আমাদের কর্ণধারগণকে হাজির করা হয়েছে?

আমাদের কর্ণধারগণ যদি বুঝতেন যে, এ সচিবই যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা অনুষ্ঠানে তার ম্যাডামের পক্ষে কীর্তন করা শুরু করবেন, তখন খুব বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরবেন যে, তার ম্যাডাম

প্রতিদিন কতবার দুর্গা-স্বরস্বতীকে প্রণাম করে, রাম-লক্ষণ-সীতাকে কত ভালোবাসে, গীতা-মহাভারত-ভাগবতের কত কত শ্লোক তিনি মুখস্থ পারেন। খ্রিস্টানদের বড় দিন পালন করতে গেলে এ সচিব সাহেবই খুব করে বলবেন যে, তার ম্যাডাম গীর্জার উন্নয়ন, বাইবেলের ব্যাপক প্রচার প্রসারের জন্য কত কত অবদান রেখেছেন। ইহুদী-খ্রিস্টানরা তার কত কাছের মানুষ সে কথাও সচিব সাহেব খুলে খুলে বলবেন।

আমাদের কর্ণধারগণ যদি সে কথাগুলো বুঝতেন! কর্ণধারগণ যদি একটু চিন্তা করে দেখতেন যে, এ সচিব সাহেবের ম্যাডাম প্রতিদিন সকালে কুরআন তিলাওয়াত করে যে কাজগুলো করেন সে কাজগুলো কী কী?

সচিব সাহেবের ম্যাডাম যেদিন পূজামণ্ডপগুলো উদ্বোধন করে সপ্তাহব্যাপী শিরক-কুফরের বাজার চালু করে আসেন সেদিনও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেই তা শুরু করেন! যেদিন সংসদে বসে মদের বৈধতা দেন, যিনার বৈধতা দেন, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিয়েকে নিষিদ্ধ করেন, সেদিনও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেই কাজগুলো শুরু করেন। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দেয়ার অপরাধে বাবাকে জেলহাজতে পাঠনোর আইন যেদিন করেন সেদিনও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করে তা করেন। স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক হবে না বলে যেদিন আইন পাস করেন সেদিনও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেই তা করে থাকেন। একজন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর জন্য এসবই স্বাভাবিক।

কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য তো তা সম্ভব নয়। কর্ণধারগণ এ কথাগুলো এরপরও কেন শুনেই চলেছেন?

জরুরি টীকা ২৫ : আমাদের কওমী আলেমগণ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী

সচিব সাহেব হয়তো পর্যাপ্ত অধ্যয়নের অভাবে, অথবা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে ঢালাওভাবে এ অপবাদটি দিলেন। তার শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আপত্তি না থাকার কারণে তিনি আরো বেশি হিম্মত পেয়েছেন। অথবা বলা যায়– তার এ দাবি সত্য, এটি কোন

অপবাদ নয়। তবে এ বিষয়ে মীমাংসার আগে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়ে যেতে পারে। তাহলে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক দু'টির ফযীলত আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

পরিভাষাটি অনেক পুরাতন। বিশেষ উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করে শুধুমাত্র এর ব্যবহারক্ষেত্রটা বদলে দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা পরিভাষাটি সম্প্রদায় থেকে এসেছে। সম্প্রদায় শব্দের আরবী ও উর্দূ ব্যবহার হচ্ছে (قوم) 'কওম'। আর কওম বলা হয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে। আরব দেশে এর উদাহরণ ছিল আউস, খাযরাজ, বনু বকর, বনু তাগলিব ইত্যাদি। অনারবে এর উদাহরণ হচ্ছে ভূঁইয়া, পাটওয়ারী, চৌধুরী, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, ঝোলা, কিষাণ ইত্যাদি। ভূখণ্ডভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত মানবসমষ্টিকেও সম্প্রদায় হিসাবে আলাদা করা হয়। যেমন- পাহাড়ী, বাঙ্গালী, নোয়াখাইল্যা, বরিশাইল্যা ইত্যাদি। এ কওম ও সম্প্রদায় থেকে কওমিয়াত ও সাম্প্রদায়িকতা। এরকমভাবে সাদা-কালো তথা বর্ণের ব্যবধানের ভিত্তিতেও সম্প্রদায়ের পরিচয় আলাদা করা হয়ে থাকে।

এ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও কওম প্রকৃত কোন গুণের পরিচায়ক নয়। ভালো-মন্দের বিবেচনা এ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হয় না। এ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় কোন প্রকার সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়। এ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় কোন প্রকার চারিত্রিক উন্নতি ও অবনতির আলামত বহন করে না। সে কারণে এ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যত শক্তি ও মেধা ব্যয় করা হয় তার সবই অসার, ফলাফলহীন এবং বিনা কারণে লড়াই ঝগড়ার ক্ষেত্র তৈরি করা।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে অন্তসারশূন্য এ পরিচয়কে কেন্দ্র করে মানুষ তাদের জান-মাল, মান-ইজ্জত, মেধা ব্যয় করে আসছে। একটি মানবসমষ্টিকে আরেকটি মানবসমষ্টি থেকে আলাদা করে রেখেছে। একটি মানবসমষ্টিকে আরেকটি মানবসমষ্টির শত্রু বানিয়ে রেখেছে। কোন প্রকারের কারণ ও উপকারিতা ছাড়াই পরস্পরে বিবাদ, বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ ও দূরত্বের দেয়াল তৈরি করে রেখেছে।

কুরআনে কারীমে এ কওম ও সম্প্রদায়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, কওম ও সম্প্রদায়ের ব্যবহার হচ্ছে শুধুমাত্র পরস্পরের পরিচয়ের জন্য। এর বাইরে এর আর কোন প্রভাব নেই। যেমন- যায়েদ, ওমর, বকর- এ নামগুলো শুধুই একে অপরকে চেনার জন্য। সম্প্রদায়গুলোও শুধুমাত্র এভাবে একে অপরকে চেনার জন্য। এর বাইরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মান-মর্যাদা, উত্তম-অনুত্তম হওয়া সব নির্ধারিত হবে তার দ্বীনদারী ও তাকওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলছেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
(سورة الحجرات : ١٣)

'হে মানুষসকল! আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে ভাগ করেছি, যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে যে আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবগত।' (সূরাতুল হুজুরাত : ১৩)

সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির মোহনা

বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী থেকে তাকওয়া ও দ্বীনদারীর গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদেরকে এক মোহনায় জড়ো করার জন্য এবং আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ সম্মানিত মানুষ হিসাবে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে ইসলাম নামক ধর্ম দান করেছেন। সব ধরনের কওম, সম্প্রদায়, বর্ণ ও ভূখণ্ডের পরিচয় ভুলে গিয়ে তাকওয়া ও দ্বীনদারীর গুণে এক মোহনায় একত্রিত হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম দেয়া হয়েছে। কওম ও কওমিয়াত, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতি ও জাতীয়তাবাদ নামের সকল দেয়ালকে ভেঙ্গে তাকওয়া দ্বীনদারীর গুণে গুণান্বিত হয়ে সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহর নিকটতম অবস্থান লাভ করার জন্য ইসলামের ছায়াতলে জড়ো হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

পৃথিবীর সকল মানুষের সেরা মানুষগুলো কওমিয়াত ও সাম্প্রদায়িকতাকে ছেড়ে ইসলামকে গ্রহণ করেছে। তাকওয়া ও দ্বীনদারীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনটি হাসিল করেছে। আর যারা তাদের কওমিয়াত, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাকে ছেড়ে আসতে পারেনি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি, তাকওয়া ও দ্বীনদারীর মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনটি হাসিল করতে পারেনি।

এভাবে পুরা পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি ভাগ কওমিয়াত, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সকল কওম ও সম্প্রদায় থেকে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। আরেকটি ভাগ তাদের কওমিয়াত, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি, ফলে ইসলামের ছায়াতলেও আশ্রয় নিতে পারেনি। তাকওয়া ও দ্বীনদারীর মাধ্যমে নিজেদের সম্মান বাড়ানোর পথে পা বাড়ায়নি।

সাম্প্রদায়িকতা তার আপন রূপে

ইসলামের বাইরের এ বিশাল মানবগোষ্ঠী তাদের পুরাতন কওমিয়াত, জাতীয়তা তথা সাম্প্রদায়িকতাকে টিকেয়ে রাখা ও জিইয়ে রাখার পেছনে তাদের সকল চেষ্টা-মেহনত ও মেধা ব্যয় করে চলেছে। আবার কেউ আল্লাহর দেয়া ধর্মকে গ্রহণ না করে নিজেদের বানানো অধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। এভাবেই পৃথিবীতে জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায় তাদের বাপ-দাদার গুণগান গেয়ে, নিজেদের ফযীলত বয়ান করে করে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করার পেছনে মেধা মেহনত ব্যয় করে চলেছে। এখন প্রত্যেক সম্প্রদায় সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে যত নিকৃষ্টই হোক না কেন, সে সম্প্রদায় নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা জাতি ও শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় বলেই মনে করে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতার অপকৌশল

এ কওম ও সম্প্রদায়গুলো সাম্প্রদায়িকতার পুরাতন বদনাম ও ময়লা নিজেদের শরীর থেকে দূর করার জন্য কয়েকটি কাজ করেছে। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজ হচ্ছে যথাক্রমে : **এক.** তারা সম্প্রদায় ও

সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতি ও জাতীয়তা পরিভাষাটি গ্রহণ করেছে। **দুই.** তারা সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা পরিভাষাকে কওম-জাতি-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায় থেকে সরিয়ে নিয়ে ইসলাম ধর্মের গায়ে লেপে দিয়েছে।

তাকওয়া ও দ্বীনদারীর গুণে গুণান্বিত হয়ে যারা জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হয়ে এসে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে সম্প্রদায় এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর সাথে সাথে যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ না করে নিজেদের বানানো নিয়মনীতিগুলো ধর্মের শিরোনামে বাজারজাত করার চেষ্টা করেছে সে নিয়মনীতির অনুসারীদেরকে তারা সম্প্রদায় ও তাদের কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতা নাম দিয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইসলাম ধর্ম এটি কোন সম্প্রদায় নয়, অতএব এর কর্মকাণ্ডও সাম্প্রদায়িকতা নয়। মূলত সাম্প্রদায়িকতার গলায় ছুরি দিয়ে মানুষ যে ধর্ম গ্রহণ করে তা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। এমনিভাবে যে ধর্মগুলো মূলত ধর্ম নয়; বরং কিছু অধর্মের সমষ্টি সেগুলোও কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নয়। সেগুলো কিছু নিয়মনীতির অনুসারীর সমষ্টির নাম।

যে সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম পায়ে পিষেছে

সুতরাং ইসলাম ধর্ম তো নয়ই; কোন ধর্মকেই সম্প্রদায় বলার সুযোগ নেই। অতএব ধর্মভিত্তিক কর্মকাণ্ডগুলোকেও সাম্প্রদায়িকতা বলার কোন সুযোগ নেই। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি-কওম-বংশ-ভূখণ্ড-বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক যে বিভক্তি এবং সে বিভক্তিকে কেন্দ্র কেরে যেসব কর্মকাণ্ড করা হয় সেগুলো। ভাষার জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা। ভূখণ্ডের জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা। বর্ণের জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা। জাতি-গোষ্ঠি ও কওমের জন্য লড়াই সাম্প্রদায়িকতা। এ সাম্প্রদায়িকতাকে শুধু কওমী অঙ্গন কেন, কোনো মুসলমানই সমর্থন করতে পারে না। এ সাম্প্রদায়িকতার গোড়ায় ইসলাম কুঠারের আঘাত করে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَلَّغْتُ قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. (مسند أحمد، حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি একদিন বলেছেন, হে মানুষসকল! জেনে রাখ, তোমাদের রব এক। তোমাদের বাবা এক। জেনে রাখ, তাকওয়ার মাপকাঠি ছাড়া অনারবের উপর আরবের কোন মর্যাদা নেই এবং আরবের উপরও অনারবের কোন মর্যাদা নেই। কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন মর্যাদা নেই এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন মর্যাদা নেই। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি? তারা বলেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে দিয়েছেন।

এরপর বলেছেন, আজকের এ দিনটি কোন দিন? তাঁরা বলেছেন, হারাম দিন। এরপর জিজ্ঞেস করেছেন, এটি কোন মাস? তাঁরা বলেছেন, হারাম মাস। এরপর জিজ্ঞেস করেছে, এটি কোন শহর? তাঁরা বলেছেন, এটি হারাম ও পবিত্র শহর। তখন তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরস্পরের রক্ত ও মালকে হারাম করে দিয়েছেন আজকের এই দিনের এই মাসের এবং এই শহরকে হারাম করার মত। বর্ণনাকারী বলেন, 'তোমাদের ইজ্জত' এ কথাটি বলেছিলেন কি না আমি বলতে পারি না। রাসূল বলেছেন, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি? তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে

দিয়েছেন। রাসূল বলেন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ২৩৪৮৯)

সহীহ মুসলিমে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে-

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم)

'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের উপর হারাম, আজকের এই দিনে তোমাদের এই মাসে তোমাদের এই শহরে যেমন হারাম। জেনে রাখ, জাহেলী যুগের সবকিছু আমার পদতলে নিষ্পেষিত।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু হাজ্জাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এ সাম্প্রদায়িকতা জাহেলী যুগের সাম্প্রদায়িকতা। যা এখন নতুন আঙ্গিকে, নতুন শাড়ি পরে, নতুন সাজে জাতীয়তাবাদ শিরোনামে আমাদের সমাজে, মুসলমানদের সমাজে প্রবেশ করছে।

বর্ণচোরা সাম্প্রদায়িক

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মকে যারা একটি সম্প্রদায় হিসাবে প্রচার করতঃ এর কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতা বলে প্রচার করছে তারা মূলত বর্ণচোরা। এরা দুই জায়গায় চুরি করে থাকে। প্রথমত; ইসলাম ধর্মের অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানগুলোকে তারা সাম্প্রদায়িকতা বলে প্রচার করে। দ্বিতীয়ত; কওমী ওলামায়ে কেরাম তথা হক্কানী ওলামায়ে কেরাম যে জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে থাকেন সে বিরোধিতাকে তারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে ব্যবহার করে। অথচ ওলামায়ে কেরামের বিরোধিতা এ বর্ণচোরা প্রধানমন্ত্রী ও তার সচিবদের সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদেরই বিরুদ্ধে।

আর যদি কোন আলেম ইসলাম ধর্মের কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতা বলে তার বিরোধিতা করে, তার বিপরীতে অবস্থান করে এবং তার প্রতিরোধে সচেষ্ট হয় সে আলেম নামের 'আলেম' হতে পারে, তবে সে মুসলমান নয়। সে হয়তো জন্মগতভাবে কাফের, আর নয় এ আচরণের কারণে সে

মুরতাদ। সে আলেম কওমী আলেম হোক, বা সরকারী আলেম হোক, বা দরবারী আলেম হোক, যে কোন রকমের আলেমই হোক।

জরুরি টীকা ২৬ : ধর্মের ভিত্তিতে ...বিভক্তি আমাদের কওমী আলেমগণ ...সমর্থন করেননি

সামরিক সচিবের বক্তব্য হচ্ছে, কওমী ওলামায়ে কেরাম সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী হওয়ার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে তদানিন্তন ভারত বর্ষের বিভক্তি আমাদের কওমী আলেমগণ, দেওবন্দের আলেমগণ সমর্থন করেননি। এটা হচ্ছে একজন জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির বক্তব্য।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের কর্ণধারগণ এতগুলো মিথ্যা অপবাদ এভাবে অনায়াসে সমর্থন করে চলেছেন বা সয়ে যাচ্ছেন। এ সমর্থন বা এ সয়ে যাওয়ার শরয়ী বিধান কী? তা ভাবার প্রয়োজন আছে কি না– তা কারো চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন মিথ্যাবাদীর মিথ্যার জোয়ারের হঠাৎ আঘাতে আমরা সবাই থ হয়ে গেছি। আমরা সম্বিত হারিয়ে ফেলেছি। আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। এ ধাক্কা কতদূর পর্যন্ত তা মনে হচ্ছে কেউই অনুভব করছেন না।

অপবাদের শাখা প্রশাখা

বিষয়টি হচ্ছে বৃটিশ ভারতের পাকিস্তান ও ভারত এই দুই ভাগে বিভক্তি। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক ওলামায়ে কেরামের প্রকৃত উত্তরসূরি হওয়ার দাবিদারগণের সামনে সামরিক সচিব সাহেব কথাটি এভাবে বলে গেল যে-

ক). কওমী ওলামায়ে কেরাম ইসলাম ধর্মের কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন। এসব সাম্প্রদায়িকতাকে তারা সমর্থন করেন না।

খ). কওমী ওলামায়ে কেরাম ইসলাম ধর্মের আলাদা ভূখণ্ডের অস্তিত্বকে সমর্থন করেন না। ধর্মের ভিত্তিতে ভূখণ্ডের বিভক্তিকে সমর্থন করেন না।

গ). ধর্মের ভিত্তিতে ভূখণ্ড বিভক্ত করা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয়কে প্রকাশ করে।

ঘ). ইসলাম ধর্মের বাস্তবায়নের জন্য ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড তৈরি করার পক্ষে কওমী ওলামায়ে কেরামের সমর্থন ছিল না।

সামরিক সচিব এ অপবাদগুলো মুখের উপর দিয়ে চলেছে। পিতার নামে এ অপবাদগুলো সন্তানের সামনে খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে চলেছে, আর সন্তানরা খুব তৃপ্তির সঙ্গে তা গ্রহণ করে চলেছে। অথচ এগুলো শতভাগই মিথ্যা অপবাদ। এ অপবাদগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলব।

অপবাদগুলোর হাকীকত

ক). ইসলাম ধর্মের কর্মকাণ্ডগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত। এ কর্মকাণ্ডগুলো হয়তো সরাসরি ঈমানের মূলভিত্তি, নয়তো ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব কোন বিধান। যা দ্বীন ও শরীয়তের পবিত্র বিধানাবলীর কোন একটি। চাই সে বিধান রাষ্ট্রীয় হোক বা সামাজিক হোক বা পারিবারিক হোক বা ব্যক্তিগত হোক। ইসলাম ধর্মের শত্রুরা ইসলামী শরীয়তের এ ফরজ ওয়াজিব বিধানগুলোকেই সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে এবং প্রচার করে। এ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই তাদের অবস্থান। ওলামায়ে কেরাম এ সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করে না বলে সামরিক সচিব সাহেব প্রকাশ্যে বললেন, আর কওমী ওলামায়ে কেরাম তা শুনে গেলেন, ইতিহাসের পাতায় এ চিত্র অংকিত হয়ে থাকল। মিত্রদের জন্য দলীল হয়ে থাকল, আর শত্রুদের জন্যও দলীল হয়ে থাকল।

ধর্মের ভিত্তিতেই ভূমির খণ্ডন

খ). ইসলাম ধর্মের ইতিহাস থেকে তো অবশ্যই; আসমানী ধর্মের ইতিহাস থেকে এ কথা স্বীকৃত যে আল্লাহর অনুসারীদের ভূখণ্ড আলাদা এবং আল্লাহর দুশমনদের ভূখণ্ড আলাদা। একমাত্র ধর্মের জন্য এবং শুধুই ধর্মের জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এক ভূখণ্ডকে ত্যাগ করেছেন এবং

অন্য ভূখণ্ডকে নিজেদের জন্য বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইসলামপূর্ব অতীত থেকে দেখুন-

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (سورة القصص : ٢٥)

'যখন তিনি তাঁর কাছে এলেন এবং ঘটনার বিবরণ দিলেন, তখন তিনি বললে, তুমি আর ভয় পেয়ো না। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের আওতামুক্ত হয়ে এসেছ।' (সূরা কাসাস : ২৫)

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. (سورة الصافات : ٩٧-٩٩)

'তারা বলল, তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর, অতঃপর তাকে সে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। এর মাধ্যমে তারা তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছে, আর আমিই তাদেরকে হীনতায় নিমজ্জিত করলাম। তখন তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন, আমি আমার রবের পথে বেরিয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে হেদায়েত দিবেন।' (সূরা সাফফাত : ৯৭- ৯৯)

ইসলামের ইতিহাস থেকে দেখুন–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (سورة النساء : ٩٧)

'যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের রূহ কেড়ে নেয়ার সময় মৃত্যুর ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা সেখানে অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করে যাবে? এদের ঠিকানা মূলত জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস।' (সূরা নিসা : ৯৭)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. (سورة النساء : ٧٥)

'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না যারা ফরিয়াদ করে চলেছে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে জালেমদের এ জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যাও এবং তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও।' (সূরা নিসা : ৭৫)

এভাবে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা ভূখণ্ড, আলাদা শাসন এগুলো দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ আলাদা হওয়ার ভিত্তিতেই শরীয়তের দু'টি পরিভাষার সৃষ্টি। দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। কওমী ওলামায়ে কেরাম ধর্মের জন্য আলাদা ভূখণ্ডকে সমর্থন করে না এর অর্থ কী? তাঁরা কি সমর্থন করেন না যে, শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই দারুল ইসলামের অস্তিত্ব? আর অধর্মের ভিত্তিতেই দারুল হারবের অস্তিত্ব?

এতবড় অপবাদ কওমী ওলামায়ে কেরাম সয়ে নেবে? তাও কর্ণধারগণের সম্মিলিত সভায় প্রকাশ্যে? ঠিক ঠিক রব ও হাত নেড়ে নেড়ে সমর্থনের মাধ্যমে? এটা হতে পারে না। যে আলেম ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা ভূখণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না সে আলেম হলেও মুসলমান নয়। সে কোন ধর্মের অনুসারী তা আমরা জানি না।

ধর্মভিত্তিক ভূখণ্ড নিয়ে সংশয়ের বীজবপন

ইদানিং দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের আলাদা অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে ভয়ংকর একটি হচ্ছে, এ ব্যবধানকে গায়রে মাসূর বলা। বলা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের মাঝে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের আলাদা অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ফকীহ মুজতাহিদগণ তাঁদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ পার্থক্যগুলো লিখেছেন।

আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, মুত্তাফাক আলাইহি ও সর্বস্বীকৃত দারের এ ব্যবধান সম্পর্কে এমন সংশয় সৃষ্টি করার পেছনে কৌশলপূর্ণ কী হেকমত থাকতে পারে! এর কিছু ফলাফল অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ হেকমতপূর্ণ কথার মাধ্যমে দারের নতুন নতুন সংজ্ঞা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বর্তমানে পৃথিবীতে কোন দারুল হারব নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শুধু কওমী ওলামায়ে কেরাম নয়; বরং সকল মুসলমানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস থেকে হেফাজত করুন। নিজেদের ইলম ও প্রজ্ঞাকে সঠিক পথে সঠিকভাবে ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ধর্মমুক্ত খণ্ডন সাম্প্রদায়িকতা

গ). যেসকল জাতীয়তাবাদী তথা সাম্প্রদায়িকরা সাম্প্রদায়িকতাকে সম্প্রদায় ও জাতি-গোষ্ঠী থেকে তুলে এনে ইসলাম ধর্মের গায়ে লেপে দিয়েছে তাদের এ দাবি খুবই স্বাভাবিক। তারা ইসলাম ধর্মের ঈমান, ফরজ, ওয়াজিব কর্মকাণ্ডগুলোকে সাম্প্রদায়িকতা নাম দিয়ে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান করে চলেছে এবং বিরত রাখার জন্য সকল আয়োজন করে চলেছে। অতএব যে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা ভূখণ্ডের চিন্তা মাথায় আনবে সে তাদের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক। তার এ আচরণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয়কে বহন করবে।

কিন্তু ঐ আলেম যে ইসলাম ধর্মের কাণ্ডারী, যে মুসলমানদের কর্ণধার, সে তো ইসলাম ধর্মের কর্মকাণ্ডগুলোকে বিশ্বাস করে, তার উপর আমল করে, তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ধর্মভিত্তিক আলাদা ভূখণ্ডের দাবি করতেই হবে। সে জন্য উপযুক্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা করতেই হবে। তার জীবন পর্যন্ত কুরবান করতে হবে। আল্লাহর দুশমনদের মিথ্যা অপবাদের ভয়ে সে তার উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে না। কোনভাবেই না।

ভারতখণ্ডন ও দ্বিমতের হাকীকত

ঘ). ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত ভয়ংকর রকমের একটি অপবাদ একজন সাধারণ সামরিক সচিব কওমী

ওলামায়ে কেরামের পূর্বসূরি-উত্তরসূরি সবার গায়ে লেপে দিলেন। একজন সামরিক সচিব এতবড় বিষয়ে হাত দেয়ার অধিকার রাখে না। তার দায়িত্ব ছিল তার ম্যাডামের সেবা যত্ন করা। সে একজন ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারী মানুষ। ইসলাম ধর্মের ইতিহাস নিয়ে তার টানা হেঁচড়া করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য আমাদের কারণেই সে সাহস পেয়েছে।

তার এ মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলছি-

উভয় পক্ষে কওমী ওলামা

এক. ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে যেসকল ওলামায়ে কেরাম চেষ্টা মেহনত করেছেন তারা কওমী পরিবারেরই সদস্য। তারা দারুল উলূম দেওবন্দেরই সন্তান। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ এমন কোন মূলনীতি দিয়ে যাননি যে, দেওবন্দের সন্তানদের– যারা ইসলাম ধর্মের জন্য আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে– দেওবন্দের খাতা থেকে তাদের নাম কাটা যাবে, কওমী পরিবার থেকে তারা বহিষ্কৃত হবে– এমন কোন কথা কওমী মাদরাসার কিতাবে লেখা নেই।

উপরন্তু দাঁড়িপাল্লায় মাপা হলে, সংখ্যা ও ওজনের দিক থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষের ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা ও ওজন কম হবে– এমন কথা দাবি করাও কঠিন হবে।

সামরিক সচিব তার সকাল-সন্ধ্যার খড়-ভুসির তাড়নায় এমন কথা বলতে পারে। কিন্তু কর্ণধারগণ কীভাবে তা সয়ে গেলেন?! কীভাবে তারা ইতিহাসের এক ঝাঁক মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে তাদের ছবিগুলো তুলতে দিলেন?

অযাচিত আস্থা

দুই. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক ওলামায়ে কেরাম যাদের হাতে স্বপ্নের পাকিস্তানের চাবিকাঠি দিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করছিলেন, তাদেরকে শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.সহ অখণ্ড ভারতের পক্ষের ওলামায়ে কেরাম চিনতেন। তাঁরা জানতেন জিন্নাহ এবং তার মত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের হাতে পাকিস্তান তৈরি হতে পারে, কিন্তু ওলামায়ে কেরামের স্বপ্ন পূরণ হবে না। নতুন সে দেশে

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি আরো জানতেন, সীমিত সংখ্যক সাধারণ মুসলমান ও ওলামায়ে কেরাম ছাড়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মূল লক্ষ্য ছিল একটি দেশ। রাজত্ব করার মত একটি ভূখণ্ড। পাকিস্তানের স্বাধীনতা পরবর্তী সত্তর/বাহাত্তর বছর যাবত যা বিশ্বের মুসলমানরা দেখে আসছে।

এসব কারণে মাদানী রহ. ও তাঁর সমর্থক ওলামায়ে কেরাম ভারতের বিভক্তিকে সমর্থন করেননি। বিষয়টি এমন নয় যে, ইসলাম ধর্মের জন্য এবং শুধুই ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য একটি আলাদা ভূখণ্ড দরকার বা একটি দারুল ইসলামের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা অস্বীকার করেন -বিষয়টি কখনো এমন ছিল না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও ভারতের অপরাপর ওলামায়ে কেরামের আচরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের আলাদা ভূখণ্ডের শরয়ী প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা স্বীকার করতেন। কিন্তু ইসলামের মূল দাবি অনুযায়ী যা হওয়া জরুরি তা হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে তাঁরা পাকিস্তান প্রাতিষ্ঠা হওয়ার পক্ষে সমর্থন দেননি।

কিন্তু সে বিষয়টিকে আজ উভয় পক্ষের শত্রুরা তাদের নিজেদের হীন স্বার্থের জন্য কাজে লাগাচ্ছে। আর আমরা উভয় পক্ষের উত্তরসূরিগণ আল্লাহর দুশমনদের কুফরী বাক্যগুলোর সঙ্গে ঐক্যের সুর তুলে চলেছি। আমরা শত্রু চিনতে পারছি না। অথবা নিজেদের অসহায়ত্বকে অনুভব করতে পারছি না!

পদ্ধতিগত দুর্বলতা

তিন. ইসলামের জন্য আলাদা ভূখণ্ডের দাবি ঈমানের দাবি। আলেম তো আলেম কোন সাধারণ মুসলমানও এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে তার ঈমানকে টিকাতে পারবে না। কুফরী শক্তির অধীনস্থতা থেকে মুক্ত না হয়ে এবং কুফরী শক্তির সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে সহাবস্থানের কথা মুসলমান চিন্তাই করতে পারে না। এটা কোনভাবেই বৈধ নয়। মুসলমান রাষ্ট্রের অধিকার নিজেদের হাতে নিয়ে নিবে, নয়তো লড়াই করতে থাকবে। এর কোন তৃতীয় পদ্ধতি নেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ওলামায়ে কেরাম এটাই চেয়েছিলেন। তাঁরা কুফরী শক্তির অধীনেও থাকবেন না এবং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করবেন না। বাকি এটি দাবি করার কোন বিষয় ছিল না। এটা হচ্ছে আদায় করার বিষয়। কুফরী শক্তির কাছে দাবি করে ও আবদার করে যা আদায় করা হয় তা কখনো কাজে লাগানো যায় না। শক্তি প্রয়োগ করে আদায় করে নিলে তা নিজের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

এক দিকে পদ্ধতিগত এই দুর্বলতা ছিল, অপর দিকে ইসলামের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করে তা অমুসলিমদের ক্রিড়নকদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত কিছু বলার কোন খেয়াল নেই। এ বিষয়ে ভিন্ন বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আমরা শুধু বলতে চাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক ওলামায়ে কেরামের স্বপ্ন সঠিক ছিল, এ স্বপ্ন ঈমানের দাবি, এ দাবিকে সমর্থন না করার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা ভূখণ্ড তৈরি করা ইসলামের মৌলিক ফরজগুলোর একটি।

জরুরি টীকা ২৭ : হাটহাজারী মাদরাসার পঞ্চাশ গজের .. সব চাইতে বড় মন্দির সীতা কালি মন্দিরের অবস্থান... মন্দিরের পূজা আর্চনার কার্যক্রম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি

একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাজার সফলতা এখানেই। তাওহীদবাদীদের সবচাইতে বড় কাফেলা এবং শিরকপন্থীদের সবচাইতে বড় গুরুদেরকে যখন এক মোহনায় জড়ো করতে পারবে, এক ঘাটের পানি পান করাতে পারবে এবং একই প্রার্থনা সভায় একত্রিত করতে পারবে তখনই ধর্মনিরপেক্ষ রাজা সফল হবে।

একজন রাজার জন্য যখন মন্দিরেও প্রার্থনা হবে, গীর্জায়ও প্রার্থনা হবে, মসজিদেও দোয়া হবে এবং ক্যাংয়েও প্রার্থনা হবে তখন প্রমাণিত হবে যে, রাজা সকল ধর্মের নাকে রশি লাগিয়ে তাদেরকে যথাযথভাবে অনুগত করতে পেরেছে। অন্যান্য দেশের রাজাদের মত আমাদের দেশের রাজাও তা করতে পেরেছেন, সে কথাই তার সামরিক সচিব বললেন।

কিন্তু ইসলাম কী বলে? ইসলামের কর্ণধারগণ কী বলেন০?

ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি দারুল ইসলামে অমুসলিমদের পূজা আর্চনার ঘর তৈরি করার অনুমতি নেই। কেউ বলেছেন, করতে চাইলে তা এমন এলাকায় করতে হবে যেখানে অমুসলিম যিম্মীদের আধিক্য এবং যেখানে মুসলমানদের জুমার নামায আদায় হয় না। যার অর্থ দাঁড়ায়, মুসলমানদের দ্বীনচর্চা কেন্দ্র ও অমুসলিমদের পূজা আর্চনার ঘর কাছাকাছি থাকা ইসলামে অনুমোদিত কোন বিষয় নয়। এটা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি গর্ব করতে পারে, কিন্তু কোন মুসলমান তা সয়ে যেতে পারে না। মাজমাউল আনহুর কিতাবের ভাষ্য দেখুন-

(وَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ) أَوْ لَا يُحْدِثُ الْكِتَابِيُّ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا يُحْدِثُ الْمَجُوسِيُّ بَيْتَ نَارٍ (أَوْ صَوْمَعَةً فِي دَارِنَا) أَيْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا خِصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا كَنِيسَةَ» وَالْمُرَادُ إِحْدَاثُهَا يُقَالُ كَنِيسَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِمَعْبَدِهِمْ وَكَذَلِكَ الْبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ غَلَّبَ الْبِيعَةَ عَلَى مَعْبَدِ النَّصَارَى وَالْكَنِيسَةَ عَلَى مَعْبَدِ الْيَهُودِ وَالصَّوْمَعَةُ كَالْكَنِيسَةِ لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ بِخِلَافِ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلسُّكْنَى وَالدَّارُ شَامِلَةٌ لِلْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَالْفِنَاءِ وَهُوَ تَصْحِيحُ الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ عَنْ ذَلِكَ فِي قُرًى لَا تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ وَهَذَا فِي قُرًى أَكْثَرُهَا ذِمِّيُّونَ وَأَمَّا فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَأَمَّا فِي الْعَرَبِ فَيُمْنَعُ مُطْلَقًا لَا يُبَاعُ فِيهَا خَمْرٌ وَخِنْزِيرٌ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، كتاب السير، فصل في أحكام بيان الجزية ٤٧٦/٢ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٧هـ)

‘মন্দির অথবা গির্জা বানানো জায়েয নেই। আহলে কিতাব মন্দির বানাবে না, গির্জা বানাবে না, মাজূসী অগ্নিমণ্ডপ বানাবে না। আমাদের

দেশে মঠ নির্মাণ করবে না। অর্থাৎ দারুল ইসলামে। কেউ বলেছেন, এমন জনপদে তা বানাতে নিষেধ করা হবে না যেখানে জুমআ হয় না, হুদূদ-দণ্ডবিধি কার্যকর হয় না। এটা হচ্ছে সেসব জনপদ যেখানে অধিকাংশ যিম্মীদের বসবাস। এরই বিপরীত মুসলমানদের জনপদে তা জায়েয নেই। এ মাসআলাও অনারবের জন্য। পক্ষান্তরে আরবে সর্বাবস্থায় তা করতে নিষেধ করা হবে। সেসব এলাকায় মদ ও শূয়র বিক্রয় করা যাবে না, শহরেও নয় গ্রামেও নয়। 'ইখতিয়ারে' এভাবে আছে।' (মাজমাউল আনহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর, কিতাবুস সিয়ার, ফাসলুন ফী আহকামি বায়ানিল জিয়য়া ২/৪৭৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ ১৪১৭ হিজরী)

আজকের আয়োজনের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তি, যিনি এ দেশের প্রধান ইলমী ও ধর্মীয় ব্যক্তি, যাঁর অধীনে দেশের সর্ববৃহৎ দ্বীন চর্চাকেন্দ্রটি পরিচালিত, সে দ্বীন চর্চাকেন্দ্রের পঞ্চাশ গজের মধ্যে হিন্দুদের সবচাইতে বড় মন্দিরে মহাসমারোহে শিরক-কুফর চলছে– এ গর্বে এ দেশের ধার্মিক মহাপুরুষরা মাটিতে পা ফেলতে পারছেন না। এ গর্ব ও গর্বের সাক্ষীরা ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

কিতাবের কথাগুলো তো অনেক পুরাতন দিনের কথা। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এসব উদ্ধৃতির কোন মূল্য নেই। কিন্তু যে দেশে এসব উদ্ধৃতির কোন মূল্য নেই সে দেশ যে মুসলমানদের দেশ নয়, এ কথাটি যদি কর্ণধারগণ বুঝে নিতেন, তাহলে আমাদের পেরেশানীর বোঝা অনেক হালকা হয়ে যেত। আমরা আমাদের জন্য ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে পারতাম।

জরুরি টীকা ২৮ : বৌদ্ধদের মন্দিরের ওখানে পাহারা দিচ্ছে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীরা

আরো বড় গর্বের বিষয়। বৌদ্ধরা যখন মুসলমানদেরকে গণহারে হত্যা করে চলেছে তখন মুসলমানরা তাদের মন্দির পাহারা দিচ্ছে, মুসলমানদের কর্ণধারগণ তাদের ছেলেদেরকে মুসলমানদের হেফাজতের সবক না দিয়ে মুসলমানদের হত্যাকারী বৌদ্ধদের হেফাজতের সবক দিচ্ছেন– ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে ভয়ংকর সুখবর আর কী হতে পারে?!

আমাদের এ উদারতার বরকতে বৌদ্ধরা তাড়াতে তাড়াতে দশ লক্ষের অধিক মুসলমানদেরকে তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করেছে, হাজার হাজার মুসলিম জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার মুসলমানকে বন্দুকের নলে, পানিতে ডুবিয়ে এবং আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মুসলিম মা-বোনকে ধরে নিয়ে পাশবিকতার ভয়ংকর উৎসবে মেতে উঠেছে। এতকিছুর পরও আমাদের উদারতায় সামান্যতম ছেদ পড়েনি। উদারতার গর্বে মুসলমানদের দুশমন ও আল্লাহর দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক সচিব ও তার ম্যাডাম গর্বিত, সঙ্গে সঙ্গে একই কারণে মুসলমানের কর্ণধারগণও গর্বিত।

অথচ দ্বীন ও শরীয়তের কিতাব বলছে-

امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر. اهـ

‘যদি প্রাচ্যে কোনো মুসলিম মহিলা বন্দী হন, তাহলে পাশ্চাত্যের মুসলমানদের উপরও ফরজ হবে তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা।’ (আলবাহরুর রায়েক, ৫/৭৯)

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا. اهـ

‘এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ। তখন সে এলাকার সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয় অথবা অলসতাবশত আল্লাহর নাফরমানী করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।’ (আলবাহরুর রায়েক, ৭৮/৫)

والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله...لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالا) ولقول معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشر أيمان أن الغزو واجب، ثم يقول ان شئتم زدتك.اه

'যে অঞ্চলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিদ্যমান, তাতে যদি মুসলমানদের সম্মানহানী করা হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ... কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–'তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।' (সূরা তাওবা : ৪১) মা'মার রহ. বলেন, মাকহূল রহ. কেবলামুখী হয়ে দশ বার কসম করে বলতেন, 'জিহাদ ফরজ! তোমরা যদি চাও তবে আমি আরো অনেকবার কসম করে বলতে পারি'।' (আলমাজমূ' ১৯/২৬৯)

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم.اه

'প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তা প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরজ দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।' (আলফাতাওয়াল কুবরা, ৪/৬০৮)

শহীদ হাসানুল বান্না রহ. (মৃত্যু : ১৯৪৯ ঈ.) জিহাদ সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ এবং চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন–

فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف ،أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين، سلفيين وخلفيين، على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية، لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها.

والمسلمون الآن كما تعلمون مستذلون لغيرهم محكومون بالكفار قد ديست أرضهم وانتهكت حرماتهم، وتحكم في شؤونهم خصومهم وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم، فضلاً عن عجزهم عن نشر دعوتهم، فوجب وجوباً عيناً لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي أمراً كان مفعولاً . اه

'ওহে! এসব দলীলের আলোকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, উম্মাহ্র মুজতাহিদ-মুকাল্লিদ, সালাফ-খালাফ সকল আহলে ইলম কীভাবে একমত পোষণ করেছেন– দাওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া, আর উম্মাহর উপর আপতিত কাফেরদের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য তা ফরজে আইন।

আপনারা জানেন, বর্তমানে মুসলমানরা বিজাতিদের শৃঙ্খলে অপদস্থ। কাফেরদের দ্বারা শাসিত। তাদের ভূমি (কাফেরদের) পদানত। তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত। তাদের জীবনের সবকিছু পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত তাদের শত্রু দ্বারা। আপন ভূমিতেই তাদের দ্বীনের শিয়ার ও নিদর্শন মিটে গেছে। আর দাওয়াত প্রচারে যে তারা কত অক্ষম, তা বলাই বাহুল্য। তাই এখন ফরজে আইন, যা তরক করার কোনোই অবকাশ নেই– প্রত্যেক মুসলমান জিহাদের নিয়ত করবে, জিহাদের প্রস্তুতি নেবে এবং তার সরঞ্জাম প্রস্তুত করবে। যাতে সুযোগ বুঝে সে কাজটি করা যায়, যা করার ছিল।' (দেখুন– শায়েখের রিসালাহ : আলজিহাদ, পৃষ্ঠা : ৮)

অমুসলিমরা মুসলমানের উপর এবং মুসলমানদের ভূখণ্ডের উপর আক্রমণ করলে ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দায়িত্বগুলো দেয়া হয়েছে। কর্ণধারগণ সে দায়িত্বগুলোকে জঙ্গি তৎপরতার কাতারে ফেলে, সেগুলোকে সাম্প্রদায়িকতার খেতাব দিয়ে নিজেদেরকে কথিত

অসাম্প্রদায়িক বলে প্রতিষ্ঠিত করতঃ আল্লাহর দুশমনদেরকে রক্ষা করার জন্য শক্তি, সময় ও মেধা ব্যয় করে চলেছেন।

মনে রাখবেন, বাংলাদেশের বৌদ্ধদেরকে যিম্মী বলে নিজেরা ধোঁকা খাবেন না এবং ধোঁকা দেয়ারও চেষ্টা করবেন না।

জরুরি টীকা ২৯ : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এর বন্ধনে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে?

এর দ্বারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও হয়েছে এবং সামরিক সচিবের ভাষায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের ভাষায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনও হয়েছে। কিন্তু কুরআনের-হাদীসের বিধানকে উপেক্ষা করে, ইসলামী শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার এ সাময়িক শান্তিকে ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে না। এমনিভাবে ইসলাম এ সম্প্রীতিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলে না; এটাকে বলে একটি সত্য ধর্মের প্রতি অধর্মের অবজ্ঞাপূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন। আবার ধর্মের লোকদেরকেই তা করতে বাধ্য করা।

জরুরি টীকা ৩০ : কওমী মাদরাসা ... জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় .... জঙ্গি, উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরোধী

গতকাল পর্যন্তও শোনা গেছে, কওমী মাদরাসা হচ্ছে জঙ্গিপ্রজনন কেন্দ্র। কওমী মাদরাসার শিক্ষা ও পাঠ্যসূচি পুরোটাই জঙ্গি। সব জায়গায় জঙ্গি কার্যক্রমগুলো কওমী মাদরাসা থেকে পরিচালিত হয়। কওমী মাদরাসার পোশাকে রাস্তায় নামলেই জঙ্গি খেতাবে ভূষিত হতে হয়। কমপক্ষে শাপলার পর থেকে ফরীদ উদ্দীন মাসউদের ধর্মের অনুসারীরা ব্যতীত কওমী কোন শিক্ষক ছাত্র জঙ্গি উপাধি থেকে বাদ পড়েনি।

কিন্তু আজ শোনা যাচ্ছে, কওমী মাদরাসার লোকেরা জঙ্গি নয়। তারা কোন প্রকার জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নয়। তারা এসকল কর্মকাণ্ডের বিরোধী। সামরিক সচিব সাহেব এবং তার ম্যাডাম হঠাৎ করে কেন এ জঙ্গি গোষ্ঠীকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিলেন? না কি ছুরির পোঁচ খাওয়ার

পর কুরবানীর গরু ছুটে গেলে তাকে বাগে আনতে যে কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়, যে খাতির-তোয়ায ও আদর-যত্নগুলো করে আবার খাঁচায় বা রশির বন্ধনে আটকানোর চেষ্টা করা হয়– এ পবিত্রকরণ সে ধরনের কোনো কৌশল?

কওমী ওলামায়ে কেরাম কেন জঙ্গি নন? কেন তারা জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন? এবং কেন তারা এর বিরোধিতা করেন? এর জবাব তারা দিতে হবে। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে দিতে হবে, পরকালে তো দিতে হবেই। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফরজকৃত জিহাদ-জঙ্গ-লড়াই তারা করবেন না, আবার তার বিরোধিতা করে ঈমান হারাবেন, আবার নিজেদেরকে কওমী ওলামা বলে পরিচয় দেবেন– এ অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে? একটি শব্দ আরবী ও বাংলাতে উচ্চারণ করলে কোন সমস্যা নেই, আর ফারসী উচ্চারণ করলে অমার্জনীয় অপরাধ– এ ভাষাজ্ঞান তাদেরকে কে শিখিয়েছে? অপদার্থতা ও মূর্খতারও একটা সীমা থাকা চাই।

কর্ণধারগণ সম্ভবত লক্ষ করেননি যে, আল্লাহর দুশমনরা আল্লাহর ফরজ বিধান এবং হারাম বিধান দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করে পুরোটার উপর হারামের ফাতওয়া দিয়ে যাচ্ছে, আর কর্ণধারগণ ঠিক ঠিক রবে তাতে স্বাক্ষর করে চলেছেন। জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদ-সন্ত্রাস-মাদক-দুর্নীতিকে না বলুন। জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদ-সন্ত্রাস-মাদক-দুর্নীতি সম্পর্কে র‍্যাবকে তথ্য দিন। জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদ-সন্ত্রাস-মাদক-দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন থাকুন। জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদ-সন্ত্রাস-মাদক-দুর্নীতি দেশ ও জাতির শত্রু। ইত্যাদি বাক্যগুলোর প্রতি ইসলাম ধর্মের অগ্রপথিকগণ একটু সময় নিয়ে স্থিরভাবে লক্ষ করুন।

এ বিষয়গুলোর পরস্পরে সম্পর্ক কী? একটু চিন্তা করুন।

জঙ্গিবাদ

জঙ্গি হচ্ছে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, কুরআন-হাদীসের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, মুসলমানদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য, মজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য, পৃথিবীর বুক থেকে ফেতনা তথা শিরক কুফরকে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করে যাচ্ছে, যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আল্লাহর

দুশমনদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত দায়িত্বগুলো আদায় করতে যারা বাঁধা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

এরা হচ্ছে জঙ্গি, যোদ্ধা, যুদ্ধবাজ, লড়াকু বা মুজাহিদ। তাদের নীতিমালা হচ্ছে জঙ্গিবাদ, যুদ্ধবাদ বা জিহাদনীতি। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে ফারসী পরিভাষাটি শুনতে একটু অসুন্দর শোনা যায়। এছাড়া অন্য যেকোন ভাষায় তা সুন্দর, মার্জিত, প্রশংসিত, নন্দিত এবং গর্বের বিষয়।

উগ্রবাদ

উগ্রবাদ শব্দের ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হলেও ধর্মের ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার বর্তমানে সবচাইতে বেশি সমাদৃত। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে উগ্রবাদের ব্যবহারটা হচ্ছে এরকম-

যে মুসলমান ইসলামের বিধি-বিধান যত বেশি পরিমাণ মেনে চলবে সে তত মাত্রায় উগ্রবাদ। কোন মুসলমান তার উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্বগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করলে সে সর্বোচ্চ মানের উগ্রবাদ। এ ফরজ দায়িত্বগুলো আদায়ে তার যে হারে অবহেলা প্রদর্শিত হবে সে হারে তার উগ্রতা কমে আসবে।

আরেকটি দিকও আছে। কোন মুসলমান যখন তার ব্যাক্তিগত ফরজ দায়িত্বের বাইরে পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে যাবে, তখন তার উগ্রতা আজকের ডিজিটাল পরিভাষা হিসাবে (আগামী কালেরটা এখন বলতে পারছি না) ‘ফোর জি’ গতিতে বাড়তে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ; কোন বাবা যদি তার মেয়েকে বোরকা পরতে বাধ্য করে, বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে দু’চার দিনের জন্য বেড়াতে যেতে বাধা দেয় তাহলে এ মুসলমানের উগ্রতা অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

মোটকথা, কোন মুসলমান নববী আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছতে গেলেই উগ্রতা, উগ্র ও উগ্রবাদ ইত্যাদি পরিভাষার আঘাতে জর্জরিত হতে থাকবে।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস হচ্ছে, ছিনতাইকারী ডাকাত। এর সাধারণ পর্যায় হচ্ছে, যারা ছিনতাই ও ডাকাতি করে গণধোলাই খায়, অথবা যথাযথ প্রাপকদেরকে

উপযুক্ত কমিশন না দেয়ার কারণে জেল হাজতে সময় কাটাতে হয়। অথবা কিছু দিন আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে সময় পার করতে হয়।

এর সেকেন্ড ডিভিশন হচ্ছে, যারা দলীয় পরিচয়ের কারণে ছিনতাই ডাকাতি করে কখনো বিচারের সম্মুখীন হয় না, ইমেজ সঙ্কটেও পড়ে না। জীবনের স্বাভাবিক গতিতে কোন প্রকার ছন্দপতন ঘটে না।

তবে এর সবচাইতে ভিআইপি স্তর হচ্ছে, যারা চুরি ডাকাতি করার পর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলে স্বয়ং তাদেরকেই বিচারকের আসনে দেখা যায়। সাধারণত শাসক দলের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী-এমপি হয়ে ওয়ার্ড কমিশনার ও পাড়ার দলীয় অধিপতিরা এ ক্ষেত্রে এ স্তরে উন্নীত হয়ে থাকে। এর একটি চিত্র আমরা আজকের শোকরানা মাহফিলেও দেখতে পাচ্ছি। শাপলা চত্বরের খুনিরা আহত নিহতদেরকে বিভিন্নভাবে শাসানোর হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, আইন করে লাল দালানে ঢোকানোর ধমকি দিচ্ছে। চোর ডাকাতও তারা, আইন তৈরি করার অধিকারীও তারা, আইনের বাস্তবায়নও তাদের হাতে। আমাদের কর্ণধারগণের দায়িত্ব হচ্ছে একবার মার খাওয়া, আরেকবার মার খাওয়ার অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো।

মাদক

মাদক হচ্ছে, যা খেলে নেশা হয়। যা খেলে নর্দমার মরা ইঁদুর-চিকা ফাইভ স্টার হোটেলের কাবাবের মত মনে হয়। যা খেলে মাকে বউয়ের মত মনে হয়, আর বউকে রাস্তার ভিক্ষুকের মত মনে হয়। ইসলাম ধর্মে এ মদ সব সময় হারাম, সবার জন্য হারাম।

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অভিমত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা মদের যে কোম্পানীকে মদ তৈরি করার অনুমতি দেবে এবং যে দোকানদারকে মদ বিক্রয় করার অনুমতি দেবে, সে কোম্পানীর মদ খেলে বা সে দোকান থেকে মদ কিনে খেলে ঐ মদে আর নেশাও হবে না, সে মদ খেলে হারামও হবে না। এমনিভাবে দেশের যারা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক –যেমন মন্ত্রী এমপিরা– তারা মদ খেলে নেশা হবে না এবং হারামও হবে না। এ কারণে তাদের মাদকবিরোধী ঘোষণাপত্রে লেখা থাকে, লাইসেন্সবিহীন মাদক ব্যবসায়ী দেশ ও জাতির শত্রু।

মদকে ইসলামী শরীয়তে সকল গুনাহের উৎস বলা হয়েছে। এ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আরো অনেকগুলো গুনাহ করতে বাধ্য হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি কবিরা গুনাহ। এ অপরাধের জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে দণ্ডবিধি রয়েছে।

দুর্নীতি

দুর্নীতি হচ্ছে ক্ষমতাধরের নিয়মবহির্ভূত আচরণ। আরো সহজ ভাষায়– দুর্নীতি মানে হচ্ছে চুরি-ডাকাতি। দেশের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা করলে তাকে চুরি-ডাকাতি বলা হয়। আর দ্বিতীয়, প্রথম, ভিআইপি ও ভিভিআইপি শ্রেণীর লোকেরা করলে এ কাজটিকেই বলা হয় দুর্নীতি। যেমন- প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি ও সচিবরা করলে তাকে সাধারণ চুরি ডাকাতি না বলে দুর্নীতি বলা হয়ে থাকে। এতে করে তারা চুরি করেছেন নাকি ডাকাতি করেছেন তা পরিষ্কার করে বোঝা যায় না।

ইসলামের আদালতে দুর্নীতিবাজের কোন ক্ষমা নেই। বা বলা যায়, ইসলাম ধর্মে দুর্নীতিবাজের কোন ক্ল্যাসিফিকেশন নেই। দুর্নীতিবাজের দুর্নীতি ধরা পড়বে, আর ধরে হাতটা কেটে দেয়া হবে বা দুর্নীতি করে যত অট্টালিকা গড়েছে তার সব বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক পৌঁছে দিতে হবে। খেয়ানতের পরিপূর্ণ জরিমানা হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা কখনো বৈধ হবে না। এটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের কথা।

অপর দিকে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের কিতাবের কথা হচ্ছে, দুর্নীতির টাকা ধুয়ে ফেললে পরিষ্কার হয়ে যায়। অবৈধ উপার্জন বৈধ হয়ে যায়। হকদারের কাছে হক না পৌঁছে দিয়েও তা পবিত্র হয়ে যায়। আর এ দুর্নীতি যদি সরকার দলীয় মোটামুটি পর্যায়ের নেতা-পাতি নেতারাও করতে পারেন তাহলে সে দুর্নীতিকে 'দুর্নীতি' বলাই বেয়াদবি। আর এ ধরনের বেয়াদবির মাশুলও অনেক ভয়ংকর।

যাইহোক, এতকিছুর পরও দুর্নীতি মানে চুরি-ডাকাতি হওয়ার বিষয়টিকে কেউ অস্বীকার করে না।

সামরিক সচিবের ইনসাফ

এবার ম্যাডামের সামরিক সচিবের ইনসাফ দেখুন। ইসলামের জঙ্গ-জিহাদ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য, ছিনতাই ও ডাকাতি, নেশা ও মাদক

সেবন এবং দুর্নীতি মোট এ পাঁচটি বিষয়কে সমঅপরাধ হিসাবে এক পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এক কাতারের ঘৃণিত ও নিন্দিত হিসাবে উল্লেখ করেছে।

বাস্তব কথা হচ্ছে, এক কাতারে দাঁড় করায়নি। এ সামরিক সচিব ও তার ম্যাডামের দৃষ্টিতে নেশা ও মাদকের বৈধতা আছে, দুর্নীতির প্রায়শ্চিত্য আছে, চুরি ডাকাতির ক্ষমা আছে। কিন্তু ইসলামের পক্ষে জঙ্গ, যুদ্ধ ও জিহাদের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং সকল অঙ্গনে তা বাস্তবায়নের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। আর ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতিতে বিষয়গুলো এমনই হওয়ার কথা।

কিন্তু আমাদের কর্ণধারগণ...! আমাদের কর্ণধারগণ নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন, জঙ্গ ও জিহাদ এক কথা নয়। এমনিভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও উগ্রবাদ এক কথা নয়। কিন্তু কর্ণধারগণ এ দুয়ের কোন পার্থক্য দেখিয়ে দেননি, আর নিজেরাও কখনো পার্থক্যগুলো বুঝে নেয়ার চেষ্টা করেননি। অথবা আদৌ কোন পার্থক্য আছে কি না তাও তলিয়ে দেখার চিন্তা করেননি।

জরুরি টীকা ৩১ : সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভুল আকীদা ... তারা যে মাছুম ছিল উনারা স্বীকার করে না। তাদের ক্ষেত্রে ... কী করবেন?

যারা ইসলামের বীর মুজাহিদ সাহাবায়ে কেরামকে সন্ত্রাসী মনে করে, যারা বদর-উহুদ-খন্দককে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মনে করে, যে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের বিশ্বাসীরা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্ত্রাসী (নাউযুবিল্লাহ) বলে গালি দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষ নবীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বা কমপক্ষে নবী আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হওয়াকে অস্বীকার করে, সে ধর্মের লোকেরা আমাদেরকে নসীহত করছে যে, আমরা যেন সেসব লোকের সঙ্গ না দেই যারা নবীগণকে মাসুম মনে করে না এবং যারা সাহাবায়ে কেরামকে হকের মাপকাঠি মনে করে না, যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে।

ইসলামের কর্ণধারগণ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৃথিবীর ও দেশের বাতিল ফেরকাগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করার মত যথেষ্ট

পরিমাণ সময় ও সুযোগ পাননি। সে কারণে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে তা শিখতে হচ্ছে। যারা ইসলাম ধর্মের নিয়ন্ত্রণকে তাদের দেশ, সমাজ ও পরিবারে ঢুকতে দেয়নি তারা আমাদেরকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সবক দিচ্ছে। যারা তাদের জীবন-যাপনের মূলনীতি হিসাবে কুরআনের পরিবর্তে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করেছে তারা কুরআনের অনুসারীদেরকে ইসলামী আকীদার সবক শেখাচ্ছে!

মুসলমান ও মুসলমানদের কর্ণধারদের হাতে ইসলামের অবস্থা এখন এমনই। ওয়াইলাল্লাহিল মুশতাকা।

জরুরি টীকা ৩২ : যারা কওমী ... শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে ... আপনারা কী করবেন?

তারা কারা? এ দেশ ও এ পৃথিবীর কোন কোন গোষ্ঠী এবং কোন কোন শক্তি কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়?

যারা কুরআনের বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত গণতান্ত্রিক বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা একমাত্র ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা যারা ইসলামী মতবাদকে বিলুপ্ত করে গোষ্ঠী, ভাষা ও ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের প্রতি অস্থাশীল নয় তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা কওমী শিক্ষা ও সরকারী শিক্ষাকে সমানভাবে পরিচালনা করছে তারা খুব ধীর গতিতে কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যে বিশাল জনগোষ্ঠী কওমী মাদরাসাগুলোর চাঁদা উত্তোলনের কারণে অতিষ্ঠ তারাও কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এরকমভাবে বিশ্বের সকল কুফরী শক্তি ও কুফরী শক্তির দোসররা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

এমনিভাবে যারা কওমী শিক্ষাকে এতীম-অসহায়দের শিক্ষা মনে করে এবং তা প্রচার করে তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা কওমী মাদরাসাগুলোর দফতরে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যারা কওমী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে সন্ত্রাসের আখড়া বলেছিল তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। যে সকল 'ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মে' বিশ্বাসীরা কওমী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সভাপতি-সেক্রেটারী হয়ে কুরআন-হাদীসভিত্তিক কার্যক্রমগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে তারা কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

আরো সংক্ষেপে বলা যায়, কওমী শিক্ষার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের একাংশ এবং কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভর কিছু ব্যবসাকেন্দ্র ব্যতীত বাকি সবাই কওমী শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

কওমী শিক্ষাবিরোধী এ বিশাল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কওমী অঙ্গন কী করবে?! হয়ত তারা তাদের সবাইকে তোয়াজ করে চলবে, যেভাবে এখন চলছে। যখন যে ক্ষমতায় থাকবে তখন তার পক্ষে কথা বলবে। তার পক্ষে কাজ করবে। তার পক্ষে জনসমর্থন তৈরি করবে। আজকের মত তাদের জন্য শোকরানা মাহফিল করবে। তাদের সত্য মিথ্যা সব কথার সঙ্গে ঠিক ঠিক রব তুলবে। হাত নেড়ে নেড়ে সমর্থন জানাবে। বন্দনা গাইবে।

অথবা এ সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা শক্তি প্রয়োগ করবে। যে মাত্রায় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন সে মাত্রায় তা ব্যবহার করবে। শক্তি না থাকলে শক্তি জোগাড় করবে।

এছাড়া তৃতীয় চতুর্থ করণীয় হিসাবে যেসব কাজের কথা বলা হয় সেগুলো সান্ত্বনা, সময় নষ্ট করা ও 'গোলেমালে যাক দিন' জাতীয় মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কুফরের করুণা ও স্নেহ দিয়ে ঈমান টিকানোর কল্পনার মত বোকামি আর হতে পারে না।

কর্ণধারগণ কুরআনের এ আয়াতগুলো একটু মনে রাখবেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. (سورة آل عمران : ١١٨–١٢٠)

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, কেননা এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি (ও ধ্বংস)-ই কামনা করে। তাদের প্রতিহিংসা ও (বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষ) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক। আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)। এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, তোমরা তো সব কয়টি কিতাবের উপরও ঈমান আন (আর তারা তো তোমাদের কিতাবকে বিশ্বাসই করে না)।

এ (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাবকে) মানি, আবার যখন এরা একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের উপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই মরো, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (এ মোনাফেকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০)

জরুরি টীকা ৩৩ : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

এ ইহসান ও করুণা কে কার উপর করেছে? ম্যাডামের পক্ষ থেকে সচিব সাহেব করুণার পাত্রদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, এটা তার ম্যাডামের পক্ষ থেকে কওমী অঙ্গনের জন্য ইহসান ও করুণা। ইহসানকারী করুণাময় হচ্ছে তার ম্যাডাম। অতএব ইহসান ও করুণার জবাবে যদি ভিন্ন কিছু চিন্তা করা হয়, তাহলে তার পরিণতির কথা স্মরণ রাখতে হবে।

ইহসানপ্রাপ্ত করুণার ভিখারীরা অবশ্য পুরো মজলিসে এ ধমকির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এ মূলনীতিকে বার বার আলোচনায় এনেছেন। সাধ্যমত ইহসান স্বীকার করে গেছেন। এর পরও বান্দা হিসাবে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তা ক্ষমা করা হবে বলে আশা করা যায়।

সচিব সাহেব তার ধমকের চোটে করুণাপ্রাপ্তদেরকে ‘বাপ’ পর্যন্ত ডাকিয়ে ছেড়েছেন। শুধু ইহসানকারী ভিন্ন লিঙ্গের হওয়ার কারণে বাপের পরিবর্তে ‘জননী’ ব্যবহার করতে হয়েছে।

এরপরও কিন্তু কর্ণধারগণ ইহসানকারীর পরিচয়, ইহসানের সংজ্ঞা, এই ইহসানের ইতিহাস এবং ইহসান গ্রহণের বৈধ পদ্ধতিগুলো আবার কিতাব থেকে দেখে নিলে ভালো হবে।

জরুরি টীকা ৩৪ : হে ওলোমায়ে দেওবন্দ! বিভক্ত হবেন না

ওলামায়ে দেওবন্দ বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মোহনা এত দিন পর খুঁজে পাওয়া গেল। কুরআনের আইনের মুখে তালাপ্রদানকারীদের শক্তি প্রয়োগকারী সচিবের আহ্বানে কুরআনের অনুসারীদের কর্ণধারগণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মত চেতনা, শক্তি ও সাহস ফিরে পেল। কর্ণধারগণের উচ্চকণ্ঠে ঠিক ঠিক রব এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি থেকে তাই বোঝা যাচ্ছে।

কর্ণধারগণকে বলতে হবে, কুফরের বিরুদ্ধে আকাবিরে দেওবন্দের অবস্থান এবং আজকের এ অবস্থানের মাঝে কী মিল? কুফরের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে রাগে কাঁপতে থাকা, আর কুফরের ভয়ে কাঁপতে থাকা কি

এক কথা? আর আজকের এ ছবিটিকেই কি আমরা আকাবিরে দেওবন্দের গায়ে এঁটে দেব? এ চিত্র দিয়েই কি আমরা আকাবিরে দেওবন্দকে কল্পনা করব? এ চিত্রটি দেখিয়েই কি আমরা আমাদের দুশমনদের সামনে গর্ব করব?

জরুরি টীকা ৩৫ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন। مع السلامة وشكرا

এত কিছুর পরও আমাদের দোয়াই করতে হবে? যারা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মকেই ধর্ম হিসাবে মানতে রাজি নয়, যারা সকল ধর্মকে সম্মান করে চলেছে, যারা ধর্মের প্রসঙ্গ আসলে ইসলাম ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করতে রাজি নয়, তাদের জন্য দোয়া করতে হবে?

আজব এক পৃথিবী দেখতে আমরা বাধ্য হলাম। যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যও পরকালে মুক্তির দোয়া করতে হবে। যারা ইসলাম ধর্মকে একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করে না তাদের মুক্তির জন্য মুসলিমরা দোয়া করতে হবে। যারা অমুসলিম হলেই জাহান্নামে যেতে হবে মনে করে না তাদের জন্য মুসলিমরা জান্নাতে যাওয়ার দোয়া করতে হবে। যারা পোপ, দালাইলামা, মাদার তেরেসা, ডায়না, ম্যারাডোনা, সেনগুপ্ত, মোদির ধর্ম ও পথকে জাহান্নামের পথ মনে করে না তাদের জন্য মুসলমানরা দোয়া করতে হবে। যারা ত্রিশ হাজার পূজামণ্ডপকে জাহান্নামের পথ মনে করে না তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। যারা বিশ্বের সকল কুফরী শক্তির সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখাকে জরুরি মনে করে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। এ এক নতুন পৃথিবী। এ এক নতুন মুসলিম জাতি ও তাদের কর্ণধার।

তবে কর্ণধারগণের মনে রাখতে হবে, অমুসলিমের জন্য শুধু একটি দোয়া করা যায়। আর তা হচ্ছে, তাকে যেন আল্লাহ ইসলামের দৌলত দান করেন। এ ছাড়া অন্য কোন দোয়া অমুসলিমের জন্য করা জায়েয নেই। অমুসলিমের জন্য অন্য কোন দোয়া মুসলমানের ঈমানের উপরও আঘাত হানতে পারে। এখানে যাদের জন্য দোয়া চাওয়া হচ্ছে তারা মুরতাদ হওয়ার মত বহু কারণ জমে আছে। আর মুরতাদের হুকুম সাধারণ কাফেরের চাইতে আরো ভিন্ন।

জরুরি টীকা ৩৬ : বক্তব্য দ্বারা আমাদেরকে অত্যন্তভাবে চমৎকৃত করেছেন

এ বক্তব্যটি এ অনুষ্ঠানের পরিচালকের। যিনি উপস্থিত সকল কর্ণধারের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছেন। আর ব্যক্তিগতভাবেও তিনি কর্ণধারগণের প্রথম সারির একজন। প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবের বক্তব্যে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন। কর্ণধারগণের পুরা মজলিস এর দ্বারা চমৎকৃত হয়েছে।

অর্থাৎ সামরিক সচিবের কথাগুলো শুধু ব্যক্তিগত অভিপ্রায় নয়। এটা পুরা মজলিসের সম্মিলিত অভিব্যক্তি। এ ব্যাপক অবস্থা থেকে কেউ নিজেকে মুসতাসনা করে বাঁচাতে চাইলে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দলীল দিয়ে বাঁচাতে হবে। তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নকে দায়ী করে কোন লাভ হবে না।

এই মুখপাত্র পরিচালক এবং কর্ণধারগণের এই মজলিস এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সামরিক সচিবের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে পুরা দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ একমত। এ প্রমাণটিই কর্ণধারগণ তাদের পরবর্তী বিভিন্ন বক্তব্যে আরো সুস্পষ্ট করে প্রমাণ করে চলেছেন। এর ব্যতিক্রম কোন দৃশ্য পুরা মজলিসে দেখা যায়নি।

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস, মাননীয় মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। অন্যতম সদস্য, আলহাইআতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ৩৭ : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

আয়াতটি এবার পড়েছেন দ্বীন ও ইলমের কর্ণধারগণের মহাসচিব। যারা ইহসান ও করুণা করেছে তারাও এ আয়াত শুনিয়েছে, আর যারা ইহসান ও করুণা গ্রহণ করেছেন তাঁদের পক্ষ থেকেও এ আয়াতই শোনানো হচ্ছে। যেন ইহসান ও করুণার চতুর্মুখী জোয়ার চলছে। ইহসান ও করুণার সংজ্ঞা তো কর্ণধারগণ কিতাবে দেখবেন। আমি এখানে একেবারে সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাসের পাতা উল্টে থেমে যাব।

যারা গত কিছু দিন থেকে কওমী শিক্ষার প্রতি ভয়ংকর রকমের কৌতুহলী ও আন্তরিক হয়ে উঠেছেন, তারা এ দেশের মালিক হওয়ার পর প্রায় চার বছর মালিকানা করেছেন। মালিকানা হারানোর পর আবার যখন মালিকানা ফিরে পেয়েছেন তখন পাঁচ বছর মালিকানা করেছেন। এরপর আবার হারিয়েছেন। তৃতীয় পর্বে আবার যখন মালিকানা ফিরে পেয়েছেন তখন থেকে প্রায় দশ বছর অতিক্রম হয়েছে। তৃতীয় পর্বে মালিকানার পাঁচ বছর পার হয়ে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবে একটি অবৈধ জন্মের (কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সব জন্মই অবৈধ) পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার গোধূলী বেলায় আরেকটি অবৈধ গর্ভপাতের প্রাককালে খুব ডিজিটাল গতিতে এ ইহসান ও করুণাটি করা হয়েছে।

এ হিসাবে এ ইহসান ও করুণাময়ীরা তাদের মালিকানা জীবনের প্রায় আঠার/উনিশ বছরের মাথায় করুণার দৃষ্টি দিয়েছেন। করুণার দৃষ্টি ফেলার পর অবশ্য করুণা করতে তেমন দেরি হয়নি।

কর্ণধারগণের বিভিন্ন বক্তব্যে শোনা গেছে, এ স্বীকৃতি তাঁদের অধিকার। সে অধিকার আদায় করতে দেনাদাররা এত বছর সময় লাগিয়েছে। এরপরও এই ইহসানের ভারে যে কর্ণধারগণ এভাবে নুয়ে পড়েছেন এর কারণ কী?

বিষয়টি কি এরকম যে, এ স্বীকৃতি না দেয়া ছিল দেশের মালিক পক্ষের ইনসাফ। আর তাই স্বীকৃতি দেয়াটা ইহসান হয়েছে। পরকালের বিষয়ে আল্লাহর শানে এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, কাউকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইনসাফ, আর জান্নাতে পাঠানো হচ্ছে ইহসান ও করুণা। আমাদের দেশের মালিক পক্ষের অবস্থান কি অনেকটা সে রকম? পরবর্তী হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টিকে যেন আরো কঠিনভাবে জোরদার করা হয়েছে।

জরুরি টীকা ৩৮ : من لم يشكر الناس لم يشكر الله

এ হাদীসের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নে এক যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হলো। হাদীস শরীফে এসেছে وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ عَلَى كِذْبِهِمْ

فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ । 'আর যারা তাদের দরবারে প্রবেশ করবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে, তারা আমার নয় এবং আমি তাদের নই এবং সে হাউজে কাউসারে আমার কাছে আসতে পারবে না'। আজকের এ মজলিসে মুরতাদ শাসকবর্গের একটি কাফেলা অথবা কমপক্ষে মিথ্যাবাদী ফাসেক শাসকবর্গের একটি কাফেলার অসংখ্য মিথ্যাকে বার বার ঠিক ঠিক বলে ও হাত নেড়ে নেড়ে সত্যায়ন করা হয়েছে। সে মজলিসের সূচনা করা হয়ছে এ পবিত্র হাদীস দিয়ে। আর বলতে চাওয়া হচ্ছে, এ মানুষগুলোর শোকরিয়া আদায় না করা হলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা হবে না।

কর্ণধারগণের মনে রখতে হবে, প্রজন্ম আপনাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসটিকে এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। শক্তের ভক্ত হয়ে হয়ে এভাবেই মিথ্যাকে সমর্থন করে যাবে। আবার সে দুর্বলতাকে হাদীসের দলীল দিয়েও মুড়ে দেবে।

জরুরি টীকা ৩৯ : সনদের স্বীকৃতি ... প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবনে শেখ আবদুল্লাহ প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন

শেখ আব্দুল্লাহ হলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রী। সকল ধর্মের মান ও সম্মান রক্ষাকারী একজন ধর্মমন্ত্রী। যে ইসলাম ধর্মের মুরুব্বী হিসাবে ধর্ম বিভাগের মন্ত্রিত্ব পায়নি, মন্ত্রিত্ব পেয়েছে সকল ধর্মের মুরুব্বী হিসাবে। সে মন্ত্রী কেন ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ খাঁটি শিক্ষা কওমী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রথম প্রস্তাবকের ভূমিকা পালন করলেন। এ সৌভাগ্য তিনি কেন অর্জন করতে গেলেন?

কর্ণধারগণ ভাবতে হবে, যারা কোন ধর্মের পক্ষে নয় এবং এ নীতি যাদের জীবনের সকল অঙ্গনের অলঙ্ঘনীয় নীতি, তারা কেন হঠাৎ করে ইসলাম ধর্মের একমাত্র সঠিক শিক্ষার প্রতি এভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এ আয়াতটি বার বার স্মরণে আনতে হবে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. (سورة آل عمران : ١١٨-١٢٠)

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, কেননা এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি (ও ধ্বংস)-ই কামনা করে। তাদের প্রতিহিংসা ও (বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষ) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক। আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)। এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, তোমরা তো সব কয়টি কিতাবের উপরও ঈমান আন (আর তারা তো তোমাদের কিতাবকে বিশ্বাসই করে না)।

এ (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাবকে) মানি, আবার যখন এরা একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের উপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই মরো, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (এ মোনাফেকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০)

জরুরি টীকা ৪০ : ওলামায়ে কেরামকে এক করার জন্য ... স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ... ডাকছিলেন

একজন ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রী যে কোন ধর্মের পক্ষে নয় এবং বিশেষ কোন ধর্মের পক্ষে বিপক্ষে যাওয়াকে ঘৃণা করে, সে মন্ত্রী বিশেষ কোন ধর্মের কর্ণধারদের ঐক্য ও সম্মিলিত অবস্থানকে ভয় করার কথা। বিশেষত ইসলাম ধর্মের কর্ণধারগণের একত্রিত অবস্থানকে তারা ভয় করার কথা এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নের পথে বাঁধা হিসাবে আশংকাবোধ করার কথা।

কর্ণধারগণ ভাবতে হবে, এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা সভার প্রধান অতিথি। অর্থাৎ যে সভায় সকল ধর্মের লোকেরা মিলে এক সঙ্গে যার যার মাবুদের কাছে প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা সভার তিনি প্রধান অতিথি। এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন ইসলাম ধর্মের কর্ণধারগণকে এক করার জন্য মেধা ব্যয় করছেন?

জরুরি টীকা ৪১ : আপনারা সবাই একত্রিত হয়ে আসেন। হুজুর বললেন যে, আমরা একত্রিত হতে পারতেছি না

ইসলাম ধর্মের অধিপতিগণ এক হতে পারছেন না, সে অপরাধ স্বীকার করছেন ইসলাম ধর্ম ও শরয়ী আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্ম প্রতিষ্ঠাকারীর দরবারে।

কর্ণধারগণ ভাবতে হবে, ইসলাম ধর্ম ও তার অনুসারীদেরকে অধর্মের কাছে এভাবে অপমানিত করে কোন পর্যায়ের মান ও সম্মান তারা অর্জন করতে চান? সে মানের ওজন কতটুকু, স্থায়িত্ব কতটুকু এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তার প্রয়োজন কতটুকু?

জরুরি টীকা ৪২ : প্রধানমন্ত্রী শেখ জয়নুল আবেদিন ... এবং শায়খ আবদুল্লাহকে দায়িত্ব দিছেন যে, সব ওলামায়ে কেরামকে আপনারা একত্রিত

একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একটি ধর্মের প্রতি এ কৌতূহল ও অনুরাগ কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? নিজের

ধর্মনিরপেক্ষ মন্ত্রীদেরকে একটি বিশেষ ধর্মের কাজে এত ব্যস্ত করে ফেললেন। যারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে একত্রিত করার প্রতি মনোযোগ দিলেন।

কর্ণধারগণ ভাবতে হবে, একই অঙ্গন থেকে যে বিষয়টিকে বার বার এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে অঙ্গনেই কেন সে পুরাতন বিষয়টি এত সমাদৃত?

জরুরি টীকা ৪৩ : মাওলানা ফরিদ মাসউদ সাব আমি এবং ... মাওলানা মাহফুজুর রহমান সাব এই আমরা ছয়, সাতজনে

'ফরিদ উদ্দীন মাসউদ' এ নামটি আজ শাপলার লোকদের মুখে অমৃতের মত সুস্বাদু। আজকের এ মজলিসের মহান ব্যক্তিবর্গের ভাষায় একদিন এ নামটি মুরতাদদের মুখপাত্র বিশেষণে বিশেষিত ছিল। মুরতাদদের দোসর হিসাবে পরিচিত ছিল। এ নামটিই আজ সবার শীর্ষে। সে নামটিই আজ সবার রাহবার।

কর্ণধারগণ বলতে হবে, কোন পক্ষ খাঁটি তওবা করেছে, কোন কোন বিষয় থেকে করেছে এবং কখন করেছে? কারণ কোন এক পক্ষ তাদের অবস্থান থেকে তওবা না করে এক মোহনায় মিলিত হওয়া সম্ভব নয়।

জরুরি টীকা ৪৪ : প্রধানমন্ত্রী ... শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম পাঁচশ জনের বেশী গণভবনে ডেকে

দেশের পাঁচশত শীর্ষ আলেম ধর্মদ্রোহী শরয়ী আইনবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর দরবারে। এ অবস্থায় দরবারের বাইরে যারা রয়েছে তারা বিশেষ কোনো হিসাবে আসার মত আলেম হওয়ার কথা নয়। শীর্ষ আলেমদের সে বিশাল বহর ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে একমাত্র ইসলাম ধর্মের পক্ষে আসার দাওয়াত দেননি। দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াত দেননি। মানবরচিত আইন বন্ধ করার জন্য দাওয়াত দেননি। ইসলামী আইন বাস্তবায়িত না হলে তাঁরা বিদ্রোহ করবেন– এমন কোনো হুমকিও দেননি।

কর্ণধারগণকে বলতে হবে এমন মোক্ষম মুহূর্তে, ইসলামের অগ্রপথিকগণ একজন প্রধানমন্ত্রীকে তার কুফরী অপরাধগুলো থেকে ফিরে আসার দাওয়াত না দিয়ে কুফরগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে যে বিষয় আদায় করার জন্য গিয়েছেন তার শরয়ী বিধান কী?

জরুরি টীকা ৪৫ : উনি সংসদ ভবনে আমাদেরকে এক ঘণ্টার উপরে সময় দিয়েছেন

যারা আল্লাহর বন্ধু তারা আল্লাহর দুশমনদের এ করুণাগুলোর প্রতি এভাবে লালায়িত থাকা শোভা পায় না। সকল ধর্মের অভিভাবক বিশেষ এক ধর্মের লোকদের ধর্মীয় বিষয়ে এক ঘণ্টা সময় দেয়া অনেক বড় ব্যাপার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরকমভাবে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি বাড়তি কৌতূহল ও অনুরাগও একটি অস্বাভাবিক বিষয় এবং সে ধর্মের অনুসারীদের জন্য তা গর্বের বিষয়।

কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানরা এ কথা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, তাদের বন্ধু, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গ চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যারা কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়তের আইনকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বের করে দিয়ে সেখানে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনের বিপরীতে আব্রাহাম লিংকন, রুশো, ভোল্টায়ারের আইনকে প্রাধান্য দেয় তারা জাহান্নামী।

অতএব এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলার সুযোগ পাওয়ার গর্বে মুসলমানের বুক ফুলে উঠার কোন সুযোগ নেই। আর মুসলমানদের কর্ণধারগণের ক্ষেত্রে তো এমনটি কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও কর্ণধারগণের কণ্ঠে গর্ব ঝরে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

জরুরি টীকা ৪৬ : প্রধানমন্ত্রী সাব বললেন যে, ... কেন এখনো পর্যন্ত এটার স্বীকৃতি আইনগতভাবে বাস্তবায়ন হয় না কেন?

‘প্রধানমন্ত্রী সাব’ এ প্রশ্ন কাকে করছেন? এর জন্য কাকে দায়ী করছেন? পরবর্তী কারগুজারীতে দেখা যাচ্ছে পনের বছর হোক বা বিশ

বছর হোক শেষ পর্যন্ত কাজটি 'প্রধানমন্ত্রী সাব'ই করেছেন। তাহলে এ প্রশ্ন কাদের উপর?

কর্ণধারগণ যদি এসব প্রশ্নের অলংকার শাস্ত্রীয় (বালাগাত) ব্যাখ্যা বুঝতে না পারেন বা বুঝতে দেরি হয়ে যায় তাহলে বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে। ধোঁকা খাওয়ার মেয়াদ আর শেষ হবে না।

জরুরি টীকা ৪৭ : উনি বলছেন, আমি লিল্লাহিয়াতের সাথে একমাত্র আল্লাহ পাককে রাজি খুশি করার জন্য ... স্বীকৃতি প্রদান করলাম

প্রধানমন্ত্রীর এ কথাটি যে একটি খাঁটি মিথ্যা কথা তা দাবি করার জন্য ওপেন হার্ডসার্জারী করার মত পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি আমাদের কাছে নেই। তাই শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি বাণী এখানে উল্লেখ করে নসীহত গ্রহণ করার চেষ্টা করব এবং সে বাণীর প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. (المنافقون : ١-٣)

'যখন মোনাফেকরা তোমার কাছে আসে, তখন তারা বলে , আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন তুমি নিঃসন্দেহে তাঁর রাসূল; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মোনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এরা তাদের এ শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে এবং তারা (এভাবেই মানুষদের) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; কতো নিকৃষ্ট ধরনের কার্যকলাপ যা এরা করে যাচ্ছে! এটা এ কারণেই, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে ওদের মনের উপর সিল মেরে দেয়া হয়েছে, ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না।' (সূরা মুনাফিকূন : ১-৩)

আর কর্ণধারগণ একটু স্মরণ করলেই চলবে, আজকের বক্তৃতামালায় লিল্লাহিয়াতের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটে চলেছে এবং মাহফিলের দু'চার

দিন আগ থেকে বিভিন্ন থানার কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য কীভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে লিল্লাহিয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

জরুরি টীকা ৪৮ : আমি এটার জন্য কোন জাযা চাই না

শুধুমাত্র একটু দোয়া চাই। যেন ইসলাম ধর্মভিত্তিক পরিচালনা থেকে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে মুক্ত রেখে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাটাকে ধরে রাখতে পারি। নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেন আপনাদের কোন রকমের ভুল না হয়। আপনাদের অতীতের ভুলগুলো যেন আবার না হয়। নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেন ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোন রকম ইখতেলাফ ও মতবিরোধ দেখা না যায়।

কর্ণধারগণের মনে রাখতে হবে, একজন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এর চাইতে বড় আর কোন জাযা হতে পারে না। আরো মনে রাখতে হবে, এত বড় চেয়ার থেকে হুমকি ও ধমকির ভাষা এর চাইতে আর স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যাদেরকে বলা হচ্ছে তাদের জন্য এর চাইতে বেশি কিছু বলারও প্রয়োজন হয় না।

জরুরি টীকা ৪৯ : শুধু মানের ... জন্য কওমী মাদরাসা যে প্রকৃতকপক্ষে শিক্ষা, আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা, ... হাদীসের শিক্ষা

কর্ণধারগণের মুখপাত্র কথাটি এভাবে বলেছেন-

‘আমরা যে স্বীকৃতি নিছি, স্বীকৃতি নেওয়াটা আমরা সরকারের থেকে কখনো টাকা-পয়সা নিব না। শুধু মানের শিক্ষা– মানের শিক্ষাটার জন্য কওমী মাদরাসা যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা, আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা, আল্লাহ পাকের হাদীসের শিক্ষা।’

এ বিষয়টি আসলে একদম পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। কর্ণধারগণ আসলে সরকারের কাছ থেকে কী নিয়েছেন? আর সরকার তাঁদেরকে কী দিয়েছেন?

মুখপাত্র বলছেন, টাকা-পয়সা নেবেন না। কিন্তু সরকার এবং কর্ণধারগণের প্রায় সবার মুখে শোনা যাচ্ছে এ স্বীকৃতির মাধ্যমে টাকা পয়সার রাস্তা একদম বিশ্বরোডে পরিণত হবে। দেশ-বিদেশে চাকুরি হবে। বেতন বাড়বে। জীবনের মান বদলে যাবে। মানুষের কাতারে এসে দাঁড়ানো যাবে। আর এগুলোই হচ্ছে সরকারের কাছ থেকে টাকা নেয়ার পদ্ধতি। স্বীকৃতি বাবদ প্রতি মাসে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য সরকার নির্দিষ্ট হারে টাকা পাঠাবে– এমন কোন পদ্ধতি তো সরকারের খাতায় নেই। তাহলে টাকা না নেয়ার মানেটা কী?

মুখপাত্র বলছেন, মানের শিক্ষার জন্য। এর মানে কি এ নয় যে, শিক্ষাটা এখন মানমত হচ্ছে না। স্বীকৃতির মাধ্যমে একে মানে উঠানো হবে। জাতে উঠানো হবে। শিক্ষা এখন অনুন্নত অবস্থায় আছে, স্বীকৃতির মাধ্যমে তা উন্নত অবস্থানে যাবে। সরকারী মাদরাসা ও স্কুল কলেজের শিক্ষা যেমন উন্নত সেরকম উন্নত হয়ে যাবে। বিষয়গুলো কি আসলে এরকমই?

মুখপাত্র বলছেন, এ শিক্ষাই যে প্রকৃত শিক্ষা সে স্বীকৃতি নেয়ার জন্য। কিন্তু এ স্বীকৃতি কি পাওয়া গেছে? অথবা এ স্বীকৃতির সাথে একজন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারের কী সম্পর্ক? একজন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার শুধুমাত্র একটি ধর্মের বিশেষ এক পদ্ধতির শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলতে যাবে কেন? আর যে শিক্ষা সবার দৃষ্টিতে একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা সে শিক্ষার জন্য এসব কী করা হচ্ছে? এসব কি কানা মাছি ভোঁ ভোঁ খেলা?

মুখপাত্র বলছেন, এ শিক্ষা যে আল্লাহর কুরআনের শিক্ষা, আল্লাহ পাকের হাদীসের শিক্ষা। কিন্তু কওমী মাদরাসার শিক্ষা ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারি শিক্ষা নয়; বরং আল্লাহর কুরআন ও আল্লাহর হাদীসের শিক্ষা এ কথা সরকার বলতে হবে কেন? বা এমন কোন কথা স্বীকৃতিপত্রের মাঝে আছে কি না? বরং এর বিপরীত তথ্য আমাদের কাছে আছে।

সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে সতর্ক করা হয়েছে, মাদরাসাগুলোতে যেন কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা পড়ানো হয়। অর্থাৎ সেখানে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা চলছে। জনগণের টাকা নিয়ে মাদরাসা মসজিদের মাইকে যেন দুনিয়াবী কথা না বলা হয়। সুদ,

ঘুষ, যিনা, পতিতালয়, বিশ্বকাপ খেলা, আদালতের কুফরী আইন, এসব দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে মাদরাসা মসজিদের মাইকে কথা বললে সমস্যা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে এবং হুমকির বাস্তবায়ন চলছে।

এ কথাগুলো কর্ণধারগণের জানা থাকতে হবে। আর জানা থাকলে এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে।

জরুরি টীকা ৫০ : ওলামায়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'ছুম ... এটার আকীদা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এটার আকীদা

মুখপাত্র আরো বলছেন, কওমী মাদরাসা এ আকীদা পোষণ করে যে, আম্বিয়া কেরাম মাসূম, তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী। এ বিষয়গুলো স্বীকৃতি নেয়ার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। স্বীকৃতি কেন নেয়া হচ্ছে তার তালিকার মধ্যে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

কর্ণধারগণ কি একটু ভাববেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি কেন নিতে হবে? অথবা এ স্বীকৃতি কি বৃটিশ সরকার থেকে গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের আহলে হাদীস খেতাবের স্বীকৃতির মত হয়ে গেল না? অথবা সর্বশেষ কথা হচ্ছে, এ স্বীকৃতি কি পাওয়া গেছে?

জরুরি টীকা ৫১ : এই মাদরাসা শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হবে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী। তারা মি'য়ারে হককে মানবে। তারা সবকিছু মানবে। এটার স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে

মুখপাত্র বলছেন, এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হবেন এবং মি'য়ারে হককে মানবেন। এটা স্বীকৃতির উদ্দেশ্যগুলোর একটি। এবং মুখপাত্রের বক্তব্য অনুসারে এর স্বীকৃতিও দেয়া হয়ে গেছে। মি'য়ারে হক দ্বারা সম্ভবত তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মি'য়ারে হক হিসাবে মানার কথা বলতে চাচ্ছেন।

কর্ণধারগণ ভাবতে হবে, যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত পুরো ইসলাম ও শরীয়তকে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার জন্য মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি; বরং দ্বীন ও শরীয়ত রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার মাপকাঠি নয় বলে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি কেন নিতে হবে? অথবা সাহাবায়ে কেরাম মি'য়ারে হক হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত হলো কীভাবে?

মুখপাত্র বলেছেন, চার মাযহাব এবং হানাফী মাযহাব সবগুলো এই স্বীকৃতির মধ্যে আর দলীলের মধ্যে আইসা গেছে। সবগুলো সংসদে পাশ করা হইছে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমার কাছে খুব এলোমেলো লাগছে। কর্ণধারগণের মুখপাত্র কী বলছেন? চার মাযহাবের তাকলীদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্বীকৃতি পেল? হানাফী মাযহাব সহীহ হওয়ার স্বীকৃতিও প্রধানমন্ত্রী দিল? সংসদের মাধ্যমে এগুলো সব পাশ হয়ে গেছে? মনে হচ্ছে দ্বীন শরীয়তের সবকিছুর স্বীকৃতি ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। আর তিনিও অকাতরে দিয়ে চলেছেন। আমরাও পরিতৃপ্তিতে বিভোর হয়ে চলেছি। আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়, প্রজন্ম এ বাস্তব চিত্রগুলো বিশ্বাস করবে কি না। না কি এর চাইতে জঘন্য বিষয়কে গ্রহণ করার মত ভয়ংকর প্রজন্মও তৈরি হচ্ছে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

মুখপাত্র বলছেন, তারা সবকিছু মানবে। এ সবকিছুটা কী? কিছু বোঝা গেল না। না কি সরকার যা বলবে তার সব কিছু মানবে? আর যদি উদ্দেশ্য হয়, দ্বীন ও শরীয়তের সবকিছু মেনে চলবে, তাহলে একজন ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারীর সামনে এ মুচলেকা দেয়ার কী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে?

মুখপাত্র আরো বলছেন, এটার স্বীকৃতি দেয়া হয়ে গেছে। আমরা সবকিছু মানব এর স্বীকৃতি? স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না। আবার অস্পষ্ট বিষয়ের স্বীকৃতিও বড় বিপজ্জনক।

জরুরি টীকা ৫২ : .... সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই

একটি দেশে আল্লাহর বিধানকে বিলুপ্ত করে যারা মানবরচিত আইন বাস্তবায়নের মূল হোতা ও মূল স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে থাকে তাদের সবাইকে উল্লেখ করে করে এখানে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

কর্ণধারগণ একটু ভাবতে হবে, তাঁদের কাঙ্খিত অর্জনের জন্য কতটুকু বিসর্জনের অধিকার শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে।

জরুরি টীকা ৫৩ : কওমী মাদরাসার আসল খেয়াল হলো হেফাজতে আতফাল, হেফাজতে আমওয়াল

হেফাজতে আতফাল মানে হচ্ছে, শিশুদের লালন আর হেফাজতে আমওয়াল মানে হচ্ছে, সম্পদ সংরক্ষণ। এ আসল খেয়ালের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। শিশুদের লালনকে না হয় কোন এক পর্যায়ের খেয়াল হিসাবে ব্যক্ত করা যায়, কিন্তু সম্পদ সংরক্ষণ কওমী মাদরাসার কর্মতালিকার কোন পর্যায়ে রাখা যায়? অথবা কমপক্ষে বলা যায়, এ কথাগুলোর সঙ্গে স্বীকৃতির কী সম্পর্ক?

না কি মুখপাত্র সরকারকে আশ্বস্ত করতে চান, তাঁরা সরকারকে সহযোগিতামূলক নির্মাণ কাজের শরিক, সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে এমন ধ্বংসাত্মক কাজে তাঁরা বিশ্বাসী নন। বর্তমানে ইসলামের নামে যেসকল ধ্বংসাত্মক কাজের মহড়া চলছে সেগুলোর সঙ্গে তাঁরা নেই। যেমনটি তাঁর পরবর্তী বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবে ইসলাম ও ওলামায়ে কেরামের কর্ণধারগণের সামনে সর্বাবস্থায় ধ্বংস ও নির্মাণের সঠিক সংজ্ঞা হাজির থাকা জরুরি। ধ্বংস ও নির্মাণের অতীত উদাহরণগুলো সামনে থাকা জরুরি।

জরুরি টীকা ৫৪ : কোন ধরনের সাংবিধানিক অসুবিধা এবং জঙ্গিবাদ ইত্যাদি এগুলা কওমী মাদরাসার মধ্যে নাই

মুখপাত্র বলছেন, কওমী মাদরাসায় সাংবিধানিক কোন অসুবিধা নেই। কওমী মাদরাসায় কোন জঙ্গিবাদ নেই।

মুখপাত্র মুহতারামের এ দু'টি বাক্যের আমি প্রথমত তরজমা করব। এরপর আমি প্রশ্ন করব, এ দু'টি বিষয় কওমী মাদরাসায় কেন নেই এবং এ না থাকার শরয়ী বিধান কী?

প্রথম বাক্যের অর্থ হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় চৌদ্দ বছর বা ষোল বছর যাবত কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের যে ইলম শেখানো হয় সে

ইলমের বিচারে বাংলাদেশের মানবরচিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানে কোন সমস্যা নেই। এমনিভাবে এই সংবিধানের দৃষ্টিতেও চৌদ্দ বছর বা ষোল বছরের দ্বীনী শিক্ষার মাঝে এবং শরয়ী সিদ্ধান্তের মাঝে কোন সমস্যা নেই। অর্থাৎ এ দুয়ের পরস্পরে কোথাও কোন বৈপরীত্য নেই।

দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় ইসলামের নামে ইসলামের জন্য এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রকার যুদ্ধের ধারণা নেই। এসবের জন্য জঙ্গ ও যুদ্ধকে কওমী মাদরাসার অভিভাবকগণ অনুমোদন করেন না।

আমার কৃত অর্থে কোন ভুল থাকলে পাঠকবর্গ বলবেন। শুধরে নিতে কোন সমস্যা হবে না। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এ দু'টি বিষয় কওমী মাদরাসায় নেই কেন?

ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী শরীয়ত ও আইন বলে, মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গন ও প্রতিটি পর্ব ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তার জীবনের কোন অংশই স্বাধীন নয়, ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত নয়। এরই বিপরীত বাংলাদেশ সংবিধান বলে, ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত দু'চারটি বিষয় ব্যতীত আর কোনো কিছুই ধর্মের নিয়ন্ত্রণভুক্ত নয় এবং ধর্মের নিয়ন্ত্রণে আনা বৈধ নয়।

এখন কওমী মাদরাসার মুখপাত্র যদি প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেন যে, কওমী মাদরাসার মধ্যে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং সংবিধানের বিপরীত কিছু নেই, আবার বিশাল কর্ণধার সমুদ্র ঠিক ঠিক রবে তা গ্রহণ করে নেয় তাহলে প্রশ্ন আসে, বর্তমান কওমী মাদরাসাগুলোতে কোন ধর্মের শিক্ষা দেয়া হয়? দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলো সে পাঠ্যসূচির আলোকে চলছে। এমতাবস্থায় মুখপাত্রের এ দাবির ফলাফল কোন দিকে যাবে? তিনি কওমী মাদরাসাগুলোর উপর অসত্য চাপিয়ে দিয়েছেন? নাকি কওমী মাদরাসাগুলো তার ঈমান, আকীদা ও আদর্শ থেকে বের হয়ে বহুদূর চলে গেছে? আর সে কারণে আগাগোড়া কুফরের মূলনীতিতে তৈরি সংবিধানের আলোকে কওমী মাদরাসায় কোনো অসুবিধা নেই এবং কওমী মাদরাসার দৃষ্টিতে সংবিধানে কোনো অসুবিধা নেই?

কর্ণধারগণ এ 'কেন'র উত্তর দিতে হবে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে তা হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় জঙ্গিবাদ নেই কেন?

বর্তমান পৃথিবীতে জঙ্গিবাদের পরিচয় হচ্ছে : ইসলামের নামে, ইসলামের জন্য, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী শরীয়াহ তথা কুরআন-সুন্নাহের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, মুসলমানদের হারানো ভূখণ্ডগুলো পুনরায় উদ্ধার করার জন্য, মাজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য এবং জুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং পৃথিবীর বুক থেকে কুফর-শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য যে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হয় তাকে জঙ্গিবাদ বলা হয়, যারা করে তাদেরকে জঙ্গি বলা হয়। এ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা বাধা দেয় বা যারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে বলা হয় জঙ্গিবাদ। ইসলামের শিরোনামে এ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে যারা বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র পরিচালনা করে তাদেরকে জঙ্গি বলা হয়।

কর্ণধারগণ পর্যায়ক্রমে বলতে হবে, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গির যে পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে এ পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের কোন দ্বিমত আছে কি না? দ্বিমত থাকলে বলতে হবে, আন্তর্জাতিকভাবে কাদেরকে জঙ্গি বলা হয়? এবং কোন ধরনের কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলা হয়? তার সঙ্গে এখানে উপস্থাপিত জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে পার্থক্য কী কী?

আর যদি জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের উপস্থাপিত এ পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের দ্বিমত না থাকে, তাহলে বলতে হবে, বর্তমানের জঙ্গিরা যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তার সঙ্গে জিহাদের সঙ্গে কোথায় কোথায় পার্থক্য? বলতে হবে, এ কর্মকাণ্ডগুলো কেন জিহাদ নয়? আর যদি বলা হয় এ কর্মকাণ্ডগুলো জিহাদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে বলতে হবে, এ জঙ্গিবাদ ও জঙ্গি কওমী মাদরাসায় নেই কেন? দ্বীনের প্রাঙ্গণে দ্বীন রক্ষার হাতিয়ার ও যোদ্ধা নেই কেন? এ না থাকার অপরাধ গর্বের বিষয় হয়ে গেল কেন? দ্বীনের জন্য জঙ্গ ও যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের পথের মুজাহিদ ও জঙ্গি দ্বীনচর্চা কেন্দ্রে কেন ঘৃণিত হয়ে গেল?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কর্ণধারগণের দিতে হবে। সঠিক উত্তর না পেলে প্রজন্মকে নিজ দায়িত্বে নিজের ঈমান-আকীদার বিষয়ে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

জরুরি টীকা ৫৫ : আল্লাহ পাককে রাজি খুশি করতে পারি

কিন্তু পথিক হজ করার জন্য যে পথে পাড়ি জমিয়েছে সে পথ মক্কার পথ নয়। এ পথ গায়রুল্লাহকে রাজি খুশি করার পথ। এ মজলিসের আগাগোড়া فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ 'আর যারা তাদের দরবারে যাবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে' -এর উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহকে রাজি খুশি করতেই হবে। তবে এর জন্য সে সঠিক পথও ধরতে হবে। কর্ণধারগণকে এ পরামর্শ আমি দেয়ার অধিকার রাখি না। কিন্তু নিজের চোখের দেখায় ও কানের শোনায় যা বিপথ বলে মনে হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করার কোন সুযোগ নেই।

জরুরি টীকা ৫৬ : এই অসুবিধার মধ্যে সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম সব একমত, সব একমত যে, তবলীগের জামাতকে যাতে, তবলীগের জামাতকে যাতে হক রাস্তায় পরিচালনা করাটার সুযোগ দান করেন

মুখপাত্রের বক্তব্যের এ অংশটুকু 'এই অসুবিধার মধ্যে সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম একমত'– ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। তবে পরবর্তী অংশে মুখপাত্র অনুরোধ করে বলছেন, প্রধানমন্ত্রী যেন তাবলীগ জামাতকে হক রাস্তায় চলার সুযোগ দান করেন। এর মানেটা কী? ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী ইসলাম ধর্মের একটি দাওয়াতী কাফেলাকে হক পথে চলার সুযোগ করে দেবে? এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রার্থনা কার কাছে? এ প্রার্থনা কি অনেকটা এরকম হয়ে গেল না اللّٰهُمَّ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه?

আমার পাঠকবর্গ হয়ত আমার এমন মন্তব্যে বড় রকমের মনোকষ্ট নিবেন। কিন্তু আমার দাবি থাকবে, তারা যেন মুখপাত্রের 'হক রাস্তায় পরিচালনা করাটার সুযোগ দান করেন'– কথাটির ব্যাখ্যা করে দেন। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত যা মুসলমানের একটি দায়িত্ব তা হক পথে চলার তাওফীক কে দেবে? এ প্রার্থনা মুসলমান কার কাছে করবে?

নির্দিষ্ট একটি পক্ষের উল্লেখ করে মানুষের কাছে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে, এ পক্ষটি হক। আপনি এর সহযোগিতা করুন। এতে দুনিয়া আখেরাতে আপনি সফল হবেন। কিন্তু তা না করে বলা হচ্ছে, হক পথে চলার সুযোগ করে দিন।

প্রধানমন্ত্রী হক-নাহকের কী বোঝে? আমরা তো তাকে মুরতাদ বলি, আপনারা কি তাকে পূর্ণাঙ্গ মূর্খও মনে করেন না? যদি মূর্খ মনে না করেন, তাহলে শরীয়তের হাজার হাজার মাসআলার বিপরীত আইন করার কারণে তাকে মুরতাদ বললে আপনারা তাকে বাঁচানোর জন্য কেন বলে থাকেন, সে জানে না। যে ক্ষেত্রে তাকে অজ্ঞ বললে সুবিধা সেক্ষেত্রে তাকে অজ্ঞ বলবেন, আর যে ক্ষেত্রে তাকে আল্লামা বললে সুবিধা সেক্ষেত্রে তাকে আল্লামা বলবেন– এটাই সিদ্ধান্ত?

একটি অজ্ঞ ও মুনাফিক শ্রেণী শত বছর পর্যন্ত আপনাদের আজকের এ শোকরানা মাহফিলকে অজুহাত হিসাবে তুলে ধরে হাজার হাজার অপকর্ম করে যাবে। আপনাদের একেকটি শব্দ ও বাক্যকে কুরআন-হাদীসের মত দলীল প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করবে। যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। আর সে আশঙ্কা থেকেই আজ আপনাদের এ অস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও এড়িয়ে যেতে পারছি না।

মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব, সহ সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ৫৭ : কওমী মাদরাসায় শিক্ষক, ছাত্র সমাজে সম্মানিত থাকলেও যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, আছেন, থাকবেন

মুবতাদা খবরের অমিলটা একটু মিটিয়ে দিতে মন চাচ্ছে। মুখপাত্র সম্ভবত বলতে চেয়েছেন, 'কওমী মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র সমাজে সম্মানিত থাকলেও যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন না, এখন স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা যথেষ্ট সম্মানিত হয়েছেন এবং সম্মানিত থাকবেন'। এ ছাড়া অন্য কোন তরজমা করলে তা সহীহ হবে না।

কর্ণধারগণের মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সত্য। কুরআনের শিক্ষক ও ছাত্রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সেরা মানুষ। কুরআনের আইন বিলুপ্তকারী প্রধানমন্ত্রীরা তাদের সম্মান বাড়াতে পারে না। আর কুরআনের শিক্ষক-ছাত্র যে সমাজে অসম্মানিত সে সমাজ মুসলমানের সমাজ নয়। সে সমাজ কুফরের সমাজ। এ কুফরী সমাজের গর্বিত পরিচালকের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করে সম্মানের কোন স্তরে আমরা পৌঁছতে চাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ আয়াতের প্রতি কর্ণধারগণের বিশ্বাসের অবস্থা কী?

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. (سورة النساء : ١٣٨-١٣٩)

'মুনাফেক ব্যক্তিদের তুমি সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য ভয়াবহ আযাব রয়েছে। যারা (দুনিয়ার ফায়েদার জন্যে) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা (কি এর দ্বারা) এদের কাছ থেকে কোনো রকম মান-সম্মানের প্রত্যাশা করে? অথচ (সবটুকু) মান-সম্মান তো আল্লাহ তাআলার জন্যেই। (সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯)

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (سورة المنافقون : ٨)

'তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সবল দলটি (মুসলমানদের) দুর্বল দলটিকে সে শহর থেকে অবশ্যই বের করে দেবে; (আসলে) যাবতীয় শক্তি সম্মান তো আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর অনুসারী মুমেনদের জন্য, কিন্তু মুনাফেকরা এ কথাটা জানে না'। (সূরা মুনাফিকূন : ৮)

আর যদি কর্ণধারগণ বলতে চান, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ বা কমপক্ষে কুরআনের আইনবিরোধী প্রধানমন্ত্রীর কাছে সম্মান চান না, তা হলে তাঁরা তার কাছে কী চান? মান ও সম্মানে কী ব্যবধান?

জরুরি টীকা ৫৮ : আল্লামা আহমদ শফি সাব ... এই প্রধানমন্ত্রী আসলে ...ইসলামের ব্যাপারে আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেক উদার

মুখপাত্র বলছেন, 'একটা কথা বলে আমি শেষ করছি। আল্লামা আহমদ শফি সাব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপর আস্থা রেখে আমরা কয়েকজনকে কানে কানে এই কথা বলছেন। এই প্রধানমন্ত্রী আসলে দ্বীনের ব্যাপারে, ইসলামের ব্যাপারে, আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেক উদার'।

এ বিষয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি নিবেদন পেশ করছি-

এক. এ প্রধানমন্ত্রী এবং এ ধরনের প্রধানমন্ত্রীদের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম যুগ যুগ থেকেই ফাতওয়া দিয়ে আসছেন, এরা কাফের। এরা কাফের হওয়ার বিষয়ে তাঁরা অকাট্য দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। এ প্রধানমন্ত্রী এবং এ ধরনের প্রধানমন্ত্রীরা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সালাফের মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ মূলনীতি দিয়ে গেছেন। খালাফের মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে কাফের বলে চলেছেন। দলীলের আলোকে তাদেরকে কাফের বলছেন।

এরই বিপরীতে মুরজিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতি অনুযায়ী একটি পক্ষ তাদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইরজা তথা মুরজিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের মূলনীতিগুলোর এত পরিমাণ অনুশীলন হয়েছে যে, এখন এর ফল দাঁড়িয়েছে, মুসলমান হিসাবে পরিচিতদের বিশাল একটি অংশ প্রতিনিয়ত, প্রতি সকাল-সন্ধ্যা, প্রতিদিন হাজারো কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কোন মুরতাদ পাওয়া যাচ্ছে না। মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া কোন ব্যক্তি যে পর্যায়ের কুফরীতেই লিপ্ত হোক না কেন তাকে মুরতাদ বলে ফাতওয়া দেয়ার মত কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন না কোন দূরবর্তী ওজর দেখিয়েও তাকে মুসলমান শুমার করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

ফলশ্রুতিতে ঈমান ও কুফর, মুসলিম-অমুসলিমের সীমারেখা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

দুই. ইসলামের পক্ষে বলার কারণে এবং ইসলামের দাবি-দাওয়া নিয়ে ময়দানে আসার কারণে সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রীপরিষদ সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রবক্তাদেরকে স্মরণকালের সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছে, সর্বোচ্চ গালমন্দ করেছে, সর্বোচ্চ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছে, গণহারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ ও বদনাম ছড়ানোর জন্য সকল গণমাধ্যমকে উৎসাহিত ও বাধ্য করেছে, সমাজের সামনে তাদেরকে ঘৃণিত ও অপাঙ্ক্তেয় করে তুলেছে।

এ প্রধানমন্ত্রী কখন সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির ঘর্ষণে হঠাৎ এভাবে বদলে গেল তা আমরা বুঝতে পারিনি। এমন কোন তথ্যও কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা খবর পাইনি। যতগুলো কারণে এ প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদ এ কর্ণধারগণের কাছে ইসলামবিরোধী শক্তি হিসাবে পরিচিত ছিল সেসব কারণের কোনটিতেই কোন পরিবর্তন আসেনি। তাহলে এ প্রধানমন্ত্রী কোন গুণে ইসলামের বিষয়ে উদার বলে কর্ণধারগণ বুঝতে পেরেছেন?

তিন. এ প্রধানমন্ত্রীর আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা আছে। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উদারতা সম্পর্কেও কিছুটা জানা আছে। কর্ণধারগণ কি আমাদের জানা সেসব উদারতা ও আকীদা-বিশ্বাসের কথাই বলছেন? না কি তাঁদের কাছে ভিন্ন কিছু আছে? এ প্রধানমন্ত্রীর সে উদারতা ও আকীদা-বিশ্বাসের কিছু এখানে তুলে ধরছি।

ক) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– দ্বীন ইসলামের বিধান রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে চলা সম্ভব নয়। ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থায় যেখানে ইসলাম ধর্মের বিধান অন্য কাউকে কোন প্রকার স্পর্শ করে না সে অবস্থা ব্যতীত অন্য কোথাও ইসলাম ধর্মের বহিঃপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই।

খ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– ইসলাম ধর্মসহ পৃথিবীর সকল ধর্মই সমান সম্মান ও গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। প্রত্যেক ধর্মের সঠিক ধর্মচর্চাই তাকে পরকালের মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে।

গ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– কাফের, মুশরিক এবং তাদের কুফর ও শিরকের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা অন্যায়। কুফর শিরকের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো অন্যায়। জনগণের টাকা খরচ করে মসজিদের

মাইকে এভাবে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো, ইহুদী-খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর কোন অধিকার নেই।

ঘ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– সুদ, ঘুষ, আইন-আদালত, বিশ্বকাপ খেলা, মদের লাইসেন্স, পতিতালয়ের লাইসেন্স, যুবতী মেয়েদের ফুটবল খেলা, সিনেমা নাটকের সমালোচনা, পূজা-পার্বণ, শিরক-কুফরে মাখা প্রথাগত রীতিনীতি ইত্যাদি দুনিয়াবী বিষয়ে মসজিদের মাইকে কথা বলা অবৈধ।

ঙ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– কুরআনের যেসকল আয়াত এবং যেসব হাদীস ভূখণ্ড ও ভাষাভিত্তিক জাতীয় স্বার্থের বিরোধী সেসকল আয়াত ও হাদীস নিয়ে মসজিদের মাইকে এবং জনগণের টাকায় আয়োজিত মজলিসে আলোচনা করা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ।

চ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– বাবা তার ষোল সতের বছরের যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিলে জেল খাটার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে এ প্রধানমন্ত্রী তার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রশাসন ও দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে সর্বদা সজাগ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে রেখেছে এবং সর্বক্ষণ এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

পক্ষান্তরে এ বয়সেরই কোন মেয়ে যদি প্রেম ভালোবাসার শিরোনামে সমবয়সী বা তার চাইতে বেশি বয়সী কোন ছেলের সঙ্গে একান্তে সময় কাটায়, একাকী বেড়াতে যায়, প্রেম প্রেম খেলা করে তাহলে সে ক্ষেত্রে তার বাবাসহ কেউই কোন প্রকার আপত্তি করার অধিকার রাখে না। বরং মেয়ের মতের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান গ্রহণ করলে সে জন্য বাবাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ছ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। মানবরচিত কুফরী আইন আদালতের মাধ্যমে তা অনুমোদিত হতে হবে। এরপরও তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে না। তিন মাস পর থেকে তার কার্যকারিতা শুরু হবে।

জ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– তিনি ও তারা অনুমোদন দিলে মদের ব্যবসা ও ব্যবহার বৈধ। আর তিনি ও তারা অনুমোদন না করলে মদের ব্যবসা ও ব্যবহার অবৈধ। তিনি ও তারা অনুমোদন করলে মদের ব্যবসায়ী

ও ব্যবহারকারী দেশ ও জাতির বন্ধু। আর তিনি ও তারা অনুমোদন না করলে মদের ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী দেশ ও জাতির শত্রু।

ঝ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– তিনি ও তারা অনুমোদন করলে পতিতালয়ে পতিতাদের সকল যিনা ব্যভিচার বৈধ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাদের কাছ থেকে তাদের অপকর্ম বাবদ কর গ্রহণ করার অধিকার রাখে।

ঞ) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– মুসলমানদের মুফতী, মুহাদ্দিস, খতীব ও ওয়ায়েয ব্যাংক সুদের বিরুদ্ধে কথা বলা, ব্যাংকিং পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে কথা বলা, ব্যাংকে চাকুরির বৈধতা নিয়ে কথা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ট) এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস– মানবরচিত কুফরী আইন সম্বলিত সংবিধান হচ্ছে পবিত্র সংবিধান, কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে তৈরিকৃত আইন যেখানে বাস্তবায়ন হয় তা হচ্ছে মহামান্য আদালত, যেখানে এসব আইন পাস হয় তা হচ্ছে পবিত্র সংসদ।

আমরা এ প্রধানমন্ত্রীর দ্বীন ইসলাম ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যেসব উদারতার কথা জানি এবং যেগুলোর আংশিক এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আমাদের কর্ণধারগণ না জানার কোন সুযোগ নেই। তাই এই প্রধানমন্ত্রীকে দ্বীন ও ইসলাম বিষয়ক সনদ দেয়ার আগে কর্ণধারগণ তার জীবনের পাতাগুলোতে আবার চোখ বুলিয়ে নেয়ার দরকার ছিল।

জরুরি টীকা ৫৯ : ওনার থেকে দ্বীনী ব্যাপারে দুনিয়াবী নয় দ্বীনের ব্যাপারে শুধু স্বীকৃতি আদায় নয় আরো অনেক কিছু আদায় করা যাবে। তার অন্তর এরকম পরিচ্ছন্ন

এই প্রধানমন্ত্রীর মাঝে শত প্রকারের কুফরের অনুশীলন দেখেও তাকে কাফের ও মুরতাদ ফাতওয়া দিতে গিয়ে এ কথা বলে ফাতওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে যে, আপনারা তো তার দিল খুলে দেখেননি যে তার মনে কী আছে? কিন্তু এতগুলো কুফরের উপস্থিতিতেও তার মন যে পরিচ্ছন্ন তা কর্ণধারগণ বুঝে ফেলেছেন! সমাজের এক প্রকারের মানুষের মুখে আমরা প্রায় শুনতে পাই তারা বলে থাকে, আমি নামায না পড়লেও আমার মন পরিষ্কার আছে, আমি পর্দা না করলেও আমার মন পরিষ্কার আছে, আমি রোযা না রাখলেও আমার মন পরিষ্কার আছে।

কর্ণধারগণের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এসব পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তার সনদ দেয়ার জন্য শরীয়ত কী মাপকাঠি দিয়েছে? আমরা কোন মাপকাঠি মেনে চলছি? কর্ণধারগণ আমাদেরকে কোন মাপকাঠি মেনে চলার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন?

বর্তমান পৃথিবীতে পরিষ্কার মনের দাবিদারদের মধ্যে প্রথম কাতারে রয়েছে নাস্তিকরা, আর দ্বিতীয় কাতারে রয়েছে ভাণ্ডারী, আটরশি ও দেওয়ানবাগীর মুরিদরা। শরীয়তের কোন প্রকার মাপকাঠি ছাড়াই যদি এ সনদ দেয়া যায় তাহলে তাদের দাবি মানতে সমস্যা কোথায়? আর যদি শরীয়তের মানদণ্ডে এ দাবি করতে হয় তাহলে কর্ণধারগণকে বলতে হবে, ইসলামবিরোধী এতগুলো অন্যায়-অপরাধের প্রকাশ্য অনুশীলনকারী প্রধানমন্ত্রীর মনের পরিচ্ছন্নতা কীভাবে বোঝা গেছে?

এমন কী মহানেয়ামত অর্জন হয়েছে যার কারণে কর্ণধারগণ আশা করে আছেন যে, দ্বীনী বিষয়ে আরো অনেক কিছু আদায় করা যাবে। আমরা জানি দ্বীনের কোন দাবিই একটি কুফরের দরবার থেকে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এসব কথা তো সবাইকে বোঝাতে পারি না। তাই সহজবোধ্য একটি উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, আমাদের এ কর্ণধারগণের এক সময়ের তেরটি দাবির একটি দাবিও রক্ষা করার মত আন্তরিকতা ও হিম্মত এ প্রধানমন্ত্রী দেখাতে পারেনি। এরপরও বার বার কেন জানি মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে অনেক কিছু করা যাবে। জানি না এর গূঢ় রহস্য কী?

জরুরি টীকা ৬০ : অনেক ওলামায়ে কেরাম বর্তমানে তাদের নামে মিথ্যা মামলা হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম দুর্ভোগে দুর্ভোগে পোহাইতেছেন

এ মিথ্যা মামলাগুলো এ প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই হয়েছে। হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম এ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ীই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। আর তা পোহাচ্ছেন ইসলামের পক্ষে কিছু দাবি দাওয়া আদায় করার জন্য রাজপথে নামার কারণে।

আমরা জানি, সেসব ওলামায়ে কেরাম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে উপেক্ষা না করেই দাবিগুলো করেছিলেন। ইতিহাসও এ কথাই

বলে। সুতরাং তাদের শুধুমাত্র অপরাধ ছিল, ইসলামের পক্ষে কিছু দাবি তুলে ধরা। এছাড়া আর অন্য কোন অপরাধ ছিল না। তাছাড়া যারা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে উপেক্ষা করে, তারা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের দরবারে কোন দাবি নিয়ে যাওয়াকে বৈধ মনে করে না। তারা রাজপথে মিছিল সমাবেশ করতে যাবে কেন?

এখন কর্ণধারগণের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এ প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ের কোন পৃষ্ঠা দ্বীন ইসলামের জন্য উদারতা ও পরিচ্ছনতায় ভরা, আর কোন পৃষ্ঠাটি দ্বীন ইসলামের ধারকবাহকদের জন্য ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ ও কঠোরতায় ভরা? কর্ণধারগণ অন্যান্য প্রশ্নাবলীর ন্যায় এ প্রশ্নটিরও জবাব দিতে হবে। না হয় প্রজন্ম এসব বৈপরীত্যের সমাধান করতে গিয়ে যে ফলাফলে পৌঁছবে সে ফলাফল কর্ণধারগণ কোনভাবে বরদাশত করতে পারবেন না।

মাওলানা আবদুল বাসীর সাহেব, মহাসচিব, আজাদ দ্বীনী ইদারা বাংলাদেশ, সদস্য আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ৬১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হই। এবং ১১ই এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশে গণভবনে আমরা সমবেত হয়েছিলাম

ইসলাম ধর্মের ধারক বাহক ও কর্ণধারগণ ইসলামী ধর্মের আইনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী একজন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়া একাধারে নাজায়েজ, ঘৃণিত ও লজ্জাজনক। এমনিভাবে এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর আদেশ মানা ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তককে অপমানিত করার শামিল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে আল্লাহর দুশমন ও আল্লাহর আইনের দুশমনের হাতে এভাবে সঁপে দেয়ার চাইতে ঘৃণিত আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সে ঘৃণিত ও লজ্জাজনক বিষয়টিই গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

জরুরি টীকা ৬২ : সেদিনও আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। সেটা ছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের অবদান

পাকিস্তান আমলের ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠানটিই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেমন শেখ হাসিনা বানায়নি; বরং আগের নামটা পছন্দ না হওয়ার কারণে সে নামটা বদলে দিয়েছে। এরকমভাবে ইসলামী ফাউন্ডেশনও শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং আগের নামটা পছন্দ না হওয়ার কারণে নামটা বদলে দিয়েছে। নামফলক আগেরটা ভেঙ্গে নতুন নামফলক প্রতিষ্ঠা করার প্রতিভা অনেক পুরাতন প্রতিভা। এসব বিষয়ে নতুন করে জ্ঞান দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের ধারকবাহক ও কর্ণধারগণ ঈমান ও ইসলামের অবহেলিত ফরজ তালিকার বিন্দু-বিসর্গ কিছু করতে না পেরে এখন তালাশ করে বেড়াচ্ছেন, ডাস্টবিনের কোন কোনে সামান্য পোলাও কোরমার ভাঙ্গা হাড়িটি রাখা আছে। যেন ততটুকুর ঘ্রাণে মোহিত হয়ে থাকা যায় এবং সে গর্বে বুক ফুলিয়ে রাখা যায়। অথবা কমপক্ষে বুক ফুলিয়ে রাখার অভিনয় করা যায়।

জরুরি টীকা ৬৩ : যার কারণে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হইছে

হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশনের প্রয়োজন কী? দেশে ‘কাবিখা’ ফাউন্ডেশনের কি অভাব পড়েছে?! টুকরি কোদাল, কুড়াল আর রশি কি দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? রিক্সা-ভ্যান চালানো শিখতে কত দিনের প্রয়োজন? কঠিন একটি শব্দ লিখতে গিয়েও হজম করে নিলাম। না লিখতে পেরে খুব কষ্ট হচ্ছে।

যাদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের বহরে সারা দেশ প্লাবিত হয়ে চলেছে, তাঁরা ইসলামী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পেরে খুশিতে আত্মহারা হয়ে আছেন!

যাদের বিশ্বাস, কওমী মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হলে না খেয়ে মরতে হবে, তারাই মূলত এ ধরনের কথা বলতে পারে। কওমী

মাদরাসায় শিক্ষিত হাজার হাজার ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীসের ইলম শিখে বেকার হয়ে গিয়েছিল, আর ইসলামী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাদের চাকুরির ব্যবস্থা হয়েছে?!

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি, আল্লাহ যেন এদেরকে হেদায়াত দান করেন, আর নয়ত এদের উপযুক্ত বিচার করেন। আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীনের ধারক বাহকদেরকে যারা এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদের সামনে অপমানিত করে তাদের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করলাম।

জরুরি টীকা ৬৪ : এজন্য বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার কন্যা হিসেবে কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদের মান ঘোষণা করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার দ্বারাই সম্ভব

এতটাই আপ্লুত?! এতটাই সিক্ত?! এতটাই প্লাবিত?! এহসানের প্লাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কর্ণধারগণের নাক কখন ডুবে যায় সে শঙ্কায় শঙ্কিত রয়েছি। এ শোকরানা মাহফিলের আগ পর্যন্ত শুনে এসেছি এ প্রধানমন্ত্রী ও তার বাবা ইসলাম, ইসলামের ধারক বাহক ও ওলামায়ে কেরামের যে পরিমাণ বারটা বাজিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পরিমাণ আর কেউ পারেনি। টাইম মেশিনে চড়ে একটু অতীতকে মন্থন করলে হয়তো এ বক্তার মুখেই সেসব বক্তব্য আমরা শুনতে পাব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনতে হচ্ছে। আজকের দিনের আমেজটাই আসলে ভিন্ন রকমের। আল্লাহ আমাদের ক্ষণিকের এসব মোহ থেকে রক্ষা করুন।

জরুরি টীকা ৬৫ : যারা সাহাবায়ে কেরামকে মা'ছুম মানে না, সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মা'ছুম মানে না তাদের সাথে বহু দীর্ঘদিন থেকে কওমী মাদরাসা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, লিখা-লিখি শুরু হয়েছিল। (সবাই মিলে) ঠি--ক। বর্তমান সরকার ব্রিগেডিয়ার জয়নুল আবেদিন সাব যে বক্তব্য পেশ করেছেন সেই বক্তব্যর সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করি

কর্ণধারগণ কি আত্মহারা হওয়ার পর্বও পার করে চলেছেন? এ প্রধানমন্ত্রীকে রাজি খুশি করার জন্য একটি বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে তাঁরা কী কী অবদান রেখেছেন তার তালিকাও পেশ করে চলেছেন। অবদানগুলো অবশ্যই খুব ভালো ভালো অবদান। এরপরও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্নগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-

ক) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কেউই সাহাবায়ে কেরামকে মাসূম মনে করেন না। দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামও কখনো সাহাবায়ে কেরামকে মাসূম মনে করেন না। মুহতারাম এ প্রধানমন্ত্রীকে বেশি রকমের খুশি করার জন্য এবং এ প্রধানমন্ত্রীর শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নিজেদের উপর একটি মিথ্যা আকীদার বোঝা তুলে নিলেন!

খ) যারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না কর্ণধার তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করছেন এমন ব্যক্তিদের কাছে যারা সাহাবায়ে কেরামকে সন্ত্রাসী মনে করে। যারা সাহাবায়ে কেরামের জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মনে করে। যারা সাহাবায়ে কেরামের শাসনামলকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে ব্যক্ত করতে পছন্দ করে।

গ) কর্ণধার খুব পরিষ্কার করে স্বীকার করছেন ও ঘোষণা করছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জয়নুল আবেদীন যা যা বলেছেন তার সঙ্গে কর্ণধারগণের কোথাও কোন দ্বিমত নেই।

উল্লেখ্য, সামরিক সচিব সাহেব তার বক্তব্যে ঈমান বিরোধী, শরীয়তের সিদ্ধান্ত বিরোধী, ওলামায়ে কেরামের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপসহ সব ধরনের অন্যায় কথাগুলো বলে এবং নিজের মুরতাদ ম্যাডামকে বিশ্বের সেরা মুসলমান বলে দাবি করেই মঞ্চ ত্যাগ করেছে। এমতাবস্থায় তার বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা কত যে ভয়ংকর বিষয় তা সম্ভবত কর্ণধার এ মুহূর্তে অনুভব করতে পারছেন না, অথবা অনুভব করার প্রতি মনোযোগ দেয়ার সাহস পাচ্ছেন না।

ঘ) যারা ইসলাম ধর্মের নিয়ন্ত্রণকে দেশ, সমাজ ও পরিবার থেকে বিতাড়িত করে সে স্থলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে লিখালিখি শুরু না করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু না করে, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু করে কর্ণধারগণ সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বানিয়ে কী করতে চান?

কর্ণধারগণ কি বৈপরীত্যমূলক এসব বিষয় অনুভব করার মত যোগ্যতা নিজেদের মাঝে অনুভব করছেন না?

ঙ) দেশে হাজার রকমের বাতিল ফেরকার আনাগোনা সত্ত্বেও কর্ণধারগণ শুধুমাত্র একটি বাতিল ফেরকার সঙ্গে তাঁদের বিরোধিতার কাহিনী শোনানোর পেছনে এখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত কি পরিমাণ প্রকট হয়ে উঠছে তা কি তাঁরা অনুভব করতে পারছেন?

জরুরি টীকা ৬৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র, শিক্ষক, তাদের অভিভাবকগণ, আশ্চর্য অবস্থায় আপনার সেই ঘোষণার জন্য শোকরানা সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার সুন্দর বক্তব্য শুনার অপেক্ষায় আমরা আছি

একই পোশাকের অগ্রপথিকদের এমন অপমানজনক বক্তব্য শুনে প্রজন্ম কীভাবে নিজেদেরকে ঠিক রাখবে?

কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রজন্ম সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা তাবেয়ীন থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত সালাফের ইসলামী জীবনের একটি চিত্র ইতিহাসের কিতাব পত্রের পাতায় পাতায় দেখেছে। এখন আরেকটি চিত্র তারা দেখতে পাচ্ছে। দু'টি চিত্রের বৈপরীত্যগুলোর সমাধান করতে গিয়ে প্রজন্ম যে ফলাফলে পৌঁছবে সে ফলাফলকেই কর্ণধারগণ বেয়াদবি ও গোমরাহি বলে আশ্বস্থ হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু তখন প্রজন্মের অসহায়ত্বকে অনুধাবন করার মত অবস্থা হয়ত কর্ণধারগণের থাকবে না। প্রজন্ম যে কখনো কুরআন-হাদীস ও সালাফের প্রথম কাতারগুলোর বিপরীতে শেষ কাতারগুলোকে প্রাধান্য দিতে পারবে না সে কথাটা কর্ণধারগণ বুঝতে চাইবেন না।

জরুরি টীকা ৬৭ : আল্লাহ তাআলা আপনার দীর্ঘায়ু জাযাযে খায়ের দান করুণ

এ প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ আয়ু দ্বীন ইসলাম, ইলমে দ্বীন, ইসলামী আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কী পরিমাণ কাজে লাগবে বলে কর্ণধারগণ আশা করছেন

এবং যে আশাগুলো করছেন তা কেন করছেন? তার কোন নেক আমলের উপর এ জাযার দোয়া করা হচ্ছে? এ প্রধানমন্ত্রীর কুফর শিরকসহ হাজার হাজার অপকর্মের জন্য কি কর্ণধারগণের কিছুই করার নেই? সেসব বিষয়ে কি কর্ণধারগণের উপর শরীয়তের কোন নির্দেশ নেই?

একটি দেশের প্রধান কোন অপরাধে লিপ্ত হলে শরীয়তের যিম্মাদারদের কী দায়িত্ব তা কর্ণধারগণের জানা না থাকলে জেনে নেয়া জরুরি। আর জানা থাকলে তার প্রয়োগ জরুরি। তার উপর আমল করা জরুরি।

মাওলানা আরশাদ রহমানী সাহেব, সভাপতি তানজীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া বাংলাদেশ, সদস্য আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ৬৮ : আমরা মনে করি এটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার কারণে সম্ভব হয়েছে

যে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বিগত দশ/পনের বছর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখন এক বিশেষ মুহূর্তে সে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা আট/দশ হাত পা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্ণধারগণ যদি রাজনীতি ও কুফরী নীতির এ বিশেষ মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে অনুভব করতে পারতেন, তাহলে প্রজন্ম ও নাদান অনুসারীরা বিশেষভাবে উপকৃত হত। শত্রু শত্রুতা করার ছিদ্র খুঁজে পেত না।

হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদভী, সভাপতি, আঞ্জুমানে ইত্তিহাদুল মাদারেস বাংলাদেশ, অন্যতম সদস্য, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ। তিনি অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন হযরত মাওলানা আবু তাহের নদভী

জরুরি টীকা ৬৯ : বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০১৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি উজ্জ্বল মাইলফলক

যে মাইলফলক কর্ণধারগণের দৃষ্টিকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে একজন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিবদ্ধ করে দিয়েছে। সালাফের সকল উদ্দেশ্য-আদর্শকে ইসলামী শরীয়তের আইন বিরোধী একজন প্রধানমন্ত্রীর পদতলে বিলীন করে দিতে কর্ণধারগণকে বাধ্য করেছে। ওলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে সর্বোচ্চ প্রতিভাধারী একজন রাষ্ট্রপ্রধানের গলায় মালা পরিয়ে দিতে যে মাইলফলক উম্মতের রাহবারগণকে উৎসাহিত করেছে, সে মাইলফলক অভিমুখে ছুটে যাওয়ার বৈধতা কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে? উম্মতের রাহবারগণকেই এর জবাব দিতে হবে।

জরুরি টীকা ৭০ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা থেকে দেশ ও জাতি উপকৃত হওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন

এখানে একটু বোঝার বিষয় হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বিশাল জনগোষ্ঠী থেকে দেশ ও জনগণকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? না কি এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে দেশ ও জনগণ থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? বিগত কোনো কোনো বক্তার বক্তব্য থেকে এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট করে উঠে এসেছে যে, এ স্বীকৃতির মাধ্যমে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। দেশ-বিদেশে চাকুরির সুযোগ হয়েছে। একটি সম্মানজনক অবস্থানে তারা পৌঁছার সুযোগ হয়েছে। বক্তাবৃন্দের কথায় কথায় কিছুটা

বৈপরীত্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, যার সামঞ্জস্য সাধন আমাদের মত গরিবদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। আর যদি কথা এটা হয় যে, এ স্বীকৃতির মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কোনো বক্তা প্রথমটির কথা বলেছেন, আর কোনো বক্তা দ্বিতীয়টির কথা বলেছেন। বাকি প্রধানমন্ত্রী ও প্রায় সকলে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত করেননি যে, এটি ইলম ও ওলামায়ে কেরামের উপর প্রধানমন্ত্রীর অভূতপূর্ব একটি করুণা।

এ পর্যায়ে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন হচ্ছে যথাক্রমে–

ক) এ স্বীকৃতির আগে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা থেকে দ্বীন ও ইলমের কোন কোন অঙ্গন বঞ্চিত ছিল, যেগুলো স্বীকৃতির পরে এখন পরিতৃপ্ত হচ্ছে?

খ) স্বীকৃতির আবেদনের মধ্যে তো এ কথা ছিল না যে, স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে বঞ্চনা থেকে মুক্ত করা হোক। তাহলে প্রাপ্তির তালিকায় তা এতবড় করে স্থান পেল কীভাবে?

গ) দ্বীন ও ইলমের ব্যাপক বিস্তৃতির পথকে সুগম করার জন্য কওমী শিক্ষাধারার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ সরকারী স্বীকৃতির বাইরে এসে কওমী শিক্ষাধারা চালু করেছেন। দেড় শতাব্দীকাল পরে এসে সে কওমী শিক্ষাঙ্গনের কর্ণধারগণ সরকারী স্বীকৃতির মাধ্যমে দ্বীন ও ইলমের খেদমতকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করছেন। অথচ তখন যে বৃটিশ ও মানবরচিত কুফরী আইনে দেশ পরিচালিত হচ্ছিল এখনও সে বৃটিশ ও মানবরচিত কুফরী আইনেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। স্বপ্নে তখন যে দৃশ্যগুলো দেখা যায়নি এখন সে দৃশ্যগুলো কেন দেখা যাচ্ছে?

জরুরি টীকা ৭১ : রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ফলে তাদের খেদমতের পরিধি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বহু জনপদে বিস্তৃত হবে ... নতুন নতুন ক্ষেত্র আশা করি তৈরি হবে

এ স্বপ্নগুলো এখন আমাদের কর্ণধারগণের সকাল-সন্ধ্যার স্বপ্ন। দুঃখের বিষয়, কর্ণধারগণ জানেন না যে, সে বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলো কী। যে ক্ষেত্রগুলো তারা স্বপ্নে দেখছেন তার সঙ্গে এ স্বীকৃতির কী সম্পর্ক তাঁরা জানেন না। তাঁদের এ সুখের স্বপ্নগুলোর তাবীর যখন পৃথিবী দেখবে তখন হয়তো তাঁরা পৃথিবীতে থাকবেন না। প্রজন্মের দুরবস্থার জন্য

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও আকুতি মিনতি করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করার থাকবে না।

আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তাঁদের এ বক্তব্যগুলোতে আমরা একটি কষ্টকর বার্তা পাই। আর তা হচ্ছে, আমাদের কর্ণধারগণ তাদের এ বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে এমন কিছু পাওয়ার প্রতি তাঁদের আবেগ ও আগ্রহ প্রকাশ করে চলেছেন যে বিষয়গুলো এ ধারার পূর্বপুরুষগণ বাম হাতে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও তাঁদের দাবি হচ্ছে, তাঁরা এ ধারার মূলনীতিকে লঙ্ঘন করেননি।

জরুরি টীকা ৭২ : দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতিগুলোর তথা উসুলে হাশতগানার আলোকে ... আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি আলহামদু লিল্লাহ!

কর্ণধারগণের আনন্দ ও শোকরিয়ার জোয়ার চলছে। এত কিছুর পরও তাঁদের দাবি, কওমী মাদরাসা তার বৈশিষ্ট্য এখনো হারায়নি। দারুল উলূম দেওবন্দের উসূলে হাশতগানার কোথাও কোন ব্যঘাত ঘটেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে-

১. একজন মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা একজন প্রকাশ্য ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা কমপক্ষে বিশ্বের বহু ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু পুরুষের সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গনে অভিজ্ঞ, বিশ্বের প্রায় সকল কুফরী শক্তির আন্তরিক বন্ধু, আজন্ম বেপর্দা একজন নারীকে দেশের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের মধ্যমণি বানিয়ে, অসম্ভব রকমের তাজীম-তাকরীম করে, অপলক নেত্রে বরণ করে স্মরণকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবর্ধনা দেয়া কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য ও উসূলে হাশতগানার সঙ্গে কীভাবে খাপ খেয়েছে? তা কর্ণধারগণ প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

২. যে স্বীকৃতির কারণে একজন মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধান, একটি কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতা, অথবা একজন প্রকাশ্য ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা কমপক্ষে বিশ্বের বহু ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু পুরুষের সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গনে অভিজ্ঞ, বিশ্বের প্রায় সকল কুফরী শক্তির আন্তরিক বন্ধু, আজন্ম বেপর্দা একজন নারীকে কওমী মাদরাসার অবলা (?) উলামা তালাবা তাদের জননী বানাতে বাধ্য হয়েছে, সে স্বীকৃতি কেন কওমী মাদরাসার মূলনীতিকে কোন প্রকার আঘাত করেনি? প্রজন্ম সে বিষয়টি বুঝতে চায়।

৩. যে স্বীকৃতির কারণে ইলমে দ্বীনের চর্চাকেন্দ্রে ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িক পতাকা উড়াতে হবে, ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িক গান গাইতে হবে, সে স্বীকৃতি কেন কওমী মাদরাসার মূলনীতি বিরোধী নয়? প্রজন্মকে তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪. যে স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সহীহ ইলমের চর্চাকারীরা হচ্ছে দেশের একটি এতীম অসহায় শ্রেণী, যাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা রাষ্টপ্রধানের দায়িত্ব। আর রাষ্ট্রপ্রধান সে দাযিত্বটিই পালন করেছে। কওমী ওলামা-তালাবার কাছে এ বার্তা শতমুখে পৌঁছে দেয়া কেন দারুল উলূম দেওবন্দের উসূলে হাশতগানার পরিপন্থী নয়? আল্লাহ প্রদত্ত ওহির এই ফরজ ইলম কেন শুধু এতীম-অসহায়দের ইলম? তা প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫. একজন মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা একজন প্রকাশ্য ফাসেক রাষ্ট্রপ্রধান, অথবা কমপক্ষে বিশ্বের বহু ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু পুরুষের সঙ্গে করমর্দন ও আলিঙ্গনে অভিজ্ঞ, বিশ্বের প্রায় সকল কুফরী শক্তির আন্তরিক বন্ধু, আজন্ম বেপর্দা একজন নারীকে সংবর্ধনা দেয়া কেন শোকরিয়া ও হামদের একটি ক্ষেত্র হলো? তা প্রজন্মকে বুঝিতে দিতে হবে।

৭. যে স্বীকৃতির কারণে প্রকাশ্য ইলহাদ ও যান্দাকায় লিপ্ত একজন ফরীদ উদ্দীন মাসউদকে এ দেশের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম ভালোভাবে চেনার পরেও তার আঁচল ধরতে বাধ্য হয়েছে, তাকে রাহবার হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, এরপরও কীভাবে কওমী মাদরাসার মূলনীতি ও দারুল উলূম দেওবন্দের উসূলে হাশতগানা অক্ষত রয়ে গেল? প্রজন্ম বিষয়টি বুঝতে চায়।

জরুরি টীকা ৭৩ : ভেতরে বাহিরে বিভিন্ন মহলে বিরোধিতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ... প্রসারের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন

মুহতারাম সুলতান যাওক নদভী সাহেবের মত একজন আন্তর্জাতিক মানের চিন্তাবিদ ব্যক্তি একজন সেকুলাররাষ্ট্রপ্রধানের রাজনৈতিক কৌশলমূলক একটি পদক্ষেপকে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ও এর প্রচার প্রসারের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের রচনা বলে ঘোষণা

দিলেন। এ ঘোষণা দেয়ার আগে তিনি যে বিষয়গুলো চিন্তা করে দেখার সুযোগ পাননি, বা যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করেননি সেগুলো এই–

১. যে মাননীয় (?) প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহে এত বড় একটি কাজ করে ফেলতে পারলেন সে মাননীয় (?) প্রধানমন্ত্রী এর আগের ১২/১৫ বছরে কেন কাজটি করতে পারেননি?

২. যে মাননীয় (?) প্রধানমন্ত্রী ইসলামকে আইনপ্রণয়ন বিভাগের দরজা দিয়ে ঢুকতে দিলেন না, সে মাননীয়(?) ইসলামী শিক্ষা প্রসারের এ সোনালী অধ্যায় কেন রচনা করে দিলেন?

৩. যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী ইসলাম ধর্মকে বিশ্ব, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি থেকে বের করে দিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং অনবরত সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী ইসলামী শিক্ষা প্রসারের সোনালী অধ্যায় রচনা করলেন কেন?

৪. যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী ইসলামী শিক্ষা তথা শরীয়তের আইন কানুনকে, কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে, হাদীসের ছয় কিতাব-তাফসীরে জালালাইন-হেদায়া-কুদুরীর মাসআলাগুলোকে কখনো তার আইনসভার ভেতরে ঢুকতে দেবেন না, সে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী কেন ইসলামী শিক্ষা প্রসারের সোনালী অধ্যায় রচনা করতে গেলেন?

৫. যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী ইসলামী শিক্ষার কর্ণধার ও তাদের অনুসারীদেরকে ইচ্ছামত জুতাপেটা করে, মনের ঝাল মিটিয়ে, বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, উপহাস ও তিরস্কার করেই চলেছে, সে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী কেন ইসলামী শিক্ষা প্রসারের সোনালী অধ্যায়টা রচনা করতে গেলেন?

৬. যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রীর আইন ও আদালতে শাতেমে রাসূল ও শাতেমে দুর্গা-স্বরসতীর শাস্তি বরাবর এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকারী শেখ মুজিবুর রহমানের অবমাননাকারীর শাস্তি একজন শাতেমে রাসূলের চাইতে অনেক ভয়ংকর, সে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী কেন ইসলামী শিক্ষা প্রসারের সোনালী অধ্যায় রচনা করতে গেলেন?

৭. যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রীর আইন ও আদালতে পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মান সমান, পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি ধর্মের ধর্মচর্চার অধিকার সমান, প্রতিটি ধর্ম অনুসারীদের সভ্যতা বিকাশের অধিকার সমান, প্রতিটি ধর্মই পরকালে মুক্তির পথ দেখাতে পারে, পৃথিবীতে কোন ধর্মই এমন নেই যার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ-শত্রুতা করা বৈধ, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাম্য, যে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রীর আইন আদালতে ও শিক্ষা কারিকুলামে ধর্মে ধর্মে বিভেদ রেখা মুছে দিয়ে ভাষা ও ভূখণ্ডভিত্তিক এক জাতি, এক প্রাণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস সাধনা করে যাচ্ছেন, সে মাননীয়(?) প্রধানমন্ত্রী তার রুচি, চাহিদা, লক্ষ্য ও সাধনার বিপরীত ইসলামী শিক্ষার প্রসারে সোনালী অধ্যায় রচনা করার মত কাজে কেন হাত দিলেন এবং কেন তা রচনা করেই ফেললেন? এ প্রশ্নগুলোর জবাব কর্ণধারগণ যত সহজে দিতে পারবেন, প্রজন্ম হয়তো তত সহজে তা বুঝতে সক্ষম হবে না।

মুহতারাম! নাকি আপনারা এ মাননীয়(?)র মূর্তি দেখে খুব বেশি ভয় পেয়ে গেছেন? অথচ আপনারাই কি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন না যে, ফেরাউন, নমরুদ, কায়সার, কিসরা আপনার এ মাননীয়(?)র চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর ছিল? অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল? এতটুকু ক্ষমতা ও শক্তির কাছে এতটা ভয় পেয়ে যাওয়া কি আসলেই আপনাদের জন্য মানায়? আপনারা আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সে শিক্ষার গোড়াতেই একটু হাত বুলিয়ে দেখুন না! আপনাদের আচরণগুলো ও আমাদের নিবেদনগুলোর কোথায় কী পরিমাণ ভুল ও কী পরিমাণ শুদ্ধ রয়েছে?

মুফতী রুহুল আমিন সাহেব, সভাপতি, কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গাওহারডাঙ্গা, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

জরুরি টীকা ৭৪ : যারা দীর্ঘদিন যাবত তাদের সেই লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত দেখে ... টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া দূর দূরান্ত থেকে

যতদূর মনে পড়ে, ১৪০৮-১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৬-১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে কওমী অঙ্গনকে চিনতে ও বুঝতে শুরু করেছি। এ অঙ্গনে বিচরণ করেছি, কখনো ছোট তালিবুল ইলম হিসাবে, কখনো বড়

তালিবুল ইলম হিসাবে, কখনো সরাসরি দারুল উলূম দেওবন্দের ঐতিহ্যে ঘেরা দেয়ালের অভ্যন্তরে, কখনো তরুণ শিক্ষক হিসাবে, আবার কখনো আধাপাকা উস্তায হিসাবে। এ অঙ্গনে বিচরণের বয়স এবং এ অঙ্গনকে চেনা ও বোঝার বয়স এখন প্রায় ত্রিশ/বত্রিশ বছর।

অনেক বড়দের দৃষ্টিতে এ সময়কাল অনেক কম হলেও আমাদের মত ছোটদের দৃষ্টিতে এ সময়কাল একেবারে কম নয়। আমার জানামতে আমাদের তালিবে ইলমী যামানায় আমাদের কোন উস্তায কখনো আমাদেরকে এমন স্বপ্ন দেখাননি। শিক্ষকতার যামানায় আমি ও আমার সহকর্মী উস্তাযগণ কখনো তালিবুল ইলমদেরকে এমন স্বপ্ন দেখাইনি। আমাদেরকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে পরকালের। আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সনদ নিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, ইলম হচ্ছে নামায রোযার মত একটি ফরজ ইবাদত। নামায রোযা আদায় করার উপর যেমন কোন স্বীকৃতি ও সনদের দরকার হয় না, ইলম অর্জন করার উপরও কোন স্বীকৃতি ও সনদের প্রয়োজন হয় না। দেশের সরকারী মাদরাসাগুলোকে আজীবন গালমন্দ করে গেলাম তাদের সরকারী স্বীকৃতির কারণে।

আজ কওমী অঙ্গনের সে বিশাল কাফেলার গায়ে অনায়াসে মেখে দেয়া হলো একটি স্থায়ী বদনাম। বলে দেয়া হলে, এ স্বীকৃতি ও সনদ হচ্ছে তাদের লালিত স্বপ্ন। এ অপবাদের জবাব একদিন আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এর বিচার চাই।

জরুরি টীকা ৭৫ : আমরা লাল সবুজের পতাকা পেয়েছিলাম

কওমী অঙ্গনের কর্ণধার আজ যে লালসবুজের গর্বে মাটিতে পা রাখতে পারছেন না সে লালসবুজের গল্পটা আমাদের সংক্ষেপে হলেও জানা থাকা দরকার।

আল্লাহর সৃষ্টি লাল-সবুজ দু'টি রঙ্গের সঙ্গে কারো কোন শত্রুতা থাকার কোন কারণ নেই। এমনিভাবে লাল সূর্য ও সবুজ শ্যামল পৃথিবীর সাথেও কারো বন্ধুত্ব না থাকার কোন কারণ নেই। আর চতুর্ভূজ একটি কাপড়ের টুকরাও কারো মাথা ব্যথার কোনো কারণ হওয়ার কথা নয়। প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছে অন্য জায়গায়।

কওমী অঙ্গনের কর্ণধারগণের মনে থাকার কথা, ভারত উপমহাদেশের একটি ভূখণ্ডকে আলাদা করে স্বাধীন করা হয়েছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এবং শুধুই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য। আমরা এখন যাকে লাল-সবুজের বাংলাদেশ বলছি এটি সেই দেশ যাকে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য স্বাধীন করা হয়েছিল। তখন এদেশের মুরতাদ ও মুনাফিক মালিক পক্ষ এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে মানবরচিত কুফরী বৃটিশ আইন দিয়েই দেশ পরিচালনা করেছে।

আমাদের কওমী অঙ্গনের পূর্বসুরীগণের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জোরদার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আগাগোড়া মানবরচিত কুফরী সংবিধানের ভূমিকায় ভ্যালুলেস ও অন্তসারশূন্য কিছু গদ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বুলি আওড়ানোর জন্য ইসলামবান্ধব সুন্দর সুন্দর কিছু কথা ছিল।

কালের পরিবর্তনে এক সময় ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ দেশটি, তার দুই প্রান্তের ক্ষমতাপ্রার্থীদের ক্ষমতার ভাগাভাগির অমীমাংসিত এক মুহূর্তে সর্বাঙ্গীন স্বার্থবাদী একটি তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইসলামের জন্য স্বাধীন করা দেশের এখণ্ডটি লাল-সবুজের বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি মুরতাদ ও মুনাফিক শ্রেণীর হাতে ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভূখণ্ডটি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর আমাদের এ খণ্ডের মালিকপক্ষ আগের মানবরচিত কুফরী বৃটিশ আইনের সঙ্গে আরো যে বিশেষণগুলো সংযোজন করেছেন তা নিম্নরূপ–

১. ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ ভূখণ্ডের সাবেক সংবিধানে আল্লাহর উপর ঈমানের স্বীকৃতির উল্লেখ ছিল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এখন তা মুছে দিয়ে ঘোষণার সাথে চারটি কুফরী মূলনীতির উপর সকল আইন কানূনের ভিত্তি রাখা হয়েছে।

২. এ অংশের মালিকপক্ষ স্পষ্ট করে দাবি করেছে যে, ধর্মের অধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্য এ দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে।

৩. এ অংশের মালিকপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার মত সুস্পষ্ট কুফরকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ বানিয়েছে।

৪. ইসলামের শিরোনামে প্রতিষ্ঠিত পতাকার পরিবর্তে ভাষা ও ভূখণ্ড ভিত্তিক জাতীয়তা-নির্ভর পতাকা তৈরি করা হয়েছে।

এমন একটি পতাকা তৈরি করা হয়েছে যার অবমাননার জন্য ভয়ংকর ও কঠিন শাস্তি রাখা হয়েছে। অথচ আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলাম ধর্মের অবমাননার জন্য এমন শাস্তি রাখা হয়নি। বরং তা কোনো অপরাধের তালিকাতেই আসে না।

এমন একটি পতাকার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তরসূরি কওমী মাদরাসার কর্ণধারগণের এভাবে গর্ব করা মোটেই মানায় না। এই লাল-সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে এ দেশের ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, এক অন্তসারশূন্য স্বীকৃতির মোহে যদি অপদার্থ উত্তরসূরিরা তা ভুলে যায়, তাহলে এদের মত অযোগ্য ও অপদার্থ উত্তরসূরি আর হতে পারে না।

এই বক্তা এমন কিছু পঁচা কথা বলেছে, যার দুর্গন্ধে আমি সামনে এগুতে পারছি না। কিন্তু তার কথাগুলোর একটু পোস্ট মর্টেম না করে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ প্রজন্ম তার কথাগুলোকে শুধু তার কথা হিসাবেই গ্রহণ করবে না। অতীতে আমরা দেখেছি কোন পঁচা কথার প্রতিবাদ না হলে তা ইজমা বা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই আমার কষ্ট হলেও কিছু কথা বলে যাব ইনশাআল্লাহ।

জরুরি টীকা ৭৬ : লাল সবুজের পতাকাই দেন নাই ইসলামের যেই সকল অবদান ... ওআইসি গঠন ... অপশক্তি বা পরাশক্তি ততকালিন তাদের রক্ত-চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি ... সদস্যপদ অর্জন করেছেন

এই আল্লামা(?) মুফতী(?)র দাবি হচ্ছে, তার ভাষায় 'বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান' লাল-সবুজের পতাকা দিয়েছে, আবার ইসলামের জন্যও অনেক কিছু করেছে, অনেক অবদান রেখেছে।'

এই বক্তা তার নিরক্ষরতার কারণে, না কি অনভিজ্ঞতার কারণে, না কি লোভ-লালসার কারণে একজন ব্যক্তির মাঝে শতভাগ বিপরীতমুখী দু'টি গুণের দাবি করে তার গর্ব করে চলেছে। এ লোকটিকে লাল-সবুজের পতাকার মাহাত্ম ও লক্ষ্য এবং ইসলামের মাহাত্ম ও লক্ষ্য বোঝানো না গেলে এ দু'টির বৈপরীত্য বোঝানোর আর কোন পথ বের করা মুশকিল হবে। বাকি প্রজন্মের কাছে আমরা দায়বাদ্ধ। তাই বলছি-

লাল-সবুজের পতাকা : ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি ভূখণ্ডের জন্য কথিত 'বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান' লাল-সবুজের পতাকার ছায়ায় আমাদের জন্য নিচের এ বার্তাটি নিয়ে এসেছিল–

'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা:

[১২। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে] (সূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃষ্ঠা নং ৪)

উপরোক্ত বক্তব্যটি বাহাত্তরের সংবিধান থেকে সংগৃহীত। লাল-সবুজের পতাকা অর্জিত হওয়ার পর কথিত 'জাতির পিতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এর তত্ত্বাবধানে রচিত সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এ বক্তব্যের সরল সহজ তরজমাটি সবাই সহজে বোঝার কথা। এরপরও যেহেতু আমরা অনেক সহজ কথাকেই সহজে বুঝতে রাজি হই না, তাই খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি।

ক). সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা (বিলোপ করা হইবে)।

আমাদের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করতেন যে, এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতার অর্থ হচ্ছে, ধর্মচর্চা, ধর্ম নিয়ে চিন্তা গবেষণা, ধর্মপ্রচার এবং ধর্ম বিষয়ে কোন প্রকার আচার-আচরণ অনুশীলন করা ও প্রকাশ করা। আরেকটু বুঝতে হবে যে, এখানে ধর্ম বলে ইসলাম ধর্মই উদ্দেশ্য। কারণ এ সংবিধান যখন লেখা হয় তখন এদেশে মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। অবশিষ্ট শতকরা পাঁচ ভাগের জন্য এতসব কঠিন কথা সংবিধানে লেখার প্রয়োজন হয় না।

আরেকটি ভুল বোঝাবুঝি থেকেও কর্ণধার ওলামায়ে কেরামকে বেঁচে থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার যে অর্থ আমরা কিতাবে পড়েছি এবং যে সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম পছন্দ করে না এবং যে সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলাম বিলুপ্ত করেছে, সে সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশ সংবিধানের এ সাম্প্রদায়িকতা নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিলুপ্তির উপযুক্ত সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ভাষা, গোষ্ঠী ও ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা। আর এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মীয় পরিচয় জাগিয়ে তোলা, ধর্মে ধর্মে ব্যবধানকে জাগিয়ে তোলা, ধর্মে ধর্মে দূরত্বকে জাগিয়ে তোলা, ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম, এছাড়া বাকি সকল ধর্ম মিথ্যা ও বানোয়াট -এ কথার দাবি করাটা সাম্প্রদায়িকতা। একমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই পরকালে জান্নাত লাভ করবে এবং বাকী সকল ধর্মের অনুসারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে -এ কথার প্রচার করা, মূর্তি পূজারীদেরকে ঘৃণা করা, ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে ঘৃণা করা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতার তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

অতএব এ সংবিধানে সাম্প্রাদায়িকতা বিলোপ করার অর্থ হচ্ছে, অন্য সকল ধর্মকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মকে সত্য বলে দাবি করার কোন অধিকার এ সংবিধানে নেই। বরং এমন কিছু করাটাই অপরাধ।

খ). রাষ্ট্রকর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান (বিলোপ করা হইবে)

কর্ণধারগণ বুঝতে পেরেছেন কি না, সংবিধানের এ ধারাটি স্পষ্ট করে বলছে যে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলাম ধর্ম কোন প্রকার রাজনৈতিক মর্যাদা পাবে না। কথিত জাতির জনক ইসলামের জন্য এভাবে অবদান(?) রেখেই চলেছেন।

রাজনৈতিক মর্যাদা কী?

লাল-সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে যখন সংবিধানে অংকিত হচ্ছে, 'ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি ভূখণ্ডে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানের বিচরণ ভূমিতে ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক মর্যাদা দান বিলোপ করা হইবে' তখন এর সহজ সরল অর্থ ছিল–

ক) লাল-সবুজের পতাকায় মোড়ানো রাষ্ট্রের কোন অঙ্গনে ইসলাম ধর্মের কোন নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চলবে না। সকল অঙ্গন থেকে ইসলাম ধর্মের সকল আইন কানুনকে বিলুপ্ত করা হবে।

খ) রাষ্ট্রের কোন আইন করার ক্ষেত্রে তা ইসলাম ধর্মের পক্ষে গেল নাকি বিপক্ষে গেল তা বিবেচনা করা হবে না।

গ) কোন আইন পাস করা বা কোন আইন রহিত করার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়তের কোন উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ) ধর্ম হিসাবে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রতিটি ধর্ম এ লাল সবুজের পতাকার দৃষ্টিতে বরাবর। ইসলাম ধর্মের কোন বিশেষত্ব নেই। ইসলাম ধর্মের কোন প্রাধান্য নেই।

ঙ) রাজনীতির প্রতিটি অঙ্গন ও প্রতিটি পর্ব থেকে ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানকে বিলুপ্ত করা হবে।

উল্লেখ্য, এসবই হয়েছিল ইসলামের জন্য অগণিত অবদান(?) রেখে যাওয়ার একমাত্র অধিকারী কথিত 'বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা জাতির জনক'। আমাদের কর্ণধারগণের এসব শিশুসুলভ কথাগুলো আমরা আর কতকাল শুনতে থাকব?! তবে তাঁরা যত দ্রুত বিষয়গুলো বুঝতে শুরু করবেন উম্মত আসন্ন বিপদ থেকে তত সহজে বাঁচতে পারবে।

ইসলামের জন্য অবদান:

ইসলামের জন্য অবদান রাখার অর্থ হচ্ছে, এমন কিছু কাজ করা যা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রসার করার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। কিন্ত সাংবিধানিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল পথ বন্ধ করে, ইসলামের সকল বিধি-বিধানের কার্যকারীতাকে স্থগিত করে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত সকল স্তর থেকে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বকে বিলুপ্ত করে ইসলামের জন্য অবদান রাখার বিপরীতমুখী পদ্ধতি সত্যিই অভিনব।

যিন্দিক, মুলহিদ, মুনাফিক, কাফের ও মুরতাদ শ্রেণী এবং তাদের সবার গুরু ইবলিস এমনটি করতেই পারে। কারণ এটাই তাদের কাজ, এটাই তাদের এজেন্ডা। কিন্তু মুসলমান! তাও আবার মুসলমানদের কর্ণধারগণ!! তারা কীভাবে এত স্পষ্ট বিষয়ে ধোঁকা খাবে?! তারা কীভাবে এক গর্ত থেকে শত বার, হাজার বার দংশন খেতেই থাকতে পারে?!

গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার:

লাল-সবুজের পতাকা তার জন্মলগ্নেই ইসলামের জন্য স্বাধীনকৃত এ ভূখণ্ডের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানকে সাইলেন্ট থ্রেট ও ঠাণ্ডা

ধমকি দিয়ে দিয়েছে যে, রাজনীতির যে কোন পর্বে এবং যে কোন অঙ্গনে ইসলাম ধর্মের যে কোন উদ্ধৃতি টানলেই তা অপব্যবহার বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শাসন ও প্রশাসন, যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের কোন আইন ও বিধান দিয়ে প্রভাবিত করতে চাইলেই তা অপব্যবহার বলে বিবেচিত হবে।

কর্ণধারগণ সম্ভবত যুগের পর যুগ শত হাজার বাস্তব চিত্র সামনে দেখার পরও আজও পর্যন্ত 'অপব্যবহার' শব্দের 'অপ' অংশের ধোঁকায় পড়ে আছেন। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন বা বুঝে নিতে চেষ্টা করছেন বা বোঝোতে চেষ্টা করছেন যে, রাজনীতিতে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করতে কোন সমস্যা নেই, কোন বাধা নেই। সকল সমস্যা ও বাধা হচ্ছে 'অপব্যবহারে'র জন্য।

হায়! কর্ণধারগণ যদি বুঝতে চেষ্টা করতেন যে, লাল-সবুজের এ সংবিধানে ও ভূখণ্ডে রাজনীতির সকল অঙ্গনে ও সকল স্তরে ইসলামী আইন ও বিধানের সকল ব্যবহারই অপব্যবহার।

লাল-সবুজের এ সংবিধানের বিপরীতে কোন মুসলমান যদি কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়তের আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে এ দাবি করে যে, ষোল সতের বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়া যখন তার বাবার উপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে প্রমাণিত হয়, তখন তা না করা গুনাহ এবং এ দাবি ও দলীল নিয়ে লাল-সবুজের সংবিধানের বিপরীতে অবস্থান নেয় তাহলে তা ধর্মের অপব্যবহার বলে বিবেচিত হবে।

আবার কোন বাবা যদি তার ষোল সতের বছরের মেয়েকে তার সমবয়সী যুবকের সঙ্গে আড্ডা দিতে, একান্তে সময় কাটাতে, আনন্দ ফুর্তি করতে, বেপর্দায় চলতে বাধা দেয় তাহলে বাবার এ আচরণও ধর্মের অপব্যবহার বলে বিবেচিত হবে।

কর্ণধারগণ এরপর একটু লাল-সবুজের সংবিধানের বিপরীতে ধর্মের অপব্যবহার ছাড়া ব্যবহারের কোন উদাহরণ যদি আমাদেরকে দেখাতে পারতেন তাহলে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকতাম।

একটু খেয়াল করুন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যখন ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে যাবে তখন সে রাজনীতি ইসলামের বিপরীত না হওয়ার পদ্ধতি কী? আর ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতিই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লাল-

সবুজের পতাকার মাধ্যমে। এরপরও কর্ণধারগণের দাবি, একই হাতে লাল-সবুজের পতাকাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার সে হাতেই ইসলামের অগণিত অবদানও অস্তিত্ব লাভ করেছে। এমতাবস্থায় অপরিপক্ক প্রজন্ম কুরআন-সুন্নাহকে কোন দিকে রাখবে? দেশের ইসলাম ধর্মবিবর্জিত মানবরচিত কুফরী আইনকে কোন দিকে রাখবে? এবং সব শেষে কর্ণধারগণের এসকল আচার আচরণ ও বক্তব্যগুলোকে কোন দিকে রাখবে? এ এক মহাপরীক্ষা।

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

এ বিষয়ে আমাদের কর্ণধারগণ কী বলবেন? তাঁরা হয়ত বলবেন, মানুষে মানুষে বৈষম্য ইসলাম স্বীকার করে না। কারো প্রতি নিপীড়নও ইসলাম স্বীকার করে না। বরং বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট। অতএব সংবিধানের এ অংশে ইসলামের বিপরীত কোন কথা নেই।

এ বিষয়ে আমাদের কয়েকটি নিবেদন হচ্ছে যথাক্রমে–

১. সংবিধানের এ ধারায় বলা হয়েছে, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ও ..... বিলোপ করা হবে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ও অমুসলিমদের মাঝে কোন প্রকার বৈষম্য থাকবে না। এ বিষয়টি দুটি পর্যায়ে ইসলামের বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রথমত, মুসলিম ও অমুসলিম এ দুয়ের মাঝে বৈষম্য ইসলামী শরীয়তের একটি স্বীকৃত বিধান। অমুসলিম যদি হারবী হয় তাহলে বৈষম্যের দিকগুলো হলো, সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হবে। সে জিহাদে হয়তো তাকে হত্যা করা হবে, নয়তো তাকে বন্দি করে এনে দাস-দাসী বানানো হবে। এটা সুস্পষ্ট বৈষম্য এবং শরীয়তের অলঙ্ঘণীয় বিধান।

দ্বিতীয়ত, অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ না করে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে থাকতে চায় তাহলে তাকে হত্যা না করে এবং গোলাম বাঁদী না বানিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে তার উপাধি হবে যিম্মী এবং তার দায়িত্ব হবে মুসলমানদেরকে কর দিয়ে নিজের হীনতার

স্বীকৃতি দিয়ে বেঁচে থাকার বৈধতা অর্জন করা। এটি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে সুস্পষ্ট একটি বৈষম্য এবং শরীয়তের অলঙ্ঘণীয় বিধান।

তৃতীয়ত, যিম্মী হিসাবে যে অমুসলিম মুসলমানদের সঙ্গে সহাবস্থান করবে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে নিম্নরূপ-

{وَقَوْلُهُ : }**حَتَّىٰ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ** {أَيْ إِنْ لَمْ يُسْلِمُوا} **عَن يَدٍ**{ : أَيْ عَنْ قَهْرٍ لَهُمْ وهم غلبة} **وَهُمْ صَاغِرُونَ** {أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ، فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِعْزَازُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا رَفْعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاءُ صَغَرَةٌ أَشْقِيَاءُ، كما جاء في صحيح مسلم : لا تبدأوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طريق فاضطروهم إِلَى أَضْيَقِهِ وَلِهَذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ تِلْكَ الشُّرُوطَ الْمَعْرُوفَةَ فِي إِذْلَالِهِمْ وَتَصْغِيرِهِمْ وَتَحْقِيرِهِمْ، وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ (قَالَ : كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الشَّامِ : "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .هَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمُ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِينَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِنَا أن لا نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا ولا كنسية وَلَا قِلَايَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلَا نُجَدِّدَ مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلَا نُحْيِيَ مِنْهَا مَا كان خططاً للمسلمين، وأن لا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا للمارة وابن السبيل، وأن ننزل مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نطعمهم .

ولا نؤوي فِي كَنَائِسِنَا وَلَا مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، وَلَا نَكْتُمَ غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْقُرْآنَ، وَلَا نُظْهِرَ شِرْكًا، وَلَا نَدْعُوَ إِلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتِنَا الدُّخُولَ فِي الإِسلام إِنْ أَرَادُوهُ، وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوسَ، وَلَا نَتَشَبَّهَ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ مَلَابِسِهِمْ فِي قَلَنْسُوَةٍ وَلَا عِمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِمْ، وَلَا نَكْتَنِيَ بِكُنَاهُمْ.

وَلَا نَرْكَبَ السُّرُوجَ، وَلَا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ السِّلَاحِ، وَلَا نَحْمِلَهُ معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم حَيْثُمَا كُنَّا، وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نُظْهِرَ صُلُبَنَا وَلَا كُتُبَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ طريق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقِهِمْ، وَلَا نَضْرِبَ نَوَاقِيسَنَا فِي كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً، وأن لا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِي شَيْءٍ من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً، وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَلَا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَسْوَاقِهِمْ، وَلَا نُجَاوِرَهُمْ بِمَوْتَانَا، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقِيقِ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نُرْشِدَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ.

قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ : «وَلَا نَضْرِبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَانَ، فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْءٍ مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، فَلَا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ".

تفسير ابن كثير، ١٣٣/٤، (الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع)

‘আল্লাহ পাক বলেন, যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিয়ো না। সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মিদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। বরং তারা হীন, তুচ্ছ ও অভাগা। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না এবং যদি পথে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য করো।’ এ কারণেই উমর রাযি. হীনতা, লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা প্রকাশের জন্য তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশাআরী রাযি. বলেন, আমি উমর রাযি.-এর নিকট লিখে পাঠিয়েছিলাম যখন তিনি শামের খ্রিস্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি অমুক অমুক শহরের খ্রিস্টানদের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর রাযি.-এর নিকট চুক্তিনামা। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে– ‘যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলোতে এবং এগুলোর আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গির্জা এবং আশ্রম নির্মাণ করব না। এরূপ কোন নষ্ট ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করব না। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদেরকে বাধা দেব না। তারা রাত্রেই অবস্থান করুক অথবা দিনেই অবস্থান করুক। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে ওগুলোর দরজা সব সময় খুলে রাখব। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করব।

আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমি প্রভৃতিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখব না। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করব না। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেব না। নিজেরা শিরক করব না এবং অন্য কাউকেও শিরকের দিকে আহ্বান করব না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাবে আমরা তাদেরকে মোটেও বাধা দেব না। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেব। কোন

কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের সমান মনে করব না। পোশাক পরিচ্ছদেও না। আমরা তাদের কথার উপর কথা বলব না। আমরা তাদের উপনামে উপনামকরণ করব না।

জিন বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সওয়ার হব না। আমরা তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখব না। আংটির উপর আরবী নকশা অঙ্কন করব না এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলব। আমরা যেখানেই থাকি না কেন এগুলো মান্য করব। আমাদের মধ্যদেহে পৈতা বেঁধে রাখব। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশ প্রকাশ করব না, আমাদের ক্রুশ ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দেব না। গির্জায় উচ্চঃস্বরে শংখ বাজাব না, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলো জোরে জোরে পাঠ করবো না, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল-চলন ও রীতি-নীতি প্রকাশ করবো না, নিজেদের মৃতদেহের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চঃস্বরে শোক প্রকাশ করব না এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে আগুন নিয়ে যাব না। আমাদের মৃতদেহ নিয়ে মুসলমানদের পার্শ্ব দিয়ে যাব না। যেসব গোলাম মুসলিমদের অংশে পড়বে তা আমরা গ্রহণ করব না। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। মুসলিমদের ঘরে উঁকি মারব না।'

যখন এই চুক্তি পত্র উমর রাযি.-এর সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি তাতে আরো একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে-'আমরা কখনো কোন মুসলিমকে প্রহার করব না।' অতঃপর তারা বললা, 'এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলোর কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তবে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবে না এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও তারই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাবো।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মুসলিম অমুসলিমের মাঝে বৈষম্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। এবং এটি ইসলামী শরীয়তের অলঙ্ঘণীয় বিধান। ইসলামের এ অলঙ্ঘণীয় বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে, লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে সংবিধানে

স্থাপন করা হয়েছে, মুসলিম অমুসলিমের বৈষম্য বিলোপ করা হবে। আর সে সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তিনি ইসলামের জন্য বহু অবদান রেখে গেছেন।

ওআইসি

এ আল্লামা (?) মুফতী(?) ইশ্কের আতিশয্যে যেন বলেই ফেলতে যাচ্ছিলেন যে, তার বঙ্গবন্ধু ওআইসি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাক বাক্য সেভাবে পুরা না করে বাক্য এভাবে পুরা করেছেন যে, তৎকালীন সকল অপশক্তি বা পরাশক্তির রক্ত-চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সদস্যপদ অর্জন করেছেন। কিন্তু শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ওআইসিতে যোগ দান করার জন্য কারো রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে হবে কেন? এবং সে জন্য এত সাহসের প্রয়োজন হলো কেন? তা কোনভাবেই বোধগম্য নয়।

জরুরি টীকা ৭৭ : তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন করেছেন

এ মিথ্যা কথাটি আওয়ামীলীগ বহু যুগ আগে থেকেই বলে আসছে। তাদের রাজনীতির জন্য এসব কথা বলা জরুরিও। এত বছর বা এত যুগ পরে এসে একজন আল্লামা(?) মুফতী (?)ও এ মিথ্যা কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বোধ করলেন। কেন তিনি এ মিথ্যা কথাটি বলতে গেলেন তা আমাদের বুঝে আসেনি।

পাকিস্তান আমলের ইসলামী একাডেমী নামের প্রতিষ্ঠানটির পাকিস্তানী নাম কেটে ইসলামী ফাউন্ডেশন নাম রাখা হয়েছে। যে কোন রাষ্ট্রপ্রধানই সাধারণত আগের রাজার নাম-গন্ধ সহ্য করতে পারে না। সে কারণে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেভাবে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর হয়ে গেছে, ঠিক সেভাবে এককালের ইসলামী একাডেমী নতুন রাজার আমলে ইসলামী ফাউন্ডেশন নাম ধারণ করেছে।

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - বাংলাপিডিয়া

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%

A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

এর বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হেকমত হচ্ছে, প্রজন্ম যেন ইতিহাস পড়ার সময় আগের রাজার নাম-গন্ধও শুনতে না পায়। আগের রাজার অবদান সামনে থাকলে বর্তমান রাজার চেইন অফ কমান্ডে দুর্বলতা এসে পড়ে। কিন্তু এসব কিছুই এমন নয় যা নিয়ে একজন আল্লামা(?) মুফতীর(?) মাথা ঘামানোর প্রয়োজন রয়েছে। কাল্পনিক কোন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে এতটা বেসামাল হওয়া কি উচিত?!

জরুরি টীকা ৭৮ : টঙ্গী ময়দানের জায়গাটা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন

টঙ্গী : বঙ্গবন্ধু, হাসিনা

উইকিপিডিয়া থেকে আমরা জানতে পারি, তাবলীগ জামাত উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ঢাকার কাকরাইল মসজিদে স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামের হাজী ক্যাম্পে তাবলীগ জামাতের একটি বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ইজতেমা হয় ১৯৫৮ সালে। ইজতেমার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকে এবং ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তা ঢাকায় রমনা পার্কের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাগম অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পূর্বে অবস্থিত পাগার গ্রামে খোলা মাঠে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। সে স্থানটিও অপর্যাপ্ত হওয়ায় পরবর্তী বছর টঙ্গী মহাসড়কের পশ্চিমে তুরাগ নদীর পূর্ব তীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে এখানেই নিয়মিত ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সমাবেশে বিদেশ থেকেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান যোগ দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ইজতেমার জন্য তুরাগ নদীর তীরবর্তী এলাকায় ১৬০ একর জমির বরাদ্দ দেয়।

সূত্র : বিশ্ব ইজতেমা - উইকিপিডিয়া

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE#ইতিহাস

উক্ত তথ্য অনুসারে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইজতিমা চলেছে কাকরাইল মসজিদে। এর পরবর্তীতে ইজতিমায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গীতে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে ইজতিমা শুরু হয়। এসবই বাংলাদেশ নামে কোন দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পাওয়ার অনেক আগের খবর। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি, এসবই কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ধর্মপ্রীতির নিদর্শন। যারা ইসলাম ধর্মের পক্ষে নয় তারাও এ দাবিগুলো করে চলেছে, আবার যারা ইসলাম ধর্মের পক্ষের কর্ণধার তাঁরাও সে কথাই বলে চলেছেন।

জরুরি টীকা ৭৯ : কাকরাইল মসজিদ ইচ্ছা মত ওনার সিনাটা এত বড় ছিল, তিনি বলেছেন যা লাগে তোমরা নাও...তারপরে যতটুকু দিয়েছেন সব উনি দিয়ে দিয়েছেন

কাকরাইল : বঙ্গবন্ধু, হাসিনা

কাকরাইলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা এরকম–

বাংলাদেশ নামে একটি দেশ জন্ম লাভ করার অনেক আগ থেকে এ মসজিদটি ছিল। তখন এ মসজিদের নাম ছিল মালওয়ালী মসজিদ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদে সর্বপ্রথম তাবলিগের ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এটা হচ্ছে ভারত বিভক্তিরও আগের কথা। ভারত বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এ কাকরাইল মসজিদেই ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কিছু ঘটেছে বাংলাদেশ জন্মের অনেক আগে। বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও হাসিনা সাহেবদের অনেক আগে থেকেই কাকরাইল মসজিদও ছিল, তাবলীগ জামাতও ছিল এবং ইজতিমাও ছিল।

আমাদের কর্ণধারগণ আমাদেরকে তথ্য দিয়ে চলেছেন, এসব কিছু তাদের বঙ্গবন্ধু ও তাঁদের প্রধানমন্ত্রী জন্ম দিয়েছেন।

সূত্র : কাকরাইল মসজিদ-উইকিপিডিয়া

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6#cite_note-bpedia-1

তবে

এ কথাগুলোর কোনটিই আসল কথা নয়। আমাদের জানা মতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও গণতন্ত্র মতবাদ তাদের নীতি ও ধারাকে ধর্মের অনুসারীদের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য কৌশলগত কারণে ধর্মের অনুসারী লোকদেরকে আরো অনেক অনেক বেশি পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। শুধু আমাদের এ ভূখণ্ডই ব্যতিক্রম। এখানে ধর্মের লোকদেরকে কয়েক একর জমি ও দু'চার কোটি টাকা দিয়েই তাদের উপর রাজত্ব করা যায়।

এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ভাষ্যমতে, ঘেউ ঘেউ করা কুকুরদেরকে দুয়েকটি গোশতের টুকরা দিয়ে ঠাণ্ডা করেই নিজেদের সকল মতলব উদ্ধার করা সম্ভব। এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ভাষ্যমতে, ইসলাম ধর্মের কর্ণধারগণকে দুয়েক টুকরা গোশত দিয়েই তাদের ঘেউ ঘেউ বন্ধ করা সম্ভব। এমতাবস্থায় এ বাবদ কয়েক একর জমি নষ্ট করা একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর জন্য সত্যি অনেক বড় ব্যাপার। আর যারা ধর্মনিরপেক্ষ শাসক গোষ্ঠীর একটি মিমি চকলেট চুষেই নিজের সকল ইতিহাস, আদর্শ ও পরকালকে ভুলে যেতে পারে তাদের দৃষ্টিতেও কয়েক একর জমি ও কয়েক কোটি টাকা কোনভাবেই সামান্য কিছু হতে পারে না।

আসনি সংকেত প্রজন্মের জন্য। অবস্থাদৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রজন্ম তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন রকমের ভুলের শিকার হলে তার দায় দায়িত্ব প্রজন্মকেই নিতে হবে। কারণ, ভুলের যে চিত্রগুলো আমাদের সামনে ভেসে উঠছে সেগুলোতে কোন অস্পষ্টতা নেই। স্পষ্ট ভুলের অনুসরণ করে অন্যের উপর দায়ভার চাপানোর কোন সুযোগ নেই।

জরুরি টীকা ৮০ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার কলিজার টুকরো তিনি এখন আবার টঙ্গীর ... কাজ সম্পূর্ণ করবেন এবং আশা করি তিনি সেটাকে রেজেস্ট্রি করে দিবেন

এ আল্লামা(?) মুফতীর(?) আশার আলো তার ধর্মনিরপেক্ষ মাননীয়র কাছে এর চাইতে আরো বেশি কিছুও আশা করতে পারে।

কারণ তার জীবনের সব আশা ভরসাই হচ্ছে এই ধর্মনিরপেক্ষ মাননীয়। ইলম ও ওলামায়ে কেরাম থেকে বেজার হয়ে তার জন্য এখন আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু আমাদের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের একটু বোঝা দরকার যে, এ মাননীয় তাই করবে যা তার বাবা করেছে। যার বিস্তারিত প্রতিবেদন আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

জরুরি টীকা ৮১ : আমাদের নেত্রী কাকরাইলের আরো দেড় বিঘা বা এক বিঘা জায়গা তিনি দিয়ে দিয়েছেন

এ আল্লামা(?) মুফতীর(?) কাছে আমরা আরেকটা খবরও পেলাম। দেখা যাক এর ভবিষ্যৎ কি? বাকি আমাদের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম একটু ভাববেন, এর দ্বারা একজন ধর্মনিরপক্ষে মাননীয়'র ঈমান কতটুকু রক্ষা করা যাবে এবং এর দ্বারা একজন ধর্মনিরপেক্ষ ওলামায়ে কেরামের কি পরিমাণ সংবর্ধনা পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে পারে। এ ধর্মনিরপেক্ষকে মুরতাদ মানতে কষ্ট হলে কমপক্ষে ফাসেকে মু'লিন মুসির্‌র মানতে তো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আর যদি তাও কষ্ট হয় তাহলে এ ধর্মনিরপেক্ষ কমপক্ষে একজন বেপর্দা মহিলা হওয়ার বিষয়ে তো আপনাদের কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। অতএব কাকরাইলের সম্ভাব্য ও কাঙ্ক্ষিত এক/দেড় বিঘা জমির বিনিময়ে আজকের আয়োজনের বৈধতা কিভাবে প্রমাণিত হতে পারে তা একটু চিন্তা করবেন। আমাদেরকে একটু আশ্বস্ত করবেন।

জরুরি টীকা ৮২ : অন্যান্য যত সবকিছু আছে ইসলামের কাজ সেগুলো যা কিছু আছে সেটা তো আছেই ... কওমী ঘরানার ... দাবী ছিল ফতওয়াসহ এদেশে চৌদ্দশত বছর যাবত যেই ফতওয়া দিয়ে আসছিলেন ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ... অবদান যে তারা ... কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশে ফতওয়া প্রদান করতে পারবে

ফাতওয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এ নেত্রীর হাতে বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম যে পরিমাণ মার খেয়েছে, সে পরিমাণ মার এর আগে তার বাবার হাত ছাড়া আর কারো হাতে এভাবে

খায়নি। এ আল্লামা(?) মুফতী(?) এখন আমাদেরকে নতুন নতুন তথ্য দিচ্ছেন। আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছেন।

এ আল্লামা(?) মুফতী(?) ভুলে গেছেন–

(ক) কওমী মাদরাসার কুরবানীর ছুরিগুলো অস্ত্র হিসাবে দেখিয়ে ওলামায়ে কেরামকে সন্ত্রাসী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এ নেত্রীর নেতৃত্বে। (খ) এ নেত্রীর শাসনামলেই ওলামায়ে কেরাম জিহাদ বিষয়ক বইগুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। (গ) এ নেত্রীর শাসনামলেই ফাতওয়া বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে হাজার হাজার ওলামা-তালাবাকে আমরা গাড়ি ভর্তি করে করে নিয়ে যেতে দেখেছি। (ঘ) এ নেত্রীর শাসনামলেই ফাতওয়া বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ ও মুফতী আমিনী রাহিমাহুমাল্লাহসহ শত শত ওলামায়ে কেরাম জেল জুলুমের শিকার হয়েছিলেন।

অদৃশ্যের কোন এক আলাদিনের চেরাগের পরশে এ আল্লামা(?) মুফতী(?) সেসব কথা ভুলে গেছেন। এমনকি শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহর সন্তানরাও তা ভুলে গেছেন? নির্লজ্জ বন্দনা গেয়েই চলেছেন। ওলা হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এ আল্লামা(?) মুফতীর(?) নেত্রী তার দৃষ্টিতে ইসলামের এত কাজ করেছে যে, তার তালিকা দিতে গিয়ে শব্দে শব্দে এবং বাক্যে বাক্যে বার বার প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে। কথাগুলো মুখ দিয়ে এভাবে বের হয়ে যাচ্ছে **‘অন্যান্য যত সবকিছু আছে ইসলামের কাজ, সেগুলো যা কিছু আছে সেটাতো আছেই’**। আর সচেতন(?) শ্রোতামণ্ডলী তা গিলে চলেছেন। এটাই আমাদের ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যের আরো সমৃদ্ধ দাস্তান সামনে রয়েছে।

জরুরি টীকা ৮৩ : এক লক্ষ শিক্ষার্থীর জননীর ভূমিকা আপনি পালন করেছেন। ... আজকে আমি এই মহা কওমী সমুদ্রে আমি ঘোষণা করতে চাই, ‘আপনি কওমী জননী’

এ আল্লামা(?) মুফতী(?) আমাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত বিষাক্তমালা আমাদের গলায় পরিয়ে দিলেন আমাদেরই সম্মতিতে। আমাদের ঠি--ক

ঠি--ক ধ্বনির তালে তালে। আমাদের বোকা বোকা হাসির রেখার সমর্থন নিয়ে। আমাদের গণকরতালির শক্তিতে।

কিন্তু কেন তিনি আমাদের জননী? এবং কেন তিনি কওমী জননী?

তিনি কওমী জননী কারণ–

ক. তিনি এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ভূখণ্ড ও ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য কওমী অঙ্গনকে বাধ্য করার পথ সুগম করেছেন এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তার রিহার্সাল শুরুও করেছেন।

খ. তিনি এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ওলামায়ে কেরামকে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সকল মাসআলা-মাসায়েল হল করে তার অনুসরণের প্রতি বাধ্য করার পথ সুগম করতে পেরেছেন। কওমী ওলামায়ে কেরামও এত দিন পর أبواب العصبية والقومية وفضائلها অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন।

গ. তিনি এ স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য ধর্মে ধর্মে তারতম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তার দালীলীক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি যোগ্য অঙ্গনকে প্রস্তুত করার সুযোগ পেয়েছেন। হিন্দুদের লেখাকে পাঠ্যসূচি করার মাধ্যমে ইতোমধ্যে এর উদ্বোধনও হয়ে গেছে।

ঘ. তিনি এ স্বীকৃতির মাধ্যমে দেশ ও জাতীয়তা বিরোধী আয়াত-হাদীসমুক্ত কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের একটি প্রকল্প চালু করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন।

ঙ. তিনি এ স্বীকৃতির মাধ্যমে কওমী জননী উপাধি গ্রহণ করে সন্তানের মেধা ও যোগ্যতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তার সকল ইচ্ছা পূরণ করার একটি অধিকার অর্জন করেছেন। গণতন্ত্রকে হারাম বা কুফর বলে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে হারাম বা কুফর বলে, মানবরচিত আইনকে হারাম বা কুফর বলে সন্তানরা আর কখনো তাদের জননীর মনে কষ্ট দিতে পারবে না!

চ. জননীর কোন ইচ্ছা পূরণ করতে অস্বীকার করে তারা কখনো তাদের জননীকে অপমান করার হিম্মত করবে না। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত জনতার কাছ থেকে সে অঙ্গীকার আদায়ও করে নিয়েছেন। এর পাশাপাশি জননীর সঙ্গে বেয়াদবির ফল যে কত ভয়ংকর হতে পারে সে দিকেও তিনি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। জননীকে বার বার ক্ষমতায় আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাও যে সন্তানদেরই দায়িত্ব– তাও তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জরুরি টীকা ৮৪ : আমার ভাই সজিব আঙ্কেল

আঙ্কেল শব্দটি আমি সাধারণত ব্যবহার করি না। তবে যারা ব্যবহার করে তারা সম্ভবত চাচা-জেঠা অর্থে ব্যবহার করে থাকে। আমাদের আলোচ্য আল্লামা(?) মুফতী(?) সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, সজিবকে ভাই বললে বেশি ফযীলত হবে? না কি আঙ্কেল বললে বেশি ফযীলত হবে? আসলে যোগ্য সচিব ও চামচা থাকলে এসব সমস্যায় পড়তে হয় না।

জরুরি টীকা ৮৫ : সজিব ওয়াজেদ জয়কেও ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে যেয়েন

পদ্ধতি নিশ্চয় তাই হবে যা নানার ক্ষেত্রে ও মায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে। নানাও ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে ঠেঙ্গানোর সুন্দর একটা পদ্ধতির উপর জীবন যাপন করে গেছেন, মাও তাই করছেন, এখন ছেলের পর্ব। নানা ও মায়ের রেখে যাওয়া শূন্যস্থানগুলো যথাযথ পূরণ করতে পারবে বলে আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। দেশে বোরকা ও হিজাব কী পরিমাণ ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জরিপ এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য জ্ঞানগর্ব প্রবন্ধ ইতোমধ্যে আমাদের আল্লামা (?) মুফতীর(?) আঙ্কেল ভাইয়ের হাতে তৈরি হয়ে গেছে। সে জন্য দেশ-বিদেশের আইম্মাতুল কুফরের মুখে অনেক প্রশংসিতও হয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক করে দিয়ে গেলে কাজগুলো এমনভাবে করা যাবে, তাঁরা বুঝতেও পারবেন না যে, তাঁদেরকে জবাই করা হচ্ছে। সম্পর্কের এটি একটি বড় সুবিধা।

জরুরি টীকা ৮৬ : আজকে তার অবদান যে, সে ডিজিটাল বাংলাদেশ যেভাবে করেছে যে, আমরা কওমী মাদরাসার সামান্য সনদের সবকিছু ঘরে বসে এসএমএস এর মাধ্যমে পেয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ

আমাদের কর্ণধারগণকে মোহিত করার জন্য যখন একটি পান আর একটি জর্দার ডিব্বাই যথেষ্ট, তখন তাদেরকে বাগে আনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে হজের আয়োজন করার কী প্রয়োজন? তবে যদি হজ উপলক্ষে কোন কর্মশালার আয়োজন করার চিন্তা করা হয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে। এর অতিরিক্ত একটা মুনাফা সরকার পাবে।

এসএমএস এর মাধ্যমে স্বীকৃতির খবর পেয়ে আলোচ্য আল্লামা(?) মুফতী(?) এত খুশি! এমএমএস পেলে এ আল্লামা(?)র কী অবস্থা হবে? আর যদি কেউ তাঁর কানে কানে এ কথা বলে দিতে পারে যে, আয়নার দিকে তাকালে যে নিজের চেহারা দেখা যায় এটাও তাঁর সজিব আঙ্কেল ভাইয়ের আবিষ্কার, তাহলে তো তার বক্তব্যের জন্য মাউথপিস আরো কমপক্ষে তিন ফুট উপরে তুলতে হবে।

বড়রা তো তরতর করে বড় হয়ে যাচ্ছেন। যার ফলে একেবারে সাধারণ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা অর্জন করার সময় পাচ্ছেন না, কিন্তু তাদের পরামর্শক সচিবরা তো তাদেরকে অল্প বিস্তর ধারণা দিয়ে দিতে পারে। ছোট ছোট দুধের শিশুদের সামনে এভাবে হাসির পাত্র হওয়ার জন্য আর কত দিন ছাড় দেয়া সম্ভব?!

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আর পারছি না। তাই এ আল্লামা(?) মুফতীর(?) বয়ান থেকে আমি এবার ছুটি চাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।

জরুরি টীকা ৮৭ : আল্লামা ফরিদউদ্দিন মাসউদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ এর আগে পরে এ বিশেষণগুলো সংযুক্ত করেছেন শায়খুল হাদীস আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহর ইলম ও দ্বীনের ওয়ারিস মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেব। মুহতারাম মাহফুজুল হক সাহেবের কাছে প্রজন্মের জিজ্ঞাসা, তিনি ফরিদ উদ্দীন মাসউদের কোন

কোন বরকতগুলো(?) আরো দীর্ঘ হওয়া কামনা করছেন? ইতোমধ্যে যেসব বরকতে(?) গোটা মুসলিম উম্মাহ জর্জরিত সেসব বরকত (?), নাকি তার চাইতে আরো জঘন্য কোন বরকত(?)? মুসলিম উম্মাহ ইতোমধ্যে ফরিদ উদ্দীন মাসউদের যেসব বরকতে(?) জর্জরিত সেগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা– যা আমাদের মুহতারাম মাহফুজুল হক সাহেবেরও জানা আছে তা নিম্নরূপ–

ক. মাহফুজুল হক সাহেবসহ সারা দেশের ওলামায়ে কেরাম যখন শাতেমে রাসূল নাস্তিকদের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলামের জন্য ময়দানে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, তখন ফরিদ উদ্দীন মাসউদ শাতেমে রাসূল নাস্তিকদের মঞ্চে গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। লিংক–

https://www.youtube.com/watch?v=U05qF2sN1X4

খ. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ অসংখ্য আয়াত ও হাদীসকে বিকৃত করে জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া তৈরি করেছে। সে ফাতওয়ায় শিশু-অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-বেখবর-দুনিয়ালোভীদের এক লক্ষ স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাকে এক লক্ষ মুফতীর ফতওয়া বলে প্রচার করেছে। বিশ্বের আইম্মাতুল কুফরের সমর্থন নিয়ে তাকে বিশ্বমানের ফাতওয়া বানিয়েছে।

দীর্ঘ হলেও এই ফাতওয়ার কিছু জরুরি পর্যালোনচা পাঠকের সামনে পেশ না করে পারছি না।

এক. ‘এ ফাতওয়ার কুফরী বিষয়সমূহ’

১. বর্তমান বিশ্বে চলমান জিহাদের সকল কার্যক্রমকে অস্বীকার করার মাধ্যমে জিহাদের মুত্তাফাক আলাইহি-সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২. ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাওয়াত ও মুহাব্বাত ছাড়া নবী-রাসূলগণ অন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে, যার অনিবার্য ফলাফল হলো, দাওয়াত ও মুহাব্বতের পরবর্তী জিহাদ, কিতাল ও স্বশস্ত্র যুদ্ধ– এ কাজগুলোকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা আখ্যা দেয়া।

৩. ইসলামের চলমান দুশমন কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা, সৌহার্দ্যকে অপরিহার্য বলা হয়েছে।

৪. বর্তমান বিশ্বে ইহুদী-খ্রিস্টান ও নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং দিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং তাদেরকে জাহান্নামী বলা হয়েছে।

৫. যারা আল্লাহর আইনকে অকার্যকর ঘোষণা দিয়ে জাহেলী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে অবৈধ-হারাম বলা হয়েছে।

৬. অতীত কালের কাফেরদের কুফর, শিরক ও ফাসাদের নিন্দায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৭. জিহাদ ফরজ হওয়ার আগে অবতীর্ণ মুত্তাফাক আলাইহি মানসূখ (সর্বস্বীকৃত রহিত) আয়াতগুলোকে জিহাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮. ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিশ্বকে শান্তির পৃথিবী এবং তার বিপরীতে মুজাহিদদের কর্মকাণ্ডকে অশান্তি ও বিশৃংখলা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

৯. কাফের-মুরতাদদেরকে মহামান্য বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

১০. বিশ্বের আইম্মাতুল কুফর-শীর্ষ পর্যায়ের কাফেরদের কাছ থেকে ফাতওয়ার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আদায় করাও হয়েছে।

১১. জিহাদের বিকৃত সংজ্ঞা প্রদান।

১২. নববী জীবনের জিহাদ ফরজ হওয়ার আগের মানসূখ-রহিত পর্বগুলো দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে দলীল দেয়া হয়েছে।

১৩. বিশ্বের সকল জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাস, বর্বরতা, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূত্র : মানবকল্যাণে শান্তির ফাতওয়া : একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা, পৃষ্ঠা : ৩০৯-৩১০)

দুই. 'এ ফাতওয়ায় কুরআন-হাদীসের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের কয়েকটি'

১. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً এর অনুবাদে 'শান্তির পথ' শব্দটি বাড়িয়ে স্বশস্ত্র জিহাদকে অশান্তির পথ ও আতঙ্কের পথ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই বিপরীত তাফসীরবিদগণ এখানে আত্মসমর্পণের পথ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতে উল্লিখিত 'দারুস সালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত। এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, স্বশস্ত্র জিহাদ শান্তির বিপরীত একটি বিষয়।

৩. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ আয়াতে উল্লিখিত 'দারুস সালাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত। এখানে স্বশস্ত্র জঙ্গের ও লড়াইয়ের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. 'একটি হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেম ও ভালোবাসাপরায়ণতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে ব্যক্ত করেছেন।' এ কথা বলে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদীসে শুধু ভালোবাসার কথা বলা হয়নি, আল্লাহর সাথে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহর জন্য ঘৃণার কথাও বলা হয়েছে।

أفضل الأعمال الحب في الله، والبغض في الله

বাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে باب الحب في الله আর আমরা সুনানে আবু দাউদে বাবের নাম পেয়েছি باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم

৫. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে বাধাপ্রদানকারীদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

আয়াতটি প্রয়োগ করা হয়েছে মুসলমানদের একটি কাফেলার ক্ষেত্রে, যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য লড়ে যাচ্ছে।

৬. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده হাদীসটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

৭. যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ প্রয়োগ করা হয়েছে।

৮. যারা স্বশস্ত্র জিহাদে রত রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ প্রয়োগ করা হয়েছে।

৯. যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ প্রয়োগ করা হয়েছে।

১০. হুকুম মানসূখ-রহিত এ আয়াতটিকে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ মুহকাম জিহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

১১.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ» قِيلَ : وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ : «زَهْرَةُ الدُّنْيَا» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ : أَنَا – قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ – قَالَ : «لاَ يَأْتِي الخَيْرُ إِلَّا بِالخَيْرِ (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

হাদীসটি উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। কারণ অস্ত্রের ব্যবহার একটি খারাপ বিষয়। অথচ এ হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ভালো মন্দকে নিয়ে আসে না : বরং ভালো ভালোকেই নিয়ে আসে। মন্দের আবির্ভাব ঘটে বহিরাগত কারণে।

১২. জিহাদ হলো নিজের এবং পরিবেশ ও সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বকালীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া– এ সংজ্ঞার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ফিকহে ইসলামীর জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. ইবনে ওমর রাযি. মুসলমানদের পরস্পরের যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- বলার পরও হত্যা করা সম্পর্কিত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর হাদীসকে প্রয়োগ করা হয়েছে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- বলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে।

১৫. একটি দুর্বল (যা কারো কারো মতে জাল) হাদীসকে পুঁজি করে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৬. জিহাদের ওয়াজিব হুকুম থাকা সত্ত্বেও বারবার জিহাদের অনুমোদন আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাও আবার এমন কিছু শর্তে যা না কুরআন-হাদীসে এসেছে, না ফিকহের কোন কিতাবে এসেছে এবং যা কখনো পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১৭.

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

আয়াত দ্বারা সেসব ইবাদতখানাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর যিকর হয়, আয়াতে যার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু

আয়াতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর দুশমনরা দুশমনির জন্য যেসব ইবাদতখানা তৈরি করে– সেক্ষেত্রে।

১৮. আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি দুই জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় পূর্ণাঙ্গ আয়াত–

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অপর জায়গায় এই–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

প্রথম আয়াতে পুরো আয়াত উল্লেখ করা হয়নি জিহাদ করার ভয়ে। দ্বিতীয় আয়াত পুরো উল্লেখ করা হয়নি বৈধ ও ওয়াজিবকে হারাম বলার অপরাধ ধরা পড়ার ভয়ে।

১৯. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ আয়াতটি দ্বারা কারূনকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ ফাতওয়ায় তা প্রয়োগ করা হয়েছে, ইসলামের পক্ষে যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে।

২০. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, মুমিনদের ক্ষেত্রে। কুরআনে ফাসাদ বলা হয়েছে, কুফর ও শিরককে, ফাতওয়ায় ফাসাদ বলা হচ্ছে, কুফর-শিরকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাকে।

২১. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ফেরাউনের বাহিনীর ব্যাপারে। আর এখানে প্রয়োগ করা

হয়েছে মুমিনদের ক্ষেত্রে। কুরআনে ফাসাদ বলা হয়েছে কুফর ও শিরককে, ফাতওয়ায় ফাসাদ বলা হচ্ছে কুফর-শিরকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাকে।

২২. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

আয়াতটি ইসতেশহাদি হামলার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর সঙ্গে আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

২৩. সাহাল ইবনে সাদ সায়েদী রাযি. এর হাদীসটি আত্মহত্যা সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের উপর আত্মত্যাগমূলক হামলার ক্ষেত্রে।

২৪. আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসটি আত্মহত্যা সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের উপর আত্মত্যাগমূলক হামলার ক্ষেত্রে।

২৫. আয়েশা রাযি. এর হাদীসটি হুদুদ-কিসাস তথা দণ্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৬. রাদ্দুল মুহতারের ইবারতটি দন্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৭. ওমর রাযি. এর কথাটি দন্ডবিধি সম্পর্কে। প্রয়োগ করা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে হামলা করার ক্ষেত্রে।

২৮. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا আয়াতটি নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে। প্রয়োগ করা হয়েছে শিরক কুফরে লিপ্ত কাফের-মুশরিকদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে।

২৯. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا আয়াতটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে হত্যা করা হারাম করা হয়েছে। অথচ প্রয়োগ করা হয়েছে যাকে হত্যা করা ওয়াজিব– তার ব্যাপারে।

৩০. ফিকহের কিতাবাদি থেকে যিম্মির মাসআলা সম্পর্কিত ইবারতসমূহকে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, যাদের

অধিনে মুসলমানরা বসবাস করছে অথবা যারা কমপক্ষে মুসলিমদের সম অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে, যারা নিজেদেরকে কখনো যিম্মি বলতে রাজি নয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে তাদেরকে যিম্মি বলা হয়নি। এমন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যারা এ দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, আইন প্রণেতা, আইন উপদেষ্টা ও সংবিধান রচয়িতা হতে পারে।

৩১. অন্যায় প্রতিরোধ বিষয়ক হাদীসকে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩২. হাদীসের এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যার আলোকে শাসকবর্গ থাকবে সব সময় এক নম্বর ঈমানদার, আর ওলামায়ে কেরাম থাকবেন সব সময় দুই নম্বর ঈমানদার, আর সাধারণ মানুষ আজীবন দুর্বল ঈমানদার। সাধারণ মানুষ ও ওলামায়ে কেরাম কখনো এক নম্বর ঈমানদার হতে পারবে না। ওলামায়ে কেরাম পূর্ণ ঈমানদার হতে হলে শাসক হতে হবে। লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

৩৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের শত শত আয়াতকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা হয়েছে ইবনে আরাবী এক বক্তব্য দিয়ে। এরপরও তা তাহরীফ হয়নি?!

৩৪. তাহরীফ ও বিকৃতির সংজ্ঞায় ভয়ংকর রকমের তাহরীফ ও বিকৃতি করা হয়েছে। (সূত্র : মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া : একটি অনুষন্ধানী পর্যালোচনা, পৃষ্ঠা : ৩১২-৩১৬)

গ. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ তার পাথেয় পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের বিকৃতি ও ইসলাম বিরোধী প্রচারণার এক বিশাল পাহাড় তৈরি করে চলেছে, 'বিষাক্ত পাথেয়' শিরোনামে যার সমগ্র এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সে প্রচার করে চলেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার থিওরী অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। (সূত্র- মাসিক পাথেয়-১৪, মে ২০১৬ খ্রি.)

ঘ. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ জিহাদকে মৃত প্রাণীর গোশতের সঙ্গে তুলনা করে জিহাদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা সৃষ্টি করার সর্বোচ্চ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে ফেলেছে। (সূত্র- মাসিক পাথেয়-১৬, মে ২০১৬ খ্রি.)

ঙ. ফরিদ উদ্দীন মাসউদ এর মতে মাহমূদ ভারতী হচ্ছে একজন কুতুবুল আলম। কারণ সে একাধারে ১. হিন্দুদের আকীদা-বিশ্বাসকে সম্মান করে, ২. তার দৃষ্টিতে মুহাম্মদের শিক্ষা ও শ্রী রামের শিক্ষার মাঝে কোন পার্থক্য নেই, ৩. তার দৃষ্টিতে কোন দেশে শুধু মুসলমান থাকা সে দেশের সৌন্দর্য নয়, সব ধর্মের লোক থাকাটাই সে দেশের শোভাকে বৃদ্ধি করে, ৪. যারা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করবে না তারা পাপী এবং মহাপাপী, ৫. হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, সানাতন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এভাবে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা সঠিকভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করলে আর কোন ফাসাদ সৃষ্টি হবে না।

এ তথ্যগুলোর জন্য সরাসরি ভিডিও বক্তব্যগুলো শুনে ও দেখে নিন। আমাদেরকে সন্দেহ করার দরকার হবে না। লিংক :

https://www.youtube.com/watch?v=FPrweuoCB7s

https://www.youtube.com/watch?v=29E0jczmPw0

চ. বিশ্ব কুফরী শক্তির প্রধান গুরু পোপকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে

ফরিদ মাসউদের প্রদত্ত ভাষণ

السلام علی من اتبع الهدی، بسم الله الرحمن الرحيم

‘সকল সত্য ও শান্তি প্রত্যাশীদের সালাম। আমাদের এ শ্যামল ও সুন্দর দেশে মহামান্য পোপের আগমনকে আমরা সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা জানি, পৃথিবীর সব মহাপুরুষই শান্তি, সৌহার্দ্য, প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ও ভালোবাসা সৃষ্টিপ্রেমের সাথে জড়িত করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিবেদন এবং মনুষ্য জাতির প্রতি ভালোবাসা ভিন্ন কোন ধর্মাদর্শীর চিন্তাও করা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে এ প্রেম ও ভালোবাসার সবচেয়ে বেশি অভাব। পৃথিবীজুড়ে ধর্মে ধর্মে, বর্ণে, জাতিতে জাতিতে যে বিদ্বেষ, হিংসা ও হানাহানি চলেছে, মহাপুরুষদের অনুসৃত প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনই কেবল তা নিরসন করতে পারে। মহামান্য পোপ ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে যেভাবে মনুষ্যত্ত্বের বিকাশ ও নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাতে

আমরা সবাই উৎসাহ পাই উজ্জীবিত হই। বিশেষ করে অসহায় রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর জোরালো সমর্থন এদের মানবিক অধিকার রক্ষায় সফলতা বয়ে আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলে পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি একজন আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। তার এ উভয়বিধ শক্তি ও সামর্থ্য বিশ্ব শান্তি, সম্প্রীতি এবং নির্যাতিত মানুষের কল্যানে অবদান রাখবে এটা আমরা জোরালোভাবে আশা করি। মহামান্য পোপকে কেন্দ্র করে আজকের এ সমাবেশ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এ মহামিলন বিশেষ করে ধর্মের নামে সবধরনের উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসকে রুখতে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে এ ধারাকে আমাদের সর্বত্রই ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি পুনরায় মহামান্য পোপ ও তার সফর-সঙ্গীদের স্বাগত ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সুস্বাস্থ কামনা করছি। আমীন।'

লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=86-aNe1XH9A

মুহতারাম মাহফুজুল হক সাহেব ও তাঁর মত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসব তথ্য না জানার কথা নয়; বরং না জানার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাঁরা এখন জাতির কর্ণধারের চেয়ারে আছেন।

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ সাহেব, সভাপতি জাতীয় দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ৮৮ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চই আপনার মনে আছে আপনার যে প্রখর স্মরণশক্তি

ফরিদ উদ্দীন মাসউদের মুখে এ বাক্যটি খুবই মানানসই। এ তেল মালিশ ছাড়া তার অস্তিত্ব বিপন্ন। কিন্তু এ মজলিসের সকল সদস্য এ বাক্য শোনার উপযুক্ত নন। এ বাক্য বলা ও শোনার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আরো অনেক নিচে নামতে হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা বাক্যগুলো শুনে চলেছি।

জরুরি টীকা ৮৯ : আমি আপনাকে একটু বিমর্ষ দেখে বলেছিলাম যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! ভয় পাবেন না, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথেই আছেন

কোন শব্দ ও বাক্যে এ প্রধানমন্ত্রী সবচাইতে বেশি খুশি হবেন তা ফরিদ উদ্দীন মাসউদই সবচাইতে বেশি জানার কথা। এমনিভাবে এ প্রধানমন্ত্রীকে বিমর্ষ দেখা গেলে ফরিদ উদ্দীন মাসউদের মত লোকেরাই বেশি বিচলিত হয়ে পড়ার কথা। এগুলোর কোনোটাতেই আমাদের নতুন করে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ বিষয়গুলো এক সময় ওলামায়ে দেওবন্দ ও ওলামায়ে হকের জন্য লজ্জাজনক বিষয় ছিল। কতটুকু প্রাপ্তির জন্য আজ আমরা সে লজ্জার মাথা খেয়ে চলেছি তা বোধগম্য নয়।

একজন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর সাথে/পক্ষে আল্লাহ থাকবেন -এ বিশ্বাস কোন ধর্মনিরপেক্ষ ফরিদ উদ্দীন মাসউদই রাখতে পারে। কারণ এ প্রধানমন্ত্রী এবং এ আল্লামার(?) বিশ্বাস হচ্ছে, স্রষ্টার আইন সকল সৃষ্টির সকল অঙ্গনে চলার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষুদ্র একটি অংশ মানুষের রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারে স্রষ্টার আইন চলার যোগ্যতা রাখে না।

এখানে একজন মুসলমানের প্রশ্ন আসতেই পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী যদি স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাহলে সে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় স্রষ্টার বিধানকে প্রবেশ করতে দেয় না কেন?

এর একটি সহজ সরল মূল্যায়ন হচ্ছে, যে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে সে কি সৃষ্টিকে স্রষ্টার চাইতে বেশি জ্ঞানী ও শক্তিশালী মনে করে? সে কি মনে করে, যে স্রষ্টা মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে একটি নিয়মের ফ্রেমে পরিচালিত করতে পারেন, তিনি মানুষের রাষ্ট্রজীবন, সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনকে পরিচালিত করতে পারবেন না? সে কি মনে করে, যে স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টির আগের জীবন এবং মৃত্যুর পরের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে স্রষ্টা সে মানুষের জীবনের ষাট/সত্তর বছরকে পরিচালনা করতে পারবেন না? সে কি মনে করে, যে স্রষ্টা গ্রহ-নক্ষত্র-সৌরজগৎ-গ্যালাক্সি-বিশ্বজগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সদস্যদের সমাজ ও পরিরবারকে কোটি কোটি বছর যাবত

সুনির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে পরিচালিত করে আসছেন, তিনি মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না?

আসলে এমন বৈপরীত্যের সমন্বয় সম্ভব নয়। স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকারকারী সৃষ্টির পরিচালনায় স্রষ্টার বিধানকে প্রবেশাধিকার দেবে না তা হতে পারে না। দু'টির একটি। হয়তো সে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, নয়তো সে স্রষ্টার বিধানকে মানব পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেবে এবং প্রবেশ করতে দিতে বাধ্য। তৃতীয় কোন সুরত এখানে নেই। যে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করবে সে স্রষ্টাকে তার পরিচালক হিসাবে মেনে নেবে। যে স্রষ্টাকে নিজের পরিচালক হিসাবে মেনে নেবে না সে বাস্তাবিকভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। স্রষ্টার পরিচালনাকে মেনে না নিয়ে যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করার দাবি করে তারা মূলত ভাঁওতাবাজী করে। ধর্ম ব্যবসা করে। ধর্মের লেভেল ব্যবহার করে ধর্মের পার্থিব মুনাফাটা ঘরে তুলতে চায়।

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও তাদের প্রধানমন্ত্রীরা এ ব্যবসাটাই করে চলেছে। আর আমরা তাদের এসব বরকত(?) দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য দোয়া করে চলেছি।

জরুরি টীকা ৯০ : তখন আপনি আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাইলেন আর বললেন, মাওলানা আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না

মাওলানাও সে দিন কথাটি বিশ্বাস করেছেন, আর আজকের শ্রোতারাও বিশ্বাস করে চলেছেন। কোন যিন্দিকের কথা অপর কোন যিন্দিক বিশ্বাস করলে সেখানে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু কোন মুসলমান কেন তা বিশ্বাস করবে?

যে তার দেশের সকল অঙ্গন থেকে আইন করে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যকে বিদায় করেছে, আল্লাহর আইনের রাজনৈতিক মর্যাদাকে বিলুপ্ত করেছে, আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মের সঙ্গে মানবরচিত ধর্মগুলোর বৈষম্যকে বিলুপ্ত করেছে, রাষ্ট্রের সম্মিলিত অঙ্গনে আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মের পরিচয় ধারণ, তার প্রকাশ ও প্রয়োগকে বিলুপ্ত করেছে, রাষ্ট্র-সমাজ ও

পরিবারের সকল অঙ্গনে আল্লাহর আইন প্রবেশের সকল দরজা বন্ধ করে রেখেছে, সে আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পায় না এর অর্থ কী?

না কি সে বলতে চেয়েছে, সে আল্লাহ ছাড়া বাকি সবাইকে ভয় পায়? আসলে এসব কথার ফাঁদে পড়ার বয়স কি এখনও আমাদের আছে? আমরা ধোঁকা খাওয়া এবং ধোঁকা দেয়া কবে বন্ধ করব?

জরুরি টীকা ৯১ : এই যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

বিশ্বাসের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সংসদের প্রতিটি অধিবেশনে যখনই একেকটি কুফর ও হারামকে আইনগতভাবে অবশ্য পালনীয় হিসাবে পাস করে এবং একেকটি ওয়াজিব-ফরজ ও ঈমানের অঙ্গকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ও অবৈধ বলে পাস করে তখনই আল্লাহর প্রতি এ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস বাড়তে থাকে। বিশ্বাসটা এভাবে বাড়ে যে, সে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যত কিছুই করুক, আল্লাহ তাকে কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ হেফাজত করুন। আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে ইবলিসের সব ধরনের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

জরুরি টীকা ৯২ : নিশ্চই আল্লাহ আমার দ্বারা একটা বড় কাজ নিবেন। এজন্যে আল্লাহ আমাকে বাঁচায় রাখছেন। এই কথা সেইদিন আপনি বলেছিলেন

বড় বড় যে কাজগুলোর জন্য ফরিদ উদ্দীন মাসউদের প্রধানমন্ত্রীকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন তার কয়েকটি এই-

ক. নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে লক্ষ লক্ষ ওলামা-তালাবা ও তাওহীদী জনতাকে গভীর রাতের অন্ধকারে ইচ্ছামত পিটিয়ে রক্তাক্ত করে পরের দিন তাদেরকে জালেম হিসাবে উপস্থাপন করা।

খ. যুবতী মেয়েদেরকে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় বানিয়ে দেশের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করা।

গ. হিন্দুদের পূজামণ্ডপকে বিশ হাজার থেকে ত্রিশ/তেত্রিশ হাজারে উন্নীত করা।

ঘ. মূর্তি ও প্রতিকৃতির ব্যাপকায়ন এবং সেসব মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন, অর্ঘ্যদান, সেগুলোর সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সেসব মূর্তির সঙ্গে বেয়াদবি করলে সর্বোচ্চ শাস্তি বিধান করা।

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও তার প্রধানমন্ত্রীর জন্য এ কাজগুলো অবশ্যই অনেক বড় বড় কাজ এবং অনেক বড় বড় অর্জন। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য এগুলো অনেক বড় বড় বিসর্জনের খবর।

জরুরি টীকা ৯৩ : আল্লাহ তাআলা বঙ্গবন্ধুকে বুঝে ফেলেছিলেন কেন জানি না যে, আর হয়তো দুনিয়াতে বেশিদিন নাই

আল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে বুঝে ফেলেছেন, না কি বঙ্গবন্ধু আল্লাহকে বুঝে ফেলেছেন? বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে কথাবার্তাগুলো একেবারেই আধ্যাত্মিক জগতের। হাল্লাজ যেমন কুফরী কথা-কাজ ও কুফরী আকীদা লালন করেও সর্বোচ্চ মানের ওলির পদ দখল করে রেখেছিল, ফরিদ উদ্দীন মাসউদের বঙ্গবন্ধুর অবস্থাও অনেকটা সেরকমই।

জরুরি টীকা ৯৪ : তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসলামের অনেক কাজ নিয়েছেন দেশের অনেক কাজ নিয়েছেন

ফরিদ উদ্দীন মাসউদের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ নিয়েছেন সেসবের ছোট্ট একটি তালিকা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ প্রধানমন্ত্রী ইসলামের জন্য যা যা করেছে তার সঠিক উপলব্ধির জন্য দীর্ঘ তালিকা অধ্যয়নের চাইতে সহজ পথ হচ্ছে, তার বাবা ও তার অধীনে সংকলিত সংবিধান এবং তা বাস্তবায়নের চিত্রগুলো অধ্যয়ন করা। এগুলো অধ্যয়নের জন্য বহু ব্যবস্থা এখন আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে। এর জন্য দ্বীন ও শরীয়তের মাসআলাগুলোকে তার আপন গতিতে পরিচালিত করলেই বিষয়গুলো পরিস্কার হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

জরুরি টীকা ৯৫ : যুদ্ধ অপরাধের বিচার সংগঠিত হয়েছে

যুদ্ধের অপরাধগুলোকে শরীয়তের আইনের আলোকে বিচার করা একটি বড় ধরনের অপরাধ। এমন অপরাধ, যা ক্ষমার যোগ্য নয়। এটাও

এ প্রধানমন্ত্রীর একটি বড় খেদমত। অতএব এ দেশে ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও তার প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তাই সঠিক। দুঃখের বিষয় হলো, দ্বীন ও শরীয়তের কর্ণধারগণ কেন পার্থক্যগুলো বুঝতে পারছেন না, বা বুঝতে চেষ্টা করছেন না।

জরুরি টীকা ৯৬ : এই দেশকে আপনি মহাকাশে নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে

বিজ্ঞানের থিওরী অনুযায়ী পৃথিবী মহাকাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফরিদ মাসউদের প্রধানমন্ত্রী দেশটাকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে আল্লাহই মালুম কোথায় নিয়ে গেছে! সেখান থেকে আর কখনো ফিরে আসতে পারবে কি না? সম্ভবত স্যাটেলাইটের কথা বলতে চাচ্ছে। তাই না? বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে মহাকাশে নিয়ে গেছে এর অর্থ সম্ভবত স্যাটেলাইটটার নাম রাখা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। যে মহাকাশ বহুকাল আগে থেকেই অসংখ্য দেশের হাজার হাজার স্যাটেলাইট দখল করে রেখেছে সেখানে ঢুকতে পারার গর্বে সবার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আমাদের কর্ণধারগণও সে খুশির হাসির ইতি টানতে পারছেন না। আসলে এ প্রধানমন্ত্রী কোন ধরনের গান শুনতে বেশি পছন্দ করেন তা দরবারের এ কবির মত আর কেউ জানার কথা নয়!

জরুরি টীকা ৯৭ : আপনি এদেশের এত উন্নয়নের ইয়েতে নিয়ে গেছেন যে, আমাদের এককালের শত্রুদেশ পাকিস্তানের জনগণও দাবি জানায় যে, আমাদেরকে বাংলাদেশে মতন অন্তত উন্নত করে দাও

'ইয়ে' মানে বুঝিনি। আর শত্রুদেশ মানে হচ্ছে পাকিস্তান। আমার মনে হয় পাকিস্তানের সে নাগরিকের মাথায় কোন সমস্যা আছে। পারমানবিক সমৃদ্ধ একটি দেশকে উন্নত করে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে কত নিচে নামতে হবে তা তার খবরও নেই। ফরিদ মাসউদ এ কথাগুলো জানে। এরপরও সে এত খুশি কেন? কারণ হচ্ছে, খুশির খবর না কি মিথ্যা হলেও মজা। এ থিওরীর উপর অনেকেই ইদানিং প্রাসাদ গড়ে চলেছে। তবে ইসলামের কর্ণধারগণের সঙ্গে বিষয়গুলো একেবারেই মানানসই নয়।

জরুরি টীকা ৯৮ : সবচেয়ে বড় যে কাজ আপনি করেছেন এই কওমী মাদরাসার স্বীকৃতি ... আমার ভাই আপনাকে জননী বলেছেন। সেই মায়ের দরদ দিয়ে

এ কাজটি এ প্রধানমন্ত্রীর অর্জনগুলোর মধ্যে অবশ্যই সবচাইতে বড় না হলেও অনেক বড়। এর মাধ্যমে তিনি যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সে বুদ্ধির পরিচয় যদি আরো দশ বছর আগে দিতেন, তাহলে দশ বছর আগেই তার পদতলে আমরা আমাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিতাম। আমাদেরকে মোহিত করার জন্য সহজ রূপার কাঠিটি বহু দিন পর এ প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরা দিয়েছে। এখন আমাদের দ্বীন-ইলম-আদর্শকে একজন শতভাগ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্প্রদায়িক নেত্রীর পদতলে কুরবান করে দিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না। যার ফলে এক লাফে নাস্তিক-মুরতাদদের জননী তাওহীদবাদীদের জননীর আসন দখল করে বসেছে। ইসলামের কর্ণধারগণ এখন বেহেশত তালাশ করতে হলে এ জননীর পদতলেই তালাশ করতে হবে। নির্লজ্জ জননী! আর নির্লজ্জ তার সন্তানরা!!

আব্রাহাম লিংকন-রুশো-ভোল্টায়ারের আইন দিয়ে যে মুহাম্মদে আরাবীর আইনকে রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে যাদের জননী আমরা তাদের সন্তান নই। যারা একজন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদকে জননী বানিয়েছে প্রজন্ম তাদেরকে বাবা বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। এটা তাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের শত্রুদেরকে যে বন্ধু বানিয়েছে তার সন্তানরা ইবরাহীমের সন্তানদের বাবা নয়, তারা প্রজন্মের পূর্বসূরি নয়। শেখ হাসিনার আদর্শের সন্তানরা আর যাই হোক তারা আমাদের পূর্বসূরি নয়, মুহাম্মাদের উম্মতের আদর্শ নয়।

এ জননীর দরদ পুরোটাই থাকুক ফরিদ মাসউদ, রুহুল আমীন, প্রতিমন্ত্রী ও তাদের অনুসারীদের জন্য। এর ছিটেফোটাও ইবরাহীমের সন্তানদের গায়ে না লাগুক।

জরুরি টীকা ৯৯ : ইমামরা আছেন যারা, মুয়াজ্জিনরা আছেন যারা এখনো সাতশ আটশত টাকা বেতন মাত্র পায় ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ আপনার দিল আল্লাহ বড় দিয়েছেন

একজন ফরিদ মাসউদ একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে তার দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য এভাবে বলতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন একটি মানহুস মাজলিসে আমাদের কর্ণধারগণের উপস্থিতির বৈধতা কী? এসব কথা শোনার পরও তার মৌন সমর্থক হওয়ার বৈধতা কী? আমাদের কি সবই লুট হয়ে গেল? আমরা এতটাই রিক্তহস্ত? আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করুন।

জরুরি টীকা ১০০ : রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার সময় ... বলেছিলেন যে যেখানে নাকি আঠারো কোটি মানুষ ইয়ে করতে পারে, খাইতে পারে, সেখানে আট লাখ মানুষ কি খাইতে পারবে না?

এ বড় দিলের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের আইম্মাতুল কুফুরের নির্দেশনা অনুযায়ী যতদিন রোহিঙ্গাদেরকে ঠেঙ্গানোর আদেশ পেয়েছে তত দিন ঠেঙ্গানোর দায়িত্ব পালন করেছে। আর যখন মোড়লরা বলেছে ঠেঙ্গানোর মেয়াদ শেষ, এখন বগলের নিচে ধরে চাপ দিতে হবে, তখন বগলের নিচে নিয়ে চাপ দেয়া শুরু করেছে। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে এ প্রধানমন্ত্রীর আচরণগুলো এ দেশের ঘটনা। আমাদের চোখের সামনের ঘটনা। রোহিঙ্গাদের নিয়ে এখন কী কী রাজনীতি ও কূটনীতি চলছে তাও আমাদের সামনেই আছে। এরপরও যদি আমাদের কর্ণধারগণ ফরিদ মাসউদের বক্তব্য শুনেই তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার চিন্তা করে থাকেন এবং সে জন্য করতালির মাধ্যমে কথাগুলোকে বরণ করে থাকেন, তাহলে আমাদের দুঃখের কথাগুলো কার কাছে বলব?

জরুরি টীকা ১০১ : ইমাম মুয়াজ্জিনরাও অধিকাংশ কওমী মাদরাসার। এই ইমামদের একটা ভাতার ব্যবস্থা করে আপনি আমাদেরকে কৃতার্থ করবেন

এ দেশ যখন এ প্রধানমন্ত্রীর বাপের সম্পদ, আর উত্তরাধিকার সূত্রে তার মালিক এ প্রধানমন্ত্রী, তাই তাদের এ পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে

আমাদেরকে কিছু কিছু দান করলে আমরা কৃতার্থ না হয়ে কি কোন উপায় আছে? কওমী অঙ্গনের করুণার আঁধার এ প্রধানমন্ত্রী, আর করুণার ভিখারী কওমী ওলামা-তালাবা।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান, মুহাম্মাদে আরাবীর উম্মত আর দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শের অনুসারীদেরকে আজ যারা আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য শত্রুর দরবারে করুণার পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করছে, আল্লাহ তাদের উপযুক্ত বিচার করবেন বলে আমরা আশা করি। এ অপদার্থকে তিন হাজার টাকার ভিক্ষা করার জন্য কে বলেছে? প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা কামাই করার জন্য তো প্রতিদিন মাটিও কাটতে হয় না। একজন দিন মজুরের মাসিক আয় হচ্ছে পনের হাজার টাকা। আর এ অপদার্থ মাসিক তিন হাজার/পাঁচ হাজারের জন্য আল্লাহর আইনের শত্রুর কাছে দরখাস্ত করে চলেছে। আসলে এদের উদ্দেশ্য কী? কেন তারা দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদেরকে এভাবে দ্বীনের শত্রুদের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছে। তাদেরকে অসহায়, ভিক্ষুক ও এতীম হিসেবে তুলে ধরছে।

জরুরি টীকা ১০২ : আমাদের সারতাজ হযরত আহমাদ শফি সাব ... সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে একত্রিত করে ইসলামের ... যে সেবা করেছেন আমি মনে করি উনি স্বাধীনতা পদক পাইতে পারেন

স্বাধীনতাপদক বরাদ্দ করা হয়েছে যারা ভূখণ্ড, গোষ্ঠী ও ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম ধর্মভিত্তিক ভিন্নতা ও স্বকীয়তাকে বিলুপ্ত করতে পেরেছে তাদের জন্য। যারা ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে আল্লাহর আইনকে বিতাড়িত করতে পেরেছে তাদের জন্য। যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী, নাস্তিক, মুসলিম সবার জন্য সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তাদের জন্য। মাওলানা আহমদ শফী সাহেব সে পদক কেন পাবেন?

ফরিদ সাহেব! আপনার প্রতারণার জালে তো সারা দেশ আটকে আছেই। নতুন করে আরো জাল বিছানোর আর কি প্রয়োজন রয়েছে? আপনি আর আপনার প্রধানমন্ত্রী মিলে দু'চার হাজার স্বাধীনতাপদক বানিয়ে সারা গায়ে জড়িয়ে রাখুন। আর আল্লাহর আইনকে দরজার

বাইরে আটকে রাখার জন্য যত রকমের ফন্দি আঁটা দরকার সব আঁটতে থাকুন। আমাদের সাদাসিধা আলেম সমাজকে নিয়ে তামাশা করা এবার একটু বন্ধ করুন। আখেরাত নিয়ে তো আপনার কোন চিন্তা নাই, কারণ আপনি সেটা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মনে রাখবেন, দুনিয়ার যে সুখের জন্য এসব করে চলেছেন সে সুখও আপনার হয়তো নসিব হবে না।

জরুরি টীকা ১০৩ : এইদিকে বিবেচনা করে এই বছরের স্বাধীনতা পদকের ব্যাপারে এটি বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা রাখি

আহমদ শফী সাহেব হুজুরের উপাধি হচ্ছে শায়খুল ইসলাম। যিনি ইসলাম ধর্মের প্রধান ব্যক্তি। আর স্বাধীনতাপদক হচ্ছে, ধর্মের বিপরীতে ভূখণ্ড ও গোষ্ঠী ভিত্তিক সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির জন্য। তাঁকে এ পদক দেয়ার জন্য যারা বিবেচনা করবে তারা কোন দৃষ্টিকোন থেকে এ বিবেচনা করবে? আসলে বিষয়টি অতদূর গড়ানোর প্রয়োজনও হবে না। আসলে আমাদের সাদাসিধা মানুষগুলোকে যা বলে বাগিয়ে নেয়া যায় ততটুকু বলাই ফরিদ মাসউদের উদ্দেশ্য। আর ততটুকু ইতোমধ্যে হয়েও গেছে।

'স্বাধীনতাপদক নির্বাচন কমিটি' একটু তলিয়ে দেখলেই আহমদ শফী সাহেবের জন্য পদকের পরিবর্তে যুদ্ধাপরাধের মামলার ব্যবস্থা করতে পারবে। এর জন্য অনেক বেশি মেধাও তাদের ব্যয় করতে হবে না। আর এ কথা ফরিদ উদ্দীন মাসউদও জানে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলতে চেয়েছে, আহমদ শফী সাহেব আপনাকে যে পরিমাণ সম্মান দেখিয়েছেন এর বিনিময়ে তাকে যুদ্ধাপরাধের তালিকায় না দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় দেয়া মুনাসেব হবে।

জরুরি টীকা ১০৪ : এই কথা বলে শেষ করছি যে, আপনি এমন ব্যক্তি যাদেরকে আমরা দেখেছি যা ওয়াদা করে সেই ওয়াদা রক্ষা করেন

এ পর্যন্ত কী পরিমাণ থু থু আমাদের এসব বক্তার মুখে পড়ার কথা ছিল। ভাগ্যক্রমে হাদীসটি প্রধানমন্ত্রীর মনে নেই, তাই রক্ষা। না হয় সামনাসামনি এভাবে প্রশংসা কতক্ষণ পর্যন্ত বরদাশত করা যায়! মূলত আল্লাহর আইনের শত্রুর সঙ্গে আমাদের কোন অঙ্গীকারও নেই এবং কৃত অঙ্গীকার পূরণ করল নাকি পূরণ না করেও অভিনয় করল এসব নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কোন কারণ নেই। আলহামদু লিল্লাহ।

জরুরি টীকা ১০৫ : সামনেও আপনি আসলে, আপনি যে আসবেন ইনশাআল্লাহ! যে ওয়াদা করবেন সেই ওয়াদা রক্ষা ইনশাআল্লাহ হবেই হবে

সামনে আবার আসার জন্যই তো সব আয়োজন চলছে। না হয় জোরপূর্বক এভাবে শোকরিয়া আদায় করিয়ে নেয়ার কী প্রয়োজন ছিল? এত তড়িঘড়ি স্বীকৃতিরই বা কী প্রয়োজন ছিল? এ প্রধানমন্ত্রী ওয়াদা করেছেন, তিনি আবার ক্ষমতায় আসবেন। আমাদের বিশ্বাস, যেভাবেই হোক তিনি ক্ষমতায় এসেই ছাড়বেন। তিনি ক্ষমতায় না আসলে তো ক্ষমতায় আসার ওয়াদাটাও রক্ষা হয় না, বাকি সব ওয়াদা কীভাবে রক্ষা করবেন?

জরুরি টীকা ১০৬ : বাতেল শক্তিকে আপনার নেতৃত্বে চুরমার করার তওফীক দান করুন

আরব ও অনারবের প্রায় সকল শায়খ ও মাশায়েখের মতে বর্তমান যামানার সবচাইতে বড় বাতিল শক্তি হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। এ দু'টি কুফর এত বেশি ব্যাপক যে, একটি দেশের প্রতিটি নাগরিককে তা ছুঁয়ে যায়। কোন না কোনভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হয়। এ দু'টি মতবাদ সরাসরি কুফর হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ ও মূর্খ মুসলমানরা একে ঈমান রক্ষার শক্তি হিসাবে ব্যবহার করছে। সে দু'টি বাতিল শক্তি এ দেশে এ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করেছে এবং যে পরিমাণ প্রায়োগিক সফলতা অর্জন করেছে, সে পরিমাণ আর কারো নেতৃত্বে হয়নি।

এ দু'টি বাতিল শক্তির মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম, ইসলামী খিলাফত ও আল্লাহর আইনকে মুসলমানদের রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বিলুপ্ত করে দেয়া। কামাল আতাতুর্কের ন্যায় এ প্রধানমন্ত্রীও তা পেরেছে। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ তার এ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই সকল বাতিল শক্তিকে চুরমার করে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এটা ফরিদ মাসউদ ও তার প্রধানমন্ত্রীর জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু আমাদের কর্ণধারগণ বুঝতে হবে এবং মুসলমানরা বুঝতে হবে যে, ফরিদ মাসউদ ও তার প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে বাতিল শক্তি কারা। তারা কোন শক্তিকে চুরমার করে দিতে চায়। ইতোমধ্যে ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

ও তার প্রধানমন্ত্রীর যেসব অবদান আমরা দেখেছি তা থেকে আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, আল্লাহর আইন প্রয়োগ, তার জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে বাতিল শক্তি। আর এ সকল শক্তি ও প্রচেষ্টাকে চুরমার করে দেয়ার জন্য সে আল্লাহর কাছেই তাওফীক কামনা করছে। এ ধরনের লোকদেরকেই শরীয়তের পরিভাষায় 'যিন্দীক' বলা হয়। যার নেতৃত্বে আজ ওলামায়ে কেরাম তাদের বহু দিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ করে চলেছে। এ করুণ চিত্র অনুধাবন করতে ওলামায়ে কেরাম যত দেরি করবেন ততই বিপদের ভয়াবহতা তীব্র হতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

মাওলানা আজহার আলী আনোয়ার শাহ দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া, সহ সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। অন্যতম সদস্য, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ১০৭ : আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, ... তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন কোন বাধা তাকে ফেরাতে পারে না

একজন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি একজন আলেমের বিশ্বাস এমন হবে কেন? যে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য শত্রু, তার প্রতি এমন বিশ্বাস পোষণ করা, ওলামা-তালাবার সামনে তা প্রকাশ করা -এগুলো কতটুকু ফযীলতের বিষয়? প্রজন্ম এসব থেকে কী সবক নেবে?

জরুরি টীকা ১০৮ : আইন পরিবর্তন করা, সবকিছু করা এটা তখনি হয় একজন মানুষের যখন উইল পাওয়ার এমন হয় যে, এর সামনে কোন কিছু টিকতে পারে না

এ বক্তার বক্তব্য থেকে উইল পাওয়ারের যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে, উইল পাওয়ারের অধিকারী এবং স্বৈরাচার দু'টি সমার্থবোধক

শব্দ। যে নিজে আইন বানাতে পারে, আইন পরিবর্তন করতে পারে এবং যে কোন আইন বিলুপ্ত করতে পারে। পৃথিবীর যে কোন স্বৈরাচারই তা পারে। এটা পারে না শুধু কোন মুসলমান। সে চাইলেই আল্লাহর আইনের বিপরীত কোন আইন তৈরি করতে পারে না। সে চাইলেই আল্লাহর আইনের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সে চাইলেই সম্মানিতকে অসম্মানিত এবং অসম্মানিতকে সম্মানিত করতে পারে না। আমাদের আলোচকের দাবি মতে, তাঁর এ প্রধানমন্ত্রী অনেকটা ফেরাউনের সমমর্যাদার অধিকারী।

কর্ণধারগণের মনে রাখতে হবে, প্রজন্ম তাদের এ প্রতিটি শব্দের হিসাব নেবে। এর সঠিক উত্তর প্রস্তুত রাখতে হবে।

জরুরি টীকা ১০৯ : দ্বীনিয়াত বা ইসলামিক পাঠদানের জন্য এখন হিন্দু শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই হিন্দু শিক্ষকদেরকে বাদ দিয়ে এই কওমী মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ

এ বক্তা হঠাৎ করে এতটা হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন কেন? ষোল কোটি মুসলমানের বিচারক হিন্দু হলে এ বক্তার দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই, ষোল কোটি মুসলমানের আইন প্রণেতারা অমুসলিম ও নাস্তিক হলে কোন সমস্যা হয় না, দেশে আইন ও বিচার শতভাগ কুরআন বিবর্জিত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনে হলে এ বক্তার দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই। মাদরাসার দু'চার জন হিন্দু শিক্ষকে তার কী সমস্যা? হিন্দু তো ইসলাম শিক্ষা বই দেখে দেখেই পড়াবে। মুতালাআ করে এসে পড়াবে। বইয়ে যা কিছু তাই পড়াবে, তার বিপরীত কিছু পড়াবে না।

না কি কুফরের গলায় মালা পরাতে এসে দু'একটি মুসলমানী কথা না বললে ঈমান একেবারেই থাকে না, সে জন্য ব্যালেন্স ঠিক রাখা হচ্ছে!

জরুরি টীকা ১১০ : এই ব্যাপারে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করে

যে রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শতভাগ সেকুলারশিক্ষা ব্যবস্থার মুরুব্বী, যে রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামবিরোধী সকল আয়োজনের ব্যবস্থাপক, সে রাষ্ট্রপ্রধান আপনাদের দিকে সুদৃষ্টি দিলে আপনাদের কী দশা হবে তা কি এখনো

বুঝতে পারছেন না? যার সুদৃষ্টি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলাম বিরোধিতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে, সে রাষ্ট্রপ্রধান আপনার দু'চার লক্ষ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সুদৃষ্টি দিলে তা কোন দিকে যাবে তা কি বুঝতে পারছেন? ইতোমধ্যে এ সুদৃষ্টি আপনাদেরকে কতদূর নিয়ে গেছে তার কোন খবর কি পাচ্ছেন?

মনে রাখবেন, আপনাদের অপরিপক্ক প্রজন্ম কিন্তু আপনাদের সকল কার্যকলাপ দেখছে। সব পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। আপনাদের এসকল চিত্র ও ছবির পোজ এক দিন কথা বলবে ইনশাআল্লাহ।

জনাব শেখ আবদুল্লাহ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

জরুরি টীকা ১১১ : মঞ্চে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধাভাজন নেত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর

একজন প্রতিমন্ত্রী যে রাজার প্রতিমন্ত্রী হবে সে রাজার চৌদ্দপুরুষের ব্যাপারে তার মন্তব্য এমনই হওয়া চাই। কারণ তার দুনিয়া আখেরাত সবকিছুই এর মাঝে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সে একটি টিস্যুপেপার। দুঃখের চিত্র হচ্ছে, ইবরাহীমের সন্তান ও মুহাম্মাদে আরাবীর উম্মতের কর্ণধারগণের চেহারাগুলো....!

জরুরি টীকা ১১২ : অত্যন্ত যোগ্যতম উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী

অভিধানে যদি আরো কোন শব্দ থাকত তাও আমরা তাকে হাদিয়া করতাম। কিন্তু অভিধান তো আর কোন লীগ বা দল করে না। তাই সেখানে এর চাইতে বেশি শব্দ থাকার কথা নয়। আর একজন রাজা তার রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের উপর যে করুণাগুলো করে থাকে, তা কখনো দু'চার শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। তার জন্য সারা জীবন গোলামী করে যেতে হয়। আমার মতে প্রতিমন্ত্রী খুব বেশি বলে ফেলেননি।

বিপত্তি ঘটেছে আখেরাতের বিশ্বাসী ইসলামের কর্ণধারগণের ঠি---ক, ঠি---ক রব ও সমর্থনের হাত নাড়ার কারণে। এ দৃশ্যগুলো যদি

ভিডিওতে ধারণ না করা হত, এমনিভাবে ফেশেতারাও যদি চিত্রগুলো নোট না করতেন! কিন্তু কোনটাই তো হবার নয়।

জরুরি টীকা ১১৩ : এই সভায় যার বক্তব্য শুনার জন্য আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি সময়ের অভাবে তিনি যদি আমাদেরকে সেই কথাগুলো শুনাইতে না পারেন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে

অবশ্যই! সব হারিয়ে যাবে। আর এ রাজা আমাদেরকে যা দিয়েছে তা চলে গেলে আমরা হয়ে যাব টিস্যুপেপার। সে কষ্ট রাখারও কোন জায়গা হবে না। নর্দমার স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কোন স্রোত নসিবে জুটবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বীনের ধারক-বাহকগণও কি তাই মনে করেন? একজন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজার বাণীগুলো কি আসলেই আপনাদের কাছে এতটাই অমৃত? এতটাই মধুর? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বলুন, কেন এমন হলো? আপনারা তো এমন ছিলেন না। আপনাদের পূর্বসূরিরাতো এমন ছিলেন না। আপনারা আজ কেন এমন হয়ে গেলেন? আপনাদের পরিচয়গুলো এভাবে বদলে দেয়ার জন্য কেন আপনারা উঠেপড়ে লেগে গেছেন?

জরুরি টীকা ১১৪ : যে হুজুরই ভালো বক্তব্য রাখতে চান এই আয়াতটা কেউ ভুলে যান নাই

আয়াতটি অপব্যবহারের জন্য এবং বিকৃতির জন্য এর চাইতে উপযুক্ত আর কোন ক্ষেত্র হয়তো আপনারা অতীতে কখনো পাননি এবং ভবিষ্যতে পাবেন বলেও কোন আশা করছেন না। না হয় আল্লাহর এ আয়াতের প্রকাশ্য শত্রু কেন এ আয়াত দিয়েই আপনাদের কাছে সমাদৃত?

এ আয়াতের দাবি ছিল, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া হিসাবে তার আইন মেনে চলবে। জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু তারা তা না করে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবন থেকে আল্লাহর আইনকে বের করে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে আবরাহাম লিংকন, রুশো, ভোল্টায়ারের আইন। আল্লাহ যাকে হালাল করেছেন তাকে তারা আইন করে হারাম সাব্যস্ত

করে রেখেছে এবং শাস্তির বিধান করে রেখেছে। আল্লাহ যাকে হারাম করে রেখেছেন তারা তাকে আইনের মাধ্যমে হালাল করে তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

আর আজকের মাহফিলে আল্লাহর আইনের সেই শত্রুকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়ার জন্য সে আয়াতটিই সবাই ব্যবহার করে চলেছে। প্রতিমন্ত্রী তো তার পদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আখেরাত নিয়ে তার কোন টেনশন নেই। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম এটা কী করে চলেছেন? লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

জরুরি টীকা ১১৫ : আজকের দিনের সাথে সম্পৃক্ত এর চাইতে কোন ভালো আয়াত আমি খুঁজে পাই নাই

কারণ, অন্য কোন আয়াত আনলে আপনি আপনার প্রধানমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসাবে প্রমাণিত করতে পারবেন। আর এ আয়াত দিয়ে আপনি আপনার প্রধানমন্ত্রীকে রব্বে আলা হিসাবে প্রমাণিত করতে পেরেছেন। আয়াতের তাফসীর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শোকরানা মাহফিল না করলে খবর আছে। আপনার প্রধানমন্ত্রী খবর করে ছাড়তেন।

জরুরি টীকা ১১৬ : আর যদি তোমরা এই নেয়ামতের শোকর না কর তাহলে তোমরা হারায়তেও পারো, তাছাড়া এর মধ্যে তোমাদের অনেক আযাবও হতে পারে

ওলামায়ে কেরামকে ঠাণ্ডা ধমকি আপনি দিয়ে দিয়েছেন, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওলামায়ে কেরাম ইতোমধ্যে ভয় পেয়ে গেছেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আপনাদের নেয়ামতের সঙ্গে তারা কুফর করবেন না। কারণ তারা আপনাদের আযাবে শাদীদকে অনেক ভয় করে। অতীতে তারা আপনাদের নেয়ামতের যে পরিমাণ কুফরী করেছে সে পরিমাণ শাস্তি পেয়েছেন।

জরুরি টীকা ১১৭ : অনেকেই বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এখানে করেছেন

না বলে উপায় নেই। তারা এ কথা বলার জন্যই এখানে এসেছেন। এ কথা বলার জন্য অনেককে এখানে ঘাড় ধরে আনা হয়েছে। যে কথা বলার জন্য এত আয়োজন সে কথা কেন বলবে না। বাকি 'সর্বকাল' শব্দের আমরা যে অর্থ বুঝি, সৃষ্টিজগতের প্রথম দিন থেকে কেয়ামতের দিন ভোর পর্যন্ত এটাই যদি অর্থ হয় তাহলে নতুন করে জানার আর কিছু নেই। আর এর ভিন্ন কোন অর্থ থাকলে একটু বলে দেবেন।

জরুরি টীকা ১১৮ : আমি কিন্তু এই জায়গায় একটু দ্বীমত পোষণ করতে চাই

আপনি যেভাবে দ্বিমত করছেন তা থেকে মনে হচ্ছে, আমি সর্বকালের যে অর্থ করেছি আপনি সে অর্থটি পছন্দ করেননি। অথচ পছন্দ না করার কোন কারণ নেই। অথবা আপনি আপনার প্রধানমন্ত্রীকে স্থান কালের সীমাবদ্ধতা থেকে আরো ঊর্ধ্বে কোথাও নিয়ে যেতে চান। অর্থাৎ অতিমানবীয় কোন পর্যায়ে, যেখানে মাবুদ ছাড়া আর কেউ নেই।

জরুরি টীকা ১১৯ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত, অনন্য শ্রেষ্ঠ নেত্রী

এটাও আমরা জানি। আপনাদের মুখে এ কথাগুলো আমরা বার বার শুনেই চলেছি। আমাদের কারো যদি তা বিশ্বাস না হয় তাহলে তা আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা।

সারা বিশ্বে এখন কুফরের নেতৃত্ব চলছে। আন্তর্জাতিক এ কুফরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর মাঝে যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার সবই আপনার প্রধানমন্ত্রীর মাঝে আছে। সে কুফরের অনুশীলনের মাঝে যেখানে যেখানে দুর্বলতা রয়েছে আপনার প্রধানমন্ত্রী সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে চলেছেন এবং সে দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য অনবরত সাধনা করে চলেছেন।

প্রজন্ম তো তা পরিষ্কার করেই বুঝতে পারছে। কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম যদি তা বুঝতে না পারেন তাহলে আমাদের সবারই কপাল পোড়া গেল। আপনার নেত্রীর আন্তর্জাতিক অবস্থান আমাদের ওলামায়ে কেরাম যত দ্রুত বুঝতে পারবেন ততই মুসলমানদের জন্য কল্যাণ। আর তা বুঝতে দেরি হলে আমাদের কপাল পুড়তেই থাকবে।

জরুরি টীকা ১২০ : সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা এখন নির্যাতিত হচ্ছে, এই নির্যাতন বন্ধের জন্যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এবং মুসলমানদের আমি মনে করি অনেক বড় একটা দায়িত্ব আছে, এই দায়িত্ব আপনারা নিতে রাজি আছেন কিনা?

এ দায়িত্ব আপনার প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে পালন করে চলেছে। বিশ্বের যেখানে যেখানে মজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর পথের মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়ে চলেছে, মুসলমানদের হারানো ভূখণ্ড উদ্ধার করার জন্য জিহাদ করে চলেছে, সেখানে সেখানে আপনার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে দমন করে চলেছে। জাতিসংঘ এবং বিশ্বের সকল কুফরী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে চলেছে। মজলুম মুসলমান ও তাদের হারানো ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্য যারা লড়ে চলেছে তাদেরকে ইসলামের শত্রু হিসাবে প্রমাণিত করে, জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন কুফরী শক্তির বাহিনীকে শান্তিমিশনের সদস্য হিসেবে, শান্তিবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে চলেছে।

ওলামায়ে কেরামের কাছে আপনাদের এখন যে আবদার তাও আমরা বুঝতে পারছি। আপনারা চাচ্ছেন, ওলামায়ে কেরাম যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদগণকে সন্ত্রাসী বলে ফাতওয়া দেন এবং আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তিকে যেন মুজাহিদ বলে ফাতওয়া দেন। আপনাদের একান্ত প্রিয়ভাজন স্নেহের পাত্র ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ইতোমধ্যে সে দায়িত্ব অনেকটা পালন করে ফেলেছে। বাকি সব ওলামায়ে কেরামকেও আপনারা সে কাতারে আনতে চান। যাতে সরলমনা মুসলমানরা জিহাদকে চিরতরে ভুলে যায়। জিহাদ ও মুজাহিদবিদ্বেষী হয়ে উঠে এবং মাজলুম মুসলমানের উদ্ধার ও মুসলমানদের হারানো ভূখণ্ড উদ্ধারের স্বপ্ন ও কল্পনা মন থেকে মুছে ফেলে।

কিন্তু আপনাদেরকে এত কাছে থেকে দেখেও যারা চিনতে পারেনি, তারা ট্রাম্প আর পুতিনকে কীভাবে চিনবে? আসাদ, সিসি ও এমবিএসকে কীভাবে চিনবে?

আল্লাহ! একজন সচেতন রাহবার আমাদের নসীব করুন!

জরুরি টীকা ১২১ : এই দায়িত্ব আপনারা পালন করতে হলে একজন নেতার দরকার আছে কিনা? আমি মনে করি আজকের সেই নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতাও ... আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আছে

প্রতিমন্ত্রী আজ তার প্রধানমন্ত্রীর জন্য সব কিছুই আদায় করে নেবেন বলে মনে হচ্ছে। একটি দেশের ওলামায়ে কেরামের সর্বোচ্চ কাফেলাকে এভাবে বাগে পাওয়া আসলে দুষ্কর ব্যাপার। এ দিক থেকে এ প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য খুবই ভালো। যদিও এর জন্য তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কুফরের কোন প্রতিষ্ঠাতা কখনো মুমিনদের দ্বারা এভাবে সমাদৃত হয়নি। অতীত ইতিহাসে এমন পাওয়া যায় না। প্রতিমন্ত্রী বলতে চান–

এ প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা আপনাদের আমীরুল মুমিনীন হিসাবে মেনে নিন। তার হাতে বাইআত করুন। তার আনুগত্যকে শিরধার্য করে নিন। কোন প্রকার অবাধ্যতা করবেন না। এ প্রধানমন্ত্রীর যে যোগ্যতা আছে তা আপনাদের কারো নেই এবং পৃথিবীর অন্য কোন প্রধানমন্ত্রীরও নেই। আপনারা যে নেতা পেয়েছেন সে নেতা আর কেউ পায়নি। অতএব আপনারা যদি এ প্রধানমন্ত্রীর শোকরিয়া আদায় না করেন এবং এ নেয়ামতের সঙ্গে কুফরী করেন তাহলে আপনাদের জন্য আযাবে শাদীদ অপেক্ষা করছে।

নিজেরা জিহাদের কোন ফিকির করবেন না। জিহাদের প্রস্তুতি নেবেন না। জিহাদের আয়াত, হাদীস, মাসআলা ও ইতিহাস পড়বেন না এবং পড়াবেন না। সে দায়িত্ব এ প্রধানমন্ত্রীর। এ প্রধানমন্ত্রী যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারা সন্ত্রাসী। যাদেরকে লড়াই করতে পাঠাবে তারা মুজাহিদ। সন্ত্রাস ও জিহাদের সংজ্ঞা নিজেরা করতে যাবেন না।

একজন যোগ্য আমীরুল মুমিনীন ও একজন যোগ্য খলীফাতুল মুসলিমীনের অভাবে আপনারা দীর্ঘকাল যাবত জিহাদের ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে পারছেন না, জিহাদের মত ফযীলতপূর্ণ একটি আমল

থেকে আপনারা বঞ্চিত। আজ সে অভাব পূরণ হয়েছে। বিশ্বসেরা একজন যোগ্য আমীরুল মুমিনীন আমাদের ভাগ্যে এসেছে। আর তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অতএব কেউ বিচ্ছিন্ন চিন্তা করবেন না। সবাই এক হয়ে আল্লাহর রশিকে আকড়ে ধরুন। বিচ্ছিন্ন কিছু চিন্তা করলে মনে রাখবেন, আপনাদের জন্য আযাবে শাদীদের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবও এ ধমকি দিয়ে গেছে, প্রতিমন্ত্রীও তার প্রত্যেক শব্দে শব্দে সে ধমকি দিয়ে চলেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে কর্ণধারগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে ধমকিগুলো গিলে চলেছেন। অসহায়ত্বের এ করুণ দৃশ্য সহ্য করার মত ধৈর্য প্রজন্মের নেই। দ্বীন ও আহলে দ্বীন, শরীয়ত ও আহলে শরীয়তের লাঞ্ছনাজনক এসব দৃশ্য দেখে প্রজন্ম কিছু একটা করে বসলে তাদেরকে বেয়াদবের তালিকায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। কার আচরণটি শরীয়তের সিদ্ধান্তের খেলাফ হয়েছে? তা দেখার প্রয়োজনবোধ হচ্ছে না। কার আচরণটি দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শের খেলাফ হয়েছে তা বিচার করার প্রয়োজন হচ্ছে না।

জরুরি টীকা ১২২ : বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এখনো মুসলমানদের উপরে নির্বিচারে অত্যাচার চলছে আপনি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে সাহায্য-সহানুভূতি করে সারা বিশ্বের সমগ্র মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব আপনি পালন করবেন

এর জন্য বিশ্বের কুফরী শক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে, জাতিসংঘের শান্তি মিশনে লোক পাঠিয়ে, ট্রাম্প ও পুতিন যেখানে যেখানে যাদের উপর হামলা করতে বলবে সেখানে সেখানে হামলা করবেন। ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ হয়ে যারা লড়াইয়ের ময়দানে আসবে তাদের বুকে বুলেট চালাবেন। বিশ্বের কুফরী শক্তি যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিবে তাদেরকে আপনি সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করবেন এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেবেন।

আপনার প্রধানমন্ত্রী এসবই বহুকাল থেকে করে চলেছেন। এখন আপনি বাড়তি যে সংযোজন করতে চান তা হচ্ছে, তার

ইসলামবিরোধী এই অপকর্মগুলোর উপর কওমী ও দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ইতোমধ্যে এক লক্ষ স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী এই এক লক্ষের হাকীকত জানে। পাশাপাশি তার এ কথাও জানা আছে যে, এ দেশের মুসলমানদের বিশাল একটি অংশ কওমী ও দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে যুক্ত। তাই অঙ্গনটা এভাবেই দখল করতে হবে। যেদিন তাদের এ প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে সে দিন এ সমাদৃত ওলামায়ে কেরামই তাদের কাছে টিস্যুপেপারে পরিণত হবেন।

ওলামায়ে কেরাম বিষয়গুলো স্বচক্ষে দেখে বোঝার মত সুযোগ এরপর আর নাও পেতে পারেন। ওলামায়ে কেরাম যদি আজকের মজলিসের শুরু-শেষ একটু মিলিয়ে দেখতেন এবং অংকের সঠিক ফলাফলটি উদ্ধার করতে পারতেন, তাহলে আজকের পর প্রতারণার এমন আরেক মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হত না।

জরুরি টীকা ১২৩ : যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা জননী হন, আপনারা সন্তান। সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন দায়িত্ব আছে, পিতার যেমন দায়িত্ব আছে মায়ের প্রয়োজনে সন্তানদের কোন দায়িত্ব আছে কিনা?

দায়িত্ব আছে। যেকোন ভাবেই হোক মাকে সামনের নির্বাচনে ভোট দিতে হবে। সবাইকে ভোট দেয়ার জন্য বলতে হবে। মাকে ভোট দেয়া ওয়াজিব বলতে হবে এবং মাকে ভোট না দিলে জাহান্নামে যেতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর মা যদি নিজ যোগ্যতাবলে কোন প্রকার ভোট ছাড়াই অলৌকিকভাবে ক্ষমতায় এসে যায়, তাহলে বিষয়টিকে মায়ের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচার করতে হবে। কোন প্রকার অপপ্রচারে কান দেয়া যাবে না। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোন অপপ্রচার কানে এলেও সে কান পঁচে যাবে। মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব বলে কথা!

বড় দারুণ ব্যাপার! যে মজলিসে বিয়ে সে মজলিসেই সন্তান প্রসব! আবার সে মজলিসেই সন্তানদের মাঝে মায়ের উত্তরাধিকার বণ্টন এবং উত্তরাধিকার নিয়ে সন্তানদের হৈহুল্লোড় অবস্থা। আসলে পৃথিবীর আয়ু

অনেক কম। তাই পদ্ধতিগুলো খুব দ্রুত কার্যকর না হলে পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারা যাবে না। এছাড়া এ মহতি(?) মজলিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আবার কে কোন কথা কানে ঢেলে দেয়! তাই মুচলেকাটা এখানে গরম গরম অবস্থায় নিয়ে নিলেই বেশি নিরাপদ।

জরুরি টীকা ১২৪ : এই দায়িত্ব সর্ম্পকে আপনারা কি সজাগ আছেন? জে...

সজাগ না থেকে উপায় নেই। মাথার উপর ও গলার নিচে যেভাবে খড়গ প্রস্তুত আছে, ঘুমের ঘোরে সামান্য ঝিমুনি আসলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীর থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা হয়ে চলেছে।

জরুরি টীকা ১২৫ : সেই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছেন? জে...

এ প্রশ্নের জবাবে 'জে ......' না বলে আর কোন কিছু বলার কি কোন অবস্থা আছে? কেউ ভুলক্রমে 'জে.... না.....' বলে দৌড়ে কতদূর আর যেতে পারবে। তাই শুধু 'জে' নয়; বরং চার আলিফ টানসহ 'জে...........' বলতে হবে।

জরুরি টীকা ১২৬ : এই দেশে মদীনার সনদের ইসলাম চলবে না মওদুদির কথা মত ইসলাম চলবে কোনটা? ঠি--ক

প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন করেছে, কোনটা চলবে? কর্ণধার শ্রোতাবৃন্দ বলছেন, ঠি---ক। এমন শ্রোতা পেলে একজন ধূর্ত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কি না করতে পারে! যারা আল্লাহর আইনকে ঘোষণার সাথে দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করেছে, তাদের হাতে রয়েছে মদীনার সনদ। কর্ণধার শ্রোতাবৃন্দ বলছেন ঠিক। আমার মত অপরিপক্ক প্রজন্ম কোন ভাষা ব্যবহার করলে প্রজন্মের মনের ব্যথা মানুষ বুঝতে পারবে? ভাষাকে যতই ইস্ত্রি করা হচ্ছে ততই শ্রোতাদের কাছে খচখচে মনে হচ্ছে।

অমুসলিম আইনপ্রণেতা, অমুসলিম বিচারপতি, অমুসলিম প্রধান বিচারপতি দিয়ে মদীনা সনদের বাস্তবায়ন চলছে। আমরা বৃদ্ধা আঙ্গুল চুষতে চুষতে আঙ্গুলের সব মধু ও দুধ শেষ করে ফেললাম। কিতাবপত্র দিয়ে আমাদের গ্রন্থাগারগুলো ভর্তি না করে বসে বসে আঙ্গুল চোষার জন্য আরো কিছু ইউনিট খোলা দরকার।

জরুরি টীকা ১২৭ : আপনারা কি মওদুদির সনদ চান? আজকে যারা আপনাদেরকে এতদিন পর্যন্ত লাঞ্চিত বঞ্চিত করেছে তারা কারা? এই মওদুদির শিষ্যরা

কেন? আমাদের কি আর কোন সনদ নেই? আওয়ামীলীগের সনদ না নিলে মওদূদীর সনদ নিতে হবে কেন? আমাদের কাছে কুরআন-হাদীসের কোন সম্ভার নেই। আওয়ামীলীগের লাথি খেয়ে মওদূদীর ঘরে আশ্রয় নিতে হবে, আবার মওদূদীর লাথি খেয়ে আওয়ামীলীগের ঘরে আশ্রয় আমাদের নিতে হবে কেন? ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরী আর মওদূদীবাদের ভ্রষ্টতার বাইরে আল্লাহ আমাদেরকে আর কিছু দেননি?

কর্ণধারগণ যতদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক অর্পিত নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা বুঝে নেবেন না, নিজেদের দায়িত্বের প্রতি নিজেরা সচেতন হবেন না, কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে নিজেদের দায়িত্ব নির্ধারণ করবেন না, ততদিন পর্যন্ত কোন মুরতাদ কাফের গোষ্ঠী বা কোন গোমরাহ বাতেল গোষ্ঠীর আশ্রয় নিয়ে চলতে হবে। যে চলার পথের শেষ গন্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আখেরাতের ব্যর্থতা।

ওলামায়ে দেওবন্দ ও কওমী ওলামায়ে কেরাম যদি নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে থাকেন এবং হক্কানী মুসলিম জামাত দাবি করে থাকেন –এবং এটাই বাস্তবতা– তা হলে মনে রাখবেন, ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী শক্তিও আপনাদেরকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করবে, গোমরাহ বাতিল শক্তিও আপনাদেরকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করবে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী শক্তিও আপনাদেরকে সহ্য করতে পারবে না; কারণ আপনারা মুসলিম ও মুসলিমদের কর্ণধার। আবার গোমরাহ বাতিল শক্তিও আপনাদেরকে সহ্য করতে পারবে না; কারণ আপনারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী।

ক্ষমতার স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী শক্তি ও গোমরাহ বাতিল শক্তির ঐক্য হতে পারে, আওয়ামীলীগ-জামাতের ঐক্য হতে পারে, বিএনপি-জামাতের ঐক্য হতে পারে, ভাণ্ডারী-দেওয়ানবাগী-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতন্ত্রের ঐক্য হতে পারে। কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী ওলামায়ে দেওবন্দের সাথে কারো ঐক্য হতে পারে না। বাহ্যিকভাবে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গেলেও হতে পারে না।

জরুরি টীকা ১২৮ : আমি ওয়াদা করেছি ... স্বীকৃতি দিবো। আইন কানুন পরে। যেভাবে দেওয়া যায় সেই আইন তৈরি করে নিয়ে আস

বিষয়টি শুধুই রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যখন ইচ্ছা হয়নি, তখন স্বীকৃতি হয়নি। যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন স্বীকৃতি হয়ে গেছে। আর গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের নীতি ও পাওয়ার হচ্ছে এরকমই যে রকমটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমি বলেছি দেব। এখন দেয়ার জন্য যেভাবে আইন তৈরি করতে হয় সেভাবে তৈরি করে নিয়ে আস। অর্থাৎ ইচ্ছাটা আগে হতে হবে, এরপর আইন, সংবিধান, মূলনীতি এসবই ইচ্ছার পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। মোটকথা ইচ্ছা আইনের অনুগত নয়। আইন ইচ্ছার অনুগত। এটি একটি সত্য কথা। যা খুব প্রয়োজন না হলে প্রকাশ পায় না। নচেৎ রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী আইন তৈরি করতে কতক্ষণ লাগে। অনেকটাই ইলাহী কারবারের মত। আল্লাহ হেফাজত করুন।

আমাদের কর্ণধারগণ এ কথা শুনে পরম খুশি যে, প্রধানমন্ত্রী সকল আইন-কানুনকে উপেক্ষা করে তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদেরকে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি কতই না দ্বীনদরদী। কিন্তু কর্ণধারগণ এ দিকটা চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছেন না যে, প্রধানমন্ত্রীর এ ইচ্ছার প্রতিফলন প্রতিদিন কতবার ঘটে চলেছে। প্রতিদিন কত আইন কানুন ইচ্ছার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। কর্ণধারগণ তাদের সারা জীবনে হয়তো একটি ঘটনাকে নিজের পক্ষের মনে করে এভাবে মোহিত হয়ে গেছেন। কিন্তু এটাও যে কতটুকু কর্ণধারগণের স্বার্থে করা হয়েছে আর কতটুকু প্রধানমন্ত্রী তার নিজের স্বার্থে করেছে, তা বলতে গেলে বিশ্বাস করানো মুশকিল হবে, তাই সে দিকে গেলাম না।

কর্ণধারগণ এ শব্দগুলো বার বার পড়ে মুখস্থ করে রাখা দরকার **'আইন কানুন পরে। যেভাবে দেওয়া যায় সেই আইন তৈরি করে নিয়ে আস'**– গায়রুল্লাহর আইনের হাকীকত আসলে এটাই। যে ইচ্ছাশক্তির ভিত্তিতে এ আইন তৈরি হয়েছে, সে একই কেন্দ্রের ইচ্ছার ভিত্তিতে এর বিপরীত আইন তৈরি হতে কতক্ষণ? এটা চলে না শুধু আল্লাহ প্রদত্ত আইনের ক্ষেত্রে। সেখানে ইচ্ছার কোন দখল নেই।

ধরে নিলাম, এ ইচ্ছা তিনি দ্বীনের স্বার্থে ও কর্ণধারগণের স্বার্থেই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণধারগণকে চিন্তা করার সুবিধার জন্য বলে দিতে চাই, এ দেশটি (পূর্বের পাকিস্তান) ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ রাজাদের ইচ্ছার শক্তিতেই তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের বিপরীতে পরিচালিত হয়ে চলেছে। তাদের ইচ্ছাশক্তি ও কথিত উইল পাওয়ারের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনের সকল অঙ্গন থেকে আল্লাহর আইন বিদায় নিয়ে সেখানে মানবরচিত কুফরী আইন স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু কর্ণধারগণ সেসব নিয়ে চিন্তা করা ও দুঃখ করার সময় পাচ্ছেন না। তাতে ঐ দুঃখের জন্য এ সুখ নষ্ট হয়ে যায় কি না!

জরুরি টীকা ১২৯ : অনেক কিছু উপেক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাননীয় স্পীকার আজকেই আপনি এই সংসদে বিলটি উত্থাপন করেন। আমি থাকবো এবং বিল পাশ করার পর যাবো। এভাবে কিন্তু এটা আসছে

ঘুরে ফিরে রাজার ইচ্ছা। স্পিকার, সংসদ, সংখ্যাধিক্যের ভোট, জনগণের দাবি, স্বাধীন করার উদ্দেশ্য এ সবই কিছু অন্তসারশূন্য শিরোনাম। প্রয়োজন সাদাসিধা মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়ার কিছু সহজ পন্থা। এ বিষয়গুলো জগতের অধিকাংশ মানুষই বোঝে। কিন্তু আমাদের কর্ণধারগণ মনে করছেন, বিষয়গুলো না বোঝার মাঝেই কোন কল্যাণ লুকিয়ে আছে।

জরুরি টীকা ১৩০ : এরপরে যদি আপনাদের দায়-দায়িত্ব থাকে এটা আমি আপনাদের বিবেক বিবেচনার উপর ছেড়ে দিলাম এবং আপনারা সেই মতে কাজ করবেন

বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়ার মত অবশিষ্ট কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনি, সচিব সাহেব, প্রধানমন্ত্রী নিজে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সবাই তো খুলে খুলেই বলে দিলেন কী করতে হবে। কাকে ভোট দিতে হবে, কোন দল করতে হবে, কাকে ভোট দেয়া যাবে না, শোকরিয়া আদায় করতে হবে, কীভাবে আদায় করতে হবে, শোকরিয়া আদায় না করলে কী ধরনের শাস্তি হবে– সবই তো বলে দিলেন। অতীতে অকৃতজ্ঞতার কারণে কী ধরনের আযাব এসেছে তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সবার কাছ থেকে বার বার মুচলেকাও নিয়ে নিয়েছেন। অতএব বিবেকের উপর কিছু ছেড়ে না দিয়ে গাইড লাইন বাতলে দিলেই বরং সবার জন্য ভালো হবে। বিবেক ব্যবহার করতে গিয়ে আবার কে কোন ভুল করে বসে! আপনারা যদিও বিবেকগুলোকে কিনে ফেলেছেন, এরপরও বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়াটা নিরাপদ নয়।

জরুরি টীকা ১৩১ : কওমী সনদের মান প্রদানের অন্যতম রূপকার যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ কওমী সনদের ফসল আমরা আমাদের ঘরে তুলতে পেরেছি

পরিচালক সাহেবের এ মন্তব্যের কারণে প্রধানমন্ত্রী একটু খাটো হয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি, সব ছিল প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার ফলাফল। শিক্ষামন্ত্রী কেন শুধু শুধু ঘাম ঝরাতে গেলেন।

যাইহোক এ শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি। ইনি মূলত কওমী মাদরাসা শিক্ষার মন্ত্রী নন। ইনি সেই শিক্ষার মন্ত্রী যে শিক্ষায় খুব গর্বের সাথে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পনের শত বছর আগের আইন-কানুন বর্তমান পৃথিবীতে চলার শক্তি রাখে না। তিনি ঐ শিক্ষার মন্ত্রী যে শিক্ষায় বলা হয়েছে, ধর্মে ধর্মে কোন বিভেদ নেই। আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান সবাই ভাই ভাই। যে শিক্ষার পাঠ্যসূচির প্রাথমিক বই থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শ্রেণীর বই পর্যন্ত এ কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্মভিত্তিক বিভেদ একটি সাম্প্রদায়িকতা যা পরিহার করা অপরিহার্য, ইনি সে শিক্ষার মন্ত্রী।

তিনি কেন তাঁর মন্ত্রীত্বের মূল কাজগুলো ছেড়ে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতির জন্য এত ঘাম ঝরিয়েছেন তা বোধগম্য নয়।

নাহিদের বিশ্বাস:

নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই-

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিল। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বাধীন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ছিল। এরপর নাহিদ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) তে যোগ দেয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, যারা মুসলমানদেরকে জড়ো করে তাদের সামনে তাদের মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার লাশকে দাফন করে দিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) তারা কেন আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলামের প্রতি এভাবে আন্তরিক হয়ে উঠেছে! তারা তাদের পূর্বের বিশ্বাস থেকে ফিরে এসেছে এবং তাদের নাস্তিক্য মতবাদ থেকে তাওবা করেছে, এমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। বরং এর বিপরীত নাস্তিক্যবাদের পক্ষে বহু বাণীসমগ্র তাদের রয়েছে।

আর আমাদের কর্ণধারগণ একটি নাস্তিক্যবাদী সংগঠনের দায়িত্বশীলের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে নসীহত গ্রহণ করে চলেছেন। ইসলামের কাহিনী শুনে চলেছেন। ইসলামপ্রীতির গল্প শুনে চলেছেন। আল্লাহর এ যমীন এ দৃশ্য আর কতকাল সহ্য করে যাবে?!

আমাদের কর্ণধারগণ এসব বিষয়ে একটু সন্দেহ তো করতে পারেন। ইবলিস যখন কোন মুমিন বান্দাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিতে আসে, তখন একজন সাদা দিলের মুমিনের মনেও প্রশ্ন জাগা উচিৎ যে, ইবলিস এ নেক কাজটি কেন করতে এসেছে। ইবলিস বিষয়ক গল্পগুলো তো আমাদেরকে এভাবেই শোনানো হয়েছে যে, আমাদের আল্লাহর ওলিগণ ইবলিসকে সন্দেহ করেছেন। তাদের সে সন্দেহ বেকার যায়নি। কাজেই লেগেছিল। তাহলে আমরা কেন তা করতে দ্বিধা করছি।

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জরুরি টীকা ১৩২ : আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী। তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন, কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও আমি ভুল ত্রুটি করি তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রনালয়ের কর্মী হিসেবে

সুন্দর! খুব সুন্দর!! রাজার একজন মন্ত্রী এভাবেই কথা বলা উচিৎ। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বা আরো ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্তই তারা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী সব কিছু। এরপরই কিন্তু তারা টিস্যুপেপার। নাহিদ সাহেবের মত যাদের পরকালের বিশ্বাস নেই, তারা মনে করেন ইনিয়ে বিনিয়ে মরণ পর্যন্ত যতটুকু আদায় করে নেয়া যায় ততটুকুই লাভ। তারা এ ধরনের কথা বলতেই পারেন। কিন্তু পরকালে বিশ্বাসী ওলামায়ে কেরামের কেন সে কথাগুলো শুনতে হবে?

জরুরি টীকা ১৩৩ : আপনারা নয় বছর আগে যখন এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা খুবই ধৈর্যের সাথে শুনে বুঝে তিনি তার পক্ষ অবলম্বন করেন

সে ধৈর্য্যের কারণেই হয়তো ওলামায়ে কেরামের একটি অধিকার (অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী) পুরা করতে তার দশ বছর সময় লেগেছে। অথবা বলা যায়, তার এনার্জি গ্রো করতে দশ বছর সময় লেগে গেছে। কারণ বিষয়গুলো তো রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যা আমরা ইতোমধ্যে তাদের বক্তব্যে প্রত্যক্ষ করেছি।

জরুরি টীকা ১৩৪ : নয় বছর ধরে তিনি এর পেছনে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন, খাটনি করেছেন, আপনাদের সাথে বৈঠক করেছেন সবই আপনারা এখানে শুনেছেন আমি এই ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না

এটি একটি সম্পূর্ণ খামোখা কথা। এত বেশি সময় দিতে হবে কেন? এত খাটতেই বা হবে কেন? দশ বছরে তিনি কয়টা বৈঠক করেছেন? শুধু শুধু বাড়তি কথা বলা। এসব বাড়তি কথার উপর প্রধানমন্ত্রীও একটু বিরক্ত হচ্ছেন না, কর্ণধারগণও বিরক্ত হচ্ছেন না। এগুলো আসলে কী?

বড় অবাক লাগে। কত সহ্য হয়! একটি রাবারের টিউবও তো এত পামে ফেটে যায়। মানুষগুলোর কী হলো?

জরুরি টীকা ১৩৫ : তারপর তিনি নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রণালয়কে এটা পরিপূর্ণ আইন তৈরি করে সংসদে নিয়ে আসতে

প্রতিমন্ত্রীর কথা মন্ত্রীও বললেন। আইন তৈরি করে নিয়ে আসা। বিষয়গুলো অনেকটা সিঙ্গারা আর আলুর গোল্লার মত। বসের অর্ডার হলো, আর তৈরি হয়ে গেল। নির্লজ্জ বক্তা আর নির্লজ্জ শ্রোতা, আর নির্লজ্জ তাদের রাজা। শুরুতে আমরা জেনেছি এটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিষয়। কিন্তু সংসদে যখন বিষয়টি উত্থাপন করা হবে তখন সদস্যরা কী বলবে? তারা সবার আগে জানতে চাইবে রাজা কী বলেন? একই সিস্টেম দেশের প্রতিটি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে।

ওলামায়ে কেরাম আমার উপর এই ভেবে নারাজ হচ্ছেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও ইসলামের প্রতি দুর্বল হয়ে এ কাজটি এভাবে করেছে, আর আমি বিষয়টিকে ম্লান করে দেয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা একটু বিশ্বাস করুন, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও ক্যাং সব কিছুর ক্ষেত্রেই এ প্রধানমন্ত্রী তার এ উইল পাওয়ার ব্যবহার করে থাকেন। আপনারা একটি মামলার খবর জানেন, আর শত মামলার খবর জানেন না, এই যা। নচেৎ অমুসলিমদের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য তার দিলটা আরো অনেক বেশি উদার। তাদের জন্য বরাদ্দ আরো অনেক বেশি। শুধু যুবতী মেয়েদের ফুটবল খেলার জন্য এ প্রধানমন্ত্রীর যে বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়ে এ দেশের সবগুলো কওমী মাদরাসা কয়েক বছর খুব আরামসে কাটিয়ে দিতে পারবে। পতিতালয় ও মদ্যশালার জন্য বরাদ্দের কথা আপাতত না হয় নাই আনলাম।

জরুরি টীকা ১৩৬ : তিনি বলেছেন এসব কিছুই বুঝি না। আমাদের এই আলেমরা কওমী আলেমরা তারা যেটা করে দিবেন ওটাই আইন হিসাব করে নিয়ে আসবেন

প্রধানমন্ত্রীর উপচে পড়া সেই দরদের কথা মন্ত্রী আবারও বললেন। কারণটা কেউ খুজে বের করার চেষ্টা করল না। আর যারা সঠিক কারণটা জানে তারা কেউ তা স্বীকার করল না।

জরুরি টীকা ১৩৭ : যার মূল অবদান হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তারই নির্দেশে আমরা কাজ করেছি

আবারও সে বাস্তবতার স্বীকৃতি। এরপরও আমরা কেন যেন বিষয়গুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করে চলেছি। নিজেদের কৃতিত্ব ও অলৌকিকত্বের পসরা খুলে বসার চেষ্টা করছি।

জরুরি টীকা ১৩৮ : শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সময়ের কালের মধ্যে আমরা এত অল্প সময়ে যে পরির্বতন নিয়ে এসেছি, সারা বিশ্ব আজকে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাস করে, কী করে এটা সম্ভব হলো? কী যাদুতে সম্ভব হলো?

যাদু এখানে একটাই। আর তা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। এর পাশাপাশি মিথ্যা বলতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করা এবং মিথ্যা মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও সে মিথ্যা বলতেই থাকা। আর সারা বিশ্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বলীগ ও বিদেশলীগের সদস্যবৃন্দ। এখানে মহা কোন রহস্য লুকিয়ে নেই যা তালাশ করার জন্য দূরবীনের প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের কর্ণধারগণ যদি বিষয়গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করতেন, তাহলে বক্তব্যগুলো শুনে কমপক্ষে একটু হাহুতাশ করতেন, বা কমপক্ষে একটু কপালটা কুঁচকে ফেলতেন।

বা কমপক্ষে ক্ষমতাসীন শক্তিগুলোকে অলৌকিক কোন শক্তি মনে না করে সাধারণ মানবিক শক্তি মনে করে এর বিপরীতে আল্লাহর শক্তিকে বড় মনে করে আল্লাহর পক্ষে বলার সাহস সঞ্চার করতে পারতেন। যাদের অলৌকিক শক্তির ভয়ে কোন সত্যই প্রকাশ করা যাচ্ছে না, সে করুণ অবস্থা থেকে উঠে আসতে পারতেন। ক্ষমতাসীনদের অতিমানবীয় কোন বিষয় নিয়ে ভাবতে গেলে একটু আল্লাহর বাণীটি স্মরণ রাখবেন-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦)

سورة النساء

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আরা যারা কুফরী করেছে তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত অনেক দুর্বল'। (সূরা নিসা : ৭৬)

জরুরি টীকা ১৩৯ : এই যাদু হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ন্যায়সঙ্গত জনদরদি, দেশের দরদি, মানব দরদি একজন আল্লার ভক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অতি ভক্ত এবং একজন প্রকৃত মুসলমান হিসাবে তিনি এই কাজগুলো করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন

বাক্যটি শেষ পর্যন্ত কোন পদের হয়েছে? বোঝা গেল না। এ গৃহপালিত মন্ত্রীগুলো বক্তৃতা মুখস্থ করতে না পারলে দেখে দেখে বক্তৃতা পড়বে। কিছু দেখে কিছু মুখস্থ বললে এভাবেই জগাখিচুড়ি পাকাতে হবে। আমাদের কর্ণধারগণ শব্দগুলোর প্রতি একটু লক্ষ করুন।

নাহিদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী একধারে ১. সঠিক প্রধানমন্ত্রী, ২. ন্যায়সঙ্গত প্রধানমন্ত্রী, ৩. জনদরদী প্রধানমন্ত্রী, ৪. দেশ দরদী প্রধানমন্ত্রী, ৫. মানব দরদী প্রধানমন্ত্রী, ৬. আল্লাহর ভক্ত প্রধানমন্ত্রী, ৭. আল্লাহর অতিভক্ত প্রধানমন্ত্রী, ৮. প্রকৃত মুসলমান প্রধানমন্ত্রী।

সমস্যা শুধু এক জায়গায়, আল্লাহর ভক্তিটা লালন ফকিরের পদ্ধতিতে। যেখানে ধর্মে ধর্মে ব্যবধান খুবই বেমানান। যে বিশ্বাসে শুধু মসজিদে আল্লাহকে তালাশ করা বোকামী। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, ক্যাং সর্বত্র আল্লাহকে তালাশ করাটা হচ্ছে বুদ্ধির পরিচয়। নাহিদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী আজীবন সে বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়ে আসছেন।

আমাদের কর্ণধারগণ এ রাবেয়া বসরীর হাতে ইসলাহের জন্য বাইআত দেয়ার আগে একটু খতিয়ে নেবেন, মসজিদের চাইতে মন্দিরের বরাদ্দ এ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কত গুন বেশি। কাকরাইল মসজিদের চাইতে টাঙ্গাইলের পতিতালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ কতটুকু বেশি। এসবই অবশ্য নাহিদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রীর উদারতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

এ প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর প্রতি তার ভক্তি ও অতি ভক্তির কারণে আল্লাহর আইনকে দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করতে দেন না। কেউ যদি আল্লাহর আইনের পক্ষে ছোট বড় কোন পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তাও করে তাহলে তাকে ঠেঙ্গানোর সকল ব্যবস্থা তিনি করতে সময়ক্ষেপণ করেন না। কেউ এ ধরনের কথা মুখে আনলে তার বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়ার সকল আয়োজন তার কাছে আছে। সে প্রধানমন্ত্রীর দ্বীনদারীর গীত গেয়ে নাহিদ সাহেব ওলামায়ে কেরামের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছে। ওলামায়ে কেরামও সবরের পূর্ণাঙ্গ সবক অনুশীলন করে চলেছেন।

জরুরি টীকা ১৪০ : ওলামায়ে কেরামের অত্যন্ত আপনজন ধর্মীয় বিষয়ে যিনি ভূমিকা রাখতে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন **কামাল**

তাঁর ধর্মের প্রতি আগ্রহের চূড়ান্ত রূপ মনে হয় এ পরিচালক সাহেবের জানা নেই। আমাদের কর্ণধারগণও সম্ভবত সে খবর পাননি। ধর্মের প্রতি উনার আগ্রহ অনেকটা বউয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে করতে তাকে মা বলে ডেকে ফেলার মত। আগ্রহী সাহেব বুঝতেও পারেন না যে, তার এ আগ্রহের কারণে হালাল বউ আর হালাল না থাকার একটি আশঙ্কা তৈরি হয়ে যায়। আপনাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবের অবস্থা অনেকটা সেরকম।

তিনি ধর্মীয় অনুরাগের অতিশয্যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুধু মাত্র একটি ধর্মের অনুসরণ করাকে যথেষ্ট মনে করেননি। তাই সকল ধর্মের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা সভায় তিনি প্রধান মেহমান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের এসব মন্ত্রীবর্গ বরাবরই এমন করে থাকেন। তারা কখনোই এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, সফলতার জন্য শুধু ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে। তাদের ধারণামতে সকল ধর্মই সফলতার পথে নিয়ে যেতে পারে। তারা এক মাত্রা অগ্রসর হয়ে সকল ধর্মের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকেন। যাতে আল্লাহ যে ধর্মেই থাকেন না কেন কোনভাবেই যেন আল্লাহ হাতছাড়া না হয়।

আমাদের কর্ণধারগণ কি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছেন? দৈনিক পত্রিকার কাটিং আমার কাছে আছে। কিন্তু তা দেখিয়ে কী লাভ হবে? আপনারা প্রথমে বলবেন, আমি মিথ্যা বলছি। সচিত্র প্রতিবেদন দেখানোর পর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বের করে আমার বারোটা বাজানোর চেষ্টা করবেন। তবে মনে রাখবেন, একজন ইনসাফদার সাক্ষী কিন্তু আমাদের সবার উপরে আছেন।

জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জরুরি টীকা ১৪১ : যিনি আপনাদের এই দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন, দীর্ঘ দিন আপনারা যেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন আপনাদের সনদের স্বীকৃতি। সেটার পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেইজন্য বাংলাদেশের এমন কোন জাগা নাই যেখান থেকে আপনারা না আসছেন

ভাই! না এসে উপায় ছিল না। আপনার ওসি ডিসিরা যেভাবে গর্তে গর্তে তালাশ করে করে আমাদের কর্ণধারগণকে বের করে এনেছেন, সে অবস্থায় পালানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিষয়টি আপনি আমার চাইতে বেশি জানার কথা। অমি সবার কথা বলছি না। স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এসেছেন এমন লোকের অভাব নেই। বাকি আপনি যে দাবি করেছেন, বাংলাদেশের সব কোণা থেকে এসেছে, সে কারণে সামান্য টাচ দিলাম আরকি।

জরুরি টীকা ১৪২ : তিনি বাংলাদেশটাকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন সবাই মিলে আমরা সেই জায়গাটাকে ধরে রাখতে পারলে আমরা উন্নত বাংলাদেশ অবশ্যই পাবো ... আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছি সেই সমস্ত জায়গায়ও আমি দেখেছি আপনারা ইমামতি করছেন

এর উপর আর কোন চাকুরী আপাতত আমাদের জন্য বাকি নেই। আমাদের এ ইমামতির কিছু অবস্থা আপনাকে বলি, যে ইমামতি নিয়ে গর্ব করার জন্য আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমি যে কথাগুলো বলব সে কথাগুলোর একজন নায়ক আপনিও। তাই একটি আলাপচারিতার মত করে বলছি।

১. এ দেশের ইমামদের সরদার(?) ফরিদ উদ্দিন মাসউদ ইমামদের জন্য বেতনের ফ্রেম বেঁধে দিয়েছে ৫০০০/= পাঁচ হাজার টাকা। আপনি জানেন, এ দেশের মিন্টুরোড বা বেইলি রোডের ঝাড়ুদার নয়; খাগড়াছড়ির জালিয়াপাড়া কাঁচা বাজারের ঝাড়ুদারের বেতন এর চাইতে কমপক্ষে চার গুন বেশি। আপনাদের কাছে আমরা কত দামি একটু চিন্তা করে দেখেন!

২. আমরা মসজিদের মিম্বরে উঠে আল্লাহর বিধান আলোচনা করতে গিয়ে আপনাদের কাউকে সামনে দেখলে অথবা আপনাদের কাছে মসজিদের খবর পৌঁছে যাবে এমন সন্দেহ হলে আমরা আল্লাহর বিধানগুলোকে ফিল্টারিং করতে করতে এমন একটি পদার্থের রূপ দিয়ে প্রকাশ করি, যা আল্লাহর বিধান না হয়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগীত হয়ে যায়।

৩. আপনারা যারা ইসলাম ধর্মকে একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করেন না এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ মনে করেন না, তাদের জন্য আমাদের ইমামগণ উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে হয়। দোয়ার আওয়াজে বা কাঁদার স্বরে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলে তিন/পাঁচ হাজারের চাকুরিটাও ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়।

৪. আমাদের ইমামগণ কিতাবের পাতায় যে কাজগুলোকে গুনাহ ও কুফরী কাজ হিসাবে পড়ে এসেছেন, সে কাজগুলো করতে কোন প্রকার গড়িমসি করলে তাদের চাকুরিগুলো হুমকির মুখে পড়ে যায়।

৫. আপনাদের যে বাবা ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনের পদ থেকে নামিয়ে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে পরিচিত করেছে, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান না বললে, এমনিভাবে আপনাদের যে মা আল্লাহর আইনের কথা মুখে আনলে তাকে ইচ্ছামত ঠেঙ্গিয়ে দেন, সে মাকে মুসলিম নারীর আদর্শ হিসাবে স্বীকার না করলে চাকুরী ও জীবন দু'টিই হুমকির মুখে পড়ে যায়।

৬. আপনারা যারা ইসলাম ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম মনে করেন না, তাদেরকে মসজিদ মাদরাসার সভাপতি সেক্রেটারী না বানালে মসজিদ-ইমাম-মুয়াযযিন সবার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

৭. আপনারা একই সঙ্গে মন্দিরেরও সবচাইতে বড় অর্থ যোগানদাতা, আবার মসজিদেরও উল্লেখযোগ্য ডোনার। এমতাবস্থায় আপনাকে কোথায় কবর দেয়া হবে? এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে ইমামতি ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়।

৮. আপনাদের গৃহপালিত ফরিদ উদ্দীন মাসউদ বলেছে, আপনার প্রধানমন্ত্রী দেশটাকে আকাশে নিয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমাদের ওলামায়ে কেরাম কখনো আকাশে উঠতে পারবেন না এবং আপনাদেরকেও সেখান থেকে নামিয়ে আনতে পারবেন না।

৯. আমরা আমাদের দুই/তিন বছরের শিশুদেরকে কাঁধে বসিয়ে বলতে থাকি, 'এই যে আব্বু! তুমি আমার চাইতে বড় হয়ে গেছ'। এ কথা শুনে আমাদের শিশুরা বড়ত্বের আনন্দে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। মন্ত্রী সাহেব! আপনার কথাগুলো শুনে শুনে যে, আমাদের কর্ণধারগণ ঠি--ক ঠি--ক বলে হাত নেড়ে চলেছে এটাও আমার কাছে সেরকমই মনে হয়।

মন্ত্রী সাহেব! আপনিই তো সে চালাক লোকটি, যে আমাদের হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের সামনে বলে এসেছিলেন যে, হাইকোর্টের সামনে গ্রীক দেবীর মূর্তি কীভাবে বসেছে আপনি জানেনই না, আপনার ম্যাডামও জানে না, এমন একটি মূর্তি কিভাবে সেখানে বসানো হয়েছে। আপনি ওলামায়ে কেরামকে লক্ষ করে আরো বলেছিলেন, আপনারা অন্দোলন করে যান আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব। মন্ত্রী সাহেব! আপনি কি মনে করেন, আপনাদের এসব চালাকি আমাদের এসব ওলামায়ে কেরাম কোন দিনই বুঝতে পারবেন না? অথবা আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের এসব চালাকি বোঝার মত কেউ এদের মাঝে নেই?

জরুরি টীকা ১৪৩ : এই যে আপনাদের এই যে দ্বীনের শিক্ষা এই যে আলোকিত নিয়ে আপনারা আলোকিত করছেন এটাকে আরো সুন্দর আরো যুগোপযোগী করবেন

মন্ত্রী সাহেব! আপনি তো দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করেননি। আপনি তো আপনার বাচ্চাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা শেখাননি। আপনি ও আপনারা এ শিক্ষাকে ঐচ্ছিক শিক্ষা বানিয়ে রেখেছেন। আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে, এ শিক্ষা না শিখলে কোন সমস্যা নেই। এ শিক্ষা অনুযায়ী চলাও কোন জরুরি বিষয় নয়। এ শিক্ষা অনুযায়ী দেশ, সমাজ ও পরিবারকে

পরিচালিত করা যাবে না। অথচ এ শিক্ষার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে মনে করবে এ শিক্ষা একটি ঐচ্ছিক শিক্ষা এবং যে মনে করবে, এ শিক্ষা না শিখলে কোন সমস্যা নেই এবং যে মনে করে এ শিক্ষা অনুযায়ী দেশ ও সমাজ পরিচালনা করা জরুরি নয়, সে কাফের। আগে থেকে মুসলমান থেকে থাকলে এ বিশ্বাসের কারণে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আপনি ও আপনাদের অবস্থা তো এমনই, যা আমি বললাম। তাহলে আপনি কেন এ ইলম শেখার জন্য নসীহত করছেন এবং কেন বলছেন, আরো সুন্দর করে যুগোপযোগী করার জন্য?

কারণটা কি আমি বলে দেব?

আপনাদের ভাষায় যুগোপযোগী করার অর্থ হচ্ছে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আলোকে আপনাদের নিজেদের রচিত আইনের প্রতিকূলে চলে যায় এমন সব পড়াকে অনুকূলে নিয়ে আসা। এটা আপনাদের পক্ষ থেকে একটি ধমকি। এমন না করলে আপনারা খবর নিয়ে ছাড়বেন। আর এমন করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে আপনারা নিয়েও ফেলেছেন। আপনার প্রধানমন্ত্রী বহু আগেই এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামকে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন।

কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম একটু দ্রুত বিষয়গুলো আঁচ করতে পারলেই উম্মতের কল্যাণ। আর যত দেরি হবেই ততই ভোগান্তি বাড়তে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম
সিনিয়র সহ সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। কো-চেয়ারম্যান, আলহাইয়াতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ

জরুরি টীকা ১৪৪ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন দরদী এবং মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মাইধ্যমে ... নজিরবিহীন একটা নেয়ামত পাইছি...

এ নেয়ামতটা নজিরবিহীন হলো কেন বুঝতে পারলাম না। এর তো ভুরি ভুরি নজির আছে। এ ধরনের স্বীকৃতি এ দেশের কত মানুষকে দেয়া হয়েছে। যুগের পর যুগ এ নেয়ামত লক্ষ-কোটি মানুষ ভোগ করে চলেছে। আমরা এক সময় এ নেয়ামতের বহু বদনাম করেছি। যারা এ

নেয়ামত পেয়েছিল তাদেরকে আমরা অনেক ঘৃণা করেছি, ঘৃণা করতে শিখিয়েছি। এখন বলা হচ্ছে, এটি নজিরবিহীন নেয়ামত। এ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদের কর্ণধারগণের পূর্বেকার ওয়াজ নসিহতগুলো সঠিক ছিল, নাকি আজকের এসব কথা সঠিক? এ বিচার কে করবে?

আর নেত্রী যে জনদরদী এটা নিয়ে বিতর্কের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। বাকি এ দরদটা পাওয়ার জন্য আমাদের জনগণ হতে হবে। কিন্তু আমরা যে জনগণের কাতার থেকে ওলামার কাতারে এসে গেছি। আর ওলামার প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ তো মুত্তাফাক আলাইহি বিষয়। তার এ ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরশে আমরা যুগের পর যুগ আপ্লুত হয়ে আসছি।

বাকি কর্ণধারগণ যদি আজকের নরম চেয়ার, ঠাণ্ডা ও গরম পানি, ভিডিওর ফোকাস, প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের কাতারে উপবেসনের অধিকার, গলায় ঝোলানো ব্যাজ, সুগন্ধিযুক্ত টিস্যুপেপার, প্রথম শ্রেণীর মানুষদের সম্বোধনের পাত্র হওয়া, প্রথম শ্রেণীর মানুষদেরকে সম্বোধন করতে পারা, এতগুলো প্রথম শ্রেণীর মানুষের চোখে পড়া, সম্মাননা ক্রেস্টের আদান-প্রদান ইত্যাদির কারণে আগের দিনগুলোকে একেবারে ভুলে যান তাহলে আমাদের আর বলার কিছু নেই। আমরা আমাদের ভাগ্য ভাগ্যদাতার দরবারেই তালাশ করব, যে দরবারের ফকীর খালি হাতে ফিরে না।

জরুরি টীকা ১৪৫ : পাকিস্তান আমলে হয় নাই, ইংরেজ আমলে হয় নাই, পাকিস্তান আমলে হয় নাই, বাংলাদেশ আমলেও হয় নাই এরুম একটা নজীরবিহীন নেয়ামত তিনি উপহার দিয়েছেন...

হয়নি বলতে আমাদের সালাফ কখনো এটা চাননি। যারা চেয়েছে তাদেরটা হয়েছে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, ঢাকা আলিয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা চেয়েছে তাদেরটা হয়েছে। কারণ এটা হওয়াতে ইহুদী, খ্রিস্টান, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষদের কোন সমস্যা নেই। এ কারণে হয়েছে এবং দাতাগোষ্ঠীর খুব আগ্রহের সাথে হয়েছে। আমাদের সালাফ আমাদের আকাবির আমাদেরকে এটার প্রতি ঘৃণা করা শিখিয়েছেন। সেই ঘৃণার রেশ আমাদের মন থেকে এখনো কেটে যায়নি, এরই মধ্যে ঘৃণিত বিষয়টি নজিরবিহীন নেয়ামতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে!

এ প্রধানমন্ত্রী যদি আরো আগে বুঝতে পারতেন যে, এর কারণে আপনারা এত বেশি খুশি হবেন, এর কারণে আপনারা আপনাদের আকীদা-বিশ্বাস-আদর্শ সব বিসর্জন দিয়ে নিজেদেরকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ শাসকের পদতলে কুরবান করে দেবেন, তাহলে আরো আগেই তিনি এ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতেন।

জরুরি টীকা ১৪৬ : তিনি চান জঙ্গিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ ...

কারণ জঙ্গিরা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর আইন ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ চাওয়ারই কথা। কিন্তু আপনি তো মুসলমানদের কর্ণধার। আপনি তো ওলামায়ে কেরামের কর্ণধার। আপনি এত খুশি হলেন কেন? আপনার এ খুশির বৈধতা কী? আপনারা সারা জীবনের সহীহ বুখারীর পাঠদান কি এ কথাই বলে যে, যারা আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা চায় আপনি তাদেরকে জঙ্গি বলে ঘৃণা করবেন এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষ মুরতাদ শাসকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গরম বক্তব্য দেবেন?

জরুরি টীকা ১৪৭ : পনের হাজার কওমী মাদরাসা চরিত্রবান সুনাগরিক সৃষ্টি করে, জঙ্গি বানায় না, সন্ত্রাস বানায় না ...

কওমী মাদরাসা কেন জঙ্গি বানায় না? কওমী মাদরাসাগুলো কি ইসলামের জন্য নয়? কওমী মাদরাসায় ইসলামের পক্ষে ইসলামের শিরোনামে লড়াই করার জন্য যোদ্ধা তৈরি করবে না কেন? তা হলে কওমী মাদরাসা কেন? একজন মুসলমানকে তার পনের বছর বয়সে জঙ্গি না বানানোর বৈধতা কী? এ বিষয়ে কুরআন কী বলে? যে সহীহ বুখারীর সঙ্গে আপনার ষাট বছরের বেশি সময়কাল পর্যন্ত পরিচয়, আপনার সে সহীহ বুখারীর হাদীস কী বলে?

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (سورة الأنفال ٦٠)

'তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমর যথাসাধ্য সাজ সরঞ্জাম শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দেবে'। (সূরা আনফাল : ৬)

باب التحريض على الرمي وقول الله تعالى **{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}**

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم.

'তীর মারার উপর উদ্বুদ্ধ করণ অধ্যায় এবং আল্লাহর বাণী– তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজ সরঞ্জাম শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দেবে।

....সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা পরস্পরে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর মারতে থাক। কারণ তোমাদের বাবা দক্ষ তীরান্দাজ ছিলেন। তোমরা মার, আমি অমুক গোত্রের পক্ষে গেলাম। তখন এক পক্ষ তীর মারা বন্ধ করে দিল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কী হলো? তোমরা নিক্ষেপ করছ না কেন? তারা বলল, আপনি তাদের সঙ্গে আছেন, আমরা কীভাবে তীর নিক্ষেপ করি? নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মার। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি'।

باب اللهو بالحراب ونحوها

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر وزاد علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد (من كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري)

'বর্শা ইত্যাদি দিয়ে খেলা অধ্যায়

...আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হাবশীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে তাদের বর্শাগুলো দিয়ে খেলছিল, এরই মধ্যে ওমর প্রবেশ করেছেন। প্রবেশ করে তিনি কিছু নুড়ি পাথর নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরকে বললেন, রাখ, তাদেরকে খেলতে দাও'। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার)

আল্লাহর পক্ষ থেকে জঙ্গি বানানোর এ হুকুম কার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদরাসা-মসজিদে মুসলমানদেরকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিলেন, সাহাবায়ে কেরাম মাদরাসা-মসজিদে অস্ত্রচালনা শিখলেন, শিখালেন। রাসূলের নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। আজ হাদীসের শায়খ হাজার হাজার মুসলিম অমুসলিমের সামনে গর্বের সাথে ঘোষণা করছেন, কওমী মাদরাসা জঙ্গি বানায় না। যে মাদরাসা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার মত যোদ্ধা বানাবে না সে মাদরাসার অস্তিত্বের বৈধতা কী? জঙ্গে বদর, জঙ্গে ওহুদ, জঙ্গে আহযাব, জঙ্গে ইয়ারমুক ইত্যাদি জঙ্গের সৈনিকগণ জঙ্গি ছিলেন, নাকি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ছিলেন? জঙ্গের কর্তাবাচক শব্দ কী?

না কি আমাদের শায়খুল হাদীসগণ জঙ্গি শব্দের প্যাঁচে আটকে গেছেন? যুদ্ধ, যোদ্ধা, জিহাদ, মুজাহিদ, লড়াই, লড়াকু, সৈনিক, জঙ্গ,

জঙ্গি বিমান, ফাইট, ফাইটার– প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে গেলেই গর্বে বুক ফুলে উঠে। এরা মারলেও ভালো লাগে, মরলেও ভালো লাগে। সর্বাবস্থায় তারা বীর। একই সারির শুধু 'জঙ্গি' শব্দটা বলতেই ঘৃণায় কপালটা কুঁচকে যায়। এমন কি শায়খুল হাদীসের কপাল পর্যন্ত কুঁচকে যায়। কারণটা কী? রহস্যটা কী?

শায়খুল হাদীসগণ কি সেই পুরাতন মাহাত্মপূর্ণ(?) বক্তব্যটাই আবার দেবেন? জঙ্গ আর জিহাদ এক নয়। জঙ্গি আর মুজাহিদ এক নয়। এটা তো শামীম ওসমান আর ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। শায়খুল হাদীসের বক্তব্য এটা হবে কেন? শায়খুল হাদীসগণ কি নিম্নোক্ত তথ্যগুলো জানেন না?–

ক. সারা বিশ্বের কুফরী শক্তির দৃষ্টিতে জঙ্গি ও মুজাহিদ শব্দদু'টি সমার্থবোধক শব্দ।

খ. পৃথিবীর সকল মুজাহিদ কাফেরদের দৃষ্টিতে জঙ্গি।

গ. ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যারাই চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে তারাই জঙ্গি।

ঘ. কুফরী শাসনের বিরুদ্ধে যারাই অস্ত্র ধরবে তারাই জঙ্গি।

ঙ. মাজলুম মুসলমানদেরকে যারাই উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে তারাই জঙ্গি।

চ. মুসলমানদের হারানো ভূখণ্ড উদ্ধার করার জন্য যারা অস্ত্র ধারণ করবে তারাই জঙ্গি।

ছ. ইসলাম রক্ষার শিরোনামে যারাই অস্ত্র নিয়ে ময়দানে আসবে তারাই জঙ্গি।

জ. মানবরচিত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করবে তারাই জঙ্গি।

ঝ. আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য যারাই অস্ত্র ধারণ করবে তারাই জঙ্গি।

বাংলাদেশে জঙ্গির উল্লিখিত অর্থসমূহের বাইরে আর ভিন্ন কোন অর্থ নেই।

উল্লিখিত তথ্যগুলোর সাথে সাথে আপনাদের অবগতির জন্য আরো কয়েকটি জরুরি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি–

ক. সম্পূর্ণ বদর-ওহুদ পদ্ধতিতে জিহাদ করলেও ওরা এটাকে জঙ্গ বলবে এবং মুজাহিদ সৈনিকদেরকে জঙ্গি বলবে। কারণ তখনকার ইহুদী-খ্রিস্টান-মুশরিকরা মুসলমানদের জিহাদকে বৈধতা দেয়নি। জিহাদকে মুসলমানদের অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়নি। অতএব এখনো দেবে না।

খ. জিহাদ যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, তাই আপনি যেভাবেই আঘাত করবেন অন্য ধর্মের অনুসারীরা আপনার এ কার্যক্রমকে কোন পবিত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করবে না।

গ. রাসূলের যামানায়ও জিহাদকে ভ্রাতৃঘাতি পদক্ষেপ বলে বিশেষিত করা হয়েছে। এখনো সেভাবেই হবে। আপনি আঘাত যেভাবেই করেন না কেন। যার মাধ্যমেই করেন, যেখানেই করেন।

ঘ. জিহাদ যেহেতু হতাহত ও রক্তারক্তির বিষয়, অতএব আপনি যেভাবেই এ আঘাত করবেন শত্রু এর কারণে ব্যথা পাবেই এবং সে কখনো এটাকে পছন্দ করবে না।

শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদীস সাহেব! আপনি ও আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করুন, এখানে জঙ্গি শব্দটি শুনলে কিছুটা জঙ্গলের মত মনে হয়, মানুষগুলোকে কিছুটা জঙ্গলি জঙ্গলি মনে হয়, এ কারণে তারা এ শব্দটি চয়ন করেছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে একটু বিশ্বাস করুন, আপনার এ প্রধানমন্ত্রীসহ বিশ্বের সকল কুফরি শক্তি মুজাহিদকে পছন্দ করে কিন্তু জঙ্গিকে পছন্দ করে না– বিষয়টি এরকম নয়। তারা জিহাদকে পছন্দ করে কিন্তু জঙ্গকে পছন্দ করে না– বিষয়টি এরকম নয়।

অতএব মুহতারাম শায়খুল হাদীস! এবার আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এ জঙ্গি আপনারা কেন কওমী মাদরাসায় তৈরি করবেন না? যদি না করেন তাহলে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন? আর এ কুরআন এ হাদীস পড়া ও পড়ানোর উদ্দেশ্যই বা কী?

আপনাদেরকে আমরা কীভাবে বলি যে, মাসআলাগুলো কিতাবে আবার একটু দেখুন। এ ধরনের কথা বললে আপনাদের শত শত শায়খুল হাদীস শাগরেদবৃন্দ আমাদেরকে বেয়াদব বলে তেড়ে আসবে। কিন্তু যারা বেয়াদব বলে আমাদের কণ্ঠ চেপে ধরার জন্য তেড়ে আসবে তারা তো জানে না যে, আমরা আপনাদের দরবারে দরবারে গিয়ে, একান্তে বসে খবর নিয়ে এসেছি যে, আপনারা বহুকাল যাবত কিতাবের এ পৃষ্ঠাগুলো উল্টাননি। আপনারা বিভিন্ন বাহানায় মাসআলার তাহকীকের দিকে না গিয়ে আমাদেরকে ধমক দিয়ে ভড়কে দিতে চেয়েছেন। আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না যে, ভয় না পাওয়ার সকল প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আপনাদের দরজার কড়া নেড়েছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুমতি দান করুন। আমীন।

জরুরি টীকা ১৪৮ : আরো বহু দিন যাবত ওনাকে দীর্ঘায়ু দান করে আল্লাহ পাক যেন বাংলাদেশের খেদমত করার তওফিক দান করেন। বলেন! আমীন ...

কার জন্য দীর্ঘায়ুর দোয়া করলেন?!! আল্লাহর পথের কত শত মুজাহিদকে আপনার এ প্রধানমন্ত্রীর কসাইরা উলঙ্গ করে বুট জুতা দিয়ে পিশে চলেছে! আল্লাহর পথের কত মুজাহিদকে ফাঁসির রশিতে ঝোলানোর আয়োজন করে চলেছে! আল্লাহর পথের কত মুজাহিদকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে দিয়ে জীবনের জন্য অকেজো করে ফেলছে। আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে বেঁধে রেখে তাদের সামনে কত শত বার আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে, দ্বীন ও শরীয়তের বিধানগুলোকে গালি দিয়ে চলেছে! কত শত বার আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে চলেছে! আপনার এ প্রধানমন্ত্রী হেফাজতের অসহায় ওলামা-তালাবা ও সাধারণ মুসলমানদের রক্ত নিয়ে প্রকাশ্যে কত উপহাস করেছে! এগুলোর সামান্য আঁচও কি আপনার গায়ে লাগেনি? এসব বার্তা কি আপনার কাছে কখনো পৌঁছেনি।

আল্লাহ আমাদের সবার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করুন। এত অসহায়ত্ব যে আর সহ্য করা যায় না! সহ্য করা বৈধ হয় না! আমীন।

জরুরি টীকা ১৪৯ : তারা দুর্নীতি করে না, তারা সন্ত্রাসী হয় না, তারা জঙ্গি হয় না। কাজেই আমরা আসলেই এই সনদের স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। উনি যথাযথ মুল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে জাতির খেদমত বেশি বেশি করার তওফিক দান করুন ...

জঙ্গি ও মুজাহিদের যে তফসীল আমি তুলে ধরেছি সে হিসাবে মুহতারামের বক্তব্যটি খুবই যুক্তিযুক্ত। যে শিক্ষাব্যবস্থা কোন প্রকার জঙ্গি ও মুজাহিদ তৈরি না করার বিষয়ে মুচলেকা দেবে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে না বলে অঙ্গীকার করবে, জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও মাসআলাগুলো পড়াবে না বলে অঙ্গীকার করবে, যে শিক্ষাব্যবস্থা আয়াত ও হাদীসগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের ধারা অনুযায়ী সাজিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করবে, সে শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। যারা ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গ ও লড়াই করবে তারা কখনো ইসলামের আইনবিরোধী শক্তির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা রাখবে না।

কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসারী কওমী মাদরাসাগুলো ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গি ও যোদ্ধা তৈরি করবে না, তাহলে তারা কোন আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গি তৈরি করবে? গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গি তৈরি করবে? মন্দির ও গীর্জা পাহারা দেয়ার জন্য জঙ্গি তৈরি করবে? পূজামণ্ডপ পাহারা দেয়ার জন্য জঙ্গি তৈরি করবে? যিনার ফাউন্ডেশন, সুদের ফাউন্ডেশন, উলঙ্গপনার ফাউন্ডেশন এবং এসব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাদের পাহারা দেয়ার জন্য জঙ্গি তৈরি করবে?

দারুল উলূম দেওবন্দ ও কওমী মাদরাসার উদ্দেশ্য ও আদর্শ যদি এতই অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের কর্ণধারগণের কাছে আমরা এর ইতিহাস আবার পড়ব। আমরা আবার দেখব নথিপত্রে কী লেখা আছে।

আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফি দামাত বারাকাতুহুম, চেয়ারম্যান,
আলহাইআতুল উলইয়া লিলজামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ।
সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ।
তার পক্ষ থেকে সভাপতির লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করবেন,
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সহকারি মহাসচিব
হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল আমীন

জরুরি টীকা ১৫০ : ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে বার বার কিন্তু এই ন্যায্য দাবিটি পূরণ হয়নি ...

টীকা নম্বর ১৫০ থেকে ১৬৭ পর্যন্ত আমি যে মন্তব্যগুলো করব তার কোনটিই মূল বক্তা সম্পর্কে নয়। এ বক্তব্যগুলো কোনটির জন্যই আহমদ শফী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ দায়ী নন। কারণ–

১. আমাদের বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ভেতরে বহুকাল যাবত যে পলেটিক্স (?) ঢুকে আছে তা হচ্ছে, আমাদের ওলামায়ে কেরাম যখন কর্ম জীবন থেকে অবসরে যাওয়ার বয়সে পোঁছে যান, তখন আমরা তাঁদেরকে শিরোনাম বানিয়ে রাজনীতি শুরু করি। এতে পলিটিক্সবাজদের বিভিন্ন সুবিধা থাকে যার ইতিহাস আমাদের অনেকেরই পড়া আছে।

এ পলিটিক্সবাজরা সাধারণ ওলামা-তালাবা ও সাধারণ জনগণকে ভড়কে দেয়ার জন্য যে বুলিগুলো আওড়িয়ে থাকে তার কিছু হচ্ছে– ক) ওলামায়ে কেরামের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন অবসর নেই। খ) কুরআন-হাদীসের বাহকগণ কখনো অকেজো হন না। গ) ইলমে ওহির বাহকগণ যত বৃদ্ধ হন তত তাদের দাম বাড়তে থাকে, আর দুনিয়াদাররা যত বৃদ্ধ হয় তত তাদের দাম কমতে থাকে। ঘ) আমাদের শায়খ আলহামদু লিল্লাহ এখনো যতটা সচেতন আমরা যুবকরাও তত সচেতন নই। এর জন্য দুয়েকটি উদাহরণও তারা সংরক্ষণ করে রাখে।

২. ওলামা-তালাবা যে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন না তা যথাক্রমে : ক) মৃত্যু পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম অবসর নেই এ কথা সত্য। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তিনি এ বয়সে এমন কোন কাজ করবেন, যা এ বয়সে সম্ভব নয়। খ) কুরআন-হাদীসের বাহকগণ কখনো অকেজো হয়

না– এ কথা সত্য। কিন্তু একটা বয়সের পৌঁছার পর তাদের কাজের পরিধি গুটিয়ে আসে এবং কাজের ধরণ পাল্টে যায়। গ) ইলমে ওহির বাহকগণের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দাম বাড়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি দ্বীনের যে কোন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এজন্য মুহাদ্দিস যত বয়স্ক হবেন ততই তার দাম বাড়তে থাকবে। এ কথা সত্য। কিন্তু একটি বয়স এমন আছে যে বয়সে পৌঁছার পর তাঁর জন্য হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। এটি আমাদের ইলমী অঙ্গনে একটি স্বীকৃত বিষয়। ঘ) পলিটিক্সবাজরা যাঁদেরকে শিরোনাম বানিয়ে রাজনীতি করে থাকে তাদের বুঝশক্তির যে উদাহরণগুলো তারা আমাদের সামনে তুলে ধরে, সে বুঝশক্তি একটি সামগ্রিক নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট নয়।

৩. ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মত একটি বিশাল দায়িত্বের নেতৃত্ব যখন হাফেজ্জী হুজুর রাহিমাহুল্লাহর হাতে দেয়া হলো তখন তাঁর অবস্থা ছিল, শ্রোতারা তাঁর শব্দ শুনতে পেতেন, কিন্তু বুঝতে পারতেন না। তখন তিনি সব সময় নিচের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। পলিটিক্সবাজরা তাঁকে যা বলার জন্য বলত তা তিনি বলতেন। বাকি কাজগুলো পলিটিক্সবাজরাই করত।

৪. শায়খুল হাদীস আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে যখন পলিটিক্সবাজরা আওয়ামীলীগের দরবারে হাজির করাল তখন তাঁর বয়স পঁচাশি অতিক্রম করে গেছে। যিনি আজীবন আওয়ামী রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গেছেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়ে দেয়া হলো। এরপর যা কিছু করার দরকার পলিটিক্সবাজরা তা করতে থাকল। পেপারে বিবৃতিতে দামি দামি বক্তব্যের পেছনে শায়খুল হাদীসের নাম। অথচ তখন শায়খুল হাদীস রাহিমাহুল্লাহ খানা খাওয়ার দস্তরখান তুলে নেয়ার আগেই ভুলে যেতেন যে, তিনি খানা খেয়েছেন। গতকাল দরসে যে কথাগুলো বলেছেন, পরের দিন খুব গুরুত্বের সাথে সে কথাগুলো বলে চলেছেন। দরসের পর ভুলে যেতেন যে, কিছুক্ষণ আগে তিনি দরস থেকেই এসেছেন।

বয়সের কারণে এমন হালত খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। এটা কোন দোষ নয়, কোন ত্রুটি নয়। বাকি যারা এর অসৎ ব্যবহার করে তারা অপরাধী।

৫. আজ আহমদ শফী সাহেব হাফিযাহুল্লাহকে নিয়ে সে ব্যবসাই চলছে। পলেটিক্সবাজরা তাঁর নামে যে বক্তব্যটি তৈরি করেছে তা তাঁকে পড়তে দেয়া হলে তিনি পড়তেও পারবে না। পলেটিক্সবাজরা বলবে, আমরা লেখার প্রত্যেকটি বাক্য তাঁকে শুনিয়ে সমর্থন নিয়েছি। কিন্তু আমরা জানি, প্রতিটি বাক্য শুনে শুনে হ্যাঁ বলার সকল ব্যবস্থা পলেটিক্সবাজরা আগেই করে রেখেছে। চতুর্দিকে এমন বলয় তৈরি করে রাখা আছে, যার ভেতর থেকে বলয়ের কামনার বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ করার কোন সুযোগ নেই।

৬. পলেটিক্সবাজরা বলে থাকে, তিনি বৃদ্ধ হলে কী হবে? তার পাশে যোগ্য যোগ্য বহু হাওয়ারী রয়েছেন। কিন্তু পলেটিক্সবাজদের এ পলেটিক্স আমরা বোঝার চেষ্টা করি না যে, যোগ্য হওয়ারীরাও পলেটিক্সবাজদের হাতে বন্দি। আর একটি সত্য কেন আমরা ভুলে যাই যে, সর্বকালে সর্বযুগেই মূল নেতৃত্ব যার হাতে ছিল তিনি ছিলেন সবচাইতে সচেতন ও বলিষ্ঠ। কিন্তু আজ আমরা বিভিন্ন বুলির আড়ালে সে সত্যকে লুকিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে চলেছি।

৭. আমাদের যে মানুষগুলো আশি/নব্বই বছর পার করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন আমরা তাদেরকে কোটি কোটি মানুষের পরিচালক হিসাবে সামনে নিয়ে আসি। যে কথা ও কাজগুলো আমাদের নামে প্রচার হলে মানুষ তা গিলবে না সেগুলোকে নুয়ে পড়া মানুষটির মুখ দিয়ে জোর করে বের করে আনি এবং নিজেদের মত করে সামনে চলতে থাকি।

আহমদ শফী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ সম্পর্কে এবং যারা তাঁকে নিয়ে পলেটিক্স করে চলেছে তাদের সম্পর্কে এ দু'চারটি কথা বলার পর এবার আমি তাঁর নামে পঠিত বক্তব্যের উপর অতি সংক্ষেপে একটু নযর বুলিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

জরুরি টীকা ১৫১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাওরায়ে হাদীসের সনদকে মাস্টার্সের সমমান প্রদানের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন ...

মাস্টার্স হচ্ছে ৪০/৫০ বছরের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান অর্জন করার একটি যোগ্যতার স্তরের নাম। আর দাওরায়ে হাদীস হচ্ছে ইহকাল ও

অনন্ত পরকালে সফলতার একটি চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রী দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্সের মান দিয়ে ইলমে ওহির হামেল ও বাহকদেরকে অপমান করেছে।

জরুরি টীকা ১৫২ : কওমী মাদরাসার গৌরবময় ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, আকাবিরে দেওবন্দের চিন্তা চেতনা ও দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতিকে শতভাগ অক্ষুন্ন রেখে ...

দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শের প্রতিটি গিরায় গিরায় আঘাত করা হয়েছে এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের আদর্শকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের পদতলে কুরবান করে দেয়া হয়েছে। সকল বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা হয়েছে। আর গৌরবের এক ছিটেফোটাও বাকি রাখা হয়নি। যার সাক্ষী বক্তাদের বক্তব্যগুলো।

জরুরি টীকা ১৫৩ : নিঃসন্দেহে তা কওমী ওলামায়ে কেরামের প্রতি তার দরদপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ...

এটা তার চতুরতাপূর্ণ কৌশলের বহিঃপ্রকাশ। না হয় আল্লাহর আইনের একজন শত্রু কেন আল্লাহর আইনের চর্চাকারীদের প্রতি এত দরদ দেখাবে?

জরুরি টীকা ১৫৪ : কওমী মাদরাসা মূলত জনগণেরই প্রতিষ্ঠান। জনগণ আতঙ্কিত কিংবা জনগণ জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন কাজ সঙ্গতভাবে কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকগণ করে না। করতে পারে না ...

কিন্তু আল্লাহর দুশমনদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা মুসলমানদের উপর আরোপিত ফরজ দায়িত্ব। যারা আল্লাহর আইনকে বিতাড়িত করে সে স্থলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা আবরাহাম লিংকন, রুশো, ভোল্টায়ারের ধর্মকে নিজেদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং যারা এসকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে, তাদের সবার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা কওমী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব।

জরুরি টীকা ১৫৫ : আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমার কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই ...

এটা গর্বের কোন বিষয় নয়। ইসলামী রাজনীতি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বিলুপ্ত করার রাজনীতি প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আলেম-ওলামা ও তাদের কর্ণধারগণের উপর সবার আগে ফরজ। এ থেকে নিজেকে মুক্ত বলে দাবি করা জঘন্য অপরাধ। এ থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য আপনারা দায়ী হবেন।

জরুরি টীকা ১৫৬ : রাজনৈতিক কোন প্ল্যাটফর্ম ও দলের সাথে আমার এবং হেফাজতে ইসলামের নীতিগত কোন সংশ্লিষ্টতা নেই ...

ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতির সঙ্গে শুধু সংশ্লিষ্টতা নয়; বরং তার দায়িত্ব কাঁধে নেয়া ফরজ। আর গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাথে নীতিগত সংশ্লিষ্টতা নেই বলা যথেষ্ট নয়; বলতে হবে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সঙ্গে আমার ও হেফাজতে ইসলামের নীতিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে। যেভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ (٤) سورة الممتحنة

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তাঁরা তাঁদের জাতিকে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর বদলে যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল, যত দিন তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসাবে ঈমান না আনবে'। (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

জরুরি টীকা ১৫৭ : হেফাজতে ইসলামের নীতি ও আদর্শের উপর আমরা অটল ও অবিচল আছি। তাই আমি আমার কর্ম কৌশল ও সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই ...

ইসলামের শত্রুরা যদি বুঝতে না পারে যে, আমরা তাদের শত্রু, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ইসলাম পালনে কোন সমস্যা আছে। আর যদি তারা বুঝতে পারে আমরা তাদের শত্রু, তাহলে তারা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা অনিবার্য যে, আমরা তাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রকাশ্য শত্রু। এ মূল্যায়ন জরুরি। তারা যদি এ মূল্যায়নে পৌঁছতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে ইলহাদ ও যান্দাকা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।

জরুরি টীকা ১৫৮ : আমাকে ও হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডা ও মিথ্যাচার চালাচ্ছে। কোন ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্যক্তি বিশেষের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি ...

আমরা যদি আমাদের কুরআন, আমাদের হাদীস ও আমাদের ফিকহের সিদ্ধান্তগুলোকে তার আসল রূপে উপস্থাপন করি, নববী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করি, প্রকাশ্যে উপস্থাপন করি তাহলে শুধু বিভ্রান্ত নয়; তারা আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতায় নেমে পড়বে। তারা যে তা করছে না, এর অর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদের শরীয়তের বার্তাগুলোকে তার আপন রূপে উপস্থাপন না করে ইলহাদ ও যান্দাকার মিশ্রণসহ উপস্থাপন করছি।

জরুরি টীকা ১৫৯ : মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকটকালে ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র সমাজ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সিসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এবং ঐক্যবদ্ধ থাকা সময়ের দাবি। আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা! সনদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তোমাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল হয়েছে

উজ্জ্বল হয়নি। নিভে গেছে। আমরা করুণার পাত্র হয়ে গেছি। আমাদের আল্লাহর বিধানের শত্রুর চাকর হওয়ার সুযোগ বের হয়ে

এসেছে। আমাদের হাতে শিকল বাঁধা হয়ে গেছে। হারাম ও কুফরে লিপ্ত হতে আমরা এখন আইনগতভাবে বাধ্য। আমরা সেসব গর্হিত কাজগুলো ইতোমধ্যে শুরুও করে দিয়েছি যেগুলো থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এতদিন যাবত হেফাজত করেছেন। খোদ এ মজলিসেই আমরা সে গর্হিত কাজগুলো করে চলেছি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

জরুরি টীকা ১৬০ : তোমাদের দ্বীনি খেদমতের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

দ্বীনের খেদমতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এখন থেকে আমাদের দ্বীন ও শরীয়তকে, আয়াত ও হাদীসকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুকূলে আনার জন্য সাধ্যমাফিক চেষ্টা করতে বাধ্য। তার আলামত ইতোমধ্যে দেখাও যাচ্ছে।

জরুরি টীকা ১৬১ : নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করায় সাহসিকতার সাথে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে

সময়ের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সর্বগ্রাসী কুফর গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবরচিত আইনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা। স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং আজকের এ মজলিসের মাধ্যমে সবাই মিলে সে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ও কর্ণধারগণ সে পথের উপরই সিসার প্রাচীর গড়ে তুলে চলেছেন। আজ সাহসের সবটুকু ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। দ্বীনের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি পথে দ্বীনের শত্রুদেরকে প্রহরী হিসাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন এগিয়ে যেতে চাইলে শুধুমাত্র দুনিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে, আর কোন পথ খোলা নেই।

জরুরি টীকা ১৬২ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে আপনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন

এর মাঝে সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে, তিনি ইসলামের রাজনৈতিক মর্যাদাকে বিলুপ্ত করে গেছেন। যাতে ইসলামের উদ্ধৃতি

দিয়ে, কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কোন দিন কোন মামলা উদ্ধার করার চেষ্টা না করতে পারে।

জরুরি টীকা ১৬৩ : আপনার এই অসামান্য অবদান, আপনার শাসনামলেও লাখো লাখো কওমী ওলামা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দ্বারা ধন্য হয়েছে। আপনার এই অসামান্য অবদান ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে

এ ইতিহাস ঈমান-বিক্রেতাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর লেখা থাকবে ধূর্ত চালাক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষদের বিজয়ের ইতিহাসে। ঈমানদারের ঈমানের ইতিহাসে তা কালো অধ্যায় হিসাবে লেখা থাকবে।

জরুরি টীকা ১৬৪ : আপনার কাছে দেশের ওলামায়ে কেরাম, ছাত্র জনতা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনের প্রত্যাশা, মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অবমাননা বন্ধ, নবীজির মহান বৈশিষ্ট্য খতমে নবুয়তের আকীদা-বিশ্বাস পরবর্তী অপতৎপরতা রোধ ...

যে শক্তির বীজ বপন করছে সে শক্তির কাছেই তা রোধ করার আবেদন। এর দ্বারা শত্রু যে কত খুশি হয় তা একমাত্র তারাই বুঝতে পারে। আমরা তা কখনো বুঝতে পারব না। চলমান প্রতিদিনের ঘটনাগুলো আমাদেরকে জানান দিয়ে যাচ্ছে, একজন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ইসলামের বিরুদ্ধে কত কি করতে পারে। এরপরও আমরা চোখ বন্ধ করে আশাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছি। আশার প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে সেখানে ভিন্ন প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেছে অনেক আগে। এরপরও আমরা দিবাস্বপ্নের ঘোরেই পড়ে থাকতে পছন্দ করছি। স্বপ্নের জন্যই আমরা ঘুমের কম্বলকে বার বার জড়িয়ে ধরছি। স্বপ্নের জন্যই আমরা ঘুমহীন চোখের পাতা মিলিয়ে রেখেছি। এভাবে আর কতকাল?! আর কত পথ?!

জরুরি টীকা ১৬৫ : দ্বীনের দাওয়াত ও তবলিগের মহান কাজ ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে সঠিক পন্থায় পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন...

এ প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায়ই আপনারা মার খেয়েছেন। তার কাছেই আবার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করছেন। তারা তাদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ছোবলও মারবে, আবার ঝাড়বেও। কিন্তু আমরা কমপক্ষে বুঝতেও পারব না কেন?

জরুরি টীকা ১৬৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার প্রতিও আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি ...

করবেন। আপনারা তার হাতে আন্তরিকভাবে বাইআত দেন। কোন মামলা থাকবে না। বিগত এক যুগ বা তার চাইতেও বেশি সময় যাবত এ তরীকাই চলছে। একটি ডিগবাজি খেতে পারলে সাতখুন মাফ। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের চর্চা এমনভাবে করবেন যেন এর দ্বারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, মানবরচিত আইন ইত্যাদি কুফরীর গায়ে কোন রকমের আঁচড় না লাগে। তাহলে আখেরাতে ঘাঁটির আগ পর্যন্ত আর কোন ঘাটে আশাকরি আটকাবেন না। যেমন সরকারী মাদরাসা ওয়ালারা কোন ঘাটেই আটকে যাচ্ছে না। পথ সেটাই। শিরোনাম যাই হোক।

জরুরি টীকা ১৬৭ : পরিশেষে ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, জাতিয় সংসদের সকল সদস্য এবং ... সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ ও দোয়া জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি

অর্থাৎ একটি মুরতাদ কাফেলার সবার প্রতি সালাম। এ সালাম কোন প্রকারে যাবে তা বলা মুশকিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে সালাম দেয়া হলে সে সালামের অর্থ কী? এবং সে সালামের বিধান কী? না কি ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী ইত্যাদি শব্দাবলী সব সমার্থবোধক?

জরুরি টীকা ১৬৮ : এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে ক্রেস্ট প্রদানের পর্ব ...

কুফরের সঙ্গে একাত্মতার আর কোন পর্বই কি আজ আর বাকি রাখা হবে না? ক্রেস্ট জিনিসটা কী? দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শের কোন অংশটি এর মাধ্যমে পুরা করা হচ্ছে। এর অনুপস্থিতিতে আদর্শের কোন অংশটি অপূর্ণ থেকে যাবে? দ্বীন ও ইলমের কোন অংশটি এর দ্বারা মহরাঙ্কিত করা হচ্ছে?

জরুরি টীকা ১৬৯ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলহাইয়াতুল উলইয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ!

হায়!! এ ছবিটি যদি পৃথিবীর সকল ডকুমেন্ট থেকে মুছে যেত! এ ছবির বিষদৃশ্য যদি আমাদের সবার মন থেকেও মুছে যেত। এ ছবি একদিন কৃত অপকর্মের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হবে– তা যদি কর্ণধারগণ একটু বুঝতে পারতেন। এ ভয়ংকর ছবি একদিন আমাদের কাছ থেকে যে কত কিছু আদায় করে নেবে, কত মূল্য আদায় করে নেবে তা যদি আজ আমরা বুঝতে পারতাম, তাহলে কত বিপদ থেকে বেঁচে যেতাম। কিন্তু সেতো আর হবার নয়!

জরুরি টীকা ১৭০ : আল্লামা আশরাফ আলী দামাত বারাকাতুহুম সম্মাননা শোকরানা স্মারক আল্লামা আহমাদ শফির হাতে তুলে দিচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ!

অনুকরণের আর কোন অপশন বাকি রয়ে গেল কি না একটু নযরে সানী করে নিলে ভালো হবে। ইসলাম, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামআহ, দেওবন্দ-এর পতাকা নিয়ে যখন আমাদেরকে নষ্ট সমাজের সবই অনুকরণ করতে হচ্ছে তাহলে আর ত্রুটি থাকার দরকার কী? এখানে তো আয়াত-হাদীসের অনুমতির প্রশ্নও অবান্তর। আমরা আসলে কোন দিকে চলেছি? হেকমতের জোয়ার কি এতই গতিশীল যে, আমরা আমাদেরকে স্রোতের বিপরীতে কোনভাবেই টিকিয়ে রাখতে পারছি না। প্রজন্ম আগে

যেগুলাকে হারাম মাকরূহ মনে করত, এখন সেগুলোকে ওয়াজিব মুস্তাহাব না বলে উপায় কী? আজকের প্রতিটি আচরণ তো মুজমা আইলাইহি মাসাআলা হিসাবে বইপত্রে স্থান পাবে। আমরা তখন কোনভাবেই বোঝাতে পারব না যে, কিতাবে এর বিপরীত আছে। এ ধরনের কিছু বলতে গেলেই জবাব পাব, আপনি কি ইনাদের চাইতে বেশি বোঝেন?

জরুরি টীকা ১৭১ : আমাদের সকলের আকাঙ্খিত বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্য। প্রধান অতিথির বক্তব্য ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রীরা যেভাবে মিথ্যা কথাগুলো বলে গেছে মন্ত্রীদের প্রধান হিসাবে সে মিথ্যাগুলোর মাত্রা আরেকটু বাড়িয়ে বলবেন, এই তো? আর সে বক্তব্যই আমাদের কর্ণধারগণের কাঙ্ক্ষিত। যারা এ প্রধানমন্ত্রীকে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইন দিয়ে দেশ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে এ প্রধানমন্ত্রী তাদের মাননীয়। কোটি কোটি মুসলমানের উপর কুফরী আইন চাপিয়ে দেয়ার জন্য যারা এ প্রধানমন্ত্রীকে দেশের মালিক বানিয়ে দিয়েছে তাদের জন্য এ প্রধানমন্ত্রী মাননীয়। এবং এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ইলমে ওহির ধারক বাহকদের জন্য, ইলমে দ্বীনের দায়িত্বশীলদের জন্য, আল্লাহর বান্দাদের জন্য, ইবরাহীমের সন্তানদের জন্য, রাসূলে আরাবীর উম্মতের জন্য, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারীদের জন্য, দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের উত্তরসূরিদের জন্য একজন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবরচিত কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী মাননীয় হতে পারে না। কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতা মুমিনের মাননীয় হওয়া এটা ঈমানের প্রশ্ন। এটা কোন তামাশার বিষয় নয়।

শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জরুরি টীকা ১৭২ : শোকরিয়া মাহফিলের শ্রদ্ধেয় আল্লামা সভাপতি আল্লামা শফি হুজুর এবং ওলামা একরামগণ এবং হাজরান মাহফিল। সবাইকে আস্সামুয়া লাইকুম ইয়া রহমাতুল্লাহে ওবারাকাতুহু ...

ইনি হচ্ছেন আমাদের কর্ণধারগণের মাননীয়। আল্লাহভীরু। আল্লাহর ভক্ত এবং অতিভক্ত। সারা বিশ্বের মুসলিম নারীদের আদর্শ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জরুরি টীকা ১৭৩ : যারা দ্বীন ইসলামের খেদমত করছেন তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারা এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়

তবে আপনার জন্য নয়। যারা ইসলামের খেদমত করে আপনি তাদেরকে ঘৃণা করেন। ইসলামের যারা খেদমত করে তারা কুরআন-হাদীসের যে আইন-কানুন পড়ান সেগুলোকে আপনি ঘৃণা করেন। দেশ পরিচালনায় আপনি আল্লাহর আইনকে অচল মনে করেন। আপনার বিশ্বাস, আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশ চললে দেশ পিছিয়ে যাবে।

অতএব আমরা হলফ করে বলতে পারি, এ মজলিসে উপস্থিত হওয়া আপনার জন্য কোন সৌভাগ্যের বিষয় নয়। তবে একটি বিবেচনায় এটাকে আপনার ভাগ্য বলা যায়। আর তা হচ্ছে–

যে ধর্মকে আপনি এত ঘৃণা করেন, সে ধর্মের কর্ণধারগণ আজ আপনার পদতলে এভাবে লুটে পড়েছে, যার কোন নযির নেই। যে ধর্মের আইনকে আপনি আপনার আইন বিভাগের বারান্দায় প্রবেশ করতে দেননি, সে ধর্মের ও সে আইনের চর্চাকারীরা আপনার কোন যাদুর কাঠির বলে মোহিত হয়ে সবাই আপনার দরবারে কুর্ণিশ করে চলেছে। বর্তমান ও অতীতে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ধর্মনিরপেক্ষ মানবরচিত আইনের প্রতিষ্ঠাতার নসিবে এমন ভাগ্য জোটেনি।

জরুরি টীকা ১৭৪ : আমাকে যখন আল্লামা শফি সাহেব বললেন, ...সংবর্ধনার আয়োজন করবেন। আমি বললাম না সংবর্ধনা আমার জন্য না, এটা হবে আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায় করা ...

এটা হচ্ছে আপনার যোগ্যতার বাড়তি অংশ। আপনার মন্ত্রীরা শোকরিয়ার যে রূপ তুলে ধরেছে এবং আমাদের কর্ণধারগণ যে গতিতে শোকরিয়া আদায় করেছে তা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, সব শোকরিয়া আল্লাহর দরবার অভিমুখী না হয়ে আপনার অভিমুখী হয়ে গেছে। বিষয়টি আপনি আগে থেকেই জনতেন। আর সে কারণে যারা আপনার শোকরিয়া আদায় করতে চায়নি আপনি তাদেরকেও শোকরিয়া আদায় করার জন্য আসতে বাধ্য করেছেন। সে তথ্যগুলো আমরা শোকরিয়া আদায়কারীদের কাছ থেকে জেনে ফেলেছি।

শোকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি আপনার মন্ত্রীরা আমাদের কর্ণধারগণকে বাতলে দিয়েছে এবং সঠিক পদ্ধতিতে শোকরিয়া আদায় না হলে পরিণতি কী হতে পারে তাও ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে।

জরুরি টীকা ১৭৫ : কারণ এইটুকু যে করতে পেরেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেজন্য আমরা শোকরিয়া আদায় করতে চাই ...

আপনি শোকরিয়া আদায় করার জন্য এখানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটি মজলিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতগুলো মিথ্যা কথা বলে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত এতগুলো কাজ করে, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে এতগুলো কথা বলে আপনি এখানে আল্লাহর শোকর আদায় করতে এসেছেন। এ কথা বিশ্বাস না করলেও আপনি আমাদের খবর নিয়ে ছাড়বেন। বাধ্য হয়ে আমাদের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করার অভিনয় করেই চলেছেন। সমর্থনসূচক হাত উত্তোলন করেই চলেছেন। ঠি--ক ঠি--ক বলেই চলেছেন।

জরুরি টীকা ১৭৬ : এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম, ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম মানুষকে শান্তির

পথ দেখায়। আর সেই দ্বীন শিক্ষা যারা দেন, তারা কেন অবহেলিত থাকবে? কাজেই তাদেরকে কখনো অবহেলিত থাকতে দেয়া যায় না ...

তবে আপনি জানেন না যে, যারা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ না করবে তাদের জন্য ইসলাম ধর্মে শান্তির কোন বার্তা নেই। দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়। হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নয়তো কর দিয়ে যিম্মী হিসাবে থাকতে হবে, নয়তো গোলাম হিসাবে থাকতে হবে। এর বাইরে তরবারী ছাড়া আর কোন বিধান নেই। বিষয়গুলো আপনার হয়তো জানা নেই। জানা থাকলে আপনি আরো সংযত কথা বলতে পারতেন। আপনার বিশ্বাসের একটি অংশে যথেষ্ট পরিমাণ দুর্বলতা রয়েছে।

ইসলাম ধর্মের শিক্ষকরা অবহেলিত থাকার কোন সুযোগ নেই। তবে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রীর করুণা গ্রহণ করারও কোন বৈধতা নেই। এ সিদ্ধান্ত ইসলাম ধর্মের। কুরআনের, হাদীসের। আপনি যে তাদের প্রতি করুণার সুরে কথা বলছেন এটা আপনার চরম ধৃষ্টতা। এ করুণা প্রদর্শনের কোন অধিকার অপনার নেই। আমাদের কর্ণধারগণের কিছু দুর্বল আচরণের কারণে আপনারা এ ধৃষ্টতাগুলো প্রদর্শনের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছেন।

জরুরি টীকা ১৭৭ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন

এটা হচ্ছে আপনার আসল পরিচয়। ভূখণ্ডভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আপনাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। এর আগে যা বলেছেন সবই ছিল মুখের জমা খরচ। আপনার কাছে ইসলাম ধর্মের চাইতে দেশ অনেক বড়। আপনি দেশের জন্য ধর্ম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ধর্মের জন্য দেশ ত্যাগ করতে রাজি নেই। আপনি কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন? ইসলাম কিন্তু এ কথা বলে না। ইসলাম বলে, ইসলামের জন্য দেশ, মা-বাবা, সন্তান, পড়শি, ব্যবসা, বাসস্থান সব ছাড়তে হবে। এই মাত্র আপনি আপনার মূল মাপকাঠিতে ফিরে যাচ্ছেন। এ কথাগুলোই আপনার মুখে মানায়। এগুলো হচ্ছে আপনাদের মূল চেহারা। এর আগে ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা ছিল মূলত ধর্ম দিয়ে ব্যবসার পসরা জমানো। এটাই মূলত ধর্মব্যবসা।

আপনাদের প্রকাশ্য ঘোষণা আছে, আপনার বাবা ইসলামের জন্য স্বাধীনতা আনেনি। বরং ইসলামের নামমাত্র যে গন্ধ ছিল তা থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীন করেছেন। এটা আপনাদের ঘোষণা। আর আমরা জানি, ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে গিয়ে দেশ ভাগ হয়েছে। যাই হোক আপনার বাবার স্বাধীনতার সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

জরুরি টীকা ১৭৮ : আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি, দুই লক্ষ মা বোনের প্রতি ...

আপনাদের ভাষ্যমতে সে শহিদদের মাঝে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধও আছে। ইসলাম কিন্তু এটা বলে না। ইসলাম ধর্মের পক্ষ নিয়ে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে মুসলমান মারা যাবে সে শহিদ। কিন্তু এ সংজ্ঞাটাই আপনি মানবেন না। এ কাজটিই আপনার দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। তাই বলছিলাম, আপনাদের মূল বিষয় এগুলোই। ইসলাম নিয়ে এর আগে যা যা বলেছেন সেসব হচ্ছে আপনাদের ধর্মব্যবসা।

জরুরি টীকা ১৭৯ : লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি

এটা আপনারা ইসলামের জন্য করেননি। এ স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথেই আপনারা সংবিধান রচনা করে পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক মর্যাদা বিলুপ্ত করা হলো। এখন আপনি আমাদের সাদাসিধা কর্ণধারগণকে ইসলামের গান শুনিয়ে চলেছেন। আপনারা বড় ভয়ংকর ও অত্যাশ্চর্যজনক প্রাণী।

জরুরি টীকা ১৮০ : জাতির পিতা এই বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা সমগ্র বাংলাদেশে ভালোভাবে প্রচার হয় এবং প্রসারিত হয় সেই উদেশ্য নিয়ে

আমাদের ইতিহাস জানা আছে। আপনার বাবা ইসলামী ফাউন্ডেশন গড়েননি। পাকিস্তান আমলের ইসলামী একাডেমী থেকে পাকিস্তানের গন্ধ দূর করার জন্য তার নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ফাউন্ডেশন নাম

দিয়েছেন। আর তিনি এ কাজটি এ জন্যই করেছিলেন যেন আজ আপনারা সাদাসিধে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে পারেন। আর আপনারা সেটা পেরেই চলেছেন। এসব কথা বলার সময় আপনাদের মুখে একটুও আটকায় না। বাবার মত আপনিও এমন বহু কাজ করে চলেছেন। আপনার জন্মের আগের ব্রীজ-কালভার্টগুলোর আগে পিছেও আমরা আপনার নাম দেখতে পাই! এ বিষয়ে আপনার ও আপনার বাবার দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়!

জরুরি টীকা ১৮১ : টঙ্গীতে যে বিশ্ব এজতেমা হয় সে জায়গা এবং বাংলাদেশে যাতে বিশ্ব এজতেমা অনুষ্ঠিত হতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে সেটা আদায় করে তিনি এনেছিলেন

এমন কোন ঘটনাই ইতিহাসে ঘটেনি।

পাঠক জরুরি টীকা ৭৮ ও জরুরি টীকা ৭৯ একটু কষ্ট করে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন।

যে রাজা ইসলাম ধর্মের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও রাজনৈতিক মর্যাদাকে ঘোষণার সাথে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, সে রাজা কেন এ কাজটি করতে গেল এর রহস্য আজো উদ্ঘাটিত হয়নি।

জরুরি টীকা ১৮২ : ওআইসির যে সদস্যপদ সেটাও আমরা পেয়েছিলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে। প্রথম আমরা এই ইসলামিক সম্মেলনের সদস্যপদ পাই

প্রথম মানে কী? এর আগে পৃথিবীর আর কেউ ওআইসির সদস্য হয়নি? আর যদি বলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনার বাবা প্রথম। তাহলে এটা কি খুব ফযীলতের বিষয়? আপনার বাবা প্রথম প্রেসিডেন্ট। আপনার মতে এর আগে আর কে যাওয়া উচিত ছিল?

তবে আমার মূল প্রশ্ন এগুলো নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি, আপনার মন্ত্রীবর্গ, রুহুল আমীনদের মত আপনার প্রেমিকরা ঘুরে ফিরে এ দু'চারটি বিষয়ের কথা শুধু বলতেই থাকেন। এর কারণটা কী? আপনি ও

আপনার বাবা মালিক হয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ দেশের। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের। আর নিজেদের মুসলমানী প্রমাণ করছেন কয়েক একর জমি দিয়ে। এর কারণটা কী? আপনি ও আপনার বাবা মুসলমান ছিলেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য কয়েক একর জমির কথা সারা জীবন বলে চলেছেন। একটি কথা কত শোনা যায়! আপনার অপদার্থ মুরিদরাও সারা দিন এ কয়েক একর জমির কথা বলতেই থাকে।

আপনি কি একটু চিন্তা করে দেখেছেন, মসজিদের জন্য কয়েক একর জমি বরাদ্দ দেয়ার কারণে যদি আপনি মুসলমান হয়ে যান, তাহলে মন্দিরের জন্য যে এর চাইতে অনেক বেশি জমি বরাদ্দ দিয়েছেন সেজন্য আপনারা হিন্দুও হয়ে যাবেন। গীর্জার জন্য জমিন বরাদ্দ দেয়ার কারণে আপনারা বাপ-বেটি খ্রিস্টানও হয়ে যাবেন। অবশ্য আপনাদের বিশেষ কোন সমস্যা হবে না। আপনাদের কাছে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান এর মাঝে এমন বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু এ কয়েকটি কথা বলতে আপনাদের একটু লজ্জা হয় না কেন?

আপনারা ইসলামী ফাউন্ডেশন গড়ার গীত গেয়েই চলেছেন। আপনারা অনৈসলামিক ফাউন্ডেশন কত হাজার গড়েছেন তার কোন হিসাব কি আপনাদের কাছে আছে? আপনারা ইসলামী সংস্থা ওআইসি তে যোগ দেয়ার গল্প শোনাচ্ছেন। আপনারা আন্তর্জাতিক কুফরী সংগঠন জাতিসংঘে যোগ দেননি?

আমার মনে হয়, আপনারা মুসলমান হওয়ার জন্য এবার অন্য কোন আলামত তালাশ করেন। পুরাতন এগুলো শুনতে আর ভালো লাগছে না। আপনারা আল্লাহর বিধানকে শতভাগ অকার্যকর বানিয়ে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার ধর্মব্যবসায় অধিক মুনাফার জন্য কয়েক একর জমিনের হিসাব দিয়েই চলেছেন। আপনি কি জানেন না? ইসলামের জন্য আপনাদের বরাদ্দ দেয়া সবগুলো জায়গা জোড়া দিলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা বরাবরও হবে না। যুবতিদের ফুটবল খেলার মাঠ বরাবরও হবে না। এরপরও আমাদের কর্ণধারগণ আপনাদের মুসলমানীর কোনো শুরু শেষ খুজে পাচ্ছেন না।

জরুরি টীকা ১৮৩ : হাজীরা যাতে নিরাপদে, অল্প খরচে যেতে পারেন তার জন্য তিনি একটা জাহাজ ক্রয় করে সেই জাহাজে করে হাজীদের পাঠিয়ে ছিলেন হজ পালনের জন্য

তবে আমাদের দেশের হাজীরাই সবচাইতে বেশি টাকা খরচ করে হজ করতে যায়। এমন কি ভারতের মুসলমানরাও হজের ক্ষেত্রে সরকারী যে সহযোগিতা পায় তা বাংলাদেশের নাগরিকরা পায় না।

জরুরি টীকা ১৮৪ : এভাবেই তিনি সব সময় ইসলামের জন্য কাজ করে গেছেন। তারই কন্যা হিসেবে ...

মিথ্যা কথা। তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে প্রথমত ইসলামের গোড়ায় ছুরি চালিয়েছেন। এরপর ধর্মব্যবসায় লাভবান হওয়ার জন্য সে ইসলামের গাছের কোন কোন পাতায় পানি ঢেলেছেন। তারই কন্যা হিসাবে আপনিও তাই করে চলেছেন।

এই যে আপনার সামনে দাড়ি-টুপিওয়ালা যারা বসে আছেন তাদেরকে আপনি ৫ই মে গভীর রাতের অন্ধকারে ইচ্ছামত ঠেঙ্গিয়েছেন, গালাগালি করেছেন, তিরস্কার করেছেন, উপহাস করেছে, তাদের রক্ত নিয়ে ঠাট্টা করেছেন এবং পরের দিন তাদেরকে জালেম হিসাবে প্রচার করেছেন। এখন আজকের এ মজলিসে তাদের সামনেই আপনারা আপনাদের সেদিনকার কৃতিত্বের কথা শুনিয়ে চলেছেন। আপনার সামরিক সচিবও শুনিয়ে গেছেন, আপনিও শোনাচ্ছেন।

আপনি আলেম-ওলামাকে যেভাবে তিরস্কার করেছেন সেভাবে নাস্তিকদেরকে তিরস্কার করেননি। যারা আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে গালি দিয়েছে তাদেরকে তিরস্কার করেননি।

আপনি আপনার ও আপনার বাবার অবমাননার জন্য যে কঠিন আইন করেছেন, তার সিকি পরিমাণ কঠিন আইন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননার জন্য করেননি। আপনি কি মনে করছেন, আপনার সব মিথ্যা কথা সবাই বিশ্বাস করছে? আপনি কি মনে করেন, আপনার এসব মিথ্যা ও ধোঁকার জবাব কেউ কোন দিন দিতে পারবে না? নিজেকে এতটা ফেরাউন ভাবা আপনার জন্য ভুল হচ্ছে।

জরুরি টীকা ১৮৫ : আমার পিতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, মানুষের সেবা কর আর সাধারণভাবে জীবন যাপন কর। আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি ...

আর সে জন্য আপনি অবস্থান করেন গণভবনে যেখানে বাউন্ডারি দেয়ালে প্লাস্টারও করা হয়নি।

আপনার ফযীলতের কথাগুলো আপনার মন্ত্রীদের মুখে শুনে শুনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আবার আপনি শুরু করেছেন। মানুষের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে!

জরুরি টীকা ১৮৬ : আমরা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাই=

কারণ আপনি এখন অনেকটা ফেরাউনের পদে পৌঁছে গেছেন। আপনাদের ছোঁয়ায় আমাদের ভাগ্য অনেকটাই এখন পরিবর্তিত। আমাদের কপাল এমনভাবে পোড়া গেছে যে, আমাদের দিকে তাকালে এখন আমাদেরকে চেনাই যায় না। যারা আল্লাহর রাসূলকে গালি দিত, এক সময় আমরা তাদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে পারতাম। এখন আমাদের লাশগুলো নিয়েও নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারছি না। আমাদের ভাগ্যের যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি।

নাস্তিক শাতেমে রাসূলের বিরুদ্ধে যে এ্যাকশান হতো সে এ্যাকশান এখন রাসূলের প্রেমিকদের বিরুদ্ধে হচ্ছে। আমাদের ভাগ্যের কপালের দৈর্ঘ-প্রস্থ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

জরুরি টীকা ১৮৭ : ... যাবার আগে অনেক কেঁদেছিলাম কেন বলতে পারবো না

এ ইতিহাস দিয়ে আমাদের জ্ঞান বাড়ানো হচ্ছে? না কি আমাদের মন গলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে?

জরুরি টীকা ১৮৮ : আর আমার বাবা তো সৎ পথে জীবন-যাপন করতেন ..

শুধু ইসলাম ধর্মটাকে মানতেন না। ইসলাম ধর্মটাকে দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবন থেকে তাড়িয়ে যাদুঘরে জমা দেয়ার প্রতি তার খুব আগ্রহ ছিল। সমান প্রতিভার অধিকারী তার কন্যাও।

জরুরি টীকা ১৮৯ : জাতির পিতাকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়েছিল তারা সাতাত্তর সালে কওমী মাদরাসার স্বীকৃতিটা বন্ধ করে দিয়েছিল, বাতিল করে দিয়েছিল ...

আপনারা সবাই সেটা করেছেন এবং করারই কথা। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পথে কওমী মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা সব সময়ই পথের কাঁটা। আর সে কারণে সবাই একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। তবে মাইক এখন আপনার হাতে, আপনি বলে যান। মাইক যখন আরেক ধর্মনিরপেক্ষের হাতে আসবে তখন সে বলবে। বাকি আমরা পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষকে শত্রু মনে করি। তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ রাখাকে ওয়াজিব দায়িত্ব মনে করি। এটা আমাদের ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত। এর কোন বিকল্প আমাদের কাছে নেই।

জরুরি টীকা ১৯০ :... মানুষের সেবা করে যেতে পারি, মানুষের কল্যাণ করে যেতে পারি

এ দেশের সব ক্ষমতালোভীরা সেবা করার জন্যই আসে। পরে তাদের সেবা করতে করতে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়। নির্বাচনের সময় সবার নামের সঙ্গে লেখা থাকে ‘পদপ্রার্থী’। অর্থাৎ পদলোভী। কিন্তু সে পোস্টারেরই শেষে থাকে ‘সেবা করার সুযোগ দিন’। নিরক্ষর জনগণ আজো বুঝতে পারছে না যে, পদলোভী কীভাবে সেবা করবে? আমাদের জানামতে এ পদলোভীরা হচ্ছে এলাকার সবচাইতে বড় চোর ও সবচাইতে বড় ডাকাত। কিন্তু আমাদের অসহায়ত্বের অবস্থা এমন যে, তাদের গলায়ই ফুলের মালা দিতে হয়। আর এসকল পদলোভীর প্রধান ও সরদার হচ্ছেন আপনি। আর আপনি এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ আমাদের জানা নেই।

জরুরি টীকা ১৯১ : যারা এতীম হয়ে যাচ্ছে, বা যারা একেবারে হত দরিদ্র যাদের কোথাও যাবার জায়গা নাই আপনারা তাদেরকে আশ্রয় দেন, তাদেরকে খাদ্য দেন। তাদেরকে শিক্ষা দেন, অন্তত তারা তো একটা আশ্রয় পায়

প্রধানমন্ত্রী সাহেব! আপনি অত্যন্ত সুকৌশলে ফরজ ইলমের একটি অনিবার্য অঙ্গনকে অসহায় ও ছিন্নমূল আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছেন। আপনার এ ধূর্ততা আপনার সামনের লোকেরা বুঝতে না পারলেও মনে করবেন না যে, তা বোঝার মত কোন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

মাদরাসাগুলো হতদরিদ। যাদের যাবার জায়গা নেই। আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল নয়। এর জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা আছে। মাদরাসা হচ্ছে আপনার জন্য, আপনার জয় ও পুতুলের জন্য। যদি আপনারা মুসলমান হয়ে থাকেন। মাদরাসা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য। যে মনে করবে মাদরাসায় তার কোন কাজ নেই, ইলমে দ্বীন শেখার কোন প্রয়োজন নেই, সে এ বিশ্বাসের কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে।

মাদরাসা কোন আশ্রয়ের জায়গা নয়। মাদরাসা ফরজ ইলম শেখার জায়গা। একটু সময় লাগলেও আমাদের কর্ণধারগণ এক সময় বিষয়গুলো বুঝে ফেলবেন। ইনশাআল্লাহ!

জরুরি টীকা ১৯২ : এতীমকে আশ্রয় দিচ্ছেন এর থেকে আর বড় কাজ আর কী হতে পারে?

এর চাইতে বড় কাজ হচ্ছে ফরজ ইলম শিক্ষা দেয়া। একজন মুমিনকে শরীয়তের আলোকে তার দায়িত্বগুলো বুঝিয়ে দেয়া। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সকল মুমিনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা। ইত্যাদি কাজ ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উপর ফরজ দায়িত্ব। পক্ষান্তরে এতীমকে আশ্রয় দেয়া হচ্ছে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব। আপনার মত একজন আল্লাহর আইন বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে এতীমদেরকে লালন করার কোন দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়নি। আপনি ফরজ ইলমের পুরা শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু এতীমদের জন্য বরাদ্দ দিয়ে নিজেরা নিজেদেরকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। আর সুকৌশলে কওমী ওলামায়ে কেরামকে বানিয়ে দিয়েছেন চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক।

জরুরি টীকা ১৯৩ : কাজেই সেখানে আপনাদের স্বীকৃতি দেবো না এটা তো কখনো হতে পারে না

হতে পারে না মানে? বছরের পর বছর আপনি এ স্বীকৃতি দেননি। স্বীকৃতি না দেয়াটা হতে পেরেছে। আপনার জ্ঞাতসারেই হতে পেরেছে। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই হতে পেরেছে। এরপরও আপনি আমাদের কর্ণধারগণকে বোকা বানানোর জন্য সর্বোচ্চ গদগুলো ব্যবহার করে যাচ্ছেন। আসলে এ কালে প্রধানমন্ত্রীত্ব করার জন্য এ ধরনের প্রতিভার কোন বিকল্প নেই।

জরুরি টীকা ১৯৪ : তাই আমি যখনই সরকারে এসেছি, আমরা চেষ্টা করেছি এবং আমরা যে শিক্ষা-নীতিমালা ঘোষণা করেছি, সে নীতিমালায় আমরা কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি

আপনার ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা মানে হচ্ছে, সব ধর্মের শিক্ষা। আপনার আকীদা-বিশ্বাস মতে সব ধর্মের মান সমান। এ হিসাবে সব ধর্মকে এক মানে রেখে সে অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করেছেন। আর ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে আপনি একটি কুফরী কাজ করেছেন। আর আমরা এখানে আপনার সঙ্গে যত কথা বলছি, সব ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বলছি। সুতরাং আপনি ধর্মের জন্য যা করেছেন; ইসলামের দৃষ্টিতে তা কিছুই হয়নি।

আপনার **'আমরা কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি'** এ শব্দটি অনেক ভয়ংকর। আপনি যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেন– সব ধর্মের শিক্ষা, তাহলে এটি একটি কুফর। আর যদি বলেন, এর দ্বারা শুধু ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাহলে প্রথমত আপনি এ কথাটি মিথ্যা বলেছেন। দ্বিতীয়ত ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে আপনি স্বীকৃতি দেবেন কেন? একজন মুসলমান ইসলামের কোন ফরজ বিধানকে স্বীকৃতি দেবে কেন? সেতো সে বিধানকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে।

আমাদের ওলামায়ে কেরামের ফাতওয়া হচ্ছে, কোন রাষ্ট্রপ্রধান যদি গায়রুল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং গায়রুল্লাহর বিধানকে আইন হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সে কাফের। আপনি সে কাজটি পূর্ণাঙ্গ রূপে করছেন। সে হিসাবে আপনার মুখে এ কথা সাজে

যে, আপনি ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপনি অন্য ধর্মের লোক হয়েও ইসলাম ধর্ম শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়াটা একটা বড় ধরনের উদারতা। যদিও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এ ধরনের উদারতার কোন বৈধতা নেই।

জরুরি টীকা ১৯৫ : কারণ আমি মনে করি যে, একটা শিক্ষা তখনি পূর্ণাঙ্গ হয় যখন ধর্মীয় শিক্ষাও সেই সাথে গ্রহণ করা যায়, তখনি একটা শিক্ষা পূর্ণ হতে পারে ...

একই ধারাবাহিকতায় আপনি বলে চলেছেন, 'একটা শিক্ষা তখনি পূর্ণাঙ্গ হয় যখন ধর্মীয় শিক্ষাও সেই সাথে গ্রহণ করা যায়'। এখানেই আপনার ভুলটা হচ্ছে। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা কোনো ঐচ্ছিক শিক্ষা নয় যে, তা অন্য শিক্ষাকে পূর্ণতা দেবে। ইসলামের আইন অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের শিক্ষাই একমাত্র অনিবার্য শিক্ষা। ফরজ শিক্ষা। যে মুসলমান একে ঐচ্ছিক মনে করবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। যে এ শিক্ষা শিখবে না এবং শেখার জন্য কোন ব্যবস্থাও রাখবে না সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

এ শিক্ষা অর্জনের পর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য কিছু শিখতে হলে প্রয়োজন অনুপাতে শর্তসাপেক্ষে তা শেখার বৈধতা রয়েছে। আর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ঐচ্ছিক ও শর্তসাপেক্ষ সে শিক্ষাকেই আপনি ও আপনারা মূল শিক্ষা বানিয়ে রেখেছেন, আর ধর্মীয় শিক্ষার স্বীকৃতির করুণা দিয়ে আমাদেরকে ডুবিয়ে চলেছেন। আমার কথা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

আপনাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ অনুশীলনের ফলে ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলো এভাবে উল্টে গেছে। ওলামায়ে কেরাম আপনাদেরকে কথাগুলো এভাবে বলেননি এবং তারাও বিষয়গুলোকে মূল থেকে এভাবে বুঝে নেয়ার হিম্মত পাচ্ছেন না।

আপনাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কৌশলটা হচ্ছে, ইসলাম ধর্মকে প্রথমে কৌশলে খাঁচার ভেতর বন্দি করেছেন। এরপর প্রতিদিন তিন/চার বার করে দানা পানি দিয়ে তার প্রতি করুণা করে চলেছেন। এক বেলা উপাস রাখতে পারলে পরের বেলায় আপনাদের করুণার মাত্রাটা আরো

প্রকট হয়ে উঠে। আর সে সুযোগে নির্লজ্জের মত নিজেদের ইসলামদরদী হিসাবে প্রকাশ করতে থাকেন। বলতেই থাকেন। কোথাও মুখে একটু জড়তা অনুভব হয় না।

ওলামায়ে কেরাম যদি বুঝতে না পারেন যে, তারা খাঁচার মধ্যে বন্দি হয়ে আছেন, তাহলে তাদের সুখের আর কোন শেষ নেই। খাঁচার মধ্যে দু'বেলা খানা পৌঁছে গেলে করুণা, না পৌঁছলে ইনসাফ। কোন অভিযোগ নেই।

জরুরি টীকা ১৯৬ : লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে অথচ তাদের সেই ডিগ্রির যদি স্বীকৃতি না থাকে, তবে তারা কোথায় যাবে, কী করবে, কী করে তারা চলবে?

আপনি নির্লজ্জের মত বলেই চলেছেন, আর কর্ণধারগণ নির্বোধের ন্যায় তা শুনেই চলেছন। স্বীকৃতির আগ পর্যন্ত শত শত বছর পর্যন্ত তারা সসম্মানে জীবন কাটিয়েছেন। ইলমের ফরজ দায়িত্ব পালন করেছেন, আর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য হালাল পদ্ধতিতে কিছু উপার্জন করে দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য তারা কখনো কোনো কাফের মুরতাদের দরবারে হাজির হননি। অল্প কিছু সংখ্যক –যাদের কপাল পোড়া ছিল– তারা হয়তো কখনো হাজির হয়েছে এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে জীবন যাপন করার চেষ্টা করেছে।

আর আজ এ স্বীকৃতির পর সবার কপাল একসঙ্গে পুড়েছে। কারণ এর মাধ্যমে এখন সবাই এক কাতারে কাফের মুরতাদদের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে সুযোগে কাফের মুরতাদরা তাদেরকে ইচ্ছামত জুতাপেটা করে তাদের সব ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছে। আপনি আপনার বক্তৃতায় সে কাজটিই করে চলেছেন। প্রতিটি কথার আঘাতে ওলামা-তালাবার হৃদয়গুলো ঝাঁঝরা করে চলেছেন।

মনে রাখবেন, এ বাষ্প যখন বের হওয়ার স্বাভাবিক ছিদ্রপথ খুঁজে পাবে না, আর বছরের পর বছর এভাবে জমতে থাকবে, তখন হঠাৎ যেদিন সবগুলো বাষ্প এক সঙ্গে বের হতে যাবে, তখন এর উত্তাপ থেকে আপনারা কেউ নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবেন না।

জরুরি টীকা ১৯৭ : যখন আপনারা চেয়েছেন ... আমরা কিন্তু সেটা করে দিলাম পার্লামেন্টে আইন পাশ করে

যখন চেয়েছে তখন করেননি। যখন আপনার প্রয়োজন হয়েছে তখন করেছেন। করে দেয়ার পর সুদে আসলে ঘরভিটাসহ সব আদায় করে নিচ্ছেন। আদায় করেই চলেছেন।

জরুরি টীকা ১৯৮ : আবারও সাতাত্তর সালের মত বন্ধ করে দিতে পারে। সেটা যাতে বন্ধ করতে না পারে তার জন্যই আমরা এটা করেছি

এভাবে করতে হয় তাই করেছেন। সবই আপনাদের হাতের খেলা। সাতাত্তরে যারা বন্ধ করেছে বলে বার বার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তা যদি সত্য বলে মেনেও নেই, তবু মনে রাখবেন তারা আপনাদেরই লোক। কোন গণতান্ত্রিক ও কোন ধর্মনিরপেক্ষ আমাদের নয়। আমরা মুসলমান। আমরা গণতান্ত্রিকও নই, ধর্মনিরপেক্ষও নই। সাতাত্তরের লোকেরাও আপনাদের ধর্মের লোক। এটা আপনিও জানেন। শুধু ভোটের রাজনীতির জন্য আমাদেরকে বাগে আনার কৌশল হিসাবে শব্দটি বার বার ব্যবহার করছেন।

আল্লাহ যদি আপনাকে কিছু মাত্র লজ্জা দিতেন তাহলে আমরা একটু আরাম পেতাম।

জরুরি টীকা ১৯৯ : আমরা যেসমস্ত কাজ করেছি সেগুলি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে স্বীকৃতি দেন এবং আমরা যেন মানুষের সেবা করে যেতে পারি

কুফরী কোন কাজ বা গুনাহের কোন কাজ করে আল্লাহর কাছে তা কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করলে কুফরটাই আরো শক্তিশালী হয়। আর যদি কাজটি কুফরী বা গুনাহের না হয়, তাহলে তা কবুলের দোয়া করার আগে নিজে কুফর শিরক থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে আপনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনি আপনার কুফর থেকে তওবা করেননি। এছাড়া গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কুফরের প্রাসাদ আপনার হাতে তৈরি হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে।

মানবরচিত আইনের মাধ্যমে প্রতিদিন আল্লাহর সঙ্গে কুফর করে চলেছেন। এমতাবস্থায় আপনার জন্য কুরআনের বার্তা হচ্ছে-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤) سورة الرعد

'সঠিক ডাক তাঁর জন্যই। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। যেমন একজন মানুষ নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায় যে, পানি তার মুখে এসে পৌঁছাবে, অথচ তা কখনো তার কাছে পৌঁছাবার নয়। কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হবে'। (সূরা রাদ : ১৪)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢) سورة المجادلة

'(হে রাসূল) আল্লাহ তাআলা ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে এমন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি কখনো পাবে না যে, তারা এমন লোকদের ভালোবাসে যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি সে (আল্লাহ বিরোধী) লোকেরা তাদের পিতা, ছেলে, ভাই কিংবা নিজেদের জাতি গোত্রের লোকও হয়; এ (আপোসহীন) ব্যক্তিরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঈমান (-এর ফায়সালা) এঁকে দিয়েছেন এবং নিজস্ব গায়বী মদদ দিয়ে তিনি (এ দুনিয়ায়) তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন; কেয়ামতের দিন তিনি তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; আল্লাহ তাআলা তাদের উপর প্রসন্ন হবেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবে; এরাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিজস্ব বাহিনী, আর হ্যাঁ, আল্লাহর বাহিনীই কামিয়াব হয়।' (সূরা মুজাদালাহ : ২২)

অতএব খুচরা হিসাব নিকাশ বাদ দিয়ে মূল বিষয়ে ফিরে আসেন। না হয় কুরআনের আইনের ঘোষণা সময়মত আপনার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

জরুরি টীকা ২০০ : ইমাম মুয়াজ্জিনরা ... ভাতা নিতে পারেন, অর্থ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থাটাও আমি কিন্তু করে দিয়েছি

আপনি যা যা করেছেন তার ফিরিস্তি 'জাগায়-অজাগায়' ডিজিটালসাইন আর প্যানাসাইনে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার মন্ত্রীদের মুখে শুনতে শুনতে কান ব্যথা হওয়ার অবস্থা। এখন আপনি আবার শুরু করেছেন। বলেই চলেছেন। এক হাজার টাকার হাজিরার লোকদেরকে একশত টাকা করে হাজিরা দিয়ে যেভাবে বগল বাজিয়ে চলেছেন, দেড়শ' টাকা হাজিরা দিলে না জানি কী করতেন? যাইহোক এসব খুচরা আলাপ এবার বন্ধ হলে ভালো হয়। এসব সত্য মিথ্যা কোনটাই আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। আপনি শুধু ইমাম মুয়াজ্জিন কেন, পতিতালয়ের প্রহরীদের বেতন বাড়াননি? মদ্দশালার প্রহরীদের বেতন বাড়াননি? আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যারা রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে, আপনি তাদেরকে সর্বোচ্চ বেতন দিচ্ছেন না? এরপরও কেন আমাদেরকে এসব গীত শোনান?

জরুরি টীকা ২০১ : প্রায় আশি হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান এর জন্য হয়েছে। কারণ আশি হাজার আলেম-ওলামারা এর মাধ্যমে বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকেন

এ আশি হাজারের বাইরে যারা আছেন তারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় বিচারে এ আশি হাজারের চাইতে অনেক ভালো অবস্থায় আছেন। আপনি এ দেশের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বক্তব্য দিচ্ছেন। অথচ আপনার কথাগুলোর ভাব হচ্ছে, আপনি কোন গেঞ্জি বা মোজা ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন।

জরুরি টীকা ২০২ : সমগ্র বাংলাদেশে পাঁচশ ষাটটা মডেল মসজিদ এবং ইসলামী কালচারাল সেন্টার, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রচার প্রচারণা ... সৌদি আরবের বাদশাহ ... সহযোগিতা করবেন

আপনি ও আপনারা আমাদের মসজিদগুলোতে যেভাবে প্রবেশ করতে চেয়েছেন সেভাবে প্রবেশ করতে পারেননি। আমাদের মসজিদের খতিব, ইমাম ও মাইক দিয়ে যে কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন সেভাবে পৌঁছাতে পারেননি এবং পারছেন না। সে কারণে নিজের মত করে মসজিদ তৈরি করছেন– এ বার্তা আমরা বহু আগে পেয়েছি। আপনার সে মডেল মসজিদ ও মাদরাসার কিছু নমুনা ইতোমধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছে গেছে।

আপনারা ইসলামী ব্যাংককে যেভাবে দখলে নিয়ে আসতে পেরেছেন সেভাবে যদি কওমী মাদরাসা ও মসজিদগুলোকেও পূর্ণ দখলে নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে আলাদা করে মডেল মসজিদ ও দারুল আরকাম মাদরাসা প্রকল্পের দরকার হত না। যেমন আলাদা ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনারা আপনাদের নীতি ও গতিতে অবিচল আছেন। এখন আমাদের ওলামায়ে কেরাম বিষয়গুলো একটু দ্রুত বুঝে ফেললেই হয়।

আল্লাহ! আমাদেরকে মৃত্যুর আগে আগেই সরল সঠিক পথটি দেখিয়ে দাও।

জরুরি টীকা ২০৩ : আমি যখন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হই তখনই সেই প্রজেক্ট নিয়েছিলাম, কাজও শুরু করে ছিলাম এবং সৌদি আরবের বাদশাহ ... আর্থিক সহায়তা দিয়ে ছিলেন

খুব ভালো করেছে। তারপর?

জরুরি টীকা ২০৪ : অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২০০১ এ যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা এ কাজটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ... আমি আবার যখন ... সরকারে আসি তখন এই মসজিদের কাজ আমি ... সম্পূর্ণ করে দিয়েছি

আবারও আমাদেরকে ভোটের রাজনীতির সে অন্ধকার গলিতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। আমরা কাউকে ভোট দেব না। গণতন্ত্র ও

ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উপর যেই ভোট চাইতে আসবে আমরা তাকে ভোট দেব না। তার পার্টির নাম যাই হোক এবং নেতার চেহারা যেমনই হোক। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেয়ার কোনো বৈধতা নেই।

জরুরি টীকা ২০৫ : আমি একটি আরবী ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও তৈরি করে দিয়েছি এবং ... জায়গাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টাও আমরা তৈরি করে দিচ্ছি

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন। ইসলামের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি করে করে সেগুলোর প্রধান ফটকের সামনে মূর্তি বসিয়ে দিয়েছেন, যাতে মূর্তিকে প্রণাম করে পরে ইসলামী শিক্ষা শুরু হয়, আবার ইসলাম শিখে বের হওয়ার সময় যেন মূর্তিকে প্রণাম করে বের হতে হয়। আর সিলেবাসের কথা আপাতত না হয় নাই বললাম। এমন সিলেবাস দিয়ে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছেন যে সিলেবাস অমুসলিমরাও পড়াতে পারে, নাস্তিকরাও পড়াতে পারে। আপনাদের আসলে কোন তুলনা হয় না। আর আপনি সত্যি অনন্যা!

তবে মক্কার মুশরিকদের সাথে আপনাদের মৌলিক কিছু মিল রয়েছে, যারা কাবা ঘরের ছাদে ও গায়ে মূর্তি বসিয়ে দিয়েছিল এবং যাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) سورة التوبة

'মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করাবে এমন হতেই পারে না; মূলত তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের সবগুলো আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে।

আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। এদের ব্যাপারেই আশা করা যায়, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, পরকালের উপর ঈমানে এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে? এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ কখনো জালেমদেরকে সঠিক পথ দেখান না'। (সূরা তাওবা : ১৭-১৯)

জরুরি টীকা ২০৬ : এভাবে দ্বীনের শিক্ষা আরো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। ... আমরা সব সময় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করে চলি

যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিধানকে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবন থেকে বের করে দিয়ে সে স্থলে মানবরচিত আইন প্রতিষ্ঠা করে তারা কাফের। এ কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায়ও যদি তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে অথবা তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করে বলে দাবি কওে, তাহলে তারা হচ্ছে যিন্দীক। যিন্দীকের জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে নতুন করে দাওয়াত দেয়ার কোন বিধান নেই। তাদের সম্পর্কে শরীয়তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া এবং জনবহুল এলাকায় তাদের মাথাগুলো ঝুলিয়ে রাখা।

আমাদের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম কথাগুলো জানেন। আর উপস্থিত জানা না থাকলেও তারা যেসব কিতাব পড়েছেন সেসব কিতাবে এসব কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে।

জরুরি টীকা ২০৭ : ইসলাম ধর্মের মূল কথা ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রাদায়িক চেতনা

না, ইসলাম ধর্মের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নেয়া। যারা মেনে নেবে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব, আর যারা মেনে নেবে না তাদের সঙ্গে বিদ্বেষ। তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব হারাম। তাদের প্রতি ভালোবাসা কুফর। সৌহার্দ্যের ব্যাপারেও একই কথা।

আর ইসলাম ধর্ম ভূখণ্ড, ভাষা ও গোষ্ঠীভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে একদম ডিলেট করে দিয়ে, সে স্থলে ধর্মীয় বিভাজনকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের এসব প্রধানমন্ত্রীরা ইসলামের এ বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। তারা ধর্মীয় বিভাজনকে সম্পূর্ণ ডিলেট করে দিয়ে ভূখণ্ড, ভাষা ও গোষ্ঠীভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে এবং এখনো করে চলেছে। আর এটা স্পষ্ট কুফর।

আমাদের কর্ণধারগণ তাঁদের পঠিত কিতাবগুলোই আবার একটু উল্টালে কথাগুলো খুঁজে পাবেন।

জরুরি টীকা ২০৮ : এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা নিয়েই আমরা পথ চলবো

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা অনুযায়ী চলার জন্য যারা আন্দোলন করেছে, সে দাবি নিয়ে যারা আপনাদের দরবারে দরবারে ঘুরেছে, তাদেরকে ইচ্ছামত জুতা পেটা করে, মনমতো ঠেঙ্গিয়ে এখন তাদেরকেই নসীহত করছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পথে চলার জন্য। আমাদের সে কর্ণধারগণও অত্যন্ত বিনয় ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আপনার কথাগুলো গিলে চলেছেন।

আপনি কি জানেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার পথে চলা শুরু হওয়ার পর প্রথমে আপনি ও আপনার মন্ত্রীদের ফাঁসি হবে, এরপর বাকি কার্যক্রম শুরু হবে? এটা কি আপনার ইসলাম বিষয়ক গবেষণার অধ্যায়গুলোতে পাননি? না পেয়ে থাকলে আপনাদের পৃহপালিত আল্লামা (?)

মুফতী(?)দেরকে বলবেন অধ্যায়গুলো বের করে দেয়ার জন্য। দু'চার পৃষ্ঠা পড়লে হয়তো রাজত্ব ছেড়ে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাবেন। আর না হয় এভাবে চটাং চটাং কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। সোনালী রূপালী কথা বলার শখ নিভে যাবে।

কর্ণধারগণ একটু কথাগুলো কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।

জরুরি টীকা ২০৯ : কারো প্রতি বিদ্বেষ না, কারো প্রতি ঘৃণা না, কারো প্রতি কোন খারাপ চিন্তা না। আমরা সব সময় মনে করি মানুষের কল্যাণ, মানুষের উন্নতি, মানুষের মঙ্গল এবং মানুষ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে

এখানেই আপনি সমস্যাগুলো করে চলেছেন। অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, তাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, তাদেরকে যিম্মী বা গোলাম বানিয়ে রাখা– এসবই শরীয়তে ইসলামিয়ার অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় বিধান। বিধানগুলো ভালো না লাগলে আপনি মুসলমান না। কিন্তু ইসলামের বিধান এটাই।

কর্ণধারগণ কিতাব থেকে মাসআলাগুলো আবার একটু দেখে নেবেন।

জরুরি টীকা ২১০ : মুসলমানদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা হানাহানি মারামারি, কাটাকাটি আর ... যারা অস্ত্র তৈরি করে অস্ত্র বিক্রি করে তারা লাভবান হয়। রক্ত যায় কাদের? আমাদের মুসলমানদের

আপনি আপনার এ জীবনে কাদের সঙ্গে মারামারি করেছেন? কোন কোন কাফের রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন? স্বাধীনতা যুদ্ধ কাদের সঙ্গে করেছেন? রাজনৈতিক জীবনে লগি-বৈঠা দিয়ে কাদেরকে মেরেছেন? শান্তিমিশনে যে লোক পাঠিয়েছেন, কাদেরকে মারার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছেন? কিছু অন্ধ লোক বা অন্ধের ভান করা লোক সামনে পেয়ে তাদেরকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন– তাই না? মনে রাখবেন, বোকা হওয়ার ভান করা কিন্তু অনেক বড় যোগ্যতার ব্যাপার। উপস্থিতদের সবাইকে বোকা ভাবার কারণে এবং সবাইকে গৃহপালিত মনে করার কারণে আপনার থলের সবগুলো বেড়াল এক সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে

রাখবেন কথাগুলো কিন্তু আর ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। ছবিগুলো আর মুছে ফেলতে পারবেন না।

জরুরি টীকা ২১১ : আমরা সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ বিরোধী একটা সম্মেলন করেছিলাম ... বলেছি যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক হয়ে শান্তির পথে আমাদের যেতে হবে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সেটাই আমরা প্রমাণ করতে চাই

সম্মেলনটা কি মুসলিম-অমুসলিম মিলে করেছিলেন? নাকি শুধু মুসলিমদেরকে নিয়ে করেছিলেন? তা খুলে বলেননি। আপনারা যারা ইসলামবিদ্বেষী এবং আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য শত্রু, তারাই সাধারণত মুসলমানদেরকে বেশি বেশি শান্তির নসিহত করে থাকেন। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটা এভাবে ঠিক করেছেন যে, মুসলমানদের জন্য ইসলামের পক্ষে অস্ত্রধারণ করা অবৈধ। অমুসলিমরা ইসলাম প্রতিরোধের জন্য এবং মুসলমানদের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা ওয়াজিব। মুসলমানরা এ বিষয়ে অমুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা ওয়াজিব।

ইসলামের পক্ষে মুসলমানদের হাতে অস্ত্র দেখলেই আপনাদের অশান্তি শুরু হয়ে যায়। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা প্রমাণ করার জন্য আপনাদের কাছে সবচাইতে সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে, কাফেররা মুসলিমদেরকে মারতে থাকবে, আর মুসলমানরা শুধু মার খেতে থাকবে। কোন প্রকার প্রতিবাদ প্রতিরোধ করবে না। পারলে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদেরকে আরো মারবে।

কিন্তু ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়ার বিষয়টিকে এভাবে প্রমাণিত করার কথা যেহেতু কুরআন-হাদীস আমাদেরকে বলেনি, তাই আমরা এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে পারলাম না। এ পদ্ধতিটি মূলত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের জন্য অত্যন্ত শান্তিদায়ক ও সুখকর।

ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য কুরআন-হাদীস থেকে আমরা যে পদ্ধতিটি পেয়েছি তা এই–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦) سورة التوبة

'আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে; জেনে রেখো, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের সাথে রয়েছেন'। (সূরা তাওবা : ৩৬)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) سورة البقرة

'ফিতনা (শিরক) নির্মূল এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক। এরপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে জালেম ছাড়া অন্যদের উপর সীমালঙ্ঘন করো না।' (সূরা বাকারা : ১৯৩)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) سورة النساء

'তারা তো এটাই কামনা করে যে, তারা যেভাবে কুফরী করেছে তোমরাও তেমনি কুফরী কর, তাহলে তোমরা উভয়ে একইরকম হয়ে যেতে পার। অতএব তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে না আসবে। আর যদি তারা এ কাজটি না করে তাহলে তোমরা তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদের হত্যা করবে, আর কোন অবস্থাতেই তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না'। (সূরা নিসা : ৮৯)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) سورة التوبة

'অতপর যখন নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের তোমরা যেখানে পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, তাদেরকে অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার

জন্য তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। তবে এরপরও যদি তারা তাওবা করে (ইসলাম গ্রহণ করে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও; অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়'। (সূরা তাওবা : ৫)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ () اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) سورة التوبة

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে (বহাল) থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছিলে (তাদের বিধান ভিন্ন), যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তির উপর বহাল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের জন্য বহাল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

কীভাবে (তোমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবে)? এরা যদি কখনো তোমাদের উপর জয়লাভ করে, তাহলে তারা আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে না, চুক্তির মর্যাদাও দেবে না; তারা শুধু মুখে মুখে তোমাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা মেনে নেয় না, এদের অধিকাংশই হচ্ছে ফাসেক।

এরা আল্লাহর আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছে এবং মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে; নিশ্চয় তারা একটি জঘন্য কাজ করেছে।

ঈমানদার লোকদের ব্যাপারে এরা আত্মীয়তার ধার ধারে না, কোন অঙ্গীকারের মর্যাদাও তারা রক্ষা করে না; মূলত এরা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী।

এরপরও যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। আর আমি সেসব লোকের সামনে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা বুঝতে পারে।

তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রুপ করতে থাকে, তাহলে তোমরা কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কেননা তাদের জন্য আর কোন চুক্তিই নেই। আশা করা যায়, তারা তাদের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে।

তোমরা কি এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা (বার বার) নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। যারা রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে এবং তারাই তো প্রথম তোমাদের উপর হামলা শুরু করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় পাও? অথচ যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরা আল্লাহকেই বেশি ভয় পাওয়া উচিত।

তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের মনগুলোকে শান্ত করে দেবেন।

তিনি তাদের দিলের ক্ষোভ দূর করে দেবেন। তিনি যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই জানেন এবং তিনি হচ্ছেন সুবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ পরখ করে নেননি যে, তোমাদের মাঝে কারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি। তোমরা যাই কর না কেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে এমন হতেই পারে না; মূলত তারা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের সবগুলো আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং চিরকাল এরা দোযখের আগুনেই কাটাবে।

আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। এদের ব্যাপারেই আশা করা যায়, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম নির্মাণ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, পরকালের উপর ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে? এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়। আল্লাহ কখনো জালেমদেরকে সঠিক পথ দেখান না’। (সূরা তাওবা : ৭-১৯)

কুরআনের আয়াতের এ বার্তাগুলো যদি আপনি অপছন্দ করেন তাহলে আপনি কাফের। এ আয়াতগুলোকে অপব্যাখ্যা করে যদি ভিন্ন খাতে ব্যবহার করতে যান তাহলেও আপনি কাফের। আপনার গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আপনাকে এটাই করতে বলবে, এতে আপনি খাঁটি গণতান্ত্রিক ও খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠবেন। কিন্তু আপনি মুসলমান হবেন না। আপনি কাফের বা মুরতাদ হবেন।

কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম কিতাব দেখে বিষয়গুলো আরেকবার একটু শানিত করে নেবেন।

জরুরি টীকা ২১২ : তাই বাংলাদেশের মাটিতে কোন জঙ্গিবাদের স্থান হবে না, সন্ত্রাসের স্থান হবে না, মাদকের স্থান হবে না, দুর্নীতির স্থান হবে না

সব বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, আল্লাহর বিধান ও আইন প্রতিষ্ঠার কথা কেউ বললে, মজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার কথা কেউ চিন্তা করলে এবং মুসলমানদের হারানো ভূখণ্ডগুলো পুনরায় উদ্ধার করার কোন পদক্ষেপ কেউ গ্রহণ করলে তার ঘাড় মটকে দেয়া হবে। আর তা করতে গিয়ে কোন মুসলিম দ্বিধায় পড়লে ওলামায়ে কেরামের এ ছবি তাদের সামনে প্রদর্শন করা হবে। আর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গ ও জিহাদ, সন্ত্রাস, মদ ও দূর্নীতি এসব কিছু এ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক মাপের জিনিস। তার আকীদা-বিশ্বাসের এ অংশগুলো জনগণের মাঝে পুশ করে দিতে হবে।

কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম কি শুনতে পাচ্ছেন? আল্লাহর কুরআন, মুহাম্মদে আরাবীর হাদীসের সঙ্গে আবার একটু দেখা হওয়া দরকার।

জরুরি টীকা ২১৩ : সামান্য কয়েকটা লোক আমাদের ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে ইসলাম ধর্মের বদনাম দেয়

নবী মুহাম্মাদের দেড় হাজার বছর পরে আল্লাহর পথে মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ ও জঙ্গ করার জন্য সামান্য কয়েকটা লোকই পাওয়া যাওয়ার কথা। তাদের সংখ্যা বেশি হবে কীভাবে? আপনাকে বললে তো আপনিও যাবেন না। আপনার ছেলেকেও পাঠাবেন না। কুরআনে হাদীসে মুজাহিদ ও জঙ্গিদের সংখ্যা কমই বলা হয়েছে। আর বুঝতেই

পারছেন, এই সামান্য কয়েকটা লোকের কারণে ট্রাম্প থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত সবার আরামের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এ সামান্যতে কোন সমস্যা নেই। আপনার সামনে যে এখন কয়েক হাজার বসে আছে, এদের সংখ্যা যদি লাখ ও কোটিও হয় তাতে কী লাভ? লাখ কোটি হলেও এরা শুধু আপনার মিথ্যা কথাগুলোর উপর ঠিক ঠিকই বলতে থাকবে।

আর মনে রাখবেন, আপনারা যারা ইসলামের কাছে ও আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না, তারা ইসলামের বদনাম না করে কী নিয়ে বেঁচে থাকবেন? বাঁচার একটা উপলক্ষ্য তো লাগবে। ইসলামের পক্ষের লোকেরা ইসলামের জন্য যেভাবেই লড়াই করবে, যে শিরোনামেই লড়াই করবে তা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে না। আপনারা শুধু বদনামই করবেন। এ বদনামের হিসাব করে তো আর আখেরাতে পার পওয়া যাবে না। শুধু শুধু দামি দামি পরামর্শ দিয়ে নিজের কুফরী মনোভাবকে প্রকাশ করে বিশেষ কোন ফায়দা হবে না। আপনি যদি এমন কোন অপেক্ষায় থাকেন যে, আমরা সহীহ তরিকায় জিহাদ করব, আর বিশ্বের কুফরী শক্তি তাকে পছন্দ করবে, তাহলে হয়তো আপনি বিশ্বের সেরা বোকা, নয়তো আপনি অনেক ধূর্ত।

কুরআনের আয়াত তো আপনি বুঝবেন না, অথবা আপনার নিজের হাতে রচিত সংবিধানের বিপরীত কিছু মানবেনও না, তাই আপনাকে বলছি না। আমাদের কর্ণধার ওলামায়ে কেরাম যেন আবার দৃষ্টি বুলাতে পারেন সেজন্য কিছু আয়াত উল্লেখ করছি-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) سورة المائدة

'হে মুমিনের কাফেলা! তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি নিজের দ্বীন ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের

প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় পাবে না। মূলত এটা হচ্ছে আল্লাহর এমন অনুগ্রহ যা তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। আর আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী'। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) سورة البقرة

'যারা বিশ্বাস করত যে, তাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, তারা বলল, কতবার একটি ক্ষুদ্র দলও আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বিশাল বাহিনীর উপর জয়ী হয়েছে; আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন'। (সূরা বাকারা : ২৪৯)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤) سورة النساء

'শত্রুদলের পিছু ধাওয়া করতে তোমরা বিন্দুমাত্রও মনোবল হারিয়ো না; তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, তাহলে তারাও তো তোমাদের মত কষ্ট পাচ্ছে। অতিরিক্ত তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে যা আশা করো তারা তা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়'। (সূরা নিসা : ১০৪)

জরুরি টীকা ২১৪ : যারা সন্ত্রাসী তাদের কোন ধর্ম নাই, তাদের কোন দেশ নাই, তাদের কোন সমাজ নাই। তারা হচ্ছে সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদি

আপনি যেহেতু একজন ধর্মহীন মানুষ তাই ধর্মের বিষয়ে আপনার ফাতওয়া আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের ধর্মে কুরআন-হাদীসসহ ফাতওয়ার অনেক কিতাব আছে। যেখানে শত বার বলা আছে, ইসলাম ধর্মে জঙ্গ আছে এবং জঙ্গিও আছে। আপনি যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ তাই সে বিষয়ক কিতাব পড়ে জানতে পেরেছেন, ধর্মে কোন জঙ্গ ও জঙ্গি নেই। ইসলামে জঙ্গ আছে, জঙ্গি আছে, তাদের দেশ আছে, তাদের সমাজ আছে। ইসলামী সমাজ ও দেশ আল্লাহর পথের মুজাহিদ জঙ্গি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। সে মুজাহিদ জঙ্গিদের সাময়িক অনুপস্থিতির কারণেই আপনারা এতটা বেড়েছেন। আমাদের কর্ণধারগণের কানগুলো

এভাবে হাতের মুঠোয় ধরে ঘোরাতে পারছেন। এ মজলিসে শুধুমাত্র একজন মুজাহিদ জঙ্গি উপস্থিত থাকলে আপনি ও আপনার সব মন্ত্রীদের পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যেত। আপনারা এত সাহসী নন যে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মৃত্যুপ্রেমিক মুজাহিদ জঙ্গিদের সামনে দাঁড়াবেন। আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা আমাদেরকে জিহাদ ও জঙ্গ থেকে বিমুখ করেই এখন মুরগী বানিয়ে রাখতে পেরেছেন। এক হাজার মিথ্যা কথার জবাবেও আমরা ঠিক ঠিক বলা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

হাদীস তো আপনি বুঝবেন না। আমাদের কর্ণধারদের জন্য একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। যাতে তাঁরা তাঁদের হারানো পরিচয় আবার খুঁজে পান-

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مزلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه. (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب من مسند أحمد. رقم الحديث : ٥٠٠٧)

'ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও, গরুর লেজে লেজে ঘুর এবং তোমরা 'ঈনা' (রিবার এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয়) লেনদেনে জড়িয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘাড়ে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। সে লাঞ্ছণা তোমাদেরকে ছাড়বে না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে এবং আগে যে নীতির উপর ছিলে সে নীতির দিকে ফিরে আসবে'। (মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হাদীস নং : ৫০০৭)

জরুরি টীকা ২১৫ : যারা সত্যিকারেই ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করে তারা কখনো সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদি হতে পারে না

হাদীসে, কুরআনে ও শরীয়তের সকল কিতাবে আছে, মুজাহিদ জঙ্গিরাই হচ্ছে সত্যিকার মুসলমান। সাহাবায়ে কেরাম সত্যিকারেই ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করতেন তাই তাঁদের সবাই মুজাহিদ জঙ্গি ছিলেন।

باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى {**إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ** ۚ - إلى قوله – **وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ**} التوبة ١١١ ، ١١٢ كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري

'জিহাদ ও সিয়ারের ফযীলত অধ্যায় এবং আল্লাহ তাআলার বাণী– ‘‘অবশ্য আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন তাদের জন্য জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা হত্যা করে এবং নিজেরা নিহত হয়। তার উপর খাঁটি ওয়াদা, এর আগে তাওরাত ও ইঞ্জিলেও করা হয়েছিল এবং কুরআনেও। আর আল্লাহর চাইতে কে বেশি ওয়াদা পূরণ করতে পারে! অতএব হে মুমিনরা! তোমরা তাঁর সঙ্গে যে কেনা বেচার কাজ সম্পন্ন করলে তাতে সুসংবাদ গ্রহণ কর ... মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও -পর্যন্ত’’। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদি ওয়াসসিয়ার)

باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وقوله تعالى **{ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم }**

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أوغنيمة) كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري

'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে এমন মুমিন যে তার জান মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে -অধ্যায় এবং আল্লাহ তাআলার বাণী– হে মুমিনসকল! তোমাদেরকে কি এমন একটি ব্যবসার কথা বাতলে দেব যে ব্যবসা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবে। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, তোমরা যদি বিষয়টি জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহর প্রস্রবণ প্রবাহিত এবং জান্নাতে আদনের উত্তম বাসস্থানে, এটাই মহা সফলতা।

...আবু হুরায়রা রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ যে তার পথে জিহাদ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রোযাদার ও নামাযীর মত। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। হয়তো তাকে মৃত্যু দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, অথবা তাকে সাওয়াব ও গনিমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন'। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার)

আপনারা যে, জিহাদ আলাদা জঙ্গ আলাদা বলছেন এবং মুজাহিদ আলাদা জঙ্গি আলাদা বলে খুব প্রচার করার চেষ্টা করছেন, আপনাদের ধারণামতে আপনাদের এ তাবিজ-কবজ কতক্ষণ চলবে? এ ফুঁ দিয়ে কতক্ষণ যাদুগ্রস্ত করে রাখতে পারবেন?

জরুরি টীকা ২১৬ : আমাদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কেউ কোন কথা বললে আইন দ্বারাই তার বিচার হবে

আইনটা কুরআনে-হাদীসে দেয়া আছে। সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। আপনি যদি সেন বাবুদেরকে দিয়ে আইন তৈরি করেন এবং সিনহা বাবুদেরকে দিয়ে তা প্রয়োগ করান তাহলে আপনি যে বলছেন 'আমাদের ধর্ম', 'আমাদের নবী' আপনার এ কথাগুলো মিথ্যা। কুরআনে যে আইন আছে তা গ্রহণ না করে যদি কেউ নিজের পক্ষ থেকে আইন করে তাহলে সে কাফের। বিশ্বাস না করলে নিম্নোক্ত আয়াতটি কারো কাছ থেকে বুঝে নেবেন–

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) سورة المنافقون

'মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী'। (সূরা মুনাফিকূন : ১)

জরুরি টীকা ২১৭ : আমরা সাইবার ক্রাইম আইন তৈরি করে দিয়েছি। আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিব না

অলরেডি আপনি আল্লাহর আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এবং সে কারণে আপনি মুরতাদ হয়ে গেছেন। আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার জন্য আপনি কাদেরকে নসীহত করছেন? আপনার মতে বান্দার বানানো আইন বান্দা হাতে তুলে নিলে সমস্যা, আর আল্লাহর আইন বান্দা নিজের হাতে তুলে নিলে কোন সমস্যা নেই। তাই না? আর এ কারণেই আপনি বিশ্বের সেরা মুসলিম নারী। তাই না?

আর 'সাইবার ক্রাইম' আইন দিয়ে তো আপনি রাসূলকে যারা গালি দেয় তাদেরকে ধরবেন না, ধরবেন রাসূলের প্রেমিকদেরকে। অতএব এসব খবর আমাদেরকে কেন শোনাচ্ছেন?

মুহতারাম কর্ণধারগণ! অতীতের ঘটনাবলীর সঙ্গে কথাগুলো একটু মিলিয়ে নেবেন।

জরুরি টীকা ২১৮ : আইনের দ্বারাই তাদের বিচার করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেব যাতে কখনো তারা এ ধরনের অপপ্রচার চালাতে না পারে। দেশের শান্তি বিঘ্নিত হোক তা আমরা চাই না

উপযুক্ত বিচার বলতে এক হাজার টাকা জরিমানা আর এক মাসের মেহমানদারী করবেন, এইতো? আল্লাহর রাসূলকে যারা গালি দেয় তাদের শাস্তি হচ্ছে তৎক্ষণাৎ গর্দান উড়িয়ে দেয়া। আপনি কী শাস্তি দেবেন? এ শাস্তির কথা বললেই আপনি বলবেন, এসব জঙ্গিদের কথা।

কুরআন-হাদীসে এসব নেই। বা এর চাইতে আরো সুন্দর কোন কথা বলবেন, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারব রাসূলের জন্য, কুরআনের আইনের জন্য আপনি জীবন দিতে প্রস্তুত। শুধু আপনার প্রহরীদের কারণে পারেন না। তাই না?!

জরুরি টীকা ২১৯ : আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা সবদিক থেকে আজকে এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যাবে

আপনি এবং আপনার মন্ত্রীদের বক্তব্য থেকে আমরা এ বার্তা পেয়েই চলেছি। এ বিষয়ক ফেস্টুন ও ব্যানারের কারণে আমাদের চেনা শহরগুলোতেও অনেক সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলি। এর দ্বারা যদি আপনার তৃপ্তি না হয়ে থাকে তাহলে আরো বলেন।

জরুরি টীকা ২২০ : আমি পিতা, মাতা, ভাই সব হারিয়েছি আমি নিঃস্ব রিক্ত, আমি এতীম। আমাদের জন্য ... ছেলে, মেয়ে, নাতিপুতির জন্য দোয়া করবেন। তারা যেন সুন্দরভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারে

আপনার বয়সের কারো মা-বাবাই এখন আর বেঁচে নেই। আর আপনি এতীমও নন। আপনি এতীম হলে তো কওমী মাদরাসাতেই ভর্তি হতেন। আপনি প্রধানমন্ত্রী হতেন না। এতীমের সংজ্ঞা কারো কাছ থেকে জেনে নেবেন। আর আপনি নিজের জন্য কাঁদার সময় আপনার নির্দেশনায় আরো যত শত পরিবারের সন্তানরা এতীম হয়েছে তাদের জন্যও মাঝে মধ্যে কাঁদার চেষ্টা করবেন।

আর ছেলে, মেয়ে, নাতি, পুতিদের একটু খবর নেবেন, তারা পরকালকে বিশ্বাস করে কি না? না আপনার মতই সব ধর্মকে সত্য মনে করে, আল্লাহর আইনের চাইতে নিজেদের রচিত আইনকে বেশি শক্তিশালী ও উপকারী মনে করে। যদি এমন হয় তাহলে তদের জন্য দোয়া চেয়ে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই।

জরুরি টীকা ২২১ : আমি যখনি নামায পড়ি দোয়া করি ... কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সকলকে ওলামা একরামগণ এবং মাদরাসায় যারা শিক্ষার্থী সবাইকে

আপনার ঈমানের কী হালাত তা বোঝার জন্য এ বিষয়ে দু'একটি বই পড়ে নেবেন। এরপর নামায দোয়া শুরু করলে ভালো হবে। শায়খ আব্দুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ -এর 'ঈমান সবার আগে' বইটি পড়ে নেবেন। ছোটখাট বই। এক দু'দিনে শেষ করে ফেলতে পারবেন। এ বিষয়ে ফরিদ উদ্দীন মাসউদের সঙ্গে পরামর্শ না করলে ভালো হবে। আপনি মুসলমান হয়ে গেলে ওর অনেক সমস্যা আছে। কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে যাবেন না। আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন মানুষ। ধর্মের কিতাবের ব্যাখ্যা ধর্মের লোকদেরকে করতে দেবেন।

জরুরি টীকা ২২২ : আজকে এই সনদের জন্য তারা চাকরি পাবে, দেশে-বিদেশে কাজ করতে পারবে, দেশে-বিদেশে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। সেই সুযোগটা আমরা এই কওমী মাদরাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য করে দিতে পেরেছি। তাদের জীবনটা সুন্দর হবে এবং সুন্দরভাবে তারা বাঁচতে পারবেন

এটা না হলে তারা আরেকটু ভালো থাকত। আগে জনগণের দ্বারে দ্বারে ফিরলেই চলত। এখন আপনার খাই খাই বাহিনীর বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে জুতার ছাদসহ ক্ষয় হয়ে যাবে। আগে একটু ইনিয়ে বিনিয়ে চাইলেই চলত, এখন প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা কথা বলতে হবে। মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। আপনাকে বড় খোদা আর আপনার মন্ত্রী এমপিদেরকে ছোট খোদা হিসাবে প্রণাম করতে হবে। সবকিছু করার পর আগে যা ছিল তাই থাকবে। নতুন কিছুই অর্জিত হবে না।

জরুরি টীকা ২২৩ : আর যদি আল্লাহ না চান দেবেন না আমার কোন আফসোস থাকবে না। কারণ আমি এসব কিছু আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ জয়জীবী হোক!

আপনার কোন আফসোস হবে না সে কথাটাও কি আমাদেরকে জানানো খুব দরকার? বিগত সময়গুলোতে আপনি ক্ষমতা হারিয়ে কোন আফসোস করেননি। শুধু একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন। এটা তো তখনকার কথা। তখন আপনি আরো ছোট ছিলেন। ছোট হিসাবে ক্ষমতার লোভ হয়তো ছিল। এখন তো আর আপনার ব্যাপারে এসব কল্পনাও করা যায় না। ক্ষমতার লোভ থাকার কথাও নয়। এখন তো আপনি একেকটা আসনে নির্ধারিত ভোটার সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি ভোট পান। ভোটার দুই লাখ হলে আপনি আড়াই লাখ ভোট পান। চাহিদার চাইতে বেশি খানা সামনে থাকলে অনেক সময় খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। আপনার অবস্থা মনে হয় অনেকটা সে রকম, তাই না?

জরুরি টীকা ২২৪ : ধন্যবাদ! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করার জন্য

পরিচালক সাহেব কি আসলে এ বক্তব্যকে আন্তরিকতাপূর্ণ মনে করছেন? এর মাঝে কোন ধূর্ততা, চালাকি, মিথ্যা, ধোঁকা, গুনাহের কথা, কুফরী কথা বা এ জাতীয় কিছু খুঁজে পাননি? না পেয়ে থাকলে বক্তব্যটিকে আপনার পঠিত কিতাবগুলোর মাপকাঠি দিয়ে আবার একটু মেপে দেখবেন।

জরুরি টীকা ২২৫ : ... আমরা এই মুবারক মুহূর্তে তাদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি

যাদেরকে স্মরণ করছেন, তারা আজকের মজলিস দেখলে হয়তো একে মোবারক মনে না করে মানহুস মনে করতেন।

শোকরানা মাহফিলের বক্তাবৃন্দের বক্তব্যের উপর

সংক্ষিপ্ত টীকা এখানে শেষ।

একনজরে শোকরানা মাহফিলের সমস্যা

১. একটি হারাম বা কমপক্ষে অনর্থক কাজে ওলামায়ে কেরামের সর্বোচ্চ কাফেলার সম্মিলিত অংশগ্রহণ।

২. একটি স্বীকৃত কুফরী শক্তিকে বা কমপক্ষে ফাসেকে মু'লিনের জামাতকে সমাদৃত করা।

৩. একজন মুরতাদ নারীকে বা কমপক্ষে একজন বেপর্দা ফাসেক নারীকে আলেমদের সর্বোচ্চ কাফেলার মধ্যমণি বানিয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান।

৪. অসংখ্য কুফরী আকীদার ঘোষণার উপর সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন ও সাক্ষী হওয়া।

৫. অসংখ্য হারামের ঘোষণার উপর সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন ও সাক্ষী হওয়া।

৬. অসংখ্য মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন ও সাক্ষী হওয়া।

৭. ইসলামের পক্ষে কৃত অতীতের অসংখ্য দাবি দাওয়াকে ভুল বলে ঘোষণার উপর সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন।

৮. শাসকবর্গের কৃত অতীতের অসংখ্য জুলুম অত্যাচারকে ইনসাফ বলে ঘোষণার উপর সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন।

৯. ইসলামের বিরুদ্ধে নেয়া অসংখ্য পদক্ষেপকে ন্যায়সংগত পদক্ষেপ বলে ঘোষণার উপর সম্মিলিত, মৌন ও সরব সমর্থন।

১০. কুফরের উপর ভিত্তিবহুল একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ মানের ওলামা কর্তৃক সম্মিলিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান।

১১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার সকল পথ বন্ধ হওয়ার উপর ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১২. ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একটি অপ্রয়োজনীয় ও গর্হিত কাজ হিসাবে ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৩. বাংলাদেশ সংবিধানের কুফরী ও শরীয়তবিরোধী মূলনীতিগুলো ওলামায়ে কেরামের ভাবার কোন বিষয় নয়– মর্মে সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৪. কুফরের লালন ও প্রয়োগের সঙ্গে ইসলামী অবদান রেখে যাওয়ার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই– মর্মে সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৫. গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, শরীয়তের নিয়ন্ত্রণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন সমস্যার বিষয় নয় বলে সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৬. শরীয়তের নিয়ন্ত্রণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি সর্বোচ্চ মানের সন্তুষ্টি প্রকাশ, সন্তুষ্টির বৈধতার সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৭. দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা, কুফরের সঙ্গে দ্বন্দ, জিহাদ, মূর্তির সমালোচনা ইত্যাদিকে চিন্তা ও গবেষণার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার বিষয়ে সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৮. দ্বীন ও শরীয়তের শতভাগ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মদীনার রাষ্ট্রব্যবস্থা, নববী রাষ্ট্রব্যবস্থা, গোমরাহীমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে সম্মিলিত স্বীকৃতি প্রদান।

১৯. প্রজন্ম জানতে পেরেছে, শাসকবর্গ ফাসেক-জালেম-কাফের-তাগুত যাই হবে ওলামায়ে কেরাম তাদের শুধু প্রশংসা করবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নসীহত গ্রহণ করবেন। এর বিপরীত কোন অপশন নেই।

২০. প্রজন্ম জানতে পেরেছে কুরআন-হাদীসের এ অধ্যায়গুলো এখন বিলুপ্ত-

باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم.

'মনষ্কামনার পূজারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অধ্যায়'

باب ترك السلام على أهل الأهواء من سنن أبي داود

'মনষ্কামনার পূজারীদেরকে সালাম না দেয়া অধ্যায়' (সুনানে আবু দাউদ)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا(١٠٨) سورة التوبة

'যারা মসজিদে যেরার বানিয়েছে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং আগে যেসব লোক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্য গোপন ঘাঁটি করা। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য করিনি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো সেখানে অবস্থান করবে না'। (সূরা তাওবা : ১০৭-১০৮)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ(٤) سورة الممتحنة

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের (ঘটনার) মাঝে রয়েছে (অনুকরণযোগ্য) আদর্শ, যখন তারা তাদের জাতিকে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা যাদের আল্লাহর বদলে উপাসনা কর তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের এ সব দেবতাদের অস্বীকার করি। (এ কারণে) আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য এক শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো– যতদিন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ (বলে) স্বীকার না করবে।' (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

যিম্মাদারগণের ভাবনা

যিম্মাদারগণ তাঁদের যিম্মাদারীর অনুভূতি থেকে স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করেছেন। এর দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফায়দা হবে– এমন একটি চিন্তা থেকেই এর পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ নেই। শোকরানা মাহফিলও সে ধরনের কোন অনুভূতি

থেকেই করেছেন বলে ধারণা করা যায়। তবে কিছু হালাত এ কথা বলে যে, শোকরানা মাহফিলের আয়োজনের কারণ, সেখানে উপস্থিতির কারণ কিছুটা অস্পষ্ট এবং বিভিন্নমুখী।

সময়ের বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে তাঁরা কাজটি সম্পন্ন না করলে প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকবেন– এমন একটি ভাবনা ও দায়বদ্ধতা তাঁদের মনে কাজ করেছে।

অথবা কাজটির একটি ধাপ এমন ছিল যা তাদের খুব কাঙ্ক্ষিত ছিল। সে পর্বের জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী ধাপগুলো এমন ছিল যা অতিক্রম না করে বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন এড়িয়ে যাওয়ার চাইতে সামনে বাড়াকেই তাঁরা বেশি নিরাপদ মনে করেছেন। আর এভাবেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কাজটি তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে।

বিভিন্ন হেকমতের তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

১. আমাদের স্বীকৃতি না থাকার কারণে জামাতী, বিদআতী, সরকারী, গায়রে মুকাল্লিদ– এ ধরনের বিভিন্ন গোমরাহ ও অযোগ্যরা দ্বীনী কাজের বিভিন্ন বিভাগকে দখল করে ফেলছে। তাই দ্বীনের স্বার্থে সেসব ক্ষেত্র দখল করার জন্য স্বীকৃতির কোন বিকল্প ছিল না।

মূল্যায়ন : কুফরী শক্তির অধীনে সে পদগুলোতে বসলে আমরাও তাই করব যা তারা করে। কারণ তাদের সবার অবস্থা সরাসরি কুফরীর চাইতে ভালো। আর যে পদগুলোর কথা আপনারা বলছেন সে পদগুলো শরয়ী এখতিয়ার চালানোর মত কোন পদ নয়। যদি আমরা এখনো না বুঝে থাকি তাহলে আর কিছু বলার নেই।

২. মানুষ আমাদেরকে অশিক্ষিত মনে করে। মানুষের এ ধারণা দূর করা জরুরি ছিল।

মূল্যায়ন : আগে যারা মূর্খ মনে করত তারা এখনো মনে করবে। খোদ যারা স্বীকৃতি দিয়েছে তারা এখনো আমাদেরকে মূর্খই মনে করবে। আর যারা আগে আমাদেরকে মূর্খ মনে করত না, এখন তারা কিছুটা মূর্খ বা নির্বোধ মনে করা শুরু করবে। এর কিছু আলামত ইতোমধ্যে আমাদের সামনে আসা শুরুও হয়েছে। আর যদি মনে করেন, বাসের

হেলপার-সুপারভাইজার বা হোটেলের মেসিয়ারের মত লোকেরা আমাদেরকে এখন স্যার বলবে তাহলে এর জন্য এত কষ্ট করার দরকার ছিল না।

৩. স্বীকৃতি না থাকার কারণে নিজেদেরকে নিজেদের কাছে অনেক ছোট মনে হতে, সমাজের কাছে অনেক ছোট মনে হত। এ অবস্থা থেকে আমাদের উঠে আসা জরুরি ছিল।

মূল্যায়ন : এখন সরকারী পিয়ন ও সচিবালয়ের নাইট গার্ডের কাছে আমাদেরকে অনেক ছোট মনে হবে। আর মনকলাই যদি খাবেন তাহলে কাঁথা চিবালেই হত। কুরআনের শিক্ষক ও ছাত্র হওয়ার পরও যারা কুরআনের আইনের শত্রুদের করুণায় বড় হতে চায়, তারা বড় হয়ে কী করবে?

৪. স্বীকৃতির কারণে আমাদের প্রতি সরকারের একটা আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটা খুব জরুরি ছিল।

মূল্যায়ন : আস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, আপনাদের নাকের রশিগুলো এক মুঠোয় এখন সরকারের হাতে আছে। এদিক সেদিক মুখ দিতে গেলে শুধু রশি ধরে একটু টান দিলেই হবে। এ কারণে সরকার আপনাদের উপর আস্থা রাখতে পারছে।

৫. আমরা সমাজ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য স্বীকৃতি জরুরি ছিল।

মূল্যায়ন : এক সময় শুনেছি, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সমাজের সাথে জড়িয়ে থাকার জন্য এবং দ্বীনের দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য বার মাসে তের রকমের চাঁদা কালেকশনের বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে। আর এখন শুনতে পাচ্ছি, আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফিকির চলছে।

৬. আল্লাহ ফাসেক ফাজের লোকদের দ্বারাও দ্বীনের অনেক কাজ নেন। স্বীকৃতির বেলায়ও ধরে নেয়া যায় এমন একটি ব্যাপার ঘটেছে।

মূল্যায়ন : আল্লাহর কাজটা আমরা শুরু করেছি। আর কাজের কাজ শূন্যের কোঠায় থাকলেও কুফর-ফিসক-ফুজুরের বন্দনা চলছে

দিনব্যাপী। উচ্ছ্বাসের সাথে, গর্বের সাথে। এটাও কি এ হাদীসেরই ব্যাখ্যা? তাহরীফের আরো আপডেট?

৭. তারা তো নিজের ইচ্ছায় দ্বীনের জন্য কিছু করবে না। অতএব যখন যতটুকু আদায় করে নেয়া যায় ততটুকু করে নেয়া চাই।

মূল্যায়ন : আপনারা তাদের কাছ থেকে কতটুকু আদায় করেছেন? আর তারা আপনাদের কাছ থেকে কতটুকু আদায় করে চলেছে? কিছুই কি টের পাচ্ছেন না? আপনারা যা আদায় করেছেন তা এখনো কল্পনার জগতে ধোঁয়াটে অবস্থায় রয়েছে। আর সে প্রাপ্তির শরয়ী বিবেচনা করলে তো উপায়ই নেই। পক্ষান্তরে তারা যা আদায় করার তা আদায় হয়ে গেছে। বাকি যা আছে তাও আপনারা আদায় করে দিতেই হবে। আদায় না করে কোন উপায় নেই।

৮. সরকার নিজের স্বার্থেও যদি এটা করে থাকে তবু কাজটা করে তো দিল। আল্লাহ এভাবে আদায় করিয়ে নেন।

মূল্যায়ন : স্বার্থটা এ রকম যে, আমাদের দাঁড়িগুলো কেটে নিয়ে তারা তাদের চুল লম্বা করেছে। শুধু তাদের সৌন্দর্য বেড়েছে বিষয়টি এমন নয়; আমাদের চেহারাকে তারা বিকৃত করে দিয়েছে।

৯. এ স্বীকৃতির উসিলায় আমাদের উপর থেকে জঙ্গিবাদের অপবাদটি দূর হয়ে গেল।

মূল্যায়ন : আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের থেকে বারাআত করে তার শত্রুদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত করতে পেরেছেন, আর সে গর্বে মাটিতে পা পড়ছে না। এই তো? মনে রাখবেন, তারা আপনাদেরকে যতদূর নিয়ে গেছে ততদূর গিয়েই থামবে না। যুগে যুগে ঈমান বিক্রেতাদের ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ আবার পড়ে নেয়া উচিত।

১০. এ স্বীকৃতির কারণে সরকার আমাদেরকে অনেক কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে। আমরাও আমাদের অবস্থা সরকারকে বোঝাতে পারছি।

মূল্যায়ন : আল্লাহর আইনবিরোধী শক্তি যদি বুঝতে পারে যে, আপনি তাদের শত্রু নয়, তাহলে নিশ্চয় তারা আপনাদেরকে বন্ধু মনে করবে। মনে রাখবেন, এ মনে করার ভিত্তিতে তারা আপনাদেরকে

আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। আপনাদের ইচ্ছা হোক বা না হোক।

১১. এ স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের ব্যাপারে সরকারের ভুল ধারণাগুলো দূর হওয়ার একটা সুযোগ হয়ে গেল।

মূল্যায়ন : এ সুযোগকে ব্যবহার করে যদি আপনারা সরকারকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ মানবরচিত আইনের বিরোধী শক্তি নন, আপনারা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চান না এবং যারা চায় আপনারা কোন পর্যায়ে তাদের সহযোগিতা করেন না; বরং তাদের বিরোধিতা করেন, তাহলে সরকারের ভুল তো ভাঙ্গবে, কিন্তু আপনাদের ঈমান ও আখেরাতের কী হুকুম হবে?

১২. কেউ চাইলেই আমাদেরকে এখন আর সমাজ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে না।

মূল্যায়ন : সরকারী মাদরাসার লোকেরা এত বছর সাধনা করে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সর্বোচ্চ ততদূরই তো পৌঁছতে পারবেন। তার চাইতে বেশি তো আর সম্ভব নয়। এ স্বীকৃতির ভেতরে আপনাদের জন্য আলাদা কোন যাদুর কাঠি রাখা হয়নি। আর সরকারী মাদরাসার লোকেরা বর্তমানে সমাজে কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে তার কোন বার্তা কি আপনাদের কাছে আছে? আপনারা সে অবস্থানে না গিয়ে কোন অবস্থানে যাবেন বলে মনে করছেন? এবং তা কেন?

১৩. আমাদের সকল কাজের পেছনে এখন একটা শক্তি তৈরি হলো, যে শক্তির কারণে আমরা এখন যে কোন বক্তব্য ও দাবি জোরাল কণ্ঠে উপস্থাপন করতে পারব।

মূল্যায়ন : পেছনের শক্তির ব্যাপারে আপনাদের কী বিশ্বাস? সেটি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষের শক্তি? না কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষ শক্তি? যদি সে শক্তি ইসলামের পক্ষ শক্তি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি দাবি করতে হবে কেন? সে শক্তিই তো আপনাদের মনের দাবিগুলো পুরণ করে চলতে থাকবে। আর যদি আপনার পেছনের সেই শক্তি ইসলামের বিপক্ষ শক্তি হয়ে থাকে তাহলে এ শক্তি আপনার কাজে লাগবে কীভাবে? আপনাদের এ ভুল ধারণা কীভাবে তৈরি হলো?

১৪. ওলামায়ে কেরাম আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা সুযোগ হয়ে গেল, বর্তমান যামানায় যা দ্বীনী কাজের জন্য অপরিহার্য।

মূল্যায়ন : আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তো দ্বীন ও ইলমে দ্বীনকে বিক্রয় করার প্রয়োজন নেই। এর জন্য টুকরি-কোদাল থেকে শুরু করে ঠিকাদারী পর্যন্ত যেকোন পন্থাই অবলম্বন করা যেত। দুই লক্ষ মাথা বিক্রয় করার কী প্রয়োজন ছিল? আর অতীত ইতিহাস বলে, যারা ইলম ও দ্বীনকে পেছনে ফেলে টাকা উপার্জনের পথে গিয়েছে, তাদের কখনো টাকা হলেও সে টাকা ইলম ও দ্বীনের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ আর কখনো ফিরে আসে না।

১৫. আমাদের পদাধিকার বলেই এখন ওরা আর আমাদেরকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, কাছে টানতে হবে।

মূল্যায়ন : একটি কুফরী শক্তি তাগূত বা কমপক্ষে একটি স্বৈরাচারী শক্তি যখন আপনাদেরকে কাছে টানবে, তখন আপনাদের পরিণতি কী হবে? কুফরী শক্তি ও তাগূত ইসলাম ধর্মের শক্তিকে কখন কাছে টানে এবং কেন টানে? এ বিষয়গুলো ভাবার দায়িত্ব কার?

১৬. সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর একটা সহজ পথ তৈরি হয়ে গেল।

মূল্যায়ন : সে সুযোগের প্রথম পর্ব ছিল এমন, যেখানে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকেরা উপস্থিত, দ্বীনের পক্ষে দাওয়াত দানকারীদের সর্বোচ্চ কাফেলা উপস্থিত, মাইক হাতে রয়েছে, বলার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া আছে, সময় ও মাইক সবাই মনমতো ব্যবহারও করে চলেছন। কিন্তু আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময়ব্যাপী সম্ভাব্য ও স্বপ্নের দাঈ ও মাদঊ এক সঙ্গে অবস্থান করেছেন। দ্বীনের চলমান হাজারো বিষয়ের একটি বিষয়েও দাওয়াত দেয়া হয়নি, সরকারের হাজারো ভুলের মধ্যে একটি ভুলও ধরা হয়নি। উপরন্তু সরকারের শত শত কুফর, হারাম ও মিথ্যার প্রকাশ্য ঘোষণাকে ঠিক ঠিক রবে সমর্থন করা হয়েছে।

তাহলে এর পরের দিনগুলো এরকম না কেটে ভিন্ন রকমের কাটবে কেন? এবং আমরা কেন মনে করব যে, সামনের দিনগুলো এভাবেই কাটবে না? অথবা আপনারাই বলুন, এরপর এর চাইতে ভালো ও উপযুক্ত কোন সুযোগের অপেক্ষায় আপনারা আছেন? অথবা আমাদের

যে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন, সে হাইকোর্টের ঠিকানা আসলেই আপনাদের জানা আছে কি না?

১৭. এর দ্বারা সরকার এখন বুঝতে পেরেছে যে, ওলামায়ে কেরাম দেশ ও বিশ্বের খবর জানে। তাদেরকে আর অবমূল্যায়ন করা যাবে ন।

মূল্যায়ন : সরকারের প্রথম সারির লোকেরা যখন শুনতে পেয়েছে, আপনাদের প্রথম সারির কর্ণধারগণের দৃষ্টিতে পারমাণবিক শক্তিধর হওয়া, স্যাটেলাইট জগতে প্রবেশ করা আর ঘরে বসে এসএমএস করতে পারা অগ্রগতির একই পর্যায়ের আলামত, তখন আপনারা যে, দেশ ও বিশ্বের খবর জানেন শুধু এটাই বুঝবে না, এর মাত্রাটাও বুঝতে পারবে। এরপর তারা আপনাদের পেছনে মিমি চকলেটের চাইতে বেশি কিছু ব্যবহার করার প্রয়োজনবোধ করবে না।

১৮. মাজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করা, আশঙ্কামুক্ত জীবন যাপন করা, নিশ্চিন্তে ঈমান ও আমলের চর্চার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল।

মূল্যায়ন : এ পদ্ধতিতে মজলুম মুসলমানদেরকে উদ্ধার করতে হবে মুচলেকা দিয়ে। আশঙ্কামুক্ত ঈমান-আমলসহ জীবন যাপন হবে কুফরীর অনুমতি নিয়ে। অর্থাৎ শত্রু ঈমান ও আমলের যতটুকু চর্চা করার অনুমতি দেবে ততটুকু চর্চা করা যাবে। যেভাবে চর্চা করার অনুমতি দেবে সেভাবেই করা যাবে। প্রয়োগের ব্যাপারে কোন চিন্তা করা যাবে না। আর এটা কোন ইসলামী জীবন নয়। এ আত্মসমর্পণ ইসলামের কাছে না হয়ে কুফরের কাছে হবে।

কিছু ওযরের তালিকা

১. সবাই যাচ্ছে তাই না গেলে আবার কে কি মনে করে, সে জন্য গেলাম। বাকি যেতে মন চাচ্ছিল না।

২. এমপি সাহেব যাওয়ার জন্য খরচ বাবত দুই লক্ষ টাকা দিলেন। এই টাকা কীভাবে ফিরিয়ে দেই। আবার টাকা নিয়ে না যাওয়াটাই কেমন দেখা যায়। তাই গেলাম।

৩. থানা থেকে ওসি সাহেব বার বার ফোন করে খবর নিচ্ছিলেন, আমরা কখন বের হচ্ছি? কয়টি বাস লাগবে? খরচ পাতি কেমন লাগবে? তাই না যাওয়াটা নিরাপদ মনে হয়নি।

৪. আইন শৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দাদের তিনটি দল ভিন্ন ভিন্নভাবে সরাসরি এসে খবর নিচ্ছিল, আমরা কখন বের হচ্ছি। না যাওয়ার যৌক্তিক কোন কারণ দেখাতে পারিনি, তাই শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো।

৫. মাদরাসা নিয়ে স্থানীয়ভাবে আমি একটু কোনঠাসা হয়ে আছি। চিন্তা করলাম না গেলে মাদরাসা টিকানো মুশকিল হয়ে যাবে।

৬. প্রতিমন্ত্রী সাহেব সরাসরি ফোন করেছেন। যাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলেন। যার ফলে যাওয়াটাই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি মুফিদ মনে হয়েছে।

৭. এমপি সাহেব ফোন করে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিলেন। কতজন যাচ্ছে তার সংখ্যাও জানতে চাইলেন। তাই বিষয়টি যেন অন্য দিকে মোড় না নেয় সে চিন্তা করে সবাইকে নিয়ে চলে গেলাম।

ওযরের স্বরূপ

উল্লেখিত ওযরগুলো আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এগুলোর কাছাকাছি আরো কিছু ওযরও আমাদের কানে এসেছে যেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। উল্লিখিত-অনুল্লিখিত ওযরগুলোকে সামনে রেখে আমাদের কিছু নিবেদন তুলে ধরছি।

এক. ওযরগুলোর তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শোকরানা মাহফিলে উপস্থিতদের বিশাল একটি অংশ তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একান্ত বাধ্য হয়ে সেখানে গিয়েছে।

দুই. ওযর হিসাবে যে বাধ্যবাধকতাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে শরীয়তের মাসআলার বিচারে একটি গর্হিত কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য এ ওযরগুলো শরয়ী ওযর হিসাবে যথেষ্ট নয়।

তিন. যে দেশে এত বিপুল পরিমাণ ইলমের ধারক বাহক এমন একটি গর্হিত কাজ করতে বাধ্য– সে দেশের শরয়ী অবস্থান কী? সে দেশের শাসকের বিধান কী? সে দেশের মুসলিম নাগরিকদের করণীয় কী? এসব খতিয়ে দেখা যিম্মাদার ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া বা দেখেও না দেখার শরয়ী কোন বৈধতা নেই।

চার. যে দেশে এত বিপুল পরিমাণ ইলমের ধারক বাহক এমন একটি গর্হিত কাজ করতে বাধ্য, সে দেশের ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমান দ্বীন ও ঈমানের বিচারে খুব ভালো অবস্থায় আছেন– এমন ধারণা লালন করা, প্রচার করা, নিশ্চয়তা বোধ করা ও তৃপ্তি বোধ করার বৈধতা কী?

পাঁচ. শোকরানা মাহফিলে যারা বক্তব্য দিয়েছেন এবং যাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করা হয়েছে তাদের কারো ক্ষেত্রেই এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

ছয়. যে সকল ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য দিয়েছেন তাদের কারো বক্তব্যে এ ধরনের বাধ্যবাধকতার কোন ছাপ ফুটে উঠেনি; বরং প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা উচ্ছ্বাসই ঝরে পড়েছে। অতএব এসব বক্তার ক্ষেত্রে এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাত. মজলিসে যারা 'ঠিক ঠিক' বলে সরব ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

আট. মজলিসের মাঝে যাদের মুখে হাসি ফুটে ছিল তাদের ক্ষেত্রে এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

নয়. মজলিসের মাঝে মিথ্যা ও গর্হিত কথাগুলো শুনে যাদের কপালে ভাঁজ পড়েনি, চেহারা কালো হয়ে যায়নি, কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ পায়নি তাদের ক্ষেত্রেও ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

দশ. যারা স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি সাজগোজ করে এ মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

এগার. যারা ভিডিও ক্যামেরার সামেনে নিজেকে শো করেছেন বলে বোঝা গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

বার. যারা বাধ্য হয়ে এসে পরে মজলিসের বিভিন্ন ফযীলত বয়ান করেছেন, তওবা করেননি, ঘৃণা প্রকাশ করেননি তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

তের. যারা পত্রিকার কাটিং থেকে বা ভিডিও ক্লিপস থেকে নিজের উপস্থিতির চিত্রগুলো বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, সহকর্মীদেরকে দেখিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

চৌদ্দ. যারা যে কোন প্রসঙ্গে বা কোন প্রকার প্রসঙ্গ ছাড়া গর্বের সাথে সেই মজলিসে উপস্থিতির কারগুজারী শোনাতে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রেও এ ওযরগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

একটি জুমহুর ও কিছু শুযূয

এক নজরে শোকরিয়া মাহফিলের সমস্যা শিরোনামে যে সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, এমনিভাবে দুই-আড়াইশ টীকার মাধ্যমে শোকরানা মাহফিলের যে শরয়ী সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সে সমস্যাগুলোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাদেরকে বর্তমান পরিভাষায় জুমহুর বলা হচ্ছে। কেউ কেউ এটাকে ইজমাও বলছেন।

যারা এটাকে জুমহুর বা ইজমা বলেছেন, তারা ইজমা ও জুমহুরের বিধান পড়েছেন কিতাবে, আর তার উদাহরণ দেখেছেন শোকরানা মাহফিলে। দুই প্রান্তকে জোড়া দিয়ে তারা যে ফলাফলে পৌঁছেছেন তার নমুনা হচ্ছে এরকম–

ইজমা শরীয়তের অকাট্য দলীল। ইজমা দ্বারা কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীসকেও রহিত করা যায়। ইজমা দ্বারা হালাল বিধান হারাম হিসাবে সাব্যস্ত হতে পারে, আবার হারাম বিধানও হালাল হিসাবে সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব শোকরানা মাহফিলে যে কথা, কাজ ও আচরণগুলোকে বাহ্যিকভাবে গর্হিত কথা, কাজ ও আচরণ বলে মনে হচ্ছে সেগুলো বাহ্যিকভাবে গর্হিত হলেও তার পক্ষে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং জুমহুরের অভিমত পাওয়া যাওয়া এ কথা প্রমাণ করে যে, শোকরানা মাহফিলের কথা, কাজ ও আচরণগুলো গর্হিত নয়।

একটি পরামর্শ

আহলে ইলম হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ হচ্ছে, কিতাবে যে ইজমা ও জুমহুরের সংজ্ঞা পড়েছেন তার উদাহরণগুলো একটু কষ্ট করে কিতাব থেকে নিয়ে আরো দু-চার বার নযর বুলিয়ে নেবেন। আর ইজমা ও জুমহুরের যে উদাহরণ চোখের সামনে দেখেছেন তার সংজ্ঞাটাও একটু কিতাব থেকে দেখে নেবেন।

এ উদাহরণটি কিতাবে কীভাবে দেখবেন তার পদ্ধতিও আমি বলে দিচ্ছি। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের দৈর্ঘ্য-প্রস্থটা মাপবেন। মুসলিম

জনসংখ্যা গুনে দেখবেন। আহলে ইলমের সংখ্যা গুনে দেখবেন। আহলে ইলমগণের তারতম্য বোঝার চেষ্টা করবেন। কিতাব ও গবেষণাভিত্তিক আহলে ইলম এবং মুখস্থ আহলে ইলমের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করবেন। এরপর একটা অংক করে দেখবেন, বাংলাদেশের মত একটি ছোট্ট ভূখণ্ডের দশ জন মুতাহাররিক বিল ইরাদা ও দশ লাখ মুতাহাররিক বেলা ইরাদা আলেমের ঐক্যমতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় কী বলা হবে?

আরেকটু সহজ করে বলি। তৎকালে স্বর্ণযুগে কূফার সকল মুজতাহিদ কোন মাসআলায় একমত হলে তাকে ইজমা বলা হত না; বরং বলা হত, আহলে কূফার মত হচ্ছে এই। কূফার ঐক্যমত দ্বারা উসূলে ফিকহের ইজমা, অকাট্য ইজমা সাব্যস্ত হবে না, যে ইজমা দ্বারা আয়াত-হাদীসকে রহিত করা যায়। আর যে মাসআলাগুলো ভূখণ্ডের ব্যবধানে ব্যবধান হবে না সেসব মাসআলায় ইজমা দাবি করতে হলে সারা মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের ইজমাকেই বিবেচনায় আনতে হবে।

আমার ধারণামতে কুফায় যেসব ওলামায়ে কেরাম ছিলেন ও রয়েছেন, তাদের প্রথম সারির সমপর্যায়ের কয়জন আলেম আমাদের এ দেশে পাওয়া যাবে? এমতাবস্থায় ওলামায়ে কেরামের এ সমষ্টি ও এ কাফেলা দিয়ে ইজমা ও জুমহুরের দাবি করা কোন পর্যায়ের ইলমী দৈন্যতাকে প্রমাণ করে তা একটু বিবেচনায় রাখবেন। এরপর ইজমা দাবি করে ফলাফলের চিন্তা করবেন।

একটি সিদ্ধান্ত

মেরে মুহতারাম! শোকরানা মাহফিলে ওলামায়ে কেরামের বিশাল কাফেলার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সরব ও মৌন সমর্থন, এটি কোন ইজমা নয়, এটি কোন জমুহুর নয়। আপনি যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আমি বলব, এটি শুধুমাত্র একটি রায় ও মতেরও মর্যাদা রাখে না। এ কথাটি আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। কারণ–

দলীলের আলোকে চিন্তা গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলে সে সিদ্ধান্তকে ফিকহের পরিভাষায় রায় বা মতের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু খুব তিতা হলেও সত্য কথা যে, যাদের উপস্থিতিকে আপনারা ইজমা বলছেন তারা কেউ বিষয়টিকে দলীলের আলোকে চিন্তা-গবেষণা

করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে এখানে আসেনি। বিশ্বাস না হলে দু'চার জনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে জেনে নেবেন। আমি সে কাজটা করেছি। দু'চার জনকে হাতড়ে দেখেছি। এ কারণে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটি বলেছি। আপনি সরাসরি খবর নিলে আপনিও হাকীকতটা বুঝতে পারবেন।

এখানে সর্বোচ্চ দু'টি কাজ হয়েছে যা উসূলের আলোকে কোনো কাজের তালিকায় আসে না। কাজ দু'টি হচ্ছে-

এক. যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে, আমি ছোট মানুষ, বে-ইলম মানুষ। আমি হয়তো দেখিনি। বা আমার মতো মানুষ কিতাব দেখেই বা কী বুঝবে। কিন্তু অমুক তো তাহকীক ছাড়া কোন কাজ করেন না। যেমন- যিনি আমার পাঠক, আপনার মনেও এ কথাই আছে যে, বড়রা তো তাহকীক করেই করেছেন। আমার আর আলাদা তাহকীক করতে হবে কেন? কিন্তু আমি খবর নিয়ে দেখেছি, কেউ তাহকীক করেনি।

আপনি মাহফুযুল হক সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলবেন আশরাফ আলী সাহেব হুজুর, আব্দুল কুদ্দুস সাহেব হুজুর...ইনারা তো তাহকীক ছাড়া এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা নয়। আপনি এবার আশরাফ আলী সাহেব হুজুর ও আব্দুল কুদ্দুস সাহেব হুজুরের কাছে যান। তাঁরা বলবেন, আমার যতদূর মনে পড়ে মাহফূযুল হক সাহেব বিষয়টি তাহকীক করেছেন।

অথবা, ঢাকার যিম্মাদারকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলবে, হাটহাজারীর দায়িত্বশীলগণকে তাহকীক করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হাটহাজারীর দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, ফরিদাবাদের হুজুররা তো তাহকীক করেছেন। বাকি একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার দেখতে বলেছিলেন। ব্যস্ততার কারণে সেভাবে কিতাব দেখার সুযোগ হয়নি। বাকি বিষয়গুলো তো কোন অস্পষ্ট বিষয় নয়। এমনিতেই বোঝা যায়।

আর এভাবেই শত শত হাজার হাজার মানুষের ইজমা হয়ে গেছে! অথবা বলা যায়, লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরামের ইজমা হয়ে গেছে। যে ইজমা ও জুমহুরের তোড়ে কিতাবভিত্তিক কোন দাবি ও কোন হাওয়ালা টিকতে পারছে না।

দুই. তাহকীকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে কাজটি হয়েছে তা হলো, কিতাব দেখে তো কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। স্রোতের গতিতে যখন যা করতে হয়েছে, তা করেছেন। এমনিভাবে যা না করে কোন উপায় ছিল না, তা করেছেন। কোন বিষয়ে ডান বাম থেকে কোন প্রশ্ন আসলে অসম্ভব রকমের দূরের কোন প্রসঙ্গভিত্তিক একটি আয়াত বা একটি হাদীস বা অতীতের কোন একটি ঘটনা শুনিয়ে দিয়েছেন। যা দলীলের তালিকায় আসার কোন সুযোগ নেই।

যেমন উদাহরণস্বরূপ– যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ইসলামের পক্ষে কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে মাঠে আসার কারণে যে লোকটি রাতের অন্ধকারে মুসলমানদের উপর এমন তাণ্ডব চালালো তাকে আমরা কীভাবে ফুলের মালা দেব? এটাতো ঈমানের প্রশ্ন। তখন নগদ উত্তর দিয়ে দেয়া হয়েছে, খালেদ বিন ওলীদও তো কত সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করেছে, তাই বলে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরেও ফুলের শুভেচ্ছা পাবেন না। এ ক্ষেত্রে খালেদ বিন ওলীদের পরবর্তী অবস্থা আর বর্তমান মাসআলার মাঝে কোন অমিল আছে কি না, তা দেখার প্রয়োজন নেই। কিতাব দেখার তো সময় নেই-ই।

অথবা জিজ্ঞেস করা হলো, একজন বেপর্দা নারীকে এভাবে ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বসতে দেয়া কেমন? আর তৎক্ষণাৎ উত্তর এসে গেল, যে নারী সব সময় বেপর্দায় চলে সে পুরুষের হুকুমে। তার সঙ্গে পর্দানশীন নারীদের দেখা দেয়া নিষেধ। এটা কিতাবে আছে। সমস্যা কোথায়?

অথবা বলা হলো, দারুল উলূম দেওবন্দের শতবার্ষিকী মাহফিলে তো ইন্দিরা গান্ধিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যে হিন্দু ছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো মুসলমান। সমস্যা কোথায়?

আসলে সমস্যা হচ্ছে, অতীতের ভুলগুলো দলীল হয়ে গেছে। আর দলীলগুলো কিতাবের পাতায় ডুবে গেছে। কারণ কিতাব দেখার সময় নেই। কিতাবের লোকেরা এখন অনেক ব্যস্ত। খোদ যারা কিতাব পড়ার দাওয়াত দিয়ে এ দেশে শত শত মাকতাবার ব্যবসাকে চাঙ্গা করে দিয়েছেন, ইলমের ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁরাও এখন কিতাব দেখার সময় পাচ্ছেন না।

ইন্দিরা গান্ধীকে দেওবন্দের মাহফিলে আনার কারণে যে গুনাহ ও অপরাধ হয়েছিল সে অপরাধের বিচার যদি সেদিন হয়ে যেত, তাহলে আজকে সে অপরাধ দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারত না। এজন্যই যে কোন অপরাধের বিচার নগদে করে ফেলতে হয়। তাহলে অপরাধ হয় বর্জনীয়। আর না হয় তা দলীল হয়ে যায়।

যেমন শোকরানা মাহফিলের উপর যদি আজ কথা না বলা হয়, তাহলে তা হয়ে যাবে অনন্তকালের জন্য দলীল। এ অপরাধ হয়ে যাবে অসংখ্য অপরাধের দলীল। আবার তাও হবে অকাট্য দলীল। কারণ, এখানে ইজমা রয়েছে, জুমহুর রয়েছে। সবাই চুপ থাকলে তা হয়ে যাবে ষোল কোটি মানুষের ইজমা। অতীত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

অতএব আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, শোকরানা মাহফিলে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতি ফিকহ ও উসূলে ফিকহের আলোকে একটি রায় ও মতের মর্যাদাও রাখে না।

একটি উপলব্ধি

আড়াই তিন ঘণ্টার একটি মজলিসে আমরা দেখেছি। দেশের সর্বোচ্চ মানের ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে, তাদের সরব ও নীরব সমর্থনের মাধ্যমে শত শত মিথ্যা, শরীয়ত বিরোধী শত শত কথা ও কাজের ঘোষণা এবং অসংখ্য কুফরের প্রকাশ্য ঘোষণা এসেছে। আরো দেখেছি, যারা মিথ্যা, শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্ত ও কুফরগুলোর প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে সমাদৃত করা হয়েছে এবং মজলিস শেষে তাদেরকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়েছে। আরো দেখেছি– কোনো মিথ্যা, শরীয়ত বিরোধী কোনো একটি ঘোষণা বা কোনো একটি কুফরের প্রতিবাদ করা হয়নি। সরাসরিও করা হয়নি, ইঙ্গিতেও করা হয়নি।

আর এ কথাই সত্য যে, শরীয়ত বিরোধী যেসব মিথ্যা, গুনাহ ও কুফরের প্রকাশ্য ঘোষণা এসেছে সেগুলোকে কোনভাবেই বৈধতা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজতিহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলো সবই অপরাধ। এরই পাশাপাশি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের পক্ষে গ্রহণ করার মত এমন কোন ওযরও সামনে আসেনি যার ভিত্তিতে তাদেরকে শরীয়তের আলোকে মা'যুর ধরা যায়।

অতএব মেনে নিতে হবে যে, আমরা বর্তমানে এমন এক যামানায় ও এমন এক পরিবেশে বাস করছি, যেখানে এমনটি হওয়া সম্ভব। আমরা এমন এক সময় অতিক্রম করছি যখন সর্বোচ্চ মানের হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামের সামনে সবচাইতে জঘন্য অপরাধগুলো হওয়া সম্ভব এবং ওলামায়ে কেরাম সেগুলো দেখে নীরব থাকা সম্ভব। বরং শুধু নিরব নয়, তার সমর্থন করা, অপরাধীদেরকে পুরস্কৃত করা ও সমাদৃত করাও সম্ভব।

এ অবস্থা অনেক ভয়ংকর। এর মাঝে উম্মতের জন্য ভয়ংকর রকমের খারাপ বার্তা রয়েছে। মোটকথা, এ পরিস্থিতির পর মুসলমানদের আর কিছু বাকি থাকে না। এ অবস্থায় আমাদের জন্য সবচাইতে জরুরি বিষয় হচ্ছে অবস্থার সঠিক উপলব্ধি। সমস্যার সঠিক অনুভব।

অতএব আজ থেকে আমরা এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করব না। ‘কাজটি যদি ভুল হত তাহলে অমুক কীভাবে তা করলেন’, ‘কাজটি যদি শরীয়ত বিরোধী হত তাহলে অমুক তা করতে নিষেধ করতেন’, ‘অমুক যেহেতু কাজটি করেছেন তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয় এর মাঝে কোন হেকমত আছে’।

এ বাক্যগুলো আমাদেরকে ডোবাতে ডোবাতে যেখানে নিয়ে গেছে সেখান থেকে উঠে আসতে আমাদের হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে। কিন্তু উঠে না এসে কোন উপায় নেই। নৈরাশ্য তো কোন সমাধান নয়। অবস্থার সঠিক উপলব্ধি থাকলে আশা করি নতুন করে ভুল করা থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

স্বীকৃতি ও শোকরানা : দু’টি নগদ প্রাপ্তি

স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিল হচ্ছে অনন্তকালের একটি ফলজ গাছ, যার অর্জন ও বিসর্জন সদা চলমান। এক দিন/পাঁচ দিন, এক মাস/দুই মাস, আর এক যুগ/দুই যুগের মধ্যে এর প্রাপ্তিকে সীমাবদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। এমনিভাবে সীমিত সময়ে এর প্রাপ্তি/অপ্রাপ্তির ফলাফলকে যোগ-বিয়োগ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যাওয়াও কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রত্যেক প্রজন্মই তার পরিবেশ, রুচি ও প্রকৃতির আলোকে এর মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন করবে। কারো প্রাপ্তির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতেই

থাকবে, আবার কারো অপ্রাপ্তির হাহাকার বাতাসকে ভারী করতে থাকবে। এসবই ভবিষ্যতের কথা বলছি।

আমরা যারা এর ভবিষ্যৎ দেখা পর্যন্ত ধৈর্য, হায়াত ও আগ্রহ কোনটাকেই হয়তো ধরে রাখতে পারব না তাদের জন্য এর নগদ কিছু প্রাপ্তি আলোচনায় এসে যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, অর্জন ও বিসর্জনের অনেক কিছুই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা এখানে শুধুমাত্র সে উদাহরণগুলোই তুলে আনতে পারব যেগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ার মত।

সরকারী টাকায় হজ

স্বীকৃতি ও শোকরানা মাহফিলের নগদ প্রাপ্তির তালিকায় জমা হয়েছে একটি হজ। সরকারী টাকায় ও সরকারী তত্ত্বাবধানে হজ। স্বীকৃতি ও শোকরানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের শীর্ষস্থানীয় পঞ্চাশ-ষাটজন ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত হজ পালন এবং এর প্রতি সরকার ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মাত্রারিক্ত আগ্রহ উদ্দীপনা।

স্বীকৃতি ও শোকরানার মাধ্যমে আমাদের কওমী ওলামায়ে কেরাম শাসক শ্রেণীর এতটাই কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এবং দেশের মালিক পক্ষের উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন যে, শাসকবর্গ কোন প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে ওলামায়ে কেরামকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিন/চার কোটি টাকার একটি ব্যয়ের বোঝা মাথায় নিতে বাধ্য হয়েছে।

হঠাৎ অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রীর রাহবারীতে এবং বিশিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব ফরিদ উদ্দীন মাসউদকে মধ্যমণি বানিয়ে ইসলাম ধর্মের পক্ষের ওলামায়ে কেরামের কর্ণধারবৃন্দ ও কোটি কোটি মুসলমানের রাহবারগণ ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান পবিত্র হজ সম্পাদন করে এসেছেন। ইসলাম ধর্মের এ বিধানটি সম্পাদন করা হয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে যারা ইসলাম ধর্মের পক্ষে নয়; তারা ধর্মনিরপেক্ষ।

সরকারী হজ : সরকারী হাজীর মূল্যায়ন

সরকারী হাজীর পক্ষ থেকে এ হজের যে মূল্যায়ন আমাদের সামনে এসেছে তা মোটামুটি নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তাআলা ইজ্জত দিলে এভাবেই দেন যে, তার কোন তুলনা হয় না।

২. আল্লাহ ইজ্জত দিলে কেউ হিংসা করে তা ঠেকাতে পারে না। ইজ্জত-সম্মান সবই আল্লাহর হাতে।

৩. ওলামায়ে কেরামকে এভাবে সম্মানিত করার কোন নযীর স্মরণকালের ইতিহাসে পাওয়া মুশকিল।

৪. সরকারের দৃষ্টিতে যখন ওলামায়ে কেরাম এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন যে, তাদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে সরকারে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ হয় না। আর এ পর্যায়ে পৌঁছার পর এখন ওলামায়ে কেরামের দ্বারা দ্বীনের যে কোন কাজ উদ্ধার করা খুবই সহজ হবে।

৫. কোনো সরকারের কাছ থেকে ইতিপূর্বে এ ধরনের সম্মান কেউ কখনো আদায় করতে পারেনি।

৬. ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও এ মাকাম দেখে দ্বীনের শত্রুদের গায়ে জ্বালা শুরু হয়ে গেছে।

৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ভেতরটা যে এত সুন্দর তা আমরা এর আগে এভাবে বুঝতে পারিনি। এ হজের সফরের মাধ্যমে আমাদের অনেক ভুল ভেঙ্গেছে।

৮. হজের সফরে থাকা-খাওয়া থেকে শুরু আচার আচরণ পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে সরকারী লোকেরা ওলামায়ে কেরামের প্রতি যে ইজ্জত সম্মান দেখিয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরকার আসলেই ওলামায়ে কেরামের প্রতি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৯. বাইরে থেকে অনেক মন্তব্যই করা যায়। স্বচক্ষে দেখলেই বুঝতে পারতেন। যারা আজ নিন্দা করছে তাদের চোখ খুলে যেত।

সরকারী হজের সরকারী মূল্যায়ন

শাসকবর্গের যারা আমাদের ওলামায়ে কেরামকে হজ পালন করানোর জন্য খুব বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে এবং কাজটি আগাগোড়া সুন্দর করে সম্পাদন করার ব্যাপারে তৎপর ছিল তাদের কাছ থেকে এ সম্মিলিত সরকারী হজের কিছু মূল্যায়ন পাওয়া গেছে। সে মূল্যায়নগুলো যথাক্রমে–

১. ইসলাম ধর্মের দশ/বার জন রাহবারকে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রীর হজ করার শখ হয়েছে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রীর আহবানে ইসলাম ধর্মের একটি বিধান পালন করার জন্য ইসলাম ধর্মের রাহবারগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গেছে।

২. রাহবারগণের যাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার অধীনে হজ করার জন্য আহবান করা হয়নি, তাঁরাও বিভিন্ন কৌশলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হজের এ ধর্মনিরপেক্ষ কাফেলায় শরিক হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আর এভাবে দশ/বার জনের কাফেলা পঞ্চাশ/ষাট জনের কোটায় পৌঁছে গেছে।

৩. ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি রাহবারগণের কাউকে কাউকে হজের সফরের জন্য আহবান করেছে তাদের ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য।

৪. ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে রাহবারগণের যারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির গতিপথে ঝামেলার সৃষ্টি করে, তাদেরকে একটি গোশতের টুকরা দিয়ে ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য সরকারী খরচে হজের আয়োজনটি করা হয়েছে।

৫. যাদেরকে সরকারী খরচায় হজের অফার করা হয়েছে তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন ওযর দেখিয়ে হজের এ সফরকে এড়িয়ে গেছেন। যারা এড়িয়ে গেছেন তাদের তালিকাও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রীর খাতায় আছে।

তৃতীয় মত

আমরা যারা গ্যালারীর দর্শক তারা যেহেতু খেলার মূল ময়দান থেকে একটু দূরে অবস্থান করছি, তাই সেখানে ঠিক কি ঘটছে তা যথাযথ আঁচ করা আমাদের জন্য কঠিন। এরপরও যে বিষয়গুলো দূর থেকেই স্পষ্ট দেখা যায় এবং বিষয়গুলোতে আশা করি কেউ দ্বিমত করবেন না, সে ধরনের কিছু মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অতিরঞ্জন থেকে হেফাজত করুন। আমাদের মূল্যায়নের স্বরূপ অনেকটা এরকম–

১. ওলামায়ে দেওবন্দকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পুরস্কৃত করার একটি অধ্যায়ের সূচনা হলো এবং ওলামায়ে কেরাম তা সাদরে গ্রহণ করার নযির স্থাপন হলো।

২. কাফের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং ফাসেক শাসকগোষ্ঠীর করুণা গ্রহণ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার বিধানগুলোকে উপেক্ষা করে, তাদের করুণার ভাগী হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম প্রতিযোগী হয়ে উঠার নযির স্থাপিত হয়েছে।

৩. মুরতাদ ও ফাসেকদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করার নযির স্থাপিত হয়েছে।

৪. মুরতাদ, ফাসেক ও ওলামাবিদ্বেষী শ্রেণী যাদেরকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছে তাদের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার নযির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৫. ওলামাবিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণী যেসব কুকুরের ঘেউ ঘেউ থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে হজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তারা কারা? ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রী আমাদের ওলামায়ে কেরামকে সে কোটার অন্তর্ভুক্ত করেনি– এর প্রমাণ কি?

৬. একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রী ইসলাম ধর্মের পবিত্র হজকে ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের জন্য বরাদ্দকৃত গোশতের সঙ্গে তুলনা করতেই পারে; কারণ তারা ইসলাম ধর্মের পক্ষের লোক নয়, তারা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম তো ইসলাম ধর্মের পক্ষের লোক। তাঁরা কিভাবে কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামানোর জন্য বরাদ্দকৃত গোশতের টুকরা গ্রহণের জন্য এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!?

৭. ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিমন্ত্রী সরকারী টাকায় হজ পালনকারী ওলামায়ে কেরামকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছে। একটি ভাগ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকবর্গের অনুগত শ্রেণী, আরেকটি ভাগ হচ্ছে (তাদের দৃষ্টিতে) কুকুর শ্রেণী। তৃতীয় কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব এখানে রাখা হয়নি। ওলামায়ে কেরামও আশা করি তৃতীয় কোন ভাগ খুঁজে পাবেন না এবং তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করছেন না।

৮. ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর ওয়াস্তে একটু মনে রাখবেন, আপনারা যাদের গলায় মালা দিয়েছেন তারা সেসব লোক, যাদের মুখ থেকে আপনাদের প্রতি বিদ্বেষের শব্দগুলো বেরিয়ে পড়েছে। قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ। এরপরও যদি আপনারা চোখ বন্ধ করে রেখেই সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে এ উম্মতের কপাল কি পুড়েছে, আরো পুড়বে! আল্লাহ তাআলার এ সতর্কবাণীগুলো যদি ওলামায়ে কেরামই ভুলে যান তাহলে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে কী বলার আছে?

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠)

(سورة آل عمران، ١١٧-١٢٠)

‘হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, কেননা এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি (ও ধ্বংস)-ই কামনা করে। তাদের প্রতিহিংসা ও (বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষ) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক। আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)। এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের ভালোবাসে না, তোমরা তো সব কয়টি কিতাবের উপরও ঈমান আন (আর তারা তো তোমাদের কিতাবকে বিশ্বাসই করে না)।

এ (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাবকে) মানি, আবার যখন এরা একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের উপর (নিজেদের) আঙ্গুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই মরো, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (এ মোনাফেকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তোমাদের কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৮-১২০)

প্রজন্মের ভবিষ্যৎ

প্রজন্ম তার গতিপথ কীভাবে ঠিক করবে? এটি একটি জটিল প্রশ্ন। এক দিকে কুরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াসের দলীল, অপর দিকে কথিত আঞ্চলিক ইজমা। প্রজন্ম দেশের যে প্রান্তেরই হোক, তালাশ করতে করতে সে দেখতে পাবে তার কোন না কোন অগ্রজ সে মাহফিলে প্রতিনিধিত্ব করছে। এমতাবস্থায় সে নিজেকে রক্ষা করবে কীভাবে?

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তিনটি ধাপকে অতিক্রম করার পর নিজের জীবনকে একটি ধারায় পরিচালিত করতে হবে। তিনটি ধাপই তার জন্য অলঙ্ঘণীয়।

প্রথম ধাপে সে যখন কুরআনের আয়াত, তাফসীর, হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকহ, মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবে তখন সে জীবনের একটি ধারা বুঝে নেবে। তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কুরআন-হাদীসের আবেদনগুলোর বাস্তব রূপ খোঁজার চেষ্টা করবে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার রাস্তা তালাশ করতে থাকবে। দ্বীনী পিপাসা মিটানোর জন্য পানির অনুসন্ধান করে বেড়াবে।

দ্বিতীয় ধাপে সে যখন তার রাহনুমা আসাতেযায়ে কেরাম, মুসলিহ ও নেতাদের শরণাপন্ন হবে তখন জীবনের একটি ধারা তার সামনে প্রতিভাত হবে। একজন মুসলিম হিসাবে জীবনের একটি অংক সেখানে মিলানো আছে। প্রত্যেক অঙ্গনেই তার মতো করে নিজস্ব আঙ্গিকে একটি ছক তৈরি করা আছে। সেই ছক অনুযায়ী চলার নির্দেশনা দেয়া আছে।

তৃতীয় ধাপে এসে সে দেখতে পাবে দেশের সর্বোচ্চ ওলামায়ে কেরাম দ্বীন প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের জন্য কাজ করার একটি মডেল তৈরি করে রেখেছেন। শুধু তৈরি করে রাখেননি, সে অনুযায়ী তাঁরা অত্যন্ত উচ্ছ্বাস ও উদ্যমতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। আরো দেখতে পাবে, ওলামায়ে কেরামের সর্বোচ্চ কাফেলার নকল হরকতগুলো অনেক প্রাণবন্ত, আলোকময়, গতিশীল ও নগদ ফলদায়ক।

প্রজন্মের একজন তরুণ যার হৃদয়টা সদ্যস্নাত গোলাপের মত স্বচ্ছ, যার প্রাণটা ঈমানের সুধায় টইটম্বুর, যার লোহিত ধারার শিরা উপশিরাগুলো মুহাম্মদে আরাবীর শরীয়তের অনুসরণের স্পৃহায় ধাবমান, যার মন ও প্রাণকে মুত্যুর ভয় ও দুনিয়ার হাতছানি এখনো স্পর্শ করতে পারেনি, যার আপদমস্তক উস্তাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আবরণে ঢেকে আছে, দেশের রত্নতুল্য ওলামা মাশায়েখ যার মাথার মুকুট, যাদেরকে নিয়ে সে নিজের আস্থা বিশ্বাস ও আশ্রয়ের প্রাসাদ তৈরি করে চলেছে, যাদের অনুপস্থিতিতে তার ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার, যাদের অনুপস্থিতিতে দ্বীন ও ঈমানের পথে চলার কল্পনাও সে করতে পারে না, সে তরুণ–

সে তরুণ ও সে যুবক যখন জীবনের ত্রিমোহনায় এসে ত্রিমুখী স্রোতের মুখোমুখী অবস্থানে এসে পৌঁছবে, সে যখন তার জীবন তরীটি নিয়ে কোন একটি স্রোতে ভেসে যেতে চাইবে, সে যখন একটি পথকে নির্বাচন করে তীরে পৌঁছতে চাইবে, সে যখন জীবনের সফলতার জন্য একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করতে চাইবে, তখনই–

তখনই ত্রিমোহনার বাকি দু'টি স্রোত তার আঁচল টেনে ধরবে, পেছন থেকে তার জীবন তরীর হাল টেনে ধরবে, একটি স্রোত অভিমুখে দাঁড় টানতে গেলে অপর স্রোতের প্রবাহে পাল ছিড়ে যেতে চাইবে, দ্বিমুখী ত্রিমুখী টানা হেঁচড়া, কাশমকাশ সিদ্ধান্তহীনতার ভয়ংকর এক কষাঘাতে

দ্বীন ও ঈমানের জীবন তরী কোন গতিপথ নির্ধারণ করতে না পেরে যখন ত্রিমোহনার ঘূর্ণায়ন ও চক্রের মাঝেই হাবুডুবু খেতে থাকবে, যখন সে নিজের ভাগ্যকে ভয়ংকর জলরাশির অভ্যন্তরেই দেখতে পাবে, যখন বৈপরীত্যময় আলোকিত পৃথিবীর তুলনায় সিদ্ধান্তমূলক গভীর সমুদ্রের অতল গহ্বরকেই তার কাছে শ্রেয় মনে হবে, তখন–

যখন কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা-কিয়াসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চয়তা লাভ করতে গিয়ে উস্তায ও অগ্রজগণের শ্রদ্ধা-ভক্তির টানে তাকে পেছনে ফিরে আসতে হবে, যখন প্রচলিত স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে গিয়ে দলীলের সামনে জবাবদিহিতার ভয়ে সে আঁতকে উঠবে, যখন সে কবর-হাশর-মিযানের জবাব তৈরি করতে গিয়ে কাল্পনিক মান সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধার টানে বিচলিত হয়ে পড়বে, যখন যেভাবে সব চলছে সেভাবে চলতে গিয়ে নিজের দায়িত্বের কথা ভুলতে গিয়েও দায়িত্বের আগাগোড়া স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়বে, তখন-

তখন এই দ্বীনের জন্য ত্যাগী, ঈমানের জন্য পাগলপারা, আখেরাতে সফলতার প্রতি দুর্বার গতিতে ধাবমান এ তরুণকে আমি ও আমরা, আপনি ও আপনারা কী পরামর্শ দেবেন? তাকে কোন পথটি দেখিয়ে দেবেন? তাকে উদ্ধার করার জন্য কী ব্যবস্থা নেবেন?

আমার কাছে আপনার কাছে একজন তরুণ সঠিক একটি দিকনির্দেশনা পাওয়ার অধিকার রাখে। আর আমরা আমাদের আমানত রক্ষা করতে বাধ্য। আমাদের একটি খেয়ানত যদি কোনো তরুণকে বিপদগামী করে, তাহলে এর অনন্ত বিষক্রিয়া খেয়ানতকারীর কলিজাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। শাসকবর্গের সমাদৃতি, সম্মানের অট্টালিকা, অর্থের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার, বড়ত্বের হুমকি-ধমকি, গর্ব-অহংকারের চোখ রাঙানো, বিশ্ব মিডিয়ার রঙ্গিন ফোকাস কোন কিছুই আমাদের কাউকে বাঁচাতে পারবে না। সেই সিদ্ধান্তহীন তরুণের বুকের বাষ্প, ভুল পথে ঠেলে দেয়া যুবকের রক্তচক্ষুর লেলিহান শিখা আমাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দেবে। আমাদের সেই অপবিত্র ছাই পবিত্র বাতাস ও পবিত্র পানিও গ্রহণ করতে চাইবে না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। সিরাতে মুস্তাকীম নসীব করুন। ভুল পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার

করার তাওফীক দান করুন। সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। দুনিয়ার জীবনে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করে কাটানোর তাওফীক দান করুন। ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত এবং আল্লাহর দীদার নসীব হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের প্রতিটি ঘাঁটি সহজে পার হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

وصلى الله تعالى علي سيدنا سيد ولد آدم محمد النبي الأمي، وعلى آله وأهل بيته أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

মোতাবেক ৯ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

লেখকের যেসব বই পাওয়া যাচ্ছে

ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

(হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবদান)

ইত্তিবায়ে রাসূল সিরিজ ১-১০

- সিরিজ-১ : হাদীসের অনুসারীদের প্রতি
- সিরিজ-২ : মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের জবাব
- সিরিজ-৩ : সালাতুত তারাবীহ
- সিরিজ-৪ : তিন তালাকের বিধান
- সিরিজ-৫ : **جزء طلاق الثلاث**
- সিরিজ-৬ : পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্য
- সিরিজ-৭ : জানাযা ও গায়েবানা জানাযার নামায
- সিরিজ-৮ : সালাতুল বিতর
- সিরিজ-৯ : তাকবীরাতুল ঈদাইন
- সিরিজ–১০ : একজন মুজতাহিদ ইমামের অবদান

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ ১-৪

- সিরিজ-১ : দারুল উলূম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি
- সিরিজ-২ : দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র
- সিরিজ–৩ : দারুল উলূম থেকে এতীমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং
- সিরিজ–৪ : ফিকহের অব্যবহার ও অপব্যবহার

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আরো কিছু বই

- আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে
- ফিকহে ইসলামী উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- আল্লাহর হাকিমিয়্যাত ও পাকিস্তান-সংবিধান

লেখকের বইগুলো পাওয়া যাবে–

- আর রিহাব, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার।
- মাকতাবাতুল হুদা, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার।
- সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী, মাদানানীগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- দেশের অভিজাত অনলাইন বুকশপসমূহে